

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্

শ্রীমন্ মুরারি গুপ্ত প্রণীতম্

শ্রীমন্ হরিদাস দাস বাবাজী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ ।]

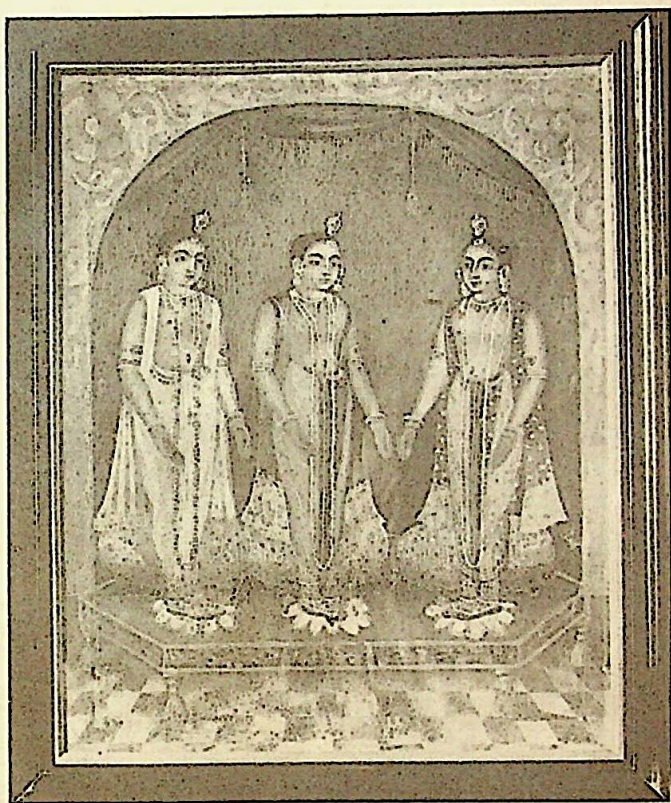
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রকাশিতম্

চতুর্থ সংস্করণম্

শ্রীগৌরাক্ষ: ৪৫৯

মূল্য ^{তিন} দুই টাকা ।

মহাত্মা শিশিরকুমার কর্তৃক সংগৃহীত
এবং
তদীয় জননী দেবী অমৃতময়ী কর্তৃক সংপূজিত
তৈলচিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।



শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্

—*—

শ্রীমন্মুরারি গুপ্ত প্রণীতম্

—

শ্রীমন্মহরিদাস দাস কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ
শ্রীমন্মুগালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রকাশিতম্।

চতুর্থ সংস্করণম্

২৫।২. সংখ্যক মোহনবাগান রোড 'শনিরঞ্জন প্রেসে'
শ্রীমতা সৌরীন্দ্রনাথ দাসেন মুদ্রিতম্।

শ্রীগৌরাঙ্গ ৪৫২।

তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা।

শ্রীগোরাঙ্কের লীলাবর্ণিত প্রামাণিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীপাদমুরারিগুপ্ত রচিত “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্” নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থখানিই আদি। বহুদিন এই অপূর্ণ গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় ছিলেন। পরবর্তী লীলা-লেখকদিগের গ্রন্থসমূহে এই মুরারিগুপ্তের করচার নাম দেখিয়া এই গ্রন্থ খানি উদ্ধার করিবার জ্ঞান মহাত্মা শিশিরকুমার অনেক অল্পসন্ধান করেন। অবশেষে ৪১২ গোরাঙ্কে (১৩০৩ সালে) ঢাকা-উথালী নিবাসী শ্রীঅষ্টতন্ত্রপ্রভুবংশজাত (বর্তমানে গৌরধামপ্রাপ্ত) শ্রীল মধুসূদন গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট হইতে এই পুথির একখানি নকল পাওয়া যায়। সেই সময় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল—আর এক খানি পুথি পাইলেই দুই খানি মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর একখানি নকল পুথি হস্তগত হয়। এই খানি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। হর্ভাগ্যক্রমে দুইখানি পুথির এক খানিও শুদ্ধভাবে লিখিত ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুবংশজাত (বর্তমানে নিত্যধামগত) শ্রীল শ্রামলাল গোস্বামি-প্রভুপাদের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা নিঃশেষিত হওয়ায় ৪২৬ গোরাঙ্কে (১৩১৭ সালে) বাঙ্গলা অক্ষরে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। আর এই তৃতীয় সংস্করণ বর্তমান ৪৪৫ গোরাঙ্কে (১৩৩৭ সালে) প্রকাশিত হইল।

মুরারির করচা এক্রপ সরল-সংস্কৃতকাব্যে বিবিধ স্মধুর ছন্দে

করচাকারে বিরচিত যে, বাহারা স্মার্কিত ও সাধুভাবার বাদলা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে গুরু উপদেশ ব্যতীত এই গ্রন্থের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার ভাষা যেমন সরস ও অমৃত-মধুর, ইহার ভাবও সেইরূপ সুধামাখা ও চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরাদেবের কোমল-করণ প্রতিচ্ছবি একরূপ ভাবে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন বাহা একবার পাঠ করিলেই ভক্তপাঠকগণের হৃদয়পটে উহা চিরদিনের জন্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প কথায় বিশালভাবে বর্ণনা করিতে মুরারি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখাইতেছি। তদ্বাচ্য—

“নিজসংস্বতিমাত্রসম্পদঃ পুলকপ্রেমজড়ো বভূব হ।

স তদা নিজমেব মন্দিরং সমগাদশরীরয়া গিরা ॥ ৬

ভক্তবর্গমুখবেষ্টিতঃ প্রভুঃ প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ।

হরিকোর্তনসংকথাসুখং মুমুদে দানবসিংহমর্দনঃ ॥” ৭ (১১১)

“পুলকপ্রেমজড়ঃ” ও “প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ” এই দুইটি পদে শ্রীগৌরাদেবের যে অবস্থার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভাষার সৌম্যবন্ধ-অর্থ অতিক্রম করিয়া ভক্তপাঠকের হৃদয়ে অতি বিশাল ও সমুজ্জল ভাবে প্রকাশ পায়।

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সহিত ছন্দের বিচিত্রতা এই গ্রন্থে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আবার দুই এক কথাতেই এক একটি চরিত্র কিরূপে প্রস্ফুট করা বাইতে পারে, এই গ্রন্থে তাহার উদাহরণেরও অভাব নাই। এইরূপ কতিপয় উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

“শ্রীবাসো যত্র রেজে হরিপদকমলপ্রোল্লসন্নভূতঃ

প্রেমার্দ্ৰোক্তদ্বাবাহঃ পরমরসমর্দৈর্গায়তীশং সদোৎকঃ।

গোপীনাথো দ্বিজাগ্রাঃ শ্রবণপথগতে নাগ্নি কৃষ্ণস্ত মন্তো-
 হতুর্ভাচ্চ রোতি স্ম ভূয়ো লয়তরলকরো নৃত্যতি স্মাতিবেলম্ ॥ ১৯
 বালোত্তম্যাকরাভো বৃধজনকমলোদ্বোধনে দক্ষমূর্তিঃ
 কারুণ্যাক্রিহিমাংশোরিব জনহৃদয়োস্তাপশাস্ত্যেকমূর্তিঃ ।
 প্রেমধ্যানাতিক্রমো নটনবিধিকলাসদৃশ্যগতো মহাত্মা
 শ্রীযুক্তাঈষতবর্য্যঃ পরমরসকলাচার্য্য ঈশো বিরেজে ॥ ২০
 যত্র সর্বগুণবানতি রেজে চন্দ্রশেখরগুরুদ্বিজরাজঃ ।
 কৃষ্ণনামকুশিতাঙ্গরূহঃ স প্রস্থলন্নয়নবারিভিরার্দ্রঃ ॥ ২১
 যত্র নৃত্যতি মুনৌ হরিদাসে দাসবৎসলতয়া জগদীশঃ ।
 খেচরৈঃ স্বরগঠৈঃ সমহেঁশৈর্লান্ধ্রমাণ্ড পরিপশ্চতি হৃষ্টঃ ॥” ২২
 “জগন্নাথস্তস্মিন্ দ্বিজকুলয়োধীন্দুসদৃশো-
 হভবদ্বৈদ্যাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তো গুরুসমঃ ।
 স কৃষ্ণাজিহ্বা ধ্যানপ্রবলতর-যোগেনা মনসা
 বিশুদ্ধঃ প্রেমার্জো নবশশিকলেবাণ্ড ববুধে ॥” ২৪ (১।১)

মুরারি গুপ্তের সহিত শ্রীবাস, গোপীনাথ, শ্রীমদঈষতাচার্য্য, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, হরিদাস ও শ্রীজগন্নাথমিশ্রের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল, স্ততরাঃ স্থনিপুণ চিত্রকর গুপ্ত মহাশয়ের তুলিতে তাঁহাদের যে স্তন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যে স্বাভাবিক ও নিখুঁত হইবে তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না ।

এতদ্ব্যতীত আরো কথা এই যে, শ্রীগৌরস্বন্দরের সঙ্গলাভের সময় হইতেই মুরারি জ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করিয়া ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া-
 ছিলেন । এ অবস্থায় তিনি বাহ্য কিছু লিখিয়াছেন তাহার প্রত্যেক পদেই ভক্তির মধুর বাক্যের শুনিতে পাওয়া যায় । সমগ্র গ্রন্থ খানিই ভক্তির ভাষায় অল্পপ্রাণিত,—অতি কোমল, অতি মধুর ; পাঠ করিলেই

মনে হয় যেন উহা গৌরভক্তির অনন্ত অফুরন্ত পীযুষময় প্রশ্রবণ। দুই একটা পত্ন এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

“চৈতন্যচন্দ্র তব পাদনখেন্দুকান্তিরেকাদশেন্দ্রিয়গণৈঃ সহ জীবকোষম্।
অন্তর্বহিষ্ঠ পরিপূরয় তন্ত্ৰ নিত্যং পুষ্পাতু নন্দয়তু মে শরণাগতস্ত ॥
চৈতন্যচন্দ্র তব পাদসরোজযুগ্মং দৃষ্ট্বাপি যে ভ্রূয়ি বিভো ন পরেশবুদ্ধিম্।
কুর্কন্তি মোহবশগা রসভাবহীনাস্তে মোক্ষিতা বিততবৈভবমায়য়া তে ॥
চৈতন্যচন্দ্র ন হি তে বিবুধা বিদন্তি পাদারবিন্দযুগলং কুত এব চাত্তে।
যেষাং মুকুন্দ দয়সে করুণার্দ্রমূর্ত্তে তে তাং ভজন্তি প্রণমন্তি বিদন্তি নিত্যম্ ॥
নত্যা বদামি তব পাদসহস্রপত্রমাজ্জা বিভো ভবতু তে মম তত্র শক্তিঃ।
ভূয়াদযথা তব কথামৃতসারপূর্ণা বাণী বরেণ্য নূহরে করুণামৃতাক্ষে ॥ (২।১।৭)

শ্রীগৌরচন্দ্রের নিকট তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—“হে বিভো, হে নরহরি, হে করুণামৃতসাগর, হে বরেণ্য, তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার বাণী বাহাতে তোমার কথামৃতের সারপূর্ণ হয় আমায় সেইরূপ শক্তি দাও।”

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরানন্দ তাঁহার এই লীলা-লেখককে তাদৃশী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি তাদৃশ রূপাশক্তিরই অমৃতময় ফল। স্মরণ্যং ইহা গৌরভক্ত মাত্রেয়ই নিত্য পাঠ্য।

*

*

*

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীহট্টবাসী। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—
“শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥
ভবরোগনাশ বৈষ্ণৱ মুরারি নাম ধার। শ্রীহটে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥”
ইহারা এবং আরও অনেক শ্রীহট্টবাসী শ্রীগৌরানন্দের পিতা শ্রীজগন্নাথ

মিশ্র-পুরন্দরের সহিত নবদ্বীপের এক পাড়ায় বাস করিতেন। ইহাদের পরস্পরে বেশ সস্তীতি ছিল।

শ্রীগৌরানন্দ যখন অবতীর্ণ হইলেন তখন মুরারি পঞ্চদশবর্ষীয় যুবক। তিনি তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন এবং আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের চর্চা করিতেন। মুরারি বিলক্ষণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং অল্পবয়সেই নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন-সমাজে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু, মিষ্টভাবো, বিনয়ী, নিরীহ ও স্নিগ্ধ ছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। সেই সকল কারণে তিনি সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

মিশ্র-পরিবারের সহিত গুপ্ত-পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষতঃ শৈশবাবধি নিমাইচাঁদের প্রতি মুরারির আন্তরিক আকর্ষণ থাকায় শ্রীনিমায়ের জন্মাবধি প্রায় সমস্ত নবদ্বীপ-লীলা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের স্মরণও আছে—

“মুরারিগুপ্ত বৈজা বৈসে নবদ্বীপে। নিরন্তর থাকে গৌরাচাঁদের সমীপে।”

“সর্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ। গৌরপদারবন্দে ভকত-প্রবীণ ॥

জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল। আত্মোপাস্তে যত যত প্রেম প্রচারিল ॥”

এই সমস্তই মুরারির বিলক্ষণ জ্ঞানা ছিল। সেই জন্ত শ্রীগৌরানন্দের প্রকাশের পর যখন তাঁহার লীলা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন ভক্তেরা সকলে পরামর্শ করিয়া মুরারির প্রতি এই ভার অর্পণ করা সাব্যস্ত করিলেন এবং শ্রীবাস দ্বারা তাঁহাকে অহুরোধ করা হইল। যথা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত—

“ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলকমলপ্রোঙ্গসচ্চিত্রভানুঃ

প্রাহেদঃ শ্রীমুরারিঃ স্মিহ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনম।

তত্ত্বাজ্ঞামাকলব্য প্রকটকরপুটেস্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ

শ্রীমচ্চৈতন্যমূর্তেঃ কলিকলুষহরাং কীর্ত্তিগাহ স্বয়ং সং ॥” (১।১১২)

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণকুলকমলের উল্লসিত সূর্যাস্বরূপ ভক্ত শ্রীবাস মুরারিকে বলিলেন, “তুমি গৌরহরির নবীনচরিত্র বর্ণনা কর।” তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মুরারি নিজেই তখন শ্রীমৎচৈতন্যবিগ্রহের কলিকলুষনাশিনী কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মদলাচরণ ও মুখবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হইলে দামোদর পণ্ডিত শ্রীপ্রভুর লীলা-বিষয়ক একটি প্রশ্ন মুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদ্ব্যথা—

“এতচ্ছদ্ভাভুতং গ্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

শ্রীচৈতন্যকথামন্তঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ॥ ১৫

কথয়স্ব কথাং দিব্যামদ্ভুতাং লোকপাবনীম্।” ১৬

“তচ্ছদ্ভা বচনং তস্য পণ্ডিতস্য মহাত্মনঃ।

উবাচ বচনং শ্রীতো মুরারিঃ ক্ষয়তামিতি ॥” ২০ (১।১২)

শ্রীলোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

“মুরারিগুপত বেজা প্রভুতত্ত্ব জানে। দামোদর পণ্ডিত পুছিল তাঁর স্থানে ॥”

এই পয়ার লিখিয়া, তাহার পরে তিনি মুরারিগুপ্তের করচা হইতে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইভাবে দামোদর পণ্ডিত এক একটি প্রশ্ন করেন এবং মুরারি তাহার যথাযথ উত্তর তাঁহার করচায় লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি রচিত হয়। যথা—

“দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে। আগপান্ত বত কথা কহিল প্রকারে ॥ শ্লোকচ্ছন্দে হৈল পুথি ‘গৌরচরিত’। দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত ॥”

মুরারিগুপ্তের করচা আদি ও প্রামাণিক বলিয়াই শ্রীপ্রভুর পরবর্তী লীলালেখকগণ মূলতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের গ্রন্থ

লিখিয়াছেন। এই কথা তাঁহারা আপনাপন গ্রন্থেও স্বীকার করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থে বলিয়াছেন—

“আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রন্থিত ॥
প্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ-দামোদর। সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণন করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥”

অন্তত্ৰ—

“দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত-মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখেছে বিচারি ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ। বিস্তারি বলেছে তাহা দাস বৃন্দাবন ॥”

কবিকর্ণপুর তাঁহার “শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” মহাকাব্যের বিংশ সর্গ
এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

“আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ

কেচিন্মুরারিচি-মদলনামধেয়ৈঃ।

ষদ্বদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজ্জ-জৈঃ-

সুভদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ॥ ৪২ ॥

বদ্ধাঙ্গলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ-

ভূয়ো নমাগ্যহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞঃ।

তং মুক্তকোমলধিয়ং নহু যৎপ্রসাদা-

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতং ॥ ৪৩ ॥”

অর্থাৎ—শৈশবাবধি যিনি প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে সুবিজ্ঞ,
সেই তত্ত্বজ্ঞ “মুরারি” এই মদলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস-
লালিত্য সম্যক লিখিয়াছেন, এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া
লইয়াছি। ৪২।

আমি মস্তকে অঙ্গলিবদ্ধ করিয়া নিরতিশয় কাকুবাক্যে পুনঃ পুনঃ
সেই মনোহর ও কোমলবুদ্ধি মুরারিনামক মহাত্মাকে প্রণাম করিতেছি।

যাঁহার প্রসাদে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিতরূপ অমৃত আমার অক্ষিপীত অর্থাৎ
নেত্রপদ্মের গোচর হইয়াছে । ১৩ ।

ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল” গ্রন্থ কেবল যে মুরারির
করচা অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন তাহা নহে, এই গ্রন্থের অনেক স্থান
তিনি সরস ও স্থলনিত কবিতা-ছন্দে অনুবাদও করিয়াছেন । লোচনদাস
বলিতেছেন—

“শ্লোকছন্দে হৈল পুণি ‘গৌরান্দ্রচরিত’ । দামোদর-সংবাদ মুরারিযুখোদিত ॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত । পাঁচালি-প্রবন্ধে কহৌ গৌরান্দ্রচরিত ॥”
শেষে ইহাই বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন যে,—

“শ্রীমুরারিগুপ্ত বেজা প্রভুর অন্তরীণ । সকল জানয়ে সেই ভকত-প্রবীণ ॥
লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্যচরিত্র । তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥
শ্লোকবন্ধে কৈল গৌর-গুণের কবিত্ব । তাহাই হইল এবে সকলের স্মৃত ॥
শুনিয়া মাধুরী-লোভে চিত্ত উত্তরোল । নিজ দোষ না দেখিহু মন হৈল

ভোল ॥

পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিত এখন । দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম ॥”

শ্রীকৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এই করচার অনেক স্থান বিস্তারিত করিয়া
তাঁহার “শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত” গ্রন্থের কলেবর সমলঙ্কৃত করিয়াছেন ।

উপরে বলিয়াছি শ্রীনিমাইচাঁদের জন্মাবধি প্রায় সমস্ত নবদ্বীপ-লীলা
মুরারি সচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল লীলা তিনি তাঁহার
গ্রন্থে করচা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন । তন্মিত্ত প্রভুর লীলা-বিষয়ক
কতকগুলি পদও তিনি রচনা করেন । তন্মধ্যে বাল্যলীলা-বিষয়ক দুইটি
পদ প্রদত্ত হইল—

পহিড়া ।

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
 গোরচাঁদ দেয় হামাগুড়ি ।
 মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
 আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥
 বাঘনল গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
 চাঁদমুখে হাসির বিজুলি ।
 ধূলামাখা সর্ব্ব গায় সহিতে না পারে মায়
 বৃকের উপরে লয় তুলি ॥
 কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
 পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি ।
 হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
 সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি ॥

কামোদ !

শচীর ছলন মনোরঞ্জে । খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে ॥
 মাঝে গোরা শিশু চারিপাশে । নাচে আর যুহু যুহু হাসে ॥
 হাতে-হাতে করে ধরাধরি । তালে-তালে নাচে ঘুরি-ঘুরি ॥
 ক্ষণে ঘন দেয় করতালি । ক্ষণে কেহ কেহ ভালি ভালি ॥
 গোরা যবে বলে হরি হরি । শিশুগণ সঙ্গে বলে হরি ॥
 ঘন ঘন হরিবোল শুনি ; কাঁপে কলি পরমাদ শুনি ॥
 মুরারি আনন্দে ভরপুর । পাপের রাজত্ব হৈল দূর ॥

শ্রীগৌরানন্দ শৈশবাবধি মুরারির প্রতি কিরূপ কৃপা করিয়াছিলেন তাহা কতকগুলি ঘটনা দ্বারা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই সকল ঘটনার অধিকাংশই মুরারি তাঁহার করচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপর কতকগুলি অত্যন্ত লীলাগ্রহে আছে। ভক্তপাঠকগণের উপভোগের জন্য মুরারি ও তাঁহার প্রভু সধকীয় কতকগুলি লীলা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীনিমাইচাঁদের বয়স যখন সবে পাঁচ বৎসর, তখন তিনি সমবয়স্ক শিশুদিগের সহিত রাজপথে ধূলাখেলা করেন। একদিন এইরূপ খেলা করিতেছেন,—সকলেই দিগম্বর, ধূলায় ধূসরিত,—এমন সময় মুরারিগুপ্ত কয়েকজন বয়স্ক সহ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। মুরারির বয়স তখন বিশ বৎসর, যোগবাশিষ্ট পড়েন, বয়স্কদিগের সহিত এই সধক্ষে চর্চা করিতে করিতে চলিয়াছেন, এবং মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য হাত মুখ মাথা নাড়িতেছেন। এই সময় মুরারি পশ্চাৎ হইতে হাসির শব্দ শুনিতে পাইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, নিমাই সঙ্গীগণ লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। মুরারি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অল্পতে অধৈর্য্য হয়েন না এবং মনে মনে বিরক্ত হইলেও তাহা তাঁহার মুখে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় না। কাজেই তিনি উহা গ্রাহ্য না করিয়া পূর্বের ত্রায় ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিলেন। কিন্তু আবার সেইরূপ হাস্যধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। দেখেন যে, সেই পাঁচ বৎসরের দিগম্বর শিশু নিমাই, তাঁহার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী ও কথা অবিকল অনুকরণ করিতে করিতে আসিতেছে, আর তাই দেখিয়া অপর শিশুগুলি আনন্দে উচ্চহাস্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া মুরারির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন—“জগন্নাথ মিশ্রের একটা অকাল কুমাণ্ড জন্মিয়াছে। ইহারই এত সূখ্যাতি!”

এই কথা শুনিয়া নিমাই ক্রকুটি করিয়া বলিল—“আচ্ছা এখন যাও, ভাল শিক্ষা দিব তোমায় ভোজনের কালে।” পাঁচ বৎসরের শিশুর মুখে এই কথা শুনিয়া মুরারি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় উপস্থিত হইল, মুরারি ভোজনে বসিলেন।

হেথা বিশ্বস্তর হরি অঙ্গের স্ববেশ করি
কটিতে আটিয়া পীতধড়া।

শিরে শোভে তিন ঝুটি গলায় সে রসকাঠি
কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা দুবেড়া ॥

নয়ানে অঙ্কন রেখা পাঁচ-খুপী বান্ধে শিখা
ঝলমল হেম-অলঙ্কার।

চরণে মগড়া খাড়ু হাথে লঞা ক্ষীরনাডু
চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ॥

এইরূপ মদনমোহন সাজে ত্রিনিমাইচাঁদ মুরারিগুপ্তের গৃহে আসিয়া জলদগম্ভীর নামে “মুরারি” বলিয়া ডাকিলেন। গলার স্বর শুনিয়াই মুরারি বুঝিতে পারিলেন কে ডাকিতেছে। অমনি মুরারির সকালবেলার সেই কথা স্মরণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ নিমাইচাঁদ মুরারির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

একে হেমগৌরকান্তি কলেবর, তারপর ভুবনভুলান সাজ,—দেখিয়াই মুরারি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। শচীর ছালায় মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন,

“তরস্ত না হয়ো তুমি এই খানে আছি আমি
ধীরে স্বস্থে করহ আহ্বার।”

মুরারির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, তিনি অশ্রুমনস্ক ভাবে তাড়াতাড়ি আহাৰ
করিতে লাগিলেন। এ দিকে নিমাইচাঁদ—

মধ্য-ভোজন বেলা

ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা

খাল ভরি এ মৃত মূর্তিল।

মুরারির ঘেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি ছি! ছি! করিয়া উঠিয়া
পড়িলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই নিমাইচাঁদ
ক্রোধভরে কহিলেন—

“হাত মুখ মাথা নাড়া ছাড়হ মুরারি। শুক জ্ঞানচর্চা ছাড় ভজ্জহ শ্রীহরি ॥
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে। প্রশ্ন করি যে তার খালার উপরে ॥”

এই কথা বলিয়াই শ্রীনিমাই চকিতের মত কোথায় চলিয়া গেলেন,
মুরারি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না! তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া
রহিলেন। তখন তাঁহার মনের মধ্যে ক্রোধের কণামাত্র রহিল না, এক
অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, সমস্ত দেহ দিয়া একটা আনন্দের ঢেউ
বহিয়া গেল। কারণ তাঁহার—

মনে মনে অন্নমান

এহ কভু নহে আন

সত্য প'ছ শচীর তনয়।

অন্নমান কেন, সেই মুহূর্তে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল—ইনি স্বয়ং
শ্রীভগবান।

তখনই মুরারি মিশ্রপুরন্দরের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
তখন তাঁহার মনপ্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া দেহকে জরতগতিতে টানিয়া
লইয়া বাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পদযুগল প্রতিযোগিতায় পারিয়া
উঠিতেছে না।

এদিকে শচী ও জগন্নাথ—তাঁহাদের সর্বস্ব ধন, আধার ঘরের মাণিক,—
নিমাইচাঁদকে লইয়া কত আদর, কত সোহাগ, কত মুখ-চুষন করিতেছেন,

আর কোলে করিবার জ্ঞান দুইজনে কাড়াকাড়ি করিতেছেন। এমন সময় মুরারি চঞ্চল-চাহনিতে নিমাইচাঁদকে অল্পসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শচী-জগন্নাথ তাড়াতাড়ি আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। কিন্তু মুরারির সে দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি নিমাইচাঁদের চন্দ্রবদন পানে পলকহারা দৃষ্টিতে চাহিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার—

পুলকিত সব গা

আপাদ মন্তক বা

ধারা বহে নয়নের জলে।

অরুণ কমল আঁখি

ঐ সে প্রেমের সাখী

গদগদ আধ-আধ বোলে ॥

মুরারী স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না, গোরচাঁদের রাগাচরণে পড়িয়া ভক্তিবলে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। শচীহুলাল তখন ত্রাণ সাজিয়া জননীর ক্রোড়ের মধ্যে সান্ধাইলেন, যেন নিরীহ ভাল-মাল্লুখটি, কিছুই জানেন না! শচী ও জগন্নাথ মুরারির কাণ্ড দেখিয়া ভীত হইয়াছেন এবং ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, “কর কি গুপ্তমশাই, আমার দুখের ছেলে কি অপরাধ করেছে যে তুমি তাহার অকল্যাণ করছো? দোহাই তোমার! আমাদের যাহা হয় হোক গে, এই কচি ছেলের অপরাধ লইও না, উহাকে আশীর্বাদ কর যেন দীর্ঘজীবী হয়।” ইহাই বলিয়া মুরারির হাত দুখানি ধরিয়া মিশ্রমহাশয় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। মুরারি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

“বালক লালিছ কাছে

ইহা ত জানিবে পাছে

তোমা সম নাহি ভাগ্যবান্।

স্মরণ রাখিও মনে

আমার এই বচনে

বিশ্বস্তর পঁছ ভগবান্ ॥

এই কথা বলিয়া মুরারি এই শুভ-সংবাদ জানাইবার জন্ত অধৈত-সভায় চলিয়া গেলেন।

*

*

*

নিমাইপণ্ডিতের বয়স তখন ১৬ বৎসর, প্রথম যৌবন, দিবানিশি বিচারসে মজিয়া আছেন, প্রত্যহ প্রাতঃকালে নবীন-নটবর বেশে শিশুগণসহ গদ্যাদাসের টোলে আসিয়া বীরাসনে বসেন। তাঁহার শ্রায় আরও অনেকে বিচারচর্চা করিতে এখানে আসেন। অল্পবয়সেই নিমাই-পণ্ডিতের বিচার সৌরভ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এমন কি অনেকের বিশ্বাস তাঁহার পাণ্ডিত্য বৃহস্পতিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তিনি কাহাকেও গ্রাহ করেন না; যার তার সঙ্গে যে কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে তিনি কখনও পশ্চাদ্গত হন না। অনেককে তাঁহার নিকট পুথি চিন্তাইতে হয়। বয়োজনিস্থ বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে গ্রাহ না করেন, কি তাঁহার নিকট পুথি চিন্তাইতে না আসেন, তাহা হইলে নিমাইপণ্ডিত তাহাকে আপন পদতলে না আনিয়া কিছুতেই ছাড়েন না।

মুরারিগুপ্তও গদ্যাদাসের টোলে অনেকদিন হইতে আসিতেছেন। কিন্তু ১১ বৎসর পূর্বে যে নিমাইকে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, ক্রমে সংশয় আসিয়া সে ভাব তাঁহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে। এখন, নিমাইপণ্ডিত বয়সে অনেক ছোট বলিয়া তাহাকে গুরু আসন দিতে,—এমন কি সমকক্ষ ভাবিতেও—মুরারি রাজী নহেন। সেই জন্ত আপন মনে পুথি চিন্তা করেন। কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্তা বলেন না। কিন্তু নিমাইপণ্ডিতও ছাড়িবার পাত্র নহেন, সুবিধা পাইলেই মুরারিকে নানা প্রকার-ঠাট্টা-তামাসা করেন। একদিন নিমাইপণ্ডিত বলিতেছেন,—

“সন্ধিকার্য্য না জানিয়া কোন কোন জন।

আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা ॥

অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্থ হয়।

যেবা জানে তাঁর ঠাঞি পুথি না চিন্তয় ॥”

নিমাইপণ্ডিতের বাক্যসম্মুখীন মুরারির মনে বিরক্তির সঞ্চার হইলেনও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া আপন মনে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নীরব থাকিয়াও মুরারি নিস্তার পাইলেন না। কারণ ‘সেবক দেখিয়া বড় সুখী গৌররায়’, আর ‘সে কারণে তিনি তারে চালেন সদায়’। তাই ছুটে-হাসি হাসিয়া প্রভু বলিলেন,—

“বৈদ্য তুমি উহা কেনে পড়। লতাপাতা লৈয়া গিয়া রোগী কর দড় ॥

ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥

মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা। ঘরে বাহ তুমি রোগী দূঢ়

কর গিয়া ॥”

মুরারি চিকিৎসা-ব্যবসা করেন, সেই কথা উল্লেখ করিয়া নিমাই-পণ্ডিত তাঁহার অন্তরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন, কতকটা কৃতকার্য্যও হইলেন। আঁতে যা খাইয়া মুরারি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, পুথির উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—“বড় ত ঠাকুর, সবাকৈই চালাতে চাও, এত গর্ব্ব কিসের? নিজে সূত্রবৃত্তি, পাজি, টীকা, কত হেন কর। এই ত বিজ্ঞার দোড়!” তার পর বলিলেন,—“কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ত যখন-তখন বল—‘কি জানিস তুঞি’? আচ্ছা বলত, আমার কাছে কোন্ কথার জবাব পাও নি? তুমি বামুনের ছেলে, কি আর বলবো! নচেনং দেখায়ে দিতাম।”

নিমাইপণ্ডিতের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মুরারি আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, শেষে গোরাচাঁদের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন।

মুরারির কথা শুনিয়াই নিমাই বলিলেন,—“বেশ ত, আচ্ছ যাঁহা পড়িলে তাঁহাই ব্যাখ্যা কর দেখি?” মুরারি তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিলেন। প্রথমে অগ্রাহভাবে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু নিমাই-পণ্ডিত যখন তাঁহার ব্যাখ্যার ভুল ধরিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলেন—বালক হইলেও নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য অগাধ। তখন নিজের মৰ্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে—

“গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।

প্রভু ভূত্য কেহ কারে নাৱে জিনিবার ॥”

প্রভুর রূপায় মুরারি তখন পরমপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইয়া মুরারির সৰ্ব্বাদ পুলকে ভরিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে তাঁহার জিগীষা-বৃত্তিও লোপ পাইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—“এরূপ পাণ্ডিত্য কি মানুষে সম্ভবে! বিশেষতঃ যাঁহার স্পর্শে দেহ এরূপ পুলকিত হয়, তিনি কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন। তখন সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালকের কথা তাঁহার স্মরণ-পথে পতিত হইল, তিনি বুঝিলেন,—এই নিমাইপণ্ডিত কে। ইহাতে ভক্তিভরে তাঁহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল, ইচ্ছা হইল শ্রীপ্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও তাঁহার মন সম্পূর্ণ নির্মল হয় নাই, তাই ছাত্রদিগের সম্মুখে আপনাকে হাশ্বাস্পদ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন। কাজেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—এখন হতে—“চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।” নিজ দাসের সহিত এইরূপ রসরস করিয়া নিমাইপণ্ডিত শিষ্যগণ সহ গদ্যমান করিতে চলিয়া গেলেন।

* * *
মহাপ্রকাশের দিন শ্রীগৌরানন্দসুন্দর ভগবান্-ভাবে শ্রীবাসের গৃহে গেলেন। সেখানে শ্রীবাসের পরিজন দ্বারা আপনার অভিব্যেক করা হইয়া

বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। দেখিতে দেখিতে ভক্তগণের সমাগম হইল। তখন নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছেন, নরহরি চামর চুলাইতেছেন, গদাধর তাম্বুল যোগাইতেছেন, আর অঈতাদি ভক্তগণ নানাবিধ সেবায় নিযুক্ত আছেন। এমন সময় মুরারির ডাক পড়িল।

মুরারির তখন পুনর্জন্ম হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার গর্ব অহঙ্কার জিগীষাবৃত্তি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছে, তিনি দৈন্তের খনি হইয়াছেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া তিনি ভয়ে তাঁহার কাছে আসিতে পারিতেছেন না। কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবান্ যখন ডাকিতেছেন, তখন আর উপায় কি? কাজেই তাঁহার আসিতে হইল,—একরূপ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আনিতে হইল। তিনি আসিয়া বিষ্ণুখট্টার সম্মুখে দাঁড়াল হইয়া পড়িলেন।

প্রভু জানেন মুরারি তখনও অধ্যাত্মচর্চা একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই। তাই বলিলেন,—“মুরারি, জ্ঞানচর্চা ছাড়িয়া দাও।” মুরারি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—“প্রভু, জ্ঞানচর্চা কাহার কাছে করিব?” শ্রীগৌরাদ ইন্দিত করিয়া কহিলেন,—“কেন, অঈত ত আছেন?” অঈতের প্রতি কটাক্ষ করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ঠাকুর, অধ্যাত্মচর্চায় দোষ কি?” শ্রীভগবান্ বলিলেন,—“দোষ আর কিছুই না, কেবল জ্ঞানচর্চায় আমাকে পাওয়া যায় না।” অঈত আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

তখন শ্রীগৌরাদ বলিতেছেন,—“মুরারি, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, হনুমানের অবতার, তুমি অধ্যাত্মচর্চা কর, এ বড় অশ্রায়।” তার পর বলিলেন,—“এখন মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাও।”

মুরারি মাথা তুলিয়া বিষ্ণুখট্টার দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেখানে যাহাকে দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রীগৌরাদকে)

দেখিতে পাইলেন না, তৎপরিবর্তে যে দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচরে পতিত হইল, তাহা তিনি দেখিবেন বলিয়া কখনও ভাবেন নাই। তিনি দেখিতেছেন,—নবভূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ধ্বাধার করিয়া বীরাসনে বিমুগ্ধটায় বসিয়া আছেন। তাঁহার বামে জনকনন্দিনী সীতা বিরাজিতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত ও শক্রব্র চামর ঢুলাইতেছেন, আর চারিদিকে বানরগণ স্তুতিপাঠ করিতেছেন। মুরারি এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন।

তখন বিমুগ্ধটায় উপবিষ্ট শ্রীভগবান, শ্রীরামলীলায় শ্রীহনুমন্তের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুরারির চৈতন্য-সম্পাদন করা হইল। তখন তিনি হৃদয় উঘাড়িয়া অতি করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুরারির ভাগ্য দেখিয়া ভক্তনগলীর হৃদয়ও কারুণ্যরসে ভরিয়া গেল।

শ্রীপ্রভু তখন বলিলেন,—“মুরারি, আমি তোমাকে বর দিব, কি বর চাও বল?” এই কথা শুনিয়া মুরারি বলিলেন,—

“প্রভু, আর নাহি চাঙ। হেন কর প্রভু যেন তোমার গুণ গাঙ।
যে তে ঠাঞি প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর। তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোমার।
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস। তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস।
তুমি প্রভু মুঞি দাস ইহা নাহি যথা। হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিবে তথা।
সপার্বদ তুমি যথা কর অবতার। তথাই তথাই দাস হইব তোমার।”

মুরারির প্রার্থনা শুনিয়া প্রভুর পদ্মপলাশলোচন সজল হইয়া উঠিল। তিনি আভেগভরে বলিলেন,—“তথাস্তু”। অমনি চারিদিক হইতে ভক্তগণ উল্লাসভরে “জয় জয়” ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীগোবিন্দ মুরারিকে বলিলেন,—“তোমার রচিত শ্রীরঘু-নাথাস্তক’ শ্লোক পাঠ কর।” মুরারি ভক্তিগদগদভাবে শ্লোকগুলি

শ্রীশ্রীশ্রী—শ্রীশ্রীশ্রী

দেবদেব, করুণ

পড়িলেন। ইহা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার কপালে “রামদাস” নাম লিখিয়া দিলেন। তারপর তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীপ্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া মুরারি আনন্দে ডগমগ হইতে লাগিলেন এবং আপন মনে হাসিতে হাসিতে বাড়ী আসিলেন। আসিয়াই সহাস্তবদনে স্ত্রীকে বলিতেছেন,—“ওগো শীঘ্র ভাত দাও।” পতিপ্রাণা সত্য পতির ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন তিনি কোন রসে বিভোর হইয়া আছেন। কাজেই স্বামীর আনন্দ দেখিয়া তিনিও আনন্দিত হইলেন। তারপর বিবিধ ব্যঞ্জনসহ এক থালা অন্ন আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। মুরারি প্রফুল্লমনে আহার করিতে বসিয়া দ্রুত দিয়া অন্ন মাখিলেন এবং গ্রাস তুলিয়া “খাও” “খাও” বলিয়া কোন অদৃশ্য ব্যক্তির বদনে দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অন্নের গ্রাসগুলি ভূতলে পড়িতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে থালা অন্নশূন্য হইল। তখন গুপ্ত-গৃহিণী পুনরায় অন্নব্যঞ্জন আনিয়া বস্তু করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইলেন।

পরদিবস অতি প্রভাতে শ্রীপ্রভু মুরারির গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই মুরারির সর্বাঙ্গ দিয়া একটা আনন্দলহরী খেলিয়া গেল। তিনি দণ্ডবৎ করিয়া বসিতে আসন দিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—“মুরারি, কিছু ঔষধ দাও।” মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কিসের ঔষধ? কি হয়েছে?” প্রভু—“অজ্ঞোর্ণের।” মুরারি—“অজ্ঞোর্ণ কিসে হ’ল?” প্রভু—“তুমি জান না, কেন হ’ল? কাল ও কি কর্বে? অত রাত্রে গ্রাসে গ্রাসে দ্রুতমাখা অন্ন মুখে তুলে দিলে। তোমার অন্ন কি আমি ফেলতে পারি?”

এই সকল কথা মুরারি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। গত রাত্রে বিহ্বল অবস্থায় কি করেছেন, তা তাঁহার আদর্শে স্মরণ নাই, চেষ্টা

করিয়াও মনে আনিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া প্রভু বলিলেন,—“তুই জানিস্ না, তোর স্ত্রী জানে, তা'কে জিজ্ঞাসা কর। দেখ, তোর আর কোন ঔষধ দিতে হবে না, তোর জলই ইহার ঔষধ।” ইহাই বলিয়া, মুরারি নিবেদন করিবার পূর্বেই, তাঁহার জলপাত্র হইতে প্রভু ঢোকে ঢোকে জল পান করিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি শ্রীমুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। সেইজন্ত তাঁহাকে শ্রীহনুমান্তের অবতার বলা হইত। যথা বৈষ্ণব বন্দনায়—

“বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত। পূর্ব অবতারে খাঁর নাম হনুমান্ত ॥”
মুরারির দেহে হনুমানের আবেশ প্রায় হইত এবং তখন তাঁহার শরীরে অস্ত্রের ত্রায় বল হইত। জগাই-মাধাই যে সময় নবদ্বীপের একরূপ সর্বসর্বা ছিলেন, তখন তাহাদের মনে এই গর্ব ছিল যে, নবদ্বীপে তাহাদের ত্রায় বলবান্ আর কেহই নাই। কিন্তু যে দিন শ্রীগোরাঙ্গ তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন সেই দিন শ্রীপ্রভুর আদেশে মুরারি এই ভ্রাতৃত্বকে দুই কোলে করিয়া অবলীলাক্রমে প্রভুর প্রাদপনে আনিয়া হাজির করিলেন।

মুরারির দেহে গরুড়ের আবেশও কখন কখন হইত। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর আবেশে “গরুড়” “গরুড়” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মুরারি তখন নিজের বাড়ীতে ছিলেন। প্রভুর আস্থানে তাঁহার গরুড়-আবেশ হইল। তিনি “এই যে আমি” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে উর্দ্ধ্বাসে শ্রীবাসের গৃহপানে ছুটিলেন। পথের লোকে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল; ভাবিল, নিশ্চয় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। কিন্তু মুরারি তখন একরূপ বাহুজ্ঞান শূন্ত,—কে কি বলিতেছে সে দিকে তাঁহার আদপে লক্ষ্য নাই।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়াই তিনি প্রভুকে বলিলেন,—“কেন দাসকে স্মরণ করেছেন? কোথায় লয়ে যেতে হবে আজ্ঞা করুন?” ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরান্বয়ের সেই চারিহস্ত পরিমিত প্রকাণ্ড দেহ অক্লেশে স্বন্ধে করিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীবাসের বাড়ীতে বরাহ-অবতারের একটি শ্লোক শুনিয়া শ্রীগৌরাদ গর্জন করিতে করিতে ক্রতপদে মুরারির বাড়ী গমন করিলেন। মুরারি তখন বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীপ্রভু একেবারে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মুরারি দেবগৃহের দ্বারদেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন,—“ইনি কে? এ যে প্রকাণ্ড বরাহ! ইনি যে বড় বলবান্ দেখছি! ইনি যে বিশাল দন্তদ্বারা আমাকে মর্দম্পর্শি বেদনা দিতেছেন!” ইহাই বলিয়া প্রভু পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। মুরারি দেখিলেন, হঠাৎ তিনি বরাহ ভাব অঙ্গীকার করিয়া, ভূমিতে হস্ত ও জাহ্নু পাতিয়া, লোচনযুগল ঘুরাইয়া ইতিউতি চাহিতেছেন। তৎপরে সম্মুখস্থ পিস্তলের জলপাত্র দস্তের দ্বারা তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মুরারি দেখিতেছেন,—ঠিক যেন নর-বরাহ। তিনি মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর।” মুরারি ভয়ে জড়বৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বারম্বার দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন,—“আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার স্বরূপ বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই।” ইহাই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন নর-বরাহ বলিলেন,—“এখন আমি যাই।” ইহাই বলিয়া শ্রীপ্রভু মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারির স্তম্ভপূর্ণে তিনি চেতন পাইলেন। তখন সহজভাবে বলিলেন,—“আমি শ্রীবাসের গৃহে

শ্রীবরাহ-অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম, এখানে কি করিয়া আসিলাম ?” মুরারি আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন।

একদিন মহাপ্রভু মুরারিকে লইয়া বিরলে বসিলেন। তারপর বলিলেন,—“দেখ মুরারি, তুমি রঘুনাথের উপাসক, তাঁহাকে দাস্তভাবে ভজনা করিয়া থাক। ইহা অপেক্ষা মধুরভাবের ভজনা অনেক শ্রেষ্ঠ। এই মধুরভাব তুমি আশ্বাদন কর নাই। মধুরভাবের একমাত্র উপাস্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ। তৎস্বথা—

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বাংশী সর্বাশ্রয়। বিদগ্ধ নিৰ্ম্মল প্রেম সৰ্ব্বরসময়।
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর। সকল সদগুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর॥

মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস। চাতুর্যে বৈদগ্ধ্যে করে য়েহো লীলারাস॥”

সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভজনা কর। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ভিন্ন মধুররসের আশ্বাদন কেহই করিতে পারে না।” এই প্রকারে শ্রীপ্রভুর নিকট মধুররসের ভজনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া মুরারির মন ফিরিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—“প্রভু, আমি তোমার দাস, তোমার আজ্ঞাবহ; তুমি বাহা আদেশ করিবে প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিব।”

মুরারি এই কথা চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিলেন। রাত্রিতে নিদ্রা হইল না, মনের মধ্যে এই এক কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল। তাঁহার উপাস্ত-দেবতা রঘুনাথকে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিতেই তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। শেষে রঘুনাথকে উদ্দেশ করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—“হে রামচন্দ্র, কি করিয়া তোমার শীতল চরণ ত্যাগ করিব? তার চেয়ে এখনই আমার মৃত্যু হউক।” এই ভাবে সারারাত্রি বিলাপ করিয়া কাটাইলেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রভুর গৃহে গমন করিলেন। শ্রীগৌরাদ তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই,

কাজেই তাঁহার দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং প্রভু বহির্বাটিতে আসিবামাত্র তাঁহার শীতলচরণে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে এই নিবেদন করিলেন,—

“রঘুনাথ-পায়ে মুক্তি বেচিয়াছো মাথা । ছাড়িতে না পারোঁ রাম পাও
বড় ব্যথা ॥”

শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায় । তোমা আজ্ঞাভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায় ॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় । তোমা আগে মৃত্যু হউ যাউক
সংশয় ॥”

মুরারির মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভু মনে বড় স্নেহ পাইলেন । তাঁহার কমললোচন জলে ভরিয়া গেল । তিনি মুরারিকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । তারপর বলিলেন,—“সাধু মুরারি, তুমিই ধন্য ! তোমার ত্রায় ভক্ত জগতে বিরল । তোমার ভজনই প্রকৃত স্বদৃঢ় ; এমন কি, আমার কথাতেও তোমার মন কিছুমাত্র টলিল না । উপাস্ত্র ঠাকুরের প্রতি সেবকের এইরূপ প্রীতি থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয় । স্বয়ং প্রভুও যদি পদ ছাড়াইয়া লইতে চাহেন, তবুও প্রকৃত সেবক তাহা ছাড়িতে পারেন না । তোমার ইষ্টদেবের প্রতি তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা কতদূর দৃঢ়, তাহাই জগতকে জানাইবার জন্য, আমি রঘুনাথকে ছাড়িতে বারম্বার তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি ও লোভ দেখাইয়াছি । কিন্তু তুমি শ্রীরাম-কিন্দর, সাক্ষাৎ হনুমান্, তোমাকে লইয়াই তাঁহার বড়াই । তুমি ছাড়িলে তাঁহার থাকিবে কি ? বাহা-হউক আমার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপ একনিষ্ঠ ভক্ত তাহার প্রমাণ জগত দেখিয়াছে । এখন আমার কথা শুন, রঘুনাথকে তোমার ছাড়িতে হইবে না, তাঁহাকে যেক্রপ ভাবে ভজনা করিয়া আসিয়াছ সেই ভাবে এখনও করিবে । আর তোমার একনিষ্ঠ ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ আমার বরে তোমার হৃদয়ে ত্রজের মধুর রস সঞ্চিত হইবে ।”

শ্রীপ্রভুর কৃপায় মুরারি মধুর রস আশ্বাদন করিবার উপযোগী কতটা
হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা
যাইবে। কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইল। তদ্যথা—

ধানশী ।

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল নিতাই-গৌররায় ।
হাসিতে হাসিতে, কেহ নাহি সাথে, বাজারে চলিয়া যায় ॥
পথে হৈল দেখা, রূপ নাহি লেখা, দিঠি ফেলাইল গোরা-গায় ।
এ হেন সময়ে, যতেক নাগরী, জল ভরিবারে যায় ॥
কেহ বলে ইথে, গোকুল হইতে, নাটুয়া আসিয়াছে পারা ।
চল দেখিবারে, নাচিবে বাজারে, মরুক্ মরুক্ জল-ভরা ॥
বাহে বাহে ছান্দা, জাহ্নবী সূকান্দা, ভরিল যতেক নারী ।
হেরি গোরা পানে, ভরিল নয়ানে, কহয়ে দাস মুরারি ॥

পঠমঞ্জরী ।

গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া ।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া ॥
অণে হাসে অণে কঁাদে বাহু নাহি জানে ।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গকুল পড়ে মনে ॥
অনন্ত অনঙ্গ-জ্বিনি দেহের বলনি ।
কত কোটি টাদ কঁাদে হেরি মুখ-খানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এ-দৌহার রসে ।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে ॥

সুহৃদ ।

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ।
 জিয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে,
 তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ ৫ ॥
 নয়ান-পুতলি করি, লইছ মোহন-রূপ,
 হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ ।
 পীরিতি-আগুণ জালি, সকলি পুড়াইয়াছি,
 জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥
 না-জানিয়া হৃৎ-লোকে, কি-জানি কি-বলে মোকে,
 না-করিয়া শ্রবণ-গোচরে ।
 স্রোত-বিথার জলে, এ-তলুটি ভাসায়েছি,
 কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
 খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে,
 বন্ধু বিনা আর নাহি ভায় ।
 মুরারি গুপতে কয়, পীরিতি এ-মতি হয়,
 তার গুণ তিন-লোকে গায় ॥

সুহৃদ ।

সখি হে কেন গোরা নিষ্ঠুরাই মোহে ।
 জগতে করিল দয়া, দিয়া সেই পদ-ছায়া,
 বঞ্চিল এ অভাগিরে কাহে ॥ ৬ ॥
 গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আনচান,
 স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে ।

আগে যদি জানিতাম, পীড়িতি না করিতাম,
 যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে ॥

আমি খুরি যার তরে, সে যদি না চায় ফিরে,
এমন পীরিতে কিবা স্মৃথ ।

চাতক সলিল চাহে, বজ্রর ক্ষেপিলে তাহে,
 ষায় ফাটি ষায় কিনা বুক ॥

গুরারি গুপত কয় পীরিতি সহজ নয়
বিশেষে গৌরান্দ-প্রেমের জালা ॥

কুল মান সব ছাড়,
তবে সে পাইবা শচীর বাল্য ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় আনন্দের ঢেউ উঠিল। নিত্যই নব-নব আনন্দের প্রসবণ ছুটিতে লাগিল। এই আনন্দ উপভোগ করিয়া, স্ব্থের সাগরে সঁতার দিয়া, ভক্তেরা আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই সময় এক দিন মুরারির মনে হইল—এ স্ব্থ কতদিন থাকিবে? প্রভুর দর্শনে, স্পর্শনে, স্মধুর বাক্য শ্রবণে, মনের ময়লা মাটি মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু চিরদিন কি এইভাবে যাইবে? প্রভু আমার আর কতকাল এই মলিন জগতে থাকিবেন! ভুবনমোহন ভুবন আন্ধার করিয়া চলিয়া গেলে তখন কি হইবে! তাঁহার বিরহ-বেদনা কি করিয়া সহ্য করিব! এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে মুরারির হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—তাঁহার অদর্শনের অগ্রেই ত চলিয়া যাওয়া ভাল! সেখানে যাইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিব। তাঁহার আশায় পথ পানে চাহিয়া থাকিলে বিরহ-বেদনা সেরূপ কষ্টকর হইবে না। ইহাই স্থির করিয়া একখানি ধারালো ছুরী প্রস্তুত করাইলেন এবং ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রাখিলেন। ইচ্ছা রহিল,

শ্রীপ্রভুর ভুবনমোহন রূপ একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া, তাঁহার শ্রীমুখের মধুর কথা ভাল করিয়া শুনিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মনে মনে বিদায় লইয়া, নিস্তরু নির্জন নিশিতে গলায় ছুরী বসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া যাইবেন।

শ্রীমুরারি গোপনে এইরূপ স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মুরারি যুগপৎ আনন্দে ও আতঙ্কে অভিভূত হইলেন। শ্রীপ্রভুকে লুকাইয়া এমন একটা গহিত কাজ করিতে যাইতেছেন, ইহা মনে হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইলেন এবং শ্রীপ্রভুর শীতল চরণতলে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন।

দুই এক কথার পর শ্রীগৌরাদ অতি কোমল-মধুর স্বরে বলিলেন,—
“ভাই, আমার একটা কথা রাখবে?”

মুরারি। (তটস্থ হইয়া) কি বলছ? তোমার কথা রাখব না?
এ দেহ মন সবই ত তোমার।

প্রভু। এই কথা তবে ঠিক?

মুরারি। নিশ্চয়।

তখন প্রভুর বদন গম্ভীর হইল। তিনি মুরারিকে আপনার কাছে আনিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার দেহে পদ্মহস্ত দিয়া কাণে কাণে বলিলেন,
—“ছুরী থানা আমাকে আনিয়া দাও।”

প্রভুকে প্রথমে দেখিয়াই যদিও মুরারির বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ কথা তাঁহার আদর্শে বিশ্বাস হয় নাই যে, প্রভু তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং প্রভু যখন তাঁহার গুপ্ত কার্য ব্যক্ত করিলেন, তখন মুরারি একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলেন, কি উত্তর

দিবেন তাহা ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইলেন না। তখন একবারও তাঁহার মনে হইল না যে, যাহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার পক্ষে জীবের মনের ভাব অবগত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কাজেই তখন আপনার দোষ ঢাকিবার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন। একটু যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন,—“সে কি প্রভু, কে তোমাকে এ-কথা বলিল? আমি ত ছুরীর কথা কিছুই জানি নে!”

প্রভু।—আমাকে আবার বলবে কে? আমি সব সংবাদই রাখি। ছুরী কোথায় তৈয়ার হয়েছে তা জানি, কি জন্য তৈয়ার করেছে তা জানি, কোথায় রেখেছ তাও জানি।”

ইহা বলিয়াই প্রভু উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন এবং ছুরী খানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন। তারপর আবেগভরে বলিলেন,—“মুরারি! তোমার এই কাজ?

মুরারির মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তিনি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

তখন প্রভু সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন,—“আচ্ছা মুরারি! আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে ফেলে যেতে চাও?”

মুরারি আর কি বলিবেন, তিনি অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া প্রভু মুরারিকে টানিয়া আনিয়া আপন কোলে বসাইলেন এবং তাঁহার গায়ে কমল-কর ব্লাইতে লাগিলেন। একটু পরে কোমল-স্বরে বলিলেন,—“মুরারি, কে তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়াছে? আমার বিরহ সহ্য করিতে পারবে না বলে তুমি এই ভয়ঙ্কর কাজ করিতে-ছিলে, আর তোমার বিরহ আমি কি করে সহিব তাহা একবারও ভাব্লে না? মুরারি! এই তোমার অহৈতুক শ্রীতি?”

তখন মনের আবেগে উভয়েরই নয়ন দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ

হইতে লাগিল। একটু পরে আপনাকে সামলাইয়া প্রভু বলিলেন,—
 “আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হবে। বল, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায়ও
 যাবে না?” মুরারি তখন আত্ম-মানিতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ
 দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। কিন্তু প্রভুও ছাড়িতেছেন না। তিনি
 আবার বলিলেন,—“বল মুরারি বল, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না?”
 মুরারি অনেক কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—“না”।

কিন্তু সেই “না” কথায় প্রভুর তৃপ্তি হইল না। তিনি মুরারির দক্ষিণ
 হস্তখানি লইয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন, রাখিয়া আবেগ-ভরে
 গদগদস্বরে বলিলেন,—“মুরারি, আমার মাথার দিব্য, বল যে এমন কাজ
 আর করবে না।”

নিমাই বলিতেছেন, আর মুরারি ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতেছেন।
 মুরারির স্ত্রী দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথা শুনিলেন। শেষে
 স্বামীর জন্মনের শব্দ শুনিয়া নিজেও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের
 প্রতি প্রভুর যে কি অসীম করুণা তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আত্মহারা
 হইয়া গেলেন,—মনে মনে প্রভুকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে
 লাগিলেন।

মুরারি তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। প্রভুর কোলে বসিয়া
 থাকা অপরাধের কাজ ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিলেন ও
 প্রভুর শীতল চরণে শরণ লইলেন; তারপর আবেগভরে রুদ্ধকণ্ঠে
 বলিলেন,—“প্রভু, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব? পাছে তুমি ফেলিয়া
 যাও, তাই ভেবে পাগল হয়েছিলাম। প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর।”
 ইহাই বলিয়া মনপ্রাণ উছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

*

*

*

প্রভু সম্যাস গ্রহণ করিয়া তিন দিন তিন রাত্র অনাহারে, অনিদ্রায়,
 আদর্শে বিশ্রাম না করিয়া, রাত্ৰদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। নিত্যানন্দ

১৬০

কৌশল করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে অধৈত্যাচার্যের আলয়ে আনিয়া হাজির করিলেন এবং নিজে নদেবাসীদের আনিবার জন্ত নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। মুরারি তখন নবদ্বীপে ছিলেন। নিত্যানন্দের সহিত যখন শচীমাতার সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত। এই ঘটনাটি তিনি করিতায় এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

ধানশী

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে ।
 নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া-নগরে ॥
 ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায় ।
 পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায় ॥
 ক্ষণেকে সম্বর নিতাই আইলেন ঘরে ।
 শুনি শচী-ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে ॥
 দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিখাস ।
 প্রাণ বিদরয়ে ভায়ের কহিতে সন্ম্যাস ॥
 কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই ।
 কঁাদি বলে “কোথা আছে আমার নিমাই ।”
 “না কঁাদিহ শচীমাতা শুন মোর বাণী ।
 সন্ম্যাস করিলা প্রভু গৌর-গুণমণি ॥
 সন্ম্যাস করিয়া প্রভু আইল শান্তিপুরে ।
 আমারে পাঠায়ে দিলা তোমা লইবারে ॥”
 শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ম্যাসের কথা ।
 অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচীমাতা ॥
 উঠাইলা নিত্যানন্দ—“চল শান্তিপুরে ।
 তোমার নিমাই আছে অধৈতের ঘরে ।”

প্রাণনাশ-কর
 শব্দে শব্দে, শব্দে
 শব্দে শব্দে

শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়া-নিবাসী ।

সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী ॥

কহয়ে মুরারি, গৌরচাঁদে না দেখিলে ।

নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে ॥

প্রভুকে দর্শন করিতে বাইবেন বলিয়া নদেবাসী প্রভুর বাটীতে মিলিত হইলেন। যিনি শুনিলেন তিনিই আসিলেন। ভক্তবৃন্দ আসিলেন, অভক্তও আসিলেন। শেষে শচীদেবীকে অগ্রে করিয়া সকলে শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন। যথা মুরারি গুপ্তের পদ—

ধানশী

চলিলা নদীয়ার লোক গৌরাদ্ধ দেখিতে ।

আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে ॥

হা গৌরাদ্ধ হা গৌরাদ্ধ সবাকার মুখে ।

নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে ছুখে ॥

গৌরাদ্ধ বিহনে ছিল জীবন্তে মরিয়া ।

নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া ॥

হেরিতে গৌরাদ্ধ-মুখ মনে অভিনাষ ।

শান্তিপুরে ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধ্বাস ॥

হইল পুরুষ-শূত্র নদীয়ানগরী ।

সবাকার পাছে পাছে চলিলা মুরারি ॥

শান্তিপুরে প্রভুকে পাইয়া সকলে হরিশ্রবণ করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। সেখানে সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দ আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি নৃত্যগীতে পূর্ণমাত্রায় যোগদান করিতে পারিলেন না। পাছে প্রভু পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় নিতাই

দুই বাহ প্রসারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কেবল একজন কৌর্ভনে যোগ দিতে পারিলেন না, ইনি মুরারি গুপ্ত। মুরারি যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শচীমাতার দশা দেখিয়া কৌর্ভনের আনন্দ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি প্রভু-জননীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। শচী সেখানে তাঁহার নিমাইচাঁদের নৃত্য দেখিতে আসেন নাই। সেখানে তাঁহার আসিবার দুইটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁহার নিমাইকে আর দেখিতে পাইবেন না, তাই প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিন দিন তিন রাত্র আহার ও বিশ্রাম নিমাইয়ের ঘটে নাই। তাই শচীর ইচ্ছা তিনি কৌর্ভন বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করেন। কিন্তু সে ত দূরের কথা, নিমাই কৌর্ভনানন্দে এক্রপ উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন যে, প্রায় পড়িয়া যাইবার ষো হইতেছে। তাই শচীমাতা কখন অঈদ্বত, কখন নিতাই, কখন বা স্ত্রীবাসকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—“তোমরা আমার নিমাইকে দেখ, যেন পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে না যায়।”

যখন প্রকৃতই নিমাই পড়িয়া যাইবার মত হইতেছেন, তখন শচী চক্ষু বুজিয়া কাণে আঙ্গুল দিতেছেন। কখন ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—“রাত্রি অনেক হয়েছে, কৌর্ভন বন্ধ কর। আমার বাছাকে একটু ঘুমাতে দাও।” শচীর দশা দেখিয়া মুরারির হৃদয় বিদোৰ্ণ হইতেছে। তিনি মনে মনে প্রভুকে বলিতেছেন—“একবার মায়ের দশা দেখে যাও।” শচীর এই ভাব দেখিয়া মুরারি যে পদটি রচনা করেন, তাহা নিম্নে দিলাম—

গ

ধর ধর ধররে নিতাই আমার গোরে ধর ।

আছাড় সময়ে অলুঙ্গ বলিয়ে

বারেক করুণা কর ॥

আচার্য গৌসাঁঞি দেখিও নিমাই

আমার আখির তারা ।

না জানি কি কণে নাচিতে কীৰ্ত্তনে

পর্যণে হইবে হারা ॥

শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস

ভূমিতলে গড়ি যায় ।

সোণার বরণ ননীর পুতলি

ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥

শুন ভক্তগণ রাখহ কীৰ্ত্তন

হইল অধিক নিশা ।

কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি

দেখহ মায়ের দশা ॥

*

*

*

প্রভু শান্তিপুত্র হইতে নীলাচলে আসিলেন। সেখান হইতে দক্ষিণাঞ্চলে দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনবার্তা নদীয়ায় পাঠান হইল। এই সংবাদ পাইয়া গোড়ের ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিবার জন্ত শচীর অহুমতি লইয়া শান্তিপুত্রে সমবেত হইলেন, এবং অষ্টোতাচার্যকে লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস বিশেষ পরিশ্রমের সহিত হাটিয়া ভক্তেরা নীলাচলে নরেন্দ্র-সরোবরতীরে

আসিলেন। সেখান হইতে কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়া একেবারে প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু একে একে ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ইতিউতি চাহিয়া কাহার অঙ্গুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে হতাশ ভাবে বলিলেন,—“মুরারিকে যে দেখেছি, মুরারি কোথায়?” এই কথা শুনিয়া কয়েকজন ভক্ত মুরারিকে আনিতে চলিলেন।

এদিকে মুরারি অন্ত্যাত্ত ভক্তদিগের সহিত নরেন্দ্র-সরোবর তীরে আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে যাইয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িলেন, আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। তখন তিনি রোদন করিতে করিতে সদ্যদিগকে বলিলেন—“আমি অতি দীন, অধম, পামর। আপনাদিগের কৃপায় এই হতভাগা এতদূর আসিতে পারিয়াছে। আর অগ্রসর হইবার শক্তি সামর্থ্য বা সাহস নাই। আপনারা কৃপা করিয়া এই অধমের কথা প্রভুপদে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন।”

ভক্তেরা নরেন্দ্র-সরোবরতীরে যাইয়া মুরারিকে পাইলেন; দেখিলেন, তিনি ষথাস্থানে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা মুরারিকে বলিলেন—“শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাকছেন।” প্রভুর তলব হইয়াছে শুনিয়া মুরারি, আর পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না; কষ্টে শ্রুটে উঠিয়া, দুই গুহু তৃণ মুখে করিয়া আর দুই গুহু হাতে ধরিয়া, দীনাতিদীনের ত্রায়, ক্রমে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভুর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মুরারিকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। মুরারি দূর হইতে প্রভুকে দণ্ডবৎ করিতে যাইতে-ছিল, কিন্তু প্রভু আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার আর দণ্ডবৎ করা হইল না, তিনি জন্তুভাবে পিছু হটিতে লাগিলেন এবং করযোড়ে কাতর স্বরে বলিলেন—

“মোরে না ছুইহ, মুঞি অধম পামর। তোমা স্পর্শযোগ্য নহে এ পাপ
কলেবর ॥”

প্রভুর কমললোচন ছলছল হইয়া উঠিল। মুরারির কথা তাঁহার
কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি জোর করিয়া মুরারিকে টানিয়া আনিয়া
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে মুরারিকে আপনার কাছে
বসাইয়া, তাঁহার ধূলিমাখা দেহ ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবেগ-ভরে
বলিলেন—

“মুরারি! :কর দৈন্ত সঙ্করণ। তোমার দৈন্ত দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥”

* * *

শ্রীময়হাপ্রভুর মুখ্যশাখার মধ্যে মুরারিগুপ্ত অন্ততম। কৃষ্ণদাস
কবিরাজ লিখিয়াছেন—

“শ্রীমুরারিগুপ্তশাখা প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্ত ধার ॥
প্রতিগ্রহ না করেন, না লন কাহার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভবরোগ ছুই তার ক্ষয় ॥”

তথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

“শুক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন। বিশেষে দ্রবিল সব ভাগবতগণ ॥
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত। সর্বভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত ॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার। ‘মুরারি-বল্লভ’ প্রভু সর্ব অবতার ॥”

* * *

একটা কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। মুরারির কর্ণার
শেষে আছে ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু শ্রীগৌরান্দ
১৪৩১ শকে সম্যাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ
১৪৩৫ শকে তিনি জননো জন্মভূমি ও জাহ্নবী দেখিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে
গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্যন্ত প্রভুর লীলা এই গ্রন্থে

থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশবর্ষের গভীরা-
লীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধহয় ১৪৩৫ শকে এই
গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহু বৎসর পরে মুরারি ইহা শেষ
করিয়াছিলেন।

৪৪৫ গৌরানন্দ

শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ।

চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা।

আঠশষ শ্রীশ্রীগৌরানন্দচন্দ্রের চরিত্রবিলাসবিজ্ঞ তত্ত্ববিৎ মহাত্মা শ্রীল
শ্রীমুরারি গুপ্তই এই “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত” নামক লীলাসুত্রগ্রন্থের
রচয়িতা। গ্রন্থখানি বিবিধ মধুর ছন্দোবিষ্ঠাসে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ
হইয়াছেন। ইহার নামান্তর—‘শ্রীমুরারি গুপ্তের করচা’; সাধারণতঃ
‘করচা’ বলিতে স্মারকলিপিজাতীয় লেখারই সূচনা করিলেও ইহাতে
বৈলক্ষণ্য আছে। যেহেতু ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরানন্দদেবের প্রায় সকল লীলারই
যথেষ্ট পরিবেষণ রহিয়াছে। কেবল চতুর্থ প্রক্ৰম চতুর্বিংশ সর্গ ব্যতীত
অন্যত্র সকল লীলাই স্ফুটতরুপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর মহাশয়কৃত ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ নামক গ্রন্থরচয়ের
প্রধানতঃ এই করচাই উপাদান বা অবলম্বন। শ্রীল কবিকর্ণপুর
গোস্বামিচরণ তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত
ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বন্দ্যাবনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্য-
ভাগবতে ইহার বহু স্থলের সাহায্য লইয়াছেন। স্থলবিশেষে ইহারই

বদ্বাদ্দ করিয়াছেন। অত্যাচ পদকর্তা বা লীলালেখকগণও অল্পবিস্তর ইহার সহায়তা পাইয়াছেন। এমন কি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—

‘আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র ।

স্বরূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥’

অত্যা—‘দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি ।

মুখ্য মুখ্য লীলানুত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥

সেই অনুসারে লিখি লীলানুত্রগণ ।’ ইত্যাদি । [আদি ১৩]

বস্তুতঃ এই করচাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট লীলাচরিত্র অঙ্কিত হওয়ায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন বা স্বকপোল-কল্পিতত্বের আশঙ্কা নাই। ভাষাটিও অতি মধুর ও প্রাঞ্জল; স্থল-বিশেষের রচনা-পারিপাট্য অতি প্রশংসনীয়। হৃৎথের বিষয় গ্রন্থখানি বহুত্রে বিজ্ঞপ্তিত, স্থলবিশেষে বিকৃত (৩১৪), কোথাও বা ক্রটিত (১১৫১১৪এর পরে, ২১৫১২এর পরে, ৩১০১৪ই-এর পরে, ৩১৪১২৬এর পরে, ৪১১১৭-৮) ইত্যাদি।

সে বাহাই হউক, শ্রীমন্ মহাপ্রভুই যে তাঁহাকে লীলাগ্রন্থ-লেখনে অনুমতি ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, তাহা মুরারি স্বয়ংই (২১৪১২৪-২৬) স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যেও (৬৪৪-৪৫) বর্ণিত হইয়াছে। মুরারিগুপ্ত-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুস্থলে অত্যাচ প্রশংসাবাক্য বিজ্ঞমান আছে। ঐতিহাসিকগণের চক্ষে এই গ্রন্থ নাতি-প্রশংসিত হইলেও কিন্তু ভক্তগণের নিকট ইহার মৌলিকতা ও মহাপ্রিয়তা বিষয়ে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীল লোচনদাস করচার ৪র্থ প্রক্রমের ১৬শ সর্গ পর্য্যন্ত আহুগত্য স্বীকার করিয়াছেন—অধিকাংশস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন—স্থলবিশেষে অস্পষ্ট ঘটনাগুলিকে অধিকতর স্বেচ্ছা

কার্যেছেন। ৪১১৭ হইতে ২০শ সর্গ পর্যন্ত শ্রীলোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে পাওয়া যায় না, তৎপরে ২১শ সর্গের রামদাস নামক জ্যোতিষবিদ্রের প্রমদটি অনুবাদ করিয়াই শ্রীলোচন নিজগ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত ইহার আনুগত্যে চলিয়া তৎপর অন্য পন্থা ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও ইহার বহুল তাৎপর্যানুবাদ করিয়া স্বগ্রন্থকলেবর পুষ্টি করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও প্রথমপ্রক্রমের ছয় শ্লোক, দ্বিতীয় প্রক্রমের দুই শ্লোক এবং চতুর্থ প্রক্রমের দুই শ্লোক অপীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে মুরারিগুপ্তের কড়চার রচনাকাল-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল ১৪২৫ শকাব্দের আষাঢ় মাসে গুরুসপ্তমীতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে ১৪২৫এর পরিবর্তে ১৪৩৫ করা হইয়াছে। অনেকেরই মনে হয় যে এই শ্লোকটি প্রকৃষ্ট বা কাল্পনিক। মহাকাব্য ১৪৬৪ শাকে রচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থশেষেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচনাকালও আনুমানিক ১৪৭৫ হইতে ১৪৮৫ শাকের মধ্যে ধরা যায়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত কিন্তু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর অগ্রকটের পরে ১৪৬৫ হইতে ১৪৭০ শাক মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। চৈতন্যমঙ্গলে কড়চার ৪১১৭ হইতে ৪১২০ এবং ৪১২২ হইতে ৪১২৪ পর্যন্ত অধ্যায়-কয়েকটার কোনই ইঙ্গিত না থাকায় যদি ইহাদিগকে পরবর্তীকালের সংযোজনা বলিয়াও মনে করা যায়,* তথাপি ১২১১৪ শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অগ্রকট লীলার

* সন্দেহের একটি কারণ এই যে ৪১১৭১১ শ্লোকে গোড়ীয়ভক্তগণ সঙ্গে মুরারির নাম গণনা করা হইয়াছে—‘ঐবতসিংহ মুরারিকঃ’ এই উক্তি দেখিয়া মনে ধারণা হয় যে দৈদ্যভূষণ গৌরভক্ত কখনই নিজেকে গৌরবাধিত সপ্রমাণ করিতে পারেন না।

নির্দেশ-সূচনা করায় এই গ্রন্থ ১৪৫৫ শকের পরেই রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু যে মুরারি (চৈতন্যভাগ—মধ্য ২০) শ্রীগৌরাদেবের প্রকটকালেই ভাবিয়াছিলেন—

‘অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার।

তাবৎ আমার দেহত্যাগ প্রতিকার ॥’

এবং ইহার জ্ঞাত ‘ধরমান কাতি এক আনিল যতনে’ এবং ‘নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে।’ ইত্যাদি—সেই মুরারি গুপ্ত যে মহাপ্রভুর বিরহে দীর্ঘ দিন প্রকট থাকিবেন—তাহাও অস্বাভাবিক চলে না। মহাকাব্য যখন ১৪৬৪ শাকে রচিত, তখন অন্ততঃ তিন চার বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছিল, ইহা বেশ অস্বাভাবিক হয়। কাজেই ১৪৫৬ হইতে ১৪৬০ শকান্ধাই ইহার রচনাকাল বলিয়া আমার বিশেষ ধারণা।

শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য—

যুগাবতাররূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কীর্তন-ধর্ম প্রচার করিয়াছেন (১৪১২৫-২৭)। আবার (১৫১৪) শ্লোকে ‘হরেনঃশং’ বলিয়া (১১২১১২) শ্লোকে ‘ভগবান্ স্বয়ং’ বলিয়াছেন। (১১১১৪) শ্লোকের বন্দনায় চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, শ্রীবৎস-চিহ্নিত হরিই চৈতন্য—এই উক্তিও দেখা যায়। অন্ততঃ বহুস্থলে তিনি জনার্দন, বিষ্ণু, অচ্যুত, অজ, হরি ও কৃষ্ণ শব্দে চৈতন্যদেবকেই বুঝাইয়াছেন।

২৫১১৫-১৬ শ্লোকে গৌরাদ শ্রীবাসের দক্ষিণ ভুজে স্বীয় দক্ষিণ ভুজ অর্পণ করিয়া গদাধরে বাম হস্ত দিলেন এবং শ্রীরামপণ্ডিতের ক্রোড়ে চরণকমল দান করিয়া জীড়াবিনোদ করিলেন। ২১১০১৪-১৭ শ্লোক-গুলিতে গৌরাদেবের বস্ত্রহরণ-লালাহুকরণ দেখান হইয়াছে।

মুরারি রঘুনাথের উপাসক হইলেও কিন্তু শ্রীচৈতন্যকেই শ্রীরামবুদ্ধিতে দেখিতেন (৪১২৬৩০) ।

শ্রীগৌরানন্দ যে 'নন্দকিশোর' (৪১২১১১), তাহাও মুরারির ভাবচক্রে ধরা পড়িয়াছে । তাঁহার ভক্তরূপে অবতার-কথাও মুরারি বলিয়াছেন— (৩১৫১২৩) 'জ্ঞাতোহসি ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপধৃক্' ইত্যাদি । আবার ইনি যে 'রাধাভাবত্যাতি-সুবলিত' তাহারও স্পষ্টোক্তি আছে— 'রাধিকারসবিনোদ' (৩১৫১১৮) এবং 'শ্রীরাধাভাবমাপনো মাধুর্যরস-লম্পটঃ' (৩১৫১২৩) । শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততত্ত্ব গৌরানন্দ সন্দেহেও তাঁহার সবিশেষ জ্ঞান ছিল (৩১১১৮; ৪১৮১০, ৪১৯২০, ৪১০১২৩ ইত্যাদি) । মুরারির মতে শ্রীগৌরানন্দ তিনভাবেই প্রায়শঃ বিহার করিতেন— 'গোপীভাট্টে দাঁসভাট্টে রৌশভাট্টে: কচিং কচিং' (২৩১১৭) । শ্রীগৌরানন্দ প্রকাশমূর্তি ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাসাদি-নবদ্বীপবাসিগণ, শ্রীধর প্রভৃতির সহিত অবস্থান করেন (৪১৪১৮-১০) । শ্রীগৌরীদাসের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি-স্বরূপে অবস্থান-বিবরণও ইহাতে (৪১৪১১২-১৫) বর্ণিত হইয়াছে । রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট গৌর শৃঙ্গাররসময় ষড়্ভুজ মূর্তি দেখাইয়াছেন (৪১১৬১৩) ।

করচাতে যদিও শ্রীগৌরানন্দের শেষলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহাতে শ্রীরামানন্দের সহিত মিলন বর্ণনা নাই, অথচ চৈতন্যমঙ্গলেও মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীরূপসনাতনের সঙ্গে মিলন-বর্ণনা হইলেও কিন্তু তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকথা উল্লিখিত হয় নাই । ইহাতে শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীদাসগোস্বামি বা শ্রীজীব গোস্বামির নাম নাই । কালী হইতে বনপথে পুরীধামে না গিয়া (৪১১৪) একেবারে গোড়মণ্ডলে আগমনের বর্ণনা আছে—চৈতন্যমঙ্গলেও ইহার অনুবাদ আছে, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবে বর্ণনা নাই । মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যচরিতের

দার্শনিক অংশটা প্রায়শঃই বাদ দিয়াছেন—যাহা শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামির লেখনীতে ক্ষুদ্রতরুপে অভিযুক্ত হইয়াছে। ৪১২৪ সর্গ গ্রন্থে বর্ণনার ক্রমভঙ্গ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং একই সর্গে চৈতন্তের গম্ভীরালীলার প্রায় সকল ঘটনাই যেন এক নিঃশ্বাসে উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্যই মনে হয় যে চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শ সর্গের পরের অংশটা পরবর্তী সংযোজনা হইবে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র—তুই তিন খানা পুঁথি না পাইলে দৃঢ়তরুপে বলিতে সাহস করি না।

৩১১১১৩ ও ১৫ শ্লোকে 'অনুজ' পাঠটি নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে, কেন না চৈতন্তমঙ্গল ও মহাকাব্যাদিতে উহাকে 'তনুজ' ধরিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

চৈতন্তমঙ্গল—মধ্যখণ্ড—

‘আপন তনুজ দেখি কহিছে বচন।’

মহাকাব্য (১২১৫)

জ্ঞানাপ তস্তাশয়মেব সত্ত্বঃ

স্বয়ং স্বপুন্নেণ সদাদরেণ । ইত্যাদি ।

২১৫১১২ ও ১৯ শ্লোকে গদাধরকে ‘অপ্সরা’ বলা বলা হইয়াছে কেন নির্ণয় করা স্বকঠিন। ঐ ১০ শ্লোকে তাঁহাকে ‘গোপী’ বলিতে শ্রীরাধাই বাচ্য বুঝিতে হইবে; শ্রীরাধাতে ‘চন্দ্রকান্তি’ নামিকা গন্ধর্ব-কণ্ঠার প্রবেশই শুনা যায়; গন্ধর্বাকেই অপ্সরা বলা হইয়াছে কি? চৈতন্তমঙ্গলে কিন্তু মাঘ মাসে গদানন্দ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ নাই। মহাকাব্যে ১১৮-১০ এই বর্ণনা থাকিলেও ‘অপ্সরা’ শব্দের বিজ্ঞাস বা তৎসূচক কোনও কথা নাই।

৩৮১০ শ্লোকের ‘বৈদূর্য্যঘোষঃ’ শব্দের অর্থ কি? ‘বৈদূর্য্য’ শব্দে

ত মণিবিষেযকেই বুঝায়, তৎপরিবর্তে 'মৃদঙ্গ' শব্দ দিলেও চলিতে পারে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বহুস্থলেই ছন্দ:পাত আছে। তাহাদের শোধন করিতে গেলে গ্রন্থের স্বরস্ব ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে বিবেচনায় আমি তাহাতে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করিয়াই অর্থস্বর্গমের অল্পরোধে বহুস্থলে এবং কেবলমাত্র যে যে স্থলে ত্রীচৈতন্যমঙ্গল ও মহাকাব্যের সহিত বিরোধ ঘটয়াছে, সেই সকল স্থলের দুই একটা অক্ষর বা শব্দ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, ইহাতে গ্রন্থের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বটে, কিন্তু স্থলে স্থলে তাৎপর্য্যানুবাদও করিতে হইয়াছে। পরিশেষে গৌরভক্তগণের নিকট দীনহীন অনুবাদকের সান্ন্যাস নিবেদন এই যে তাহারা অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সকল পরিহার করিয়া মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আশ্বাসন করিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব। ইতি

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর
৪৫৮ চৈতন্যাস

ভক্তদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস



सूचीपत्रम् ।

प्रथमः प्रक्रमः

अवतारानुक्रमः प्रथमः सर्गः	१-७
श्रीनारदास्तुतापो नाम द्वितीयः सर्गः	७-७
नारदप्रश्नो नाम तृतीयः सर्गः	७-८
अवतारानुकरणं नाम चतुर्थः सर्गः	८-११
श्रीचैतन्नाविर्भावो नाम पञ्चमः सर्गः	११-१४
बाल्यक्रीडायां जन्मादिलीला वर्णनं नाम षष्ठः सर्गः	१४-१९
बाल्यक्रीडायां नाम सप्तमः सर्गः	१९-२०
जगन्नाथमिश्रसंसिद्धिर्नामाष्टमः सर्गः	२०-२२
श्रीलक्ष्म्याद्वाहेहविवासप्रसन्नोनाम नवमः सर्गः	२२-२६
वैवाहिको नाम दशमः सर्गः	२६-२८
श्रीलक्ष्मीविजयोऽसवो नाम एकादशः सर्गः	२८-३०
श्रीशचीशोकापनोदनं लक्ष्मीसर्गगमनं नाम द्वादशः सर्गः	३०-३२
श्रीविष्णुप्रियाविवाहे श्रीसनातनसाधनं नाम त्रयोदशः सर्गः	३३-३६
श्रीविष्णुप्रियाविवाहो नाम चतुर्दशः सर्गः	३६-४८
श्रीमदीश्वरपूरीदर्शनं नाम पञ्चदशः सर्गः	४८-४०
गयागमनं नाम षोडशः सर्गः	४०-४२

द्वितीयः प्रक्रमः

भावप्रकाशो नाम प्रथमः सर्गः	४२-४६
चैतन्नावतार-वर्णने ब्रह्माहारेणो नाम द्वितीयः सर्गः	४६-४८
मेघनिवारणं नाम तृतीयः सर्गः	४८-६१

২৫৭/০

হ্যানদৌমজ্জনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ	৫১-৫৫
ভাবকথনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ	৫৪-৫৭
ষষ্ঠঃ সর্গঃ	৫৭-৬০
ভক্তানুগ্রহো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ	৬০-৬২
অবধূতানুগ্রহো নামাষ্টমঃ সর্গঃ	৬২-৬৫
ভক্তপূজোপগ্রহণং নাম নবমঃ সর্গঃ	৬৫-৬৭
নৃত্যবিনাসো নাম দশমঃ সর্গঃ	৬৭-৭০
জাহ্নবীপতনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ	৭০-৭২
মহাপ্রকাশাভিষেকো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ	৭২-৭৪
ব্রহ্মশাপবরো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ	৭৪-৭৬
শ্রীবলভদ্রাবেশো নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ	৭৬-৭৮
গৌপীভাববর্ণনং ভক্তিরোগো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ	৭৮-৮০
সর্বশক্তিপ্রকাশো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ	৮১-৮৩
শ্রীমুরারিগুণানুশাসনং নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ	৮৩-৮৪
সন্ন্যাসসূত্রং নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ	৮৫-৮৭
তৃতীয়ঃ প্রকমঃ	
কণ্টকনগরনাগরীবচনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ	৮৮-৮৯
সন্ন্যাসাশ্রমপাবনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ	৯০-৯১
রাঢ়দেশভ্রমণং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ	৯১-৯৩
শ্রীঅষ্টৈতবাটবিহারো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ	৯৩-৯৭
দণ্ডভঞ্জনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ	৯৭-৯৯
দক্ষিণদেশভ্রমণং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ	৯৯-১০১
শ্রীবিরজাদর্শনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ	১০১-১০৩
মহাদেবদর্শনং নামাষ্টমঃ সর্গঃ	১০৩-১০৫

२५७०

श्रीशिवनिर्वालाभोजन व्यवस्थानाम नवमः सर्गः	१०६-१०९
श्रीपुरुषोत्तमदर्शनं नाम दशमः सर्गः	१०९-१०२
श्रीमहाप्रसादमहिमा नाट्यकादशः सर्गः	१०२-१११
सार्कभोमाग्रहो नाम द्वादशः सर्गः	१११-११७
सार्कभोमसाधनं नाम त्रयोदशः सर्गः	११७-११८
श्रीज्जिह्वसिंहप्रसङ्गो नाम चतुर्दशः सर्गः	११८-११८
श्रीपरमानन्दपुरीसङ्गो नाम पञ्चदशः सर्गः	११८-१२०
श्रीज्जगन्नाथदर्शनं नाम षोडशः सर्गः	१२१-१२२
देवानन्दाग्रहो नाम सप्तदशः सर्गः	१२२-१२४
गोडदेशभ्रमणानन्तरं श्रीगोपीनाथदर्शनं नामाष्टादशः सर्गः	१२४-१२९

चतुर्थः प्रक्रमः

श्रीवृन्दावनगमनपूर्वकं काशीवासौतपनमिश्राग्रहो नाम

प्रथमः सर्गः १२९-१२३

श्रीमथुरामण्डलदर्शनं नाम द्वितीयः सर्गः	१२३-१३०
द्वादशवनप्रसङ्गो नाम तृतीयः सर्गः	१३१-१३२
मथुरामण्डलषट्कृपादिदर्शनं नाम चतुर्थः सर्गः	१३३-१३६
सेतुबद्धसरौवरप्रसङ्गो नाम पञ्चमः सर्गः	१३६-१३७
महावनादिदर्शनं नाम षष्ठः सर्गः	१३९-१४८
वज्रहरणादिलोलाह्लाददर्शनं नाम सप्तमः सर्गः	१३७-१४०
श्रीःगोवर्द्धनादिदर्शनं नामाष्टमः सर्गः	१४१-१४२
महारासह्लाददर्शनं नाम नवमः सर्गः	१४३-१४६
श्रीनिकुञ्जघमुनादिदर्शनं नाम दशमः सर्गः	१४६-१४९
अक्रूरगमनादिलोलाश्रवणं नाट्यकादशः सर्गः	१४९-१४७
कंशवधादिदर्शनं नाम द्वादशः सर्गः	१५०-१५१

গোপালগ্রহো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ	১৫২-১৫৪
শ্রীবৃন্দাবনগমনান্তরং শ্রীনবদ্বীপবিহারে শ্রীগৌরীদাসগ্রহো নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ	১৫৪-১৫৫
শ্রীবৃন্দাবনগমনান্তরং শ্রীনবদ্বীপবিহার শ্রীপুরুষোত্তমদর্শনং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ	১৫৬-১৫৭
শ্রীপ্রতাপরুদ্রগ্রহো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ	১৫৮-১৬০
ভক্তগ্রহো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ	১৬০-১৬২
নরেন্দ্রসরোবিহারো নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ	১৬২-১৬৪
শ্রীমদৈতপ্রভুকৃতং শ্রীগৌরাদ্বকীর্তনং নামৈকোবিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৬৫-১৬৭
শ্রীগুণ্ঠিতামন্দিরবিলাসো নাম বিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৬৭-১৬৯
রামদাসগ্রহো নামৈকবিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৬৯-১৭১
শ্রীনিত্যানন্দাষ্টমসঙ্কোচসর্বো নাম দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৭২-১৭৪
শ্রীনিত্যানন্দবিলাসো নাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৭৪-১৭৬
ভক্তমণ্ডলবিলাসো নাম চতুর্বিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৭৬-১৭৯
শ্রীকৃষ্ণজন্মাদিগোপীনাথদর্শনপর্যন্তকথনং নাম পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৭৯-১৮২
ষড়বিংশতিতমঃ সর্গঃ	১৮২-১৮৫

পরিশিষ্টঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতের বঙ্গানুবাদ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্

প্রথমপ্রক্ৰমে

প্রথমঃ সর্গঃ ।

—*—

স জয়তাতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ।
 বরজাহ্নবিলম্বিসঙ্ক্লেঃ বহুধা ভক্তিরসাতিনর্ভকঃ ॥ ১ ॥
 জগন্নাথস্থতো জগৎপতির্জগদাদির্জগদার্তিহা বিভূঃ ।
 কলিপাতা কলিভারহারকোহজনি শচ্যাং নিজভক্তিমুদ্বহন ॥ ২ ॥
 স নবদ্বীপবতীষু ভূমিষু দ্বিজবর্ধৈর্যতিনন্দিতো हरिः ।
 নিজপিতৃঃ স্থখদো গৃহে স্থখং নিবসন্ বেদবড়দসংহিতাম্ ॥ ৩ ॥
 নিপপাঠ গুরোগৃহে বসন্ পরিচর্যাভিরতঃ শুচিত্রতঃ ।
 স চ বিশ্বস্তরসংজ্ঞকো हरिষু গন্ধর্বাচরণায় ধর্ম্মিণাম্ ॥ ৪ ॥
 हरिकीर्तनमादिशन् स्मরन् পুঙ্কষাথায় হরেরতিপ্রিয়ম্ ।
 স গয়াস্থ পিতৃক্রিয়াং চরন্ हरिपादाङ्कितभूमिषु স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥
 নিজসংস্মৃতিমাত্রসম্পদঃ পুলকপ্রেমজড়ো বভূব হ ।
 স তদা নিজমেব মন্দিরং সমগাদশরীরয়া গিরা ॥ ৬ ॥
 ভক্তবর্গমুখবেষ্টিতঃ প্রভুঃ প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ ।
 हरिकीर्तनसंकथान् स्वमुदे दानवसिंहमर्दनः ॥ ৭ ॥
 অথাস্ত কীর্ত্তিঃ শ্রবণামৃতং সতাম্ভারকীর্ত্তেঃ শ্রুতিভিঃ পিপাসুভিঃ ।
 বিগাহিতুং ত্রীযুতসংকথাং শুভামুবাহ হর্বাশ্রবিলোললোচনঃ ॥ ৮ ॥

প্রাচীন-মহাপ্রাচীন
 কবিরাজ, কবি

भक्तः श्रीवासनामा विजकुलकमलप्रोल्लसच्चित्रभासुः

प्राहेदः श्रीगुरारिः अमिह वद हरेः श्रीचरित्रं नवीनम् ।

तश्चाज्जामाकलया प्रकटकरपुटेस्तु नमस्कृत्य भूयः

श्रीमन्मैतन्यमूर्तेः कलिकलुषहराः कौर्तिमाह स्वयं सः ॥ २ ॥

अथ स चिन्तयामास वैतन्यसूत्रगुरारिकः ।

• कथं वक्ष्यामि बह्वर्थां चैतन्यस्य कथां शुभाम् ॥ १० ॥

यद्यस्तु नैव शक्नोति वाचस्पतिरपि स्वयम् ।

तथापि वैष्णवादेषः कर्तुं युक्तः मतिर्मम ॥ ११ ॥

निर्मला भाति सततं कृष्णस्मरणसम्पदा ।

वैष्णवाज्जा हि कलदा भविष्यति न चाग्रथा ॥ १२ ॥

इत्युक्तं वक्तुमारेभे भगवद्वक्तिरुन्हितम् ।

कथां धर्मार्थकामाय मोक्षाय विष्णुभक्तये ॥ १३ ॥

नमामि चैतन्यमजं पुरातनं चतुर्भुजं शङ्खगदाजचक्रिणम् ।

श्रीवत्सलश्लाघितवक्त्रसं हरिं सद्गालसंलग्नमणिं स्ववाससम् ॥ १४ ॥

वदामि काश्चिद् भगवत्कथां सतां हर्षाय किञ्चिन्मन्त्रलनं यदा भवेत् ।

तदात्र संशोधयितुं महत्तमाः प्रमाणमेवात्र परोपकारिणः ॥ १५ ॥

नवद्वीप इति ख्याते क्षेत्रे परमवैष्णवे ।

ब्राह्मणाः साधवः शास्ताः वैष्णवाः संकुलोद्धवाः ॥ १६ ॥

महाशुः कर्मनिपुणाः सर्वे शास्त्रार्थपारगाः ।

अथे च सन्ति बह्वंशो भिषकुशूद्रवणिग्जनाः ॥ १७ ॥

याचारनिरताः शुद्धाः सर्वे विद्योपजीविनः ।

तत्र देवव्रताः सर्वे वैकुण्ठवनोपमे ॥ १८ ॥

श्रीवासो यत्र रेजे हरिपदकमलप्रोल्लसन्नतुङ्गः

प्रेमाद्रोद्धुदबाहः परमरसमदैर्गयतीशः सदोत्कः ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৩

গোপীনাথো দ্বিজাগ্র্যঃ শ্রবণপথগতে নান্নি কৃষ্ণস্ত মন্তো-
 হতুর্দৈ রৌতি স্ম ভূয়ো লয়তরলকরো নৃত্যতি স্মাতিবেলম্ ॥ ১৯ ॥
 বালোত্তমাস্বরাভো বৃহজ্জনকমনোদ্বোধনে দক্ষমূর্তিঃ
 কারুণ্যাকির্হিমাংশোরিব জনহৃদয়োত্তাপশাস্ত্যেকমূর্তিঃ ।
 প্রেমধ্যানাতিদক্ষো নটনবিধিকলাসদৃশ্যগাত্তো মহাত্মা
 শ্রীযুক্তাদ্বৈতবর্ধ্যঃ পরমব্রহ্মকলাচার্য্য ঈশো বিরজে ॥ ২০ ॥
 যত্র সর্বগুণবানতি রেজে চন্দ্রশেখরগুরুর্দ্বিজরাজঃ ।
 কৃষ্ণনামকুণ্ডিতাদরুহঃ স প্রস্থলন্নয়নবারিভিরার্দ্রঃ ॥ ২১ ॥
 যত্র নৃত্যতি মুনৌ হরিদাসে দাসবৎসলতয়া জগদীশঃ ।
 খেচরৈঃ স্বরগঠৈঃ সমহেঁশৈর্লাস্ত্রমাস্ত্র পরিপশ্রুতি হৃষ্টঃ ॥ ২২ ॥
 যত্র বিষ্ণুপদসম্ভবা সরিদ্বেগবত্যতিতরা করুণার্দ্রা ।
 স্পর্দয়া রবিহুতা-সরযূনাং যা দধার কনকোজ্জ্বলং হরিম্ ॥ ২৩ ॥
 জগন্নাথস্তস্মিন্ দ্বিজকুলপর্যোধীন্দুসদৃশো-
 হভবদেদাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তো গুরুসমঃ ।
 স কৃষ্ণাজিহ্মুখ্যানপ্রবলভর-যোগেনা মনসা
 বিশুদ্ধঃ প্রেমার্দ্রো নবশশিকলেবাস্তু ববুধে ॥ ২৪ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে 'মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমেহবতারানুক্রমঃ
 প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

অথ তস্মা গুরুশচক্রে সর্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ ।
 পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্নিশ্চপুৰন্দরঃ ॥ ১ ॥

তমেকদা সৎকুলীনঃ পণ্ডিতঃ ধর্ম্মিণাধরম্ ।
 শ্রীমন্নীলাধরো নাম চক্রবর্তী মহামনাঃ ॥ ২ ॥
 সমাহুয়াদদং কণ্ঠাং শচীং স কুলকুৎশদঃ ।
 তাং প্রাপ্য সোহপি ববুধে শচীমিব পুরন্দরঃ ॥ ৩ ॥
 ততো গেহে নিবসতস্তু ধর্ম্মো ব্যবহৃত ।
 আতিথ্যৈঃ শাস্তিকৈঃ শৌচেনিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥ ৪ ॥
 তত্র কালেন ক্রিয়তা তস্ত্রাষ্টৌ কণ্ঠকাঃ শুভাঃ ।
 বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী ॥ ৫ ॥
 বাৎসল্য-দুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্ ।
 পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সং ॥ ৬ ॥
 কালেন ক্রিয়তা লেভে পুত্রং স্বরস্বতোপমম্ ।
 মুদমাপ জগন্নাথো নিধিঃ প্রাপ্য যথাহ্বনঃ ॥ ৭ ॥
 নাম তস্ত পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকঃ ।
 পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা ॥ ৮ ॥
 বেদাংশ্চ ত্রায়শাস্ত্রঞ্চ জ্ঞাতঃ সদ্বোগ উত্তমঃ ।
 স সর্ব্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বেষামুপকারকঃ ॥ ৯ ॥
 হরৈর্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোম্মনঃ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতরসাস্বাদমত্তো নিরন্তরম্ ॥ ১০ ॥
 তস্ত্রাহুজ্ঞো জগদ্বোনিরজ্ঞো জজ্ঞে স্বয়ং প্রভুঃ ।
 ইন্দ্রাহুজ্ঞো যথোপেক্ষঃ কণ্ঠপাদদ্বিতেঃ স্তুতঃ ॥ ১১ ॥
 হরিসঙ্কীর্ণনপরাং কৃদ্ধা ত্রিজগতীং স্বয়ম্ ।
 উষিত্বা ক্ষেত্রপ্রবরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকে ॥ ১২ ॥
 কৃদ্ধা ভক্তিং হরৌ শিক্ষাং কারয়িত্বা জনস্ত সং ।
 শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যমাস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ জনান্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৫

তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠস্থৈঃ প্রসাধিতঃ ।
 জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহাক্রিমং ॥ ১৪ ॥
 এতচ্ছ্রদ্ধাভূতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 শ্রীচৈতন্যকথামন্তঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ॥ ১৫ ॥
 কথয়স্ব কথাং দিব্যামভূতাং লোকপাবনীম্ ।
 যাং শ্রদ্ধা মুচ্যতে লোকঃ সংসারাদ্ঘোরকিষিবাং ॥ ১৬ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রোজে পরমাঃ প্রেমসম্পদঃ ।
 জায়ন্তে সর্বলোকস্ত তদ্বদস্ব হরেঃ কথাম্ ॥ ১৭ ॥
 কস্ত হেতোঃ পৃথিব্যাং স জাতঃ সর্বেশ্বরো বিভূঃ ।
 কৃতং কিমিহ তেনৈব জগতামীশ্বরেণ চ ॥ ১৮ ॥
 বক্তুর্মুহসি ভদ্রাণি কৰ্ম্মাণি মদনানি চ ।
 জগতাং তাপশাস্ত্যর্থং প্রেমার্থং স্তমহাঅনাম্ ॥ ১৯ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধা বচনং তস্ত পণ্ডিতস্ত মহাঅনঃ ।
 উবাচ বচনং শ্রীতো মুরারিঃ ক্ষয়তামিতি ॥ ২০ ॥
 সাধু তে কথয়িষ্যামি যথাশক্ত্যা দ্বিজোত্তম ।
 সংক্ষেপাধিস্তরায়ালং বক্তুং শক্নোতি ভার্গবঃ ॥ ২১ ॥
 অথ নারদো ধৰ্ম্মাত্মা বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে ।
 বৈষ্ণবাগ্র্যো মহাতেজাঃ পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভঃ ॥ ২২ ॥
 কৈলাশশিখরাকারো মেখলাবরভূষণঃ ।
 ঐশচন্দ্রধরো বিষ্ণোরংশঃ সর্বজনপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥
 সর্বেষামুপকারায় ব্রাহ্মাকাশমণ্ডলে ।
 মহতীং রণয়ন্থ শ্রীতো হরিনাম প্রণয়তীম্ ॥ ২৪ ॥
 দ্রক্ষ্যামি বৈষ্ণবং কুত্র তত্র বৎস্যামি সাম্প্রতম্ ।
 ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দদর্শ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২৫ ॥

কলিনা পাপমিত্রেণ প্রথিতামলপঙ্কিনাম্ ।
 গামেব স্নেচ্ছহস্তস্থং প্রচণ্ডকরশোষিতাম্ ॥ ২৬ ॥
 জনাংশ্চ দদৃশে তত্র পাপব্যাধিসমাকুলান্ ।
 পরীপবাদনিরতান্ শঠান্ হস্তায়ুষঃ কুশান্ ॥ ২৭ ॥
 রাজ্ঞশ্চ পাপনিপুণান্ শূদ্রান্ স যবনান্ খলান্ ।
 স্নেচ্ছান্ বিকর্ণনিরতান্ প্রজাসৰ্ব্বস্বহারকান্ ॥ ২৮ ॥
 শাস্ত্রজ্ঞানপি সাধুনাং নিন্দকানাশ্রমানিনঃ ।
 এতান্ বহুবিধান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস নারদঃ ॥ ২৯ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে প্রথম-প্রক্ৰমে
 শ্রীনারদাহুতাপো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং নিমগ্নেষু বহুধরা ।
 সৰ্কেষাং পাপদন্ধানাং হরিনামরসায়নঃ ॥ ১ ॥
 তারকোহয়ং ভবত্যেব বৈষ্ণবদ্বৈষিণং বিনা ।
 আত্মসম্ভাবিতা যে চ যে চ বৈষ্ণবনিন্দকাঃ ॥ ২ ॥
 যে কৃষ্ণনাম্নি দেহেবু নিদেয়ুর্মন্দবুদ্ধয়ঃ ।
 তেহনিত্যা ইতি বক্ষ্যন্তে তেষাং নিরয় এব হি ॥ ৩ ॥
 অত্র কিং শ্রাদ্ধপায়োহয়মিতি নিশ্চিত্য শুদ্ধদীঃ ।
 বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং ধাম জগাম করুণানিধিঃ ॥ ৪ ॥
 অথ ত্রিবেদীপরিগীয়মানং দদর্শ বৈকুণ্ঠমথগুধিক্যম্ ।
 স্বতেজসা ধ্বস্তরজঃসমুহং দিশাং দশামাপ গুণাং পরাং মুনিঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৭

মধুরতানাং নিবহৈর্হরৈর্বেশঃ প্রগীষমানং কমলাবলৌষ ।
 বিরাজিতং রত্নতটান্তিরামবাপীভিরামুক্তনতাস্থগন্ধিভিঃ ॥ ৬ ॥
 মাণিক্যগৈর্হর্বড়ভীভিরদ্বিতং গজেন্দ্রমুক্তাবলিভূষিতাভিঃ ।
 সার্বভৌবৈঃ শাখিভিরদ্বিতং খণ্ডৈর্বিকুঞ্জিতং চন্দ্রশিলাপথাঢ্যম্ ॥ ৭ ॥
 তত্র শ্রিয়া জুষ্টমঙ্গং পুরাতনং লসৎকিরীটচ্যুতিরঞ্জিতালকম্ ।
 বিকাশিদিব্যাস্ত্রজিতেক্ষণং লসৎস্বধাকরারামিতসন্মুখোল্লসম্ ॥ ৮ ॥
 লসন্তাহাকুণ্ডলগুণ্ডশোভিতং স্কন্ধদ্বকণ্ঠং কনকোজ্জ্বলাংশুকম্ ।
 কৃষ্ণং চতুর্ভিঃ পরিঘোপমৈভুর্জৈর্নীলাগ্রিশৃঙ্গং স্বরপাদপৈরিব ॥ ৯ ॥
 বিরাজমানং কনকাদদাদিভির্মুক্তাবলৌভির্বরহেমসুত্রৈঃ ।
 সন্ধিহীজ্জালনিবদ্ধচেলোল্লসন্তিতম্বং বরপাদপঙ্কজম্ ॥ ১০ ॥
 তদীয়পাদাজমনোজ্জগদ্ধমাভ্রায় হর্ষাশ্রুতনুরুহোদগমৈঃ ।
 বিসংস্র এবাশু পপাত ভূমৌ স দণ্ডবৎ কৃষ্ণসমীপতো মুনিঃ ॥ ১১ ॥
 ততঃ প্রসাধ্যাশু করং কৃতজ্ঞো রত্নাদুরীভিন্ননখপ্রভং প্রভুঃ ।
 মুদা স্পৃশন্নুদ্বি মূর্নৈর্গনোহরং বভাষ দ্বৈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥ ১২ ॥
 স্বায়ত্ত্ববোত্তিষ্ঠ মুনে মহাত্মন্থ যম্মো বদন্ত্য কুরোনি তন্তে ।
 মর্মেব কালোহয়মুপাগতঃ স্বয়ং যুগেষু ধর্ম্মাচরণায় ধর্ম্মিণাম্ ॥ ১৩ ॥
 ততঃ সমুখাপ্য মহর্ষিসত্তমং মহত্ত্বৈকান্তপরায়ণো হরিঃ ।
 সমাদিদেশাসনমাশু তস্মৈ তস্মিন্নিবিষ্টো মুনিরাজ্ঞায় হরেঃ ॥ ১৪ ॥
 অথাত্মপৃচ্ছন্তগবান্ মুনে কথং সংপ্রাপ্তবান্ মাগিহ কিং তবেষ্পিতম্ ।
 পূর্ণস্ত কার্য্যং করবাণি সাধো পরোপকারায় মহদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৫ ॥
 ইখং সতোয়াধুদতুল্যাঘোষং বচোহমৃতং কৃষ্ণদয়ামৃতাক্ষৈঃ ।
 উবাচ পূর্ণস্মিতবীক্ষয়া হরেন্নমামি লোকান্ পরিপাহি হুঃখিতান্ ॥ ১৬ ॥
 ক্ষিতিঃ ক্ষিপোত্যন্ত সমাকুলা বিভো জনস্ত পাপৌষযুতস্ত ধারণাৎ ।
 জ্ঞানাশ্চ সর্ব্বৈ কলিকালদষ্টাঃ পাপে রতাস্ত্যক্তভবৎপ্রসঙ্গাঃ ॥ ১৭ ॥

তান্ পাহি নাথ স্বদৃতে ন তেষামন্তোহস্তি পাতা নিরয়াভু সদগতিং ।
 এবং বিচার্য কুরু সৰ্বলোকনাথ স্বয়ং সদগতিরীশ নাথ্যঃ ॥ ১৮ ॥
 ইথং সমাকৰ্ণ্য মুনৈর্বচো হরিবিদমপি প্রাহ কিমাচরিশ্চে ।
 কেনাপ্যুপায়েন ভবেদ্ধি শান্তিস্তদব্রহ্মি তং প্রাহ পুনঃ স্বভূতঃ ॥ ১৯ ॥
 স্বয়ং স্মরীতঃ শতচন্দ্রমা যথা ভূদেববংশেহপ্যবতীৰ্য্য সংকুলে ।
 বাৎস্রে জগন্নাথস্মৃতেতি বিপ্রতিং সমাপ্নু হি স্বং কুরু শং ধরণ্যাঃ ॥ ২০ ॥
 রামাদিরূপৈর্ভগবন্ কৃতং হি যং পাপাশ্রনাং রাক্ষসদানবানাম্ ।
 বধাদিকং কৰ্ম্ম ন চেহ কার্য্যং মনো নরাণাং পরিশোধয়স্ব ॥ ২১ ॥
 তানাস্থয়ং ভাবমুপাগতান্ হি যদা হনিষ্যে ক তদাস্তি লোকঃ ।
 এবং ব্যবস্ত স্বধিমাশ্রনো যশঃ প্রথ্যাহি লোকাঃ স্থখিনো ভবন্ত ॥ ২২ ॥
 তত্রৈব ক্রদ্রেণ মুনিপ্রবোরাঃ কৰ্ত্তুং হি সাহায্যমবাতরিশ্চন্ ।
 তথেতি তং প্রাহ হরিঃ সুরষিঃ সোহপি প্রণম্যান্ত জগাম হৃষ্টঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে
 নারদপ্রশ্নো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

—*—

অথ শ্রদ্ধা তু তৎসৰ্বং শ্রীদামোরপণ্ডিতঃ ।
 উবাচ পরমশ্রীতঃ কথ্যতাং নূহরেঃ কথাম্ ॥ ১ ॥
 কে কে তজ্জীবতারেষু স্ববতীর্ণা মহীতলে ।
 অবতারাস্ত কতিধা তান্ বদস্বানুপূৰ্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
 ইতি শ্রদ্ধা দ্বিজাগ্র্যস্ত বচনং শ্রীমুরারিকঃ ।
 উবাচ পরমশ্রীত্যা শ্রয়তামিতি সাদরম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৯

অথ তে কথয়াম্যন্তং স্বাংশাবতরণং হরেঃ ।
 গুহ্যভক্তভয়া খ্যাতান্ ভক্তানীধ্বররূপিণঃ ॥ ৪ ॥
 আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাদবপুরী প্রভুঃ ।
 ঈশ্বরংশো দ্বিধা ভূত্বাহৈবতাচার্য্যশ্চ সদগুণঃ ॥ ৫ ॥
 তয়োঃ শিষ্যোহভবদেবশ্চন্দ্রাংশুশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 স আচার্য্যরত্ন ইতি খ্যাতো ভুবি মহাবশাঃ ॥ ৬ ॥
 শ্রীনারদাংশজাতোহসৌ শ্রীমংশ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।
 গন্ধর্বাংশোহভবদৈবগুণঃ শ্রীমুকুন্দঃ স্বগায়নঃ ॥ ৭ ॥
 শ্রীমংশ্রীহরিদাসোহভূমুনোরংশঃ শৃণু তৎ ।
 কথিতং নাগদন্তেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা ॥ ৮ ॥
 আদৌ মুনিবরঃ শ্রীমান্ রামো নাম মহাতপাঃ ।
 দ্রাবিড়ে বৈষ্ণবক্ষেত্রে সোহবাংসীং পুত্রবংশলঃ ॥ ৯ ॥
 তস্ত পুত্রেণ তুলসীং প্রফাল্য ভাঞ্জে শুভে ।
 স্থাপিতা সাহপতভূমাবপ্রফাল্য পুনশ্চ তাম্ ॥ ১০ ॥
 পিত্রেহদদাং পুনঃ সোহপি শ্রীরামাখ্যো মহামুনিঃ ।
 দদৌ ভগবতে তেন জাতোহসৌ যবনে কুলে ॥ ১১ ॥
 স ধর্ম্মাত্মা স্বধীঃ শাস্ত্রঃ সর্বজ্ঞানবিচক্ষণঃ ।
 ব্রহ্মাংশোহপি ততঃ শ্রীমান্ ভক্ত এব স্থনিশ্চিতঃ ॥ ১২ ॥
 অবধূতো মহাতেজা নিত্যানন্দো মহন্তমঃ ।
 বলদেবাংশতো জাতো মহাবোগী স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
 ন তস্ত কুলশীলানি কর্মাণি বক্তুমুৎসহে ।
 অপি বর্ষশতেনাপি বৃহস্পতিরপি স্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
 বক্তুং নেশেপরে কিংবা বয়ং হি ক্ষুদ্রজন্তবঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয়শ্চাপি গৌরাদপ্রাণবল্লভঃ ॥ ১৫ ॥

অন্ত্রে চ শতশো জাতা দেবাশ্চ মূনিপুংগবাঃ ।
 পৃথিব্যাংশভাবেন তান্ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥ ১৬ ॥
 অথাবতারো দ্বিবিধঃ পুরুষশ্চ প্রকীর্তিতঃ ।
 যুগাবতারঃ প্রথমঃ কার্ধ্যার্থেহপরসম্ভবঃ ॥ ১৭ ॥
 যুগাবতারাঃ কথ্যন্তে যে ভবন্তি যুগে যুগে ।
 ধর্মং সংস্থাপয়ন্তি যে তান্ শৃণুয যথাক্রমম্ ॥ ১৮ ॥
 সত্যে যুগে ধ্যান একঃ পুরুষশ্চার্থসাধকঃ ।
 তদর্থেষ্ববতরং গুরুশ্চতুর্বার্জর্জটাধরঃ ॥ ১৯ ॥
 সহস্রচন্দ্রসদৃশঃ সদা ধ্যানরতো মূনিঃ ।
 সর্বেষামেব জন্তুনাং ধ্যানাচার্যো বভূব হ ॥ ২০ ॥
 ত্রেতায়াং যজ্ঞ এবৈকো ধর্মঃ সর্বার্থসাধকঃ ।
 তত্র যজ্ঞঃ স্বয়ং জাতঃ স্রকৃষ্ণবাদিসম্মিতঃ ॥ ২১ ॥
 যাজ্ঞিকৈব্রাহ্মণৈঃ সার্কিঃ যজ্ঞভুক্ স জনার্দনঃ ।
 যজ্ঞমেবাকরোজ্জিষ্ণুর্জনান্ সর্বানশিক্ষয়ৎ ॥ ২২ ॥
 দ্বাপরে তু যুগে পূজা পুরুষার্থায় কল্পতে ।
 ইতি জ্ঞাত্বা স্বয়ং বিষ্ণুঃ পৃথুরূপো বভূব হ ॥ ২৩ ॥
 পূজাধিকার ধর্মাত্মা লোকানাঞ্চাহুশাসনম্ ।
 কারয়ামাস পূজায়াং সর্বেষামভবন্নয়নঃ ॥ ২৪ ॥
 কলৌ তু কীর্তনং শ্রেয়ো ধর্মঃ সর্বোপকারকঃ ।
 সর্বশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দদায়কঃ ॥ ২৫ ॥
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা সাধুনাং স্তম্ভমাবহন ।
 জাতঃ স্বয়ং পৃথিব্যাস্ত শ্রীচৈতন্তো মহাপ্রভুঃ ॥ ২৬ ॥
 কীর্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদাদিতঃ ।
 যুগাবতারা এতে বৈ কার্ধ্যার্থে চাপরান্ শৃণু ॥ ২৭ ॥

मांश्चेतु वेदोद्धरणं कौश्ले मन्दारधारणम् ।
 वाराहे धारणं भूमेनारिसिंहे विदारणम् ॥ २८ ॥
 चक्रे दनुजशक्रं वामने भुवनश्रियम् ।
 ज्ञिग्ये तु भार्गवः फौगीं ज्ञिज्ञा राज्ञः सुहृर्मदान् ॥ २९ ॥
 ददौ गां ब्राह्मणैर्येव विष्णुर्लोकैकतारणः ।
 श्रीरामे रावणं हन्ता यशसा पूरितं जगत् ॥ ३० ॥
 श्रीमत्कृष्णवतारे तु भूमेर्भारवतारणम् ।
 स्वयमेव हरिस्तत्र सर्वशक्तिसमन्वितः ॥ ३१ ॥
 बौद्धे तु मोहनं चक्रे वेदानां भगवान् परः ।
 ग्लेच्छानां निधनैश्चैव कश्चिद्रूपेण सोऽहकरोत् ॥ ३२ ॥
 एवंविधान्नेकानि कर्माणि* बहुरूपिणः ।
 कार्यावतारा नृहरेः कथिताः परमविभिः ॥ ३३ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृते महाकाव्ये

प्रथमप्रक्रमेऽवतारानुकरणं

नाम चतुर्थः सर्गः ॥

पञ्चमः सर्गः ।

—*—

शृगुष्ठावहितं व्रजं चैतन्यश्रावतारकम् ।
 नवीनं जगदीशं करुणवारिधेर्विभोः ॥ १ ॥
 गते देवविबर्ये तु श्राप्त्रमे भगवान् परः ।
 जगन्नाथं विप्रैर्वर्मनश्राविशदच्युतः ॥ २ ॥

* बह्वनि...

তেনাহিতং মহন্তেজো দধার সময়ে সতী ।
 এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষী শচী পতিপরায়ণা ॥ ৩ ॥
 নেভে গৰ্ভং হরৈরংশং গদেব শাস্তবং শুভা ।
 তন্ত্ৰান্তেজোহতিববুধে শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ৪ ॥
 তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং তপ্তচামীকরপ্রভাম্ ।
 শ্রীয়া যুক্তো জগন্নাথো মুমূদে হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫ ॥
 অথ তাং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা দেবা ব্রহ্মাদয়োহপরে ।
 গন্ধৰ্বা অমরা যে চ যে চ সেন্দ্রা নভোগতাঃ ॥ ৬ ॥
 কুতাঞ্জলিপুটা হর্বাং সাক্ষকণ্ঠবিলোচনাঃ ।
 তুষ্টবুদ্ধ্যুদিতাঃ সর্বের প্রণামানতকঙ্করাঃ ॥ ৭ ॥
 নমামি দ্বাং সদাগর্ভামদিতিং জননীং হরেঃ ।
 চন্দ্রাকায়িপ্রভাগর্ভাং সত্ত্বগর্ভাং ধৃতিং ক্ষমাম্ ॥ ৮ ॥
 অদ্বৈতগর্ভাং সংসিদ্ধিং বেদগর্ভাং স্বয়ং হরেঃ ।
 দেবকীং বোহিণীকৈব যশোদাং সর্বথাভবাম্ ॥ ৯ ॥
 তং বৈ বিভর্ষি গর্ভে দ্বং যো যজ্ঞং প্রথয়িষ্যতি ।
 কীর্তনাখ্যং মহাপুণ্যং যদ্যদ্বৈতেনোপপত্ততে ॥ ১০ ॥
 কীর্তনং নূহরেঃ শ্রদ্ধা নিমিষাদ্ভেন যা ভবেৎ ।
 শ্রীতিরস্মাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্ন হি ॥ ১১ ॥
 অহো মহং পুরা দত্তমমৃতং হরিণা স্বয়ম্ ।
 সমুদ্রমস্থনং কুত্বা ততঃ কোটিগুণাধিকম্ ॥ ১২ ॥
 বসং পঞ্চাম এবাত্র শৃংখলঃ শ্রীহরের্বশঃ ।
 মোক্ষমপানৃতং চেতো মত্ততে কীর্তনাক্ষরেঃ ॥ ১৩ ॥
 এবমুক্ত্বা ততো দেবাঃ সেন্দ্রা জগুঃ প্রণম্য তাম্ ।
 ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কুত্বা গায়ন্তঃ শ্রীহরের্বশঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

১৩

স্বাং পুরীং শ্রীপতেরংশো জাতো ভূব্যতিহবিতঃ ।

কলেৰ্ভাগ্যং প্রাণংসন্তো নৃত্যন্তঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১৫ ॥

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে কান্তনে শুভে ।

কালে সৰ্ব্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহাঘিতে ॥ ১৬ ॥

মনঃস্থ দেবসাধুনাং প্রসম্মেষ্ চ শীতলে ।

স্বনভাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৭ ॥

তং বিকাশিকমলেক্ষণং লসৎপূর্ণচন্দ্রবদনং কনকভম্ ।

তেজসা বিতিমিরা দিশঃ স্বয়ং কারয়ন্তুমপলভ্য স্তুতং সঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীতিসাগররসস্ত ন পারং প্রাপ পদ্মনিধিনা যথাহধনঃ ।

শ্রীজগন্নাথমিশ্রপুত্রন্দরঃ প্রেমগদগদমুখং সদা দধে ॥ ১৯ ॥

তস্ত জন্মসময়েহ্নুশশাঙ্কং রাহুরগ্রসদলং ত্রপয়েব ।

কৃষ্ণপদ্মবদনেন নির্জিতঃ প্রাবিশং স্বররিপোমুখং বিধুঃ ॥ ২০ ॥

তত্র পুণ্যসময়ে মনুজানাং কীর্তনং নরহরেঃ কৃতং জনৈঃ ।

পূজনং সপদি জাহবীজলে স্নানদানমঘমার্জ্জনং শুচৌ ॥ ২১ ॥

জহবুঃ স্বরগণাঃ সমহেত্ৰাঃ পদ্মসন্তবমহেশপুরোগাঃ ।

অঙ্গরোভিরতিনৃত্যপরাভিনায়কাস্চ স্মনানাসি ববধুঃ ॥ ২২ ॥

নীলাদ্বরশ্চক্রবর্তী জন্মনা তস্ত হবিতঃ ।

আজগামাশ্রমং তুর্গং জামাতুঃ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ২৩ ॥

জগন্নাথং সমাহুয় শচীং সদোধ্যন্থ স্বধীঃ ।

দৌহিত্রজন্মকালজ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥

অয়ে পুরুষসিংহোহয়ং জাতঃ প্রোচে বৃহস্পতো ।

অসৌ সর্বস্ত লোকস্ত পাতা নিত্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সুশীলঃ সর্বধর্ম্মাণামাশ্রয়ো ত্বাসিনাং বরঃ ।

শ্রীতিদঃ সর্বভূতানাং পূর্ণামৃতকরো যথা ॥ ২৬ ॥

সমুদ্বর্ত্তা সদৈবায়ং পিতৃমাতৃকুলদ্বয়ম্ ।
 এবমুক্তে দ্বিজে তস্মিন্ সৰ্বে প্রমুদিতা জনাঃ ॥ ২৭ ॥
 মাতা হর্ষমতীবা প শ্রদ্ধা তং পিতৃভাবিতম্ ।
 বাৎস্ত্যশ্চকার পুত্রস্ত জাতকর্ম্মমহোৎসবম্ ॥ ২৮ ॥
 তাম্বলং চন্দনং মাল্যং গন্ধং প্রাদাৎ দ্বিজাতয়ে ।
 ক্রমেণোথানকর্মাদিমঙ্গলানি চকার সঃ ॥ ২৯ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবো
 নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ কালেন কিম্বতা জাতুচংক্রমণং শিশোঃ ।
 দৃষ্ট্বা প্রহর্ষমাপ্তৌ তৌ দম্পতী কলভাবিণঃ ॥ ১ ॥
 শোণপদ্মাভবদনে দ্বিজরাজস্ত বশ্ময়ঃ ।
 স্মৃতিতে ভাস্তি সাধুনাং মনোদ্বাস্তাপহারিণঃ ॥ ২ ॥
 পুরা বিভর্ত্ত্যসৌ বিশ্বমিতি চক্রে পিতা স্বয়ম্ ।
 শ্রীমদ্বিশ্বস্তর ইতি নাম তস্ত স্মশোভনম্ ॥ ৩ ॥
 তপ্তকাঞ্চনগৌরাদ্দৌ লসৎপদ্মায়তেক্ষণঃ ।
 প্রভঞ্জনাদরৌ রোপ্যহারী মালালকৌ হরিঃ ॥ ৪ ॥
 রাকাস্থধাকরমুখঃ কলবাগমুতাহিতঃ ।
 মধুরাকৃতিরামুক্তকঙ্কণাদভূষণঃ ॥ ৫ ॥
 ভদ্রহিঙ্গুলরক্তাজকরপাদভলঃ শুচিঃ ।
 ববুধে কলয়া নিত্যং শুক্লপক্ষ ইব দ্বারাট্ ॥ ৬ ॥

ततः कालेन शोणाभ्यां पादाभ्याममितव्याधिः ।
 अटन् विरहज्जं तापं मेदिन्याः संजहार सः ॥ १ ॥
 तीर्थक्षमणशीलश्च द्विजश्यामं जनार्दनः ।
 भुङ्क्ते तं स्मरयामास नन्दगेहकुतूहलम् ॥ ८ ॥
 वर्यश्रेष्ठबालकैः सार्द्धं विहरन्सुखपल्लवैः ।
 आहताः शिखरैः सर्वैर्विचक्रुः पुरतो मुदा ॥ २ ॥
 भुवि तिष्ठन् पदैकेन जालुनाग्रश्च जालुकम् ।
 पम्पस्पर्शं मर्कटां नीलां कुर्वन् मयार्थको हरिः ॥ १० ॥
 एकदा धर्तुमात्रानमृतां जननीं कृवा ।
 बोध्य कोपपरिपूर्णे भाजनानि वभञ्ज सः ॥ ११ ॥
 पुरा भग्नं च भागे यं यशोदा पशुवञ्जुभिः ।
 बबद्ध वेपिता तस्य भगवद्दीप्य मुखं शची ॥ १२ ॥
 उपर्युपरिविहन्त्युक्तमृद्धाङ्गुलं हतो ।
 उपविष्टाङ्गुलो देशे मातुरग्रे जहास सः ॥ १३ ॥
 तं दृष्ट्वा सा शची प्रोह तज्ज ततः झुण्डपसितम् ।
 स्थानं शुकं पुनः स्नात्वा ममाङ्गारोहणं कुरु ॥ १४ ॥
 एवमुक्ते तू तां प्रोह भगवान् सर्वतत्त्वविन् ।
 दन्ताज्ज्वलश्च भावैकपूर्णः सर्वज्ञप्रवरः ॥ १५ ॥
 शृणु शुचिरशुचिर्वा कल्लनामाद्रमेतत्
 क्षितिजलपवनाग्नियोगविभक्तं जगद्धि ।
 विततविभवपूर्वार्द्धैतपादाञ्च एके ।
 हरिरिह करुणाकिर्ताति नात्तु प्रतीहि ॥ १६ ॥
 अतः पवित्र एवास्मि नापवित्रः कथञ्चन ।
 जानीहि मातर्नात्तां स्वः शङ्कां कर्तुमिहाहं ॥ १७ ॥

এবমুক্তে স্মৃতে সা তং করে সংগৃহ্য সত্বরা ।
 আনীয় আপয়ামাস স্বর্নদীপচ্ছবারিভিঃ ॥ ১৮ ॥
 অথ কতিপয়ে কালে মুক্তমুদ্ভাওসংহতো ।
 উপবিষ্টঃ স্মৃতং বীক্ষ্য শচী বাগ্ভিরতাড়য়ৎ ॥ ১৯ ॥
 অপবিত্রে নিষিদ্ধেহপি স্থানে ত্বং মন্দধীঃ কথম্ ।
 তিষ্ঠসীতি বচঃ শ্রদ্ধা মাতুঃ ক্রোধসমম্বিতঃ ॥ ২০ ॥
 শ্রীমদ্বিশ্বস্তরঃ প্রাহ মূঢ়ে নাস্ত্যশুচিঃ কচিৎ ।
 উক্তং ময়ৈতৎ পূর্বে তে তং কিং মাং ত্বং বিগর্হসি ॥ ২১ ॥
 ইত্যুক্ত্বা বদনে তস্তা ইষ্টকং প্রাহিণোং কৃষা ।
 তদাঘাতেন ব্যথিতা মূর্ছিতা নিপপাত সা ॥ ২২ ॥
 তদা সর্কীঃ সমাগত্য দ্বিয়স্তাং শীতলৈর্জলৈঃ ।
 সিষিচুঃ স্ম তদা তত্র হরির্গান্ধবকর্মকুং ॥ ২৩ ॥
 আগত্য প্রকরোদাশু মাতর্নাতরিতি স্বয়ম্ ।
 শ্রীহস্তং তন্মুখে গ্রাস্ত সর্কদুঃখাপহারকম্ ॥ ২৪ ॥
 ততঃ প্রবৃদ্ধা সা সন্তঃ ক্রোড়ে কুত্বা স্মৃতং শচী ।
 মুমোদ বৎসলাতীব পুত্রস্নেহাতিবিহ্বলা ॥ ২৫ ॥
 ততো ভগদগুরুং প্রাহ কাচিদ্ধর্ষপরায়ণা ।
 পরিহাসপরা মাত্রে নারিকেলফলদ্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥
 সমানীয় প্রবচ্ছাষ্টে তদা স্তস্তা ভবিষ্যতি ।
 ন চেৎ মরিষ্যতি তদা কিমুপায়ং করিষ্যসি ॥ ২৭ ॥
 ইতি কস্তা বচঃ শ্রদ্ধা মাতুরহাস্যরাসিতঃ ।
 নির্গত্যানীয় স দদৌ নারিকেলফলদ্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
 তৎকালপাতনাদমৃদুভুক্তবৃত্তয়ুগং হরিঃ ।
 তদৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ প্রোচুঃ কুতঃ প্রাপ্তং ত্বয়া ফলম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

১৭

ততো হৃদ্ধতিভিঃ সৰ্ব্বা বারয়িত্বা মহামনাঃ ।

বৎসগোত্রধ্বজো নাত্রে দদৌ শ্বেবমুখাযুজম্ ॥ ৩০ ॥

অথাত্চক্ষু বীৰ্য্যাণি বিচিত্রাণি মহাত্মনঃ ।

লোকোত্তরাণি সাধুনি মায়িনঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥

রাত্ৰৌ কদাচিৎ সংস্পৃশ্য শচী পূৰ্ণাঃ জনৈরিব ।

পুৰ্ণমানন্দ্য সংবিদ্যা ক্রোড়স্থং স্বস্বতং শচী ॥ ৩২ ॥

শক্তিভা প্রেষয়ামাস পতিগেহে ভ্রাষিতা ।

পূজিতং পথি দেবৈশ্চ শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরং হরিম্ ॥ ৩৩ ॥

পথি প্রযাতস্ত স্ততস্ত পাদয়োঃ স্মরিত্তয়োৰ্নুপূরনিস্বনং মুহুঃ ।

শ্রদ্ধা সশব্দঃ কিমিদং কুতঃ স্বনং বাৎস্ত্যঃ শচীং প্রাহ শচী চ বাৎস্ত্যম্ ॥ ৩৪ ॥

গতে সমীপং তনয়েহতিবিস্মিতো দৃষ্ট্বা স্মরিত্তং স্ততপাদপঙ্কজম্ ।

কুতঃ শ্রুতং নুপূরমঞ্জলিস্বনং স্ততং সমালিন্দ্য মূদং যযৌ দ্বিজঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে

বাল্যক্রোড়িয়াং জন্মাদিলীলাবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

ইতি শ্রদ্ধা হরেঃ পাদপঙ্কজধ্যাননিবৃত্তঃ ।

দামোদরঃ পর্যাপৃচ্ছদ্বরেজ্যেষ্ঠস্ত সংকথাম্ ॥ ১ ॥

কথয়স্ব মহৎ ধ্যাতং বিশ্বরূপস্ত তত্ত্বতঃ ।

তচ্ছ দ্বা প্রাহ ভো ব্রহ্মন্ শ্রয়তাং কথয়ামি তে ॥ ২ ॥

ইত্যুক্ত্বা বক্তু মায়েভে বৈছো হৃদ্যাং কথাং শুভাম্ ।

বলদেবাংশকস্তাপি বিশ্বরূপস্ত পাবনীম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীমৎশ্রীবিষ্ণুরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাঙ্কোহতিশুদ্ধঃ

প্রাপাচার্য্যত্বমাত্মশ্রবণমননতঃ শক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ ।

সর্বজ্ঞঃ সর্বদাহসৌ নরহরিচরণাসক্তচিত্তোহতিশুদ্ধঃ

শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্ বেদবেত্তা রসজ্ঞঃ ॥ ৪ ॥

জনকো বিজনে বিচিন্ত্য তৎ তনয়স্ত্রোদ্ধনোচিতাং বধূম্ ।

মনসা পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং বুবুধে তৎ সকলং দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৫ ॥

স বিষ্ণুরূপঃ পিতুরিথমন্তশ্চেষ্টাং বিদিত্বা সকলং তিতিক্ষুঃ ।

ত্যক্ত্৷ গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীৰ্য্য জগ্রাহ সন্ন্যাসমশক্যমনৈঃ ॥ ৬ ॥

ততঃ পিতা তৎ পরিশ্রত্য বিহ্বলো মাতা চ সাধ্বী বিললাপ হুঃখিতা ।

তাবাহতুঃ পুত্রহিতৌ স্মৃতৌ মে সন্ন্যাসধর্ম্মে নিরতো ভবজ্বিতি ॥ ৭ ॥

ইত্যাশিষন্তৌ তনয়ায় দত্ত্বা মুনিব্রতৌ ধৈর্য্যমুবাহতুঃ স্ব ।

বিবাদমুংস্বজ্য স্মৃতং জগৎপতিং ক্রোড়ে নিধায়াশু মুদং তদাপতুঃ ॥ ৮ ॥

ততো হরিঃ গ্রাহ পিতর্গতো মে ভ্রাতা ভবন্তং পরিহার্য্য দূরম্ ।

ময়ৈব কার্য্য্য ভবতশ্চ সেবা মাতুশ্চ নিত্যং সুখমাপ্নুহি ত্বম্ ॥ ৯ ॥

ইথং নিশম্য স্বস্মৃতস্ত বাক্যমনল্লগন্তীরমনোজ্ঞমর্থবৎ ।

আলিঙ্গ্য তং হর্ষজনেত্রবারিভিরবাপ মোদং জননী পিতা চ ॥ ১০ ॥

তদঙ্গসংস্পর্শরসাভিতৃপ্তগাত্রাণি নার্দী বিহরঞ্জসাপরম্ ।

গতাঃ স্বযোগেন যথা স্বযোগিনঃ পশুন্তি নেমং ন পরঞ্চ লোকম্ ॥ ১১ ॥

পঠন্ পিতুঃ সেবনযুক্তচেতাঃ ক্রীড়াপরো বালকসঙ্ঘমধ্যে ।

ক্রীড়ন্ বয়শ্চৈঃ কিল ধূলিধূসরো ন বেদ কিঞ্চিং ক্ষুধিতোহপি

ভোজনম্ ॥ ১২ ॥

কদাচিদালোক্য পিতা স্বভঙ্গং সংভং সন্ন্যাস স্মৃতং হিতার্থী ।

পাঠাদিকৈব বিহার্য্য সর্বং ক্ষুধাদ্বিতঃ ক্রীড়সি বালকৈবর্তঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

১৯

ততো রজজ্ঞাং শয়নাবসানে স্বপ্নেহবদন্তঃ দ্বিজবর্ষ্যমুখ্যঃ ।
 ন কিং স্তুতং স্বং বহুমন্তসে হি কিং বা পশুঃ স্পর্শমণিং ন বেত্তি ॥ ১৪ ॥
 রত্নাং শুকালঙ্কৃতদেহযষ্টিঃ কিং বা ন চান্নাতি তদংশুকানি ।
 তমাহ মিশ্রো হকুতোভয়ঃ স্বয়ং নারায়ণশ্চেত্বেবতীহ পুত্রঃ ॥ ১৫ ॥
 তথাপি তত্তাড়নমেব ধর্ম ইত্যুক্তো বিপ্রোহপি তমাহ সাধু ।
 ইত্যেবমুক্ত্য প্রযযৌ দ্বিজাগ্র্যো বাৎস্ত্র্যঃ প্রবুদ্ধঃ পুনরাশশংস ॥ ১৬ ॥
 স্বপ্নং নিশম্যাশু জনাঃ প্রহৃষ্টা বিশ্বস্তরং পুরুষবর্ষ্যসত্তমম্ ।
 তং মেনিরে পূর্ণমনোরথং মুদা মেনে পিতা স্বং জননী চ তুষ্টা ॥ ১৭ ॥
 ততঃ কদাচিন্মিবসন্ স্বমন্দিরে সমুদাদিত্যকরাতিলোহিতঃ ।
 স্বতেজসাপূরিতদেহ আবর্ভৌ উবাচ মাতর্কচনং কুরুষ মে ॥ ১৮ ॥
 তথা জলন্তং স্বস্তুতং স্বতেজসা বিলোক্য ভীতা তম্বাচ বিস্মিতা ।
 যদুচ্যতে তাত করোমি তত্ত্বয়া বদস্ব যন্তে মনসি স্থিতং স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 তদিখ্যাকার্য্য বচোহমৃতং পুনস্তাং প্রাহ মাতর্ন হরেস্তিথৌ স্বয়া ।
 ভোক্তব্যাকার্য্য বচঃ স্তুতস্ত সা তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টবৎ ॥ ২০ ॥
 নিবেদিতং পৃগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন ভূক্ত্য পুনরববোত্তাম্ ।
 ব্রজ্যামি দেহং পরিপালয়স্ব স্তুতস্ত নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণাঙ্কম্ ॥ ২১ ॥

ইত্যুক্ত্য সহসোখায় দণ্ডবচ্চাপতদ্বুবি ।

বিশ্বস্তরং গতং দৃষ্ট্য মাতা হুঃখসমম্বিতা ॥ ২২ ॥

স্নাপয়ামাস গাঙ্গেয়ৈস্তোমৈরমৃতকল্পকৈঃ ।

ততঃ প্রবুদ্ধঃ স্তম্বোহসৌ ভূত্বা স শ্রবসং স্থখী ॥ ২৩ ॥

তেজসা সহজেনৈব তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতোহভবৎ ।

জগন্নাথোহব্রবীচ্চৈনাং দৈবীং মায়াং ন বিদ্রাহে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরদ্বিজঃ ।

কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণে জগদগুরুঃ ॥ ২৫ ॥

জগন্নাথ-দত্তাত্মকঃ,
 বরদর্শিতঃ, কথিতঃ

জাতঃ কথং ব্রহ্মামীতি পালয়ন্ত সূতং শুভে ।

ইতি মাত্রে কথং গ্রাহ হ্যেতন্মে সংশয়ো মহান্ ॥ ২৬ ॥

কিং মায়া জগদীশস্ত তদ্বক্তুং ভূমিহাঁসি ।

হরেশচরিত্রমেবাত্ৰ হিতায় জগতাং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে

বাল্যকীড়ায়াং সপ্তমঃ সর্গঃ ।

—

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

—*—

ইতি শ্রদ্ধা বচন্তস্ত চিন্তয়িত্বা বিচার্য চ ।

নত্বা হরিং পুনঃ গ্রাহ শৃণু স্মসমাহিতঃ ॥ ১ ॥

জনস্ত ভগবদ্ব্যানাং কৌর্ত্তনাং শ্রবণাদপি ।

হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে স্মমহাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

তস্ত্রাহুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপরাক্রমম্ ।

দধাতি পুরুষো নিত্যমাশ্রদেহাদিবিস্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহ্যো ভবেত্ততঃ ।

করোতি সহজং কৰ্ম প্রহ্লাদস্ত যথা পুরা ॥ ৪ ॥

তাদাশ্রোতৃভূক্তোয়নির্ধৌ পুনর্দেহস্বত্বিস্তটে ।

এবং হি গোপসাধ্বীনাং তাদাশ্র্যং সম্ভবেৎ কচিৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরস্তস্ত সংশিক্ষাং দর্শয়ন্তুচ্চকার হ ।

লোকস্ত কৃষ্ণভক্তস্ত ভবেদেতৎস্বরূপতা ॥ ৬ ॥

যথাত্ৰ ন বিমুহুস্তি জনা ইত্যভ্যশিক্ষয়ন্ ।

ভক্তদেহো ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

कृष्णः केशिवधं कृत्वा नारदायाश्चनो वधः ।
 तेजश्च दर्शयामास ततो मुनिवरौ भुवि ॥ ८ ॥
 पपात दण्डवत्स्मिन् स्थाने शतशुभाधिकम् ।
 कलमाप्नोति गत्वा तु वैष्णवो मथुरां पुरीं ॥ ९ ॥
 एवं गानो जगद्योनिर्विश्वरूपमदर्शयत् ।
 शिवाय पुनरेवासौ मातृशोकरोधं क्रियाम् ॥ १० ॥
 पुनः शृणुषु भो ब्रह्मन् चैतन्यं कथां शुभाम् ।
 तच्छ्रुत्वा शङ्करा मर्त्यो मुच्यते भवबन्धनात् ॥ ११ ॥
 गुरोर्गेहे वसन् विष्णुर्बेदान् सर्वानधीतवान् ।
 पाठयामास शिष्यान् स सर्वशतपतिः स्वयम् ॥ १२ ॥
 तत्पितापि महाभागो वेदाश्चादीन् पठन् सुधी ।
 ततश्च पुनरायातो जगन्नाथो द्विजर्षभः ॥ १३ ॥
 दैवयोगेन तस्याभुञ्ज्यः प्राणापहारकः ।
 अतस्तं तादृशं दृष्ट्वा सह माता स्वयं हरिः ॥ १४ ॥
 जगाम जाह्नवतीरे निजभक्तैः समीरितः ।
 श्रीमान् विश्वस्तुरो देवो हरिकीर्तनतन्पदैः ॥ १५ ॥
 अथ तस्य पदद्वयं हरिः पितुरालिङ्ग्य सगद्गदस्वरम् ।
 अबदन् पितरांश्च मां प्रभो परिहाय क्व भवान् गमिष्यसि ॥ १६ ॥
 इति वागमृतं सुतस्तु सः श्रवणाभ्यां परिपीय सादरम् ।
 अबदद्भुनाथपदयोस्तव सम्यक् स्वसमर्पणं कृतम् ॥ १७ ॥
 गगने स्वरवर्यासंहतो समहेन्द्रे समुपस्थिते दिवा ।
 हरिसङ्कीर्तनतन्परे जने ह्यनदीतोयगतो द्विजोत्तमः ॥ १८ ॥
 परिहाय तद्वत् दिवोकसां व्रथमास्थाय यथौ हरैः पुरीम् ।
 नित्यसिद्धशरीरोऽपि महात्मा लोकहिताचरणाय यथास्वम् ॥ १९ ॥

অথ সিদ্ধিগতং পতিং শচী পরিদোনা বিললাপ দুঃখিতা ।
 চরণে বিনিপত্য স প্রভোঃ কুররীব প্রমদাগণাবৃত্তা ॥ ২০ ॥
 পিতরং বিলপতো মুহূর্দ্দশোরপতদ্বারিবারো দয়ানিধেঃ ।
 গজমৌক্তিকহারবিভ্রমং বিদধদ্বক্ষসি লক্ষণং বভৌ ॥ ২১ ॥
 অথ বন্ধুভ্রনৈঃ প্রশান্তিতঃ পরিণামোচিতসংক্রিয়াং প্রভুঃ ।
 অকরোং পরিবেদনারিতো বিধিদৃষ্ট্য স কলাং সহ দ্বিজৈঃ ॥ ২২ ॥
 বিমনা ইব সঞ্চিষ্টৈর্ধনৈঃ পিতৃষজ্জং পিতৃবৎসলোহকরোং ।
 দ্বিজপূজনসংক্রিয়াং ক্রমাদবিদধে তাং স ধরাদিতাজনৈঃ ॥ ২৩ ॥
 ইতি যো বদতি প্রভোঃ পিতৃর্দীবসংস্থানমতল্লিতো নরঃ ।
 লভতে হ্যনদীং হরেঃ পুরীং পরিহায়াশু মলং স গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
 জগন্নাথমিশ্রসংস্কির্নামাষ্টমঃ সর্গঃ ।

নবমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ ।
 স্তদর্শনাং পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগদাদাসপণ্ডিতাং ॥ ১ ॥
 ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিজ্ঞাং যে পণ্ডিতমহন্তমাঃ ।
 তেবাং মহোপকারায় তেভ্যো বিজ্ঞাং গৃহীতবান্ ॥ ২ ॥
 লোকশিক্ষামনুচরন্ মায়ামনুজবিগ্রহঃ ।
 ততঃ পঠন্ পণ্ডিতেষু শ্রীমৎস্তদর্শনেষু চ ॥ ৩ ॥
 সতীর্থেঃ প্রহসন্ বিটপ্রহঁসন্তিঃ পরিহাসকম্ ।
 উবাচ বহুজৈর্বাক্য রসজ্জঃ সন্নিতাননঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ কালেন ক্রিয়তাচার্য্যস্ত বনমালিনঃ ।
 জগাম পূর্য্যাং তং দ্রষ্টুং কৌতুকাং প্রণতস্ত সঃ ॥ ৫ ॥
 আভাষ্য গচ্ছতাচার্য্যং হরিণা দদৃশে পথি ।
 বল্লভাচার্য্যদুহিতা সখীজনসমাবৃত্তা ॥ ৬ ॥
 স্নানার্থং জাহ্নবীতোয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা ।
 দৃষ্ট্বা তাং তাদৃশীং জাত্বা মনসা ভগ্নকারণম্ ॥ ৭ ॥
 তস্তা জগাম নিলয়ং স্বমেব স্বভ্রতৈঃ সহ ।
 শ্রীমান্ বিশ্বভরো দেবো বিভারসকুতুহলী ॥ ৮ ॥
 অপরেহ্যঃ পুনস্তত্র বনমালী দ্বিজোত্তমঃ ।
 আচার্য্যঃ শ্রীহরের্গেহমাগত্য প্রণমন্ শচীম্ ॥
 উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রীমদ্বিশ্বস্তরস্ত তে ॥ ৯ ॥
 স্তুতস্তোদাহনার্থায় কণ্ঠ্যং স্বরস্তুতোপমাম্ ।
 বল্লভাচার্য্যবর্য্যস্ত বরয়স্ব যদিচ্ছসি ॥ ১০ ॥
 এতৎ শ্রদ্ধা শচী প্রাহ বালোহসৌ মম পুত্রকঃ ।
 পিত্রা বিহীনঃ পঠতু তত্রোদযোগো বিধীয়তাম্ ॥ ১১ ॥
 ইতি শ্রদ্ধা বচস্তস্তা নাতিহৃষ্টমনা যযৌ ।
 আচার্য্যো দৃষ্টবাংস্তত্র পথি কৃষ্ণং মুদাস্থিতম্ ॥ ১২ ॥
 ভগবাংস্তং প্রণম্যাস্ত সমালিন্য স্থনির্ভরম্ ।
 ক ভবানন্ত গন্তাসি পপ্রচ্ছ মধুরং বচঃ ॥ ১৩ ॥
 স আহ মাতুষ্পরং তব দৃষ্ট্বা সমাগতঃ ।
 নিবেদিতং ময়া তস্মৈ তবোদাহার্য তত্র সা ॥ ১৪ ॥
 শ্রদ্ধাং ন বিধতে তেন বিমনাঃ সংব্রজ্যাম্যহম্ ।
 ইত্যুক্তে নোত্তরং দদ্বা প্রহস্তু প্রযযৌ হরিঃ ॥ ১৫ ॥

आगत्य स्वाश्रमं प्राह मातरं किं ह्यरोदितम् ।
 आचार्याय वचः सोऽपि विमनाः पथि गच्छति ॥ १७ ॥
 कथं न तस्य संप्रीतिः कृता मातः प्रियोक्तिभिः ।
 एतज्ज्ज्ञात्वा हृतशान्तं मतमाशुन्ननं पुनः ॥ १९ ॥
 आचार्यः ह्यरया नेतुं प्रेषयामास सा शुभा ।
 आचार्यः सहसागत्य नमस्कृत्वा ब्रवीदितम् ॥ १८ ॥
 कथमीश्वरि मामाज्जामकरोस्तद्ब्रवीतु मे ।
 संप्रहृष्टो वचः श्रद्धा भवत्याः समिधावहम् ॥ १९ ॥
 एवमुक्ते ततः प्राह तं शची यद्वया वचः ।
 उद्वाहार्थं तु कथितं तं कर्तुं ह्यमिहार्हसि ॥ २० ॥
 ह्यं ह्यहदंसनोऽहताव हृतस्य ह्यमेव तं ।
 पुरा प्रोक्तं स्नेहवशात्तत्र ह्यं किं वदाम्यहम् ॥ २१ ॥
 एतं श्रद्धा वचस्तथाः प्राहाचार्यो नमन् वचः ।
 ईश्वरि ह्यहो नित्यं करोमि शिरसा वहन् ॥ २२ ॥
 इत्युक्त्वा प्रवर्षो तत्र बल्लभो मिश्रसन्तमः ।
 यत्र तिष्ठति तत्रैव सोऽप्युज्जम्य ह्यराहितः ॥ २३ ॥
 दिदेशासनमानीय ह्यमेव यथाविधि ।
 मिश्रः पप्रच्छ विनयादाचार्यवनमालिनम् ॥ २४ ॥
 ममाहग्रह एवात्र तवागमनकारणम् ।
 अग्राह्यस्ति कियं कार्यं तदाज्जां कर्तुमर्हसि ॥ २५ ॥
 एवमुक्ते ततः प्राहाचार्य शृणु वचो मम ।
 मिश्र-पुनर्नरहृतः श्रीविश्वम्भरपण्डितः ॥ २६ ॥
 स एव तव कन्याया योग्याः सद्गुणसंश्रयः ।
 पतिश्वेन वदाम्यत्र देहि तस्मै ह्यतां शुभाम् ॥ २७ ॥

তং শ্রদ্ধা বচনং তস্মৈ মিশ্রঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ ।
 উবাচ শ্রদ্ধতাং ভাগ্যবশাদেতত্ত্ববিদ্যতি ॥ ২৮ ॥
 ময়া ধনবিহীনেন কিঞ্চিদাতুং ন শক্যতে ।
 কণ্ঠকৈব প্রদাতব্যো তত্রাজ্ঞাং কৰ্ত্তুমহঁসি ॥ ২৯ ॥
 যদি বা মে হরিঃ প্রীতো ভগবান্ হুহিতুর্ভবেৎ ।
 তদৈব মে সংভবতি জ্ঞামাতা পণ্ডিতোত্তমঃ ॥ ৩০ ॥
 রত্নেন মুক্তাসংযোগো গুণেনৈব যথা ভবেৎ ।
 তথা ভবদগুণেনৈবানয়োর্যোগো ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
 ইত্যুক্তে পরমপ্রীত আচার্য্যঃ প্রাহ সাদরম্ ।
 ভবদ্বিনয়বাৎসল্যাৎ সৰ্ব্বং সম্পাদ্যতে শুভম্ ॥ ৩২ ॥
 ইত্যুক্ত্য পুনরাগম্য সৰ্ব্বং শঠ্যে নৃবেদয়ৎ ।
 আচার্য্যো গৌরচন্দ্রস্ত বিবাহানন্দনিবৃত্তঃ ॥ ৩৩ ॥
 এতৎ সৰ্ব্বং সংবিদিত্বা স্মৃতং প্রোবাচ সা শচী ।
 সময়োহয়ং কুরুষ্বাত্র তাত বৈবাহিকং বিদিম্ ॥ ৩৪ ॥
 তং শ্রদ্ধা বচনং মাতুর্বিষ্ময় মনসা হরিঃ ।
 আজ্ঞাং তস্মাঃ পূরয়িত্বা দ্রব্যাগ্যাশু সমাহরৎ ॥ ৩৫ ॥
 ততো বৈবাহিকে কালে মঙ্গলে সঙ্গুণাশ্রয়ে ।
 সৰ্ব্বেষামেব শুভদে মৃদঙ্গপণবাহতে ॥ ৩৬ ॥
 ভূদেবগণসঙ্ঘস্ত বেদধ্বনিনির্নাদিতে ।
 দীপমালাপতাকাঠিগবলকৃতদিগন্তরে ॥ ৩৭ ॥
 দেবদার্কগুরুশীরচন্দনাদিপ্রধূপিতে ।
 অধিবাসং হরেশ্চক্রে বিবাহং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে শ্রীলক্ষ্মণ-
 দ্বাহেহধিবাসপ্রসঙ্গে নাম নবমঃ সর্গঃ ।

দশমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততো দ্বিজেন্দ্ৰভ্যঃ প্রদদৌ মুহুমূহঃ পুংগানি মাল্যানি চ গন্ধবন্তি ।
 সচন্দনং গন্ধমনন্তসৌরভং জনাশ্চ সর্কে জহৃষুর্জগমূদা ॥ ১ ॥
 স বল্লভোহভ্যেত্য স্তমদলৈর্দ্বিজৈর্নরৈশ্চ ভূদেবপতিব্রতাদিভিঃ ।
 জামাতরং গন্ধমুগন্ধিমাল্যৈঃ শুভাধিবাসং বিদধে সমর্চ্য তম্ ॥ ২ ॥
 অথ প্রভাতে বিমলেহরুণেহর্কে স্বয়ং কুতস্তানবিধির্ষথাবৎ ।
 হরিঃ সমভ্যর্চ্য পিতৃন্সুহাদান্ নান্দীমুখশ্রীকমথাহকরোদ্বিজৈঃ ॥ ৩ ॥
 ততো দ্বিজানাং যজুর্বাঃ স্থনিশ্বনৈর্মৃদঙ্গভেরৌপটহাদিনাদিতৈঃ ।
 বরাদনাবক্ত্রসরোজমঙ্গলোজ্জলস্বনৈরাববৃধে মহোৎসবঃ ॥ ৪ ॥
 শচী স্বসংপূজ্য কুলদ্বিয়ং মূদা তত্রাগতান্ বন্ধুজনাংশ্চ সর্বশঃ ।
 উবাচ কিং ভর্তৃবিহীনয়া যয়া কর্তব্যমেবাত্র ভবদ্বিধৈঃ স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥
 স্বমাতুরিখং করুণাঘ্রিতং বচো নিশম্য তাতং পরিতপ্তচিত্তঃ ।
 মুক্তাফলস্থলতরাশ্রবিন্দুন্ উবাহ বক্ষঃস্থলহারবিভ্রমান্ ॥ ৬ ॥
 নিরাক্ষ্য পুত্রং করুণাঘ্রিতং শচী স্থবিস্মিতা প্রাহ পতিব্রতাভিঃ ।
 পিতঃ কথং মঙ্গলকর্ম্মণি স্বয়মমঙ্গলং বারি বিমুক্তসে দৃশোঃ ॥ ৭ ॥
 স মাতুরিখং বচনং নিপীয় পিতৃস্মৃতিশ্বাসমলীমসাননঃ ।
 মাতুঃ সমীপং প্রতিবাচমাদদে নবীনগন্তোরঘনস্বনং যথা ॥ ৮ ॥
 ধনানি বা মে মনুজাশ্চ মাতর্ন সন্তি কিং যেন বচঃ সমীরিতম্ ।
 ত্রয়াচ্চ দীনেব পরাশ্রয়ং যতঃ পিতা মমাদর্শনতামগাদিতি ॥ ৯ ॥
 ত্র্যয়েব দৃষ্টং দ্বিজসজ্জনেভ্যঃ স্থপুংপূর্ণানি চ ভাজনানি ।
 বারত্রয়ং দাতুমনন্তসারং সর্বাদ্রসংলেনপনযোগ্যগন্ধম্ ॥ ১০ ॥
 অশ্বেষু যোগ্যেষু চ সুব্যয়ো যৎ তদ্বৎ বিজ্ঞানাসি যথা যথেষ্টম্ ।
 অমর্ত্যকার্যেষু মমাস্তি শক্তিস্থথাপি লোকাচরিতং করোমি ॥ ১১ ॥

पित्रा विहीनोऽहमगाधशक्तितथापि मातुर्ब्रजमा हूनामि ।
 इतीरितं तस्य निशम्य माता तं शान्तयित्वा मधुरैरर्क्षचोभिः ॥ १२ ॥
 प्रसाधनैरङ्गुलैश्चैव विभूषयामाश्रयनार्थमाटैः ।
 श्रीगौरचन्द्रं जगदेकबन्धुं स्त्रीणां मनोज्ञं कृतिभ्यः श्रयेण ॥ १३ ॥
 सचन्दनैराङ्गुलैश्चैव समालिपन् पुत्रमदीनश्रद्धाः ।
 तदा कुमाराः पृथिवीसूराणां समागताः पुनर्वर्षतः शुभे ॥ १४ ॥
 तस्मिन् क्षणे बल्लभमिश्रवर्षाः कार्यं पितृणामथ देवतानाम् ।
 समाप्य कक्षां वरहेमगोरीं विभूषितामाभरणैः स चक्रे ॥ १५ ॥
 ततो द्विजानानयन् वरेणान् वरश्च संप्रेषितवान् समेत्य ।
 उचूच ते मदलपूर्वमाशु शुभाय वाङ्मां कुरु सामघोषैः ॥ १६ ॥
 श्रयं हरिर्विप्रवरश्च सङ्गनैर्गच्छन्नुद्यमेन जयनिश्चनैर्बभौ ।
 प्रदीपदोषावलिभिर्निकेतनं मिश्रं ह्यहमं शिखरं शिवो यथा ॥ १७ ॥
 ततोऽहं भिग्याश्रममाश्रितो नयन् मिश्रः श्रयं तं वरयाप्तुम् ।
 पादुदिना गङ्गवराङ्गुमाटैर्धूतैस्तथैवाङ्गुलैश्चैव ॥ १८ ॥
 वभौ वरः पूर्णनिशाकरप्रभो जितश्रवणैश्चैव रोचिषा ।
 प्रतप्तचामीकरोचिषा लसत्सुमेरुशुद्धोज्ज्वलदेहयष्टिः ॥ १९ ॥
 करद्वयेनादकङ्कणानुरीविराजितेनाञ्जलिभिशोभिना ।
 अनलकल्लजममाशु व्याकरोऽ* समाश्रितानामभिलाषदो हरिः ॥ २० ॥
 सूतां समानीय निशाकरप्रभां प्रभाविनिक्षततमः समग्राम् ।
 श्लक्ष्णतां साधु ददौ जगद्गुरोः पादे विरेजेऽथ तस्योत्थिताम् ॥ २१ ॥
 तयोर्मुखेन्दुः समरौज्ज्वलश्रिया सरौहिणीचन्द्रसमः सुशोभात् ।
 पुष्पोष्णतुः पुष्पचैवैरसिङ्गतां परस्परं तौ हरपार्कतीव ॥ २२ ॥

* अनलकल्लजममाशु चक्रे ?

অথোপবিষ্টে কমলাধিনাথে লক্ষ্মীশ তত্রোপবিবেশ ব্রীযুতা ।
 পুরস্ততোহভ্যোত্যা শুচিঃ সমাবিশদাতুং স কন্যাং বিধিনা বিধানবিৎ ॥ ২৩ ॥
 বস্ত্রাভিযুপদ্রে বিনিবেত্ত পাদ্যং প্রজ্ঞাপতিঃ প্রাপ জগৎসিসৃক্ষাম্ ।
 তত্রৈব পাদ্যং বিদধে স বল্লভো নখদ্ব্যতিথবন্ততমঃসমূহে ॥ ২৪ ॥
 যস্মৈ মহেশ্বোহধিনুপাসনং দদৌ সরস্বতীংহাসনকঞ্চলাবৃতম্ ।
 তস্মৈ স কোশেশ্বরবিষ্টরাসনং দদৌ নিপীতং বরপীতবাসসে ॥ ২৫ ॥
 ক্রমেণ সৌহর্যাদিকমেব কৰ্মবিধানতো হর্ষতনুহৃদোগৈঃ ।
 কৃত্বা কৃতজ্ঞঃ প্রদদৌ হরেঃ করে কন্যাং সমুৎসজ্য সরোজলোচনাম্ ॥ ২৬ ॥
 ততো নিবৃত্তেহতিমহোৎসবে শুভে লক্ষ্মীং সমাদায় নিজাং পুরীং যযৌ ।
 বিশ্বস্তরো বিশ্বভরার্তিহা বিভূৰ্হৃদ্ব্যনৈর্মজ্জাভিনন্দিতঃ ॥ ২৭ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে বৈবাহিকো
 নাম দশমঃ সর্গঃ ।

একাদশঃ সর্গঃ ।

ততঃ শচী দ্বিজদ্ব্যভিঃ কৃত্বা স্তমহহুৎসবম্ ।
 স্নুবাং প্রবেশয়ামাস নিজগেহে সভর্জকাম্ ॥ ১ ॥
 ব্রাহ্মণেভ্যো দদাবন্নং গন্ধং মালাং সভক্তিতঃ ।
 অগ্নেভ্যঃ শিল্লিযুখ্যেভ্যো নটেভ্যঃ প্রদদৌ ধনম্ ॥ ২ ॥
 ততো বসন্ শুভে গেহে সকুটুম্বঃ স্থখী প্রভুঃ ।
 রয়ান্ন নভসি স্বচ্ছ নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩ ॥
 লক্ষ্মীনারায়ণদৃষ্টিমাত্রৈ সৰ্ব্বশুভানি হি ।
 আজগ্মুঃ শ্রীশচীগেহে স্বভাগ্যখ্যাপনায় চ ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

২২

ততো গৃহাশ্রমে স্থিত্বা ধনার্থং প্রযযৌ দিশি ।
 পূর্বস্রাং সঙ্কটনৈঃ সার্কিং দেশান্ কুর্ক্বন্ স্থনির্মলান্ ॥ ৫ ॥
 যং যং দেশং যযৌ জিষ্ণু রাক্ষাপতিনিভাননঃ ।
 তত্র তত্রৈব তত্রহা জনা দৃষ্টা মুদাস্বিতাঃ ॥ ৬ ॥
 পশ্যন্তো বদনং তস্ত তৃপ্তিবারিধিপারগাঃ ।
 ন বভূবুঃ স্ত্রিয়শ্চোচুঃ কস্তায়ং শুদ্ধদর্শনঃ ॥ ৭ ॥
 মাজ্রাশ্চ কেন পুণ্যেন ধৃতো গর্ভে নরোত্তমঃ ।
 অসৌ বিজিতকন্দর্পো দৃষ্টপূর্বো ন হি কচিং ॥ ৮ ॥
 পত্নীহমস্ত প্রাপ্তা কা চিরারাদিতশঙ্করা ।
 অসৌ নারায়ণঃ সৈব লক্ষ্মীরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 এবং বহুবিধাং বাচং শ্রদ্ধা তত্র জনেরিতাম্ ।
 আকর্ণ্যার্দ্রদৃশাং তেবাং প্রীতিং তদ্বন্ যযৌ হরিঃ ॥ ১০ ॥
 পদ্মাবতীনদীতীরে গত্বা স্নাত্বা যথাবিধি ।
 তত্রাবসং সাধুজ্ঞনৈঃ পূজিতঃ শ্রদ্ধয়াহিতৈঃ ॥ ১১ ॥
 গদ্যাতুল্যা পাবনী সা বভূব স্মমহানদী ।
 পদ্মাবতী মহাবেগা মহাপুলিনসংযুতা ॥ ১২ ॥
 কুন্তীরৈর্গকরৈর্মীনৈর্বিদ্যুদ্ভিরিব চঞ্চলৈঃ ।
 শোভিতা সঙ্কনাবাসবিরাজিতমহন্তটা ॥ ১৩ ॥
 বিখণ্ডরস্মানধৌতজলৌঘাঘহরা শুভা ।
 মহাতীর্থতমা সাহভূততীরে নিবসন্ হরিঃ ॥ ১৪ ॥
 মহাঅনাং স্থপুণ্যানাং কুর্ক্বন্নয়নয়োঃ স্থপম্ ।
 মুমোদ মধুহাতীৰ সাধুদর্শনলালসঃ ॥ ১৫ ॥
 দয়ালুন্নয়নং স্বামী নাসান্ কতিপয়ান্ বিভূঃ ।
 পাঠয়ন্ ব্রাহ্মণান্ সর্বান্ বিদ্বানসকুতুহলী ॥ ১৬ ॥

অথ লক্ষ্মী মহাভাগা পতিপ্রাণা ধৃতব্রতা ।

শচ্যাঃ শুশ্রূষণং চক্রে পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

দেবতানাং গৃহে লেপমার্জ্জনস্বস্তিকাদিকম্ ।

ধূপদীপাদিনৈবেদ্যং মালাং প্রাদাৎ স্তবংস্কৃতম্ ॥ ১৮ ॥

তস্তাঃ সা সেবয়া বাণ্যা সৌশীল্যেন চ কৰ্মণা ।

অতীব সূচিরং প্রীতা শচী পৃষ্ঠিমমগ্নত ॥ ১৯ ॥

বধুং স্ততশ্চাত্তমাং স্নেহোদগততনুৰুহা ।

কণ্ঠামিব স্নেহবশাল্লালয়ন্তী স্বপুত্রবৎ ॥ ২০ ॥

এবং স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী ।

অদশং পাদমূলে তাং লক্ষ্মীমালক্ষ্য মা শচী ॥ ২১ ॥

ব্যজ্রজপং মহাভীতিযুক্তা জ্ঞানলিকান্ স্মৃশাম্ ।

সমানীয়াকরোদধত্তং তদ্বিবস্ত্র প্রমার্জ্জনে ॥ ২২ ॥

শচী মস্তৈর্বহুবিধৈর্দানভূতদ্বিমার্জ্জনম্ ।

ততঃ কালকৃতং মদ্বা সমানীয় প্রযত্নতঃ ॥ ২৩ ॥

জহু কণ্ঠাপয়োমধ্যে তুলসীদামভূষিতাম্ ।

কুদ্বা বধুং সহ জ্যোতিশ্চকার হরিকীৰ্ত্তনম্ ॥ ২৪ ॥

আয়াতে বিমলে ব্যোম্নি গন্ধৰ্ব্বরথসঙ্কুলে ।

ব্রহ্মাদিভির্যোগসিদ্ধৈর্গায়মাণে স্তবদলে ॥ ২৫ ॥

মহালক্ষ্মীর্জগন্মাতা গন্তুং স্বপ্রভূসম্মিধৌ ।

স্বদ্বা কৃষ্ণপদাস্তোজং স্বর্নজ্যং দেহমত্যজং ॥ ২৬ ॥

ততো জগাম নিলয়ং আত্মনশ্চ স্তশোভনম্ ।

ইন্দ্রাদিভিরগম্যঞ্চ সর্বমঙ্গলরূপকম্ ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্ম্যা পরময়া যুক্তা লক্ষ্মী লোকনমস্কৃতম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে

শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবো নাম একাদশঃ সর্গঃ ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

—*—

অথ তাং বিললাপ ছঃখিতা স্ববধুঃ ধর্মপরায়াণাং শচী ।
 বিগলগ্নয়নানুধারয়্য স্তনয়োঃ ফালনমেব সাকরোং ॥ ১ ॥
 অবদভুজগাধম ত্রয়া কিমিদং কর্ম হুরাত্মনা কৃতম্ ।
 বিকটৈর্দর্শনৈঃ কথং ন মামদশত্বং হি বিহার মে স্নুযাম্ ॥ ২ ॥
 বিনিমুজ্য বধুঃ নিষেবণে মম পুত্রো গতবান্ স্বধান্মিকঃ ।
 ধনধাত্তসমর্জ্জনায মে হস্তেবাসিজ্ঞনৈঃ স্তসম্ভূতঃ ॥ ৩ ॥
 তদিদং বদনং কথং স্নুযাপরিহীনা তনয়শ্চ পশতু ।
 ইতি বিলপ্য ভূশং শুচাকুলা কুলবতীমপহায় সমাদিশং ॥ ৪ ॥
 কুরু নিজং কুলযোগ্যসংক্রিয়ামকরোং স্বধজনস্বনস্তরম্ ।
 নিজগৃহং সমগাং পরিদেবলোলনয়নয়োঃ পরিমুচ্য জলং ॥ ৫ ॥
 স্বজনবন্ধুভিরাশু বিবোধিতা স্থিতবতী স্থথিতেব চিরং শচী ।
 স্বশ্চ পুত্রবদনং স্মরতী সা কৃষ্ণনামপরিপূর্ণমুখাসৌ ॥ ৬ ॥
 অথ কিয়দ্বিবসাং পরিহর্ষিতঃ পরমসাধুভিরেব নিবেদিতম্ ।
 রজতকাঞ্চনচেলসমন্বিতং সমনয়ং স্বগৃহং পরমেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥
 অথ নিরীক্ষ্য শচী স্ততমাগতং সপদি পূর্ণনিশাকরসম্প্রভম্ ।
 ন মনসাতিতুতোষ বহুব্যাখ্যং হৃদি বহুভাগমং স্নুয্যাপিতাম্ ॥ ৮ ॥
 অথ নিরীক্ষ্য শচীঃ কমলেক্ষণঃ পরিনিপত্য পদোঃ পদরেণুকম্ ।
 শিরসি সংবিদধে জননোগুখং বিমলিনং স নিরীক্ষ্য স্থবিস্মিতঃ ॥ ৯ ॥
 স্নিতস্বধোক্ষিতয়া চ গিরানঘো যদধিলক্ধনং স্তসমর্পয়ন্ ।
 সমবদদ্বদ মাতরলং মুখং বিরসমেব তবাঙ্ঘ্র কথং স্নুযা ॥ ১০ ॥

ইতি স্বধাবচসা মুদিতা শচী বরবধুস্বতिसन्नगिरावदन् ।
 সকলমেব বধুকথনং হৃদা পরিগলগ্নয়নামুজ্জ্বলিন্দুভিঃ ॥ ১১ ॥
 আশু চার্দ্রদৃশাপি চান্বিকার্য্যঃ শোকহর্ষপরিপূরিতদেহঃ ।
 ইতি নিশম্য বচো মধুসূদনঃ সমবদৎ করুণার্দ্রদৃশান্বিকাম্ ॥ ১২ ॥
 আত্মগোপনবলৈর্বচনৈস্তদ্ গোপয়ন্ হি সকলং জগদাশঃ ।
 শৃণু যথেষ্মমবাতরদম্পরা স্বরবধুঃ পৃথিবীমহু সাস্প্রতম্ ॥ ১৩ ॥
 মঘবতঃ সদসীন্দুনিভাননাং স্থলিতনৃত্যপদাং বিধিনা ক্ষণম্ ।
 সমবলোক্য শশাপ স্বরেখরো ভব নরস্ত স্বতেত্যবধার্য্য তৎ ॥ ১৪ ॥
 সমপতৎ পদয়োরিতি তাং পুনঃ সকলনাথবধু ভব শোভনে ।
 পুনরিহাভিস্থং স্বরহুর্লভং সমহুভূয় হরেঃ পদমুজ্জলম্ ॥ ১৫ ॥
 বত গমিস্ত্রাসি গচ্ছ স্বশোভনে স্বরপতের্বচসাতিমুমোদ সা ।
 স্বরনদীসলিলে পরিমূচ্য তং ত্রিদশশাপজপাপমথাগমৎ ॥ ১৬ ॥
 কিম্বা লক্ষ্মীরূপা জগদীশ্বরী নিজপ্রভুচরণাজমগাং স্বয়ম্ ।
 তদলমেব শুচা ভবিতব্যতা ভবতি কালকৃতং সকলং জগৎ ॥ ১৭ ॥
 ইতি নিশম্য শচী স্বতস্ত তদ্বচনমিন্দুমুখস্ত শুচং জহৌ ।
 প্রকটবৈভবগোপনকারণং মহুজ্জ্জ্বলভাবধরস্ত হরেন্ততং ॥ ১৮ ॥
 ন খলু চিত্রমিদং ভগবান্ স্বয়ং স্বরকথাবচনং কৃতবান্ হি যৎ ।
 বদহুভাবরসেন পিতামহঃ স্বজতি হস্তি জগজ্জয়মীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে

শ্রীশচীশোকাপনোদনং লক্ষ্মীস্বর্গগমনং

নাম দ্বাদশঃ স্বর্গঃ ।

—

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

—*—

অথাবসন্ গৃহে রম্যে মাত্রা সজ্জনবন্ধুভিঃ ।
 সুমোদ চ স্তৈরঃ সার্কং যথাদিত্যা পুরন্দরঃ ॥ ১ ॥
 ততঃ শচী চিন্তয়িত্বা বিবাহার্থং স্তুতস্ত্র সা ।
 কাশীনাথং দ্বিজশ্রেষ্ঠং প্রাহ গচ্ছস্ব সাম্প্রতম্ ॥ ২ ॥
 শ্রীমৎসনাতনং বিপ্রং পণ্ডিতং ধর্মিণাং বরম্ ।
 বদস্ব মম পুত্রায় স্তুতাং দাতুং যথাবিধি ॥ ৩ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্তাঃ কাশীনাথদ্বিজোত্তমঃ ।
 শ্রবেদয়ন্তং সকলং পণ্ডিতায় মহাশ্বনে ॥ ৪ ॥
 গচ্ছ ত্বং দ্বিজশার্দূল কর্তব্যং যং প্রয়োজনম্ ।
 সময়ং নির্ণয়ং কৃত্বা প্রাহেয়ামো দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৫ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা সকলং পত্ন্যা বিমুগ্ধা বন্ধুভিঃ সহ ।
 কর্তব্যমেতন্নিশ্চিত্য কাশীনাথমথাত্রবীৎ ॥ ৬ ॥
 শ্রদ্ধেখং বচনং তস্ত্র সমাগম্য যথোদিতম্ ।
 শচী শ্রবেদয়ৎ সর্বং ততঃ সা হর্ষিতাভবৎ ॥ ৭ ॥
 ততঃ কালেন ক্রিয়তা পণ্ডিতঃ শ্রীসনাতনঃ ।
 শুদ্ধঃ স্বাচারনিরতো বৈষ্ণবো লোকপালকঃ ॥ ৮ ॥
 দয়ালুরাতিথেষ্ট্র স্ত্রীশীলঃ প্রিয়বাক্ শুচিঃ ।
 প্রাহিণোদ্ভ্রাঙ্কণং কক্ষিৎ সমাগত্যানমৎ শচীম্ ॥ ৯ ॥
 প্রাহ তাং তব পুত্রায় পণ্ডিতায় মহাশ্বনে ।
 স্তুতাং সর্বগুণৈযুক্তাং রূপোদার্য্যসমম্বিতাম্ ॥ ১০ ॥
 দাতুং প্রার্থয়তে সাক্ষি পণ্ডিতঃ শ্রীসনাতনঃ ।
 ততঃ প্রমুদিতা সাক্ষী শচী বাক্যমথাদদে ॥ ১১ ॥

ममैव सम्प्रतो नित्यं सध्वजः सदगुणाश्रयः ।
 कर्तव्यमेतन्निवृतं शुभकालमथाह तम् ॥ १२ ॥
 ततो हृष्टो द्विजश्रेष्ठो हवदगधुरया गिरा ।
 विष्णुप्रिया पतिं प्राप्य तव पुत्रं प्रियाद्वितम् ॥ १३ ॥
 यथार्थनाम्नी भवतु श्रीमद्विश्वम्भरः प्रभुः ।
 तामुवाच यथा कृष्णो रुक्मिणीं प्राप्य निवृतः ॥ १४ ॥
 तथा निवृत्तिमाप्नोतु सत्यमेतद्वदामि ते ।
 इति द्विजेश्वरचनं श्रद्धा हर्षाद्विता शरी ॥ १५ ॥
 द्विजश्च गत्वा तं सर्वं पण्डिताय नृवेदयन् ।
 ततो हर्षाद्वितो भूत्वा पण्डितः श्रीसनातनः ॥ १६ ॥
 सर्वज्ञव्याकुलहारमाहरन् सत्वरं कृती ।
 ततः स समयं ज्ञात्वा हविवासं कर्तुमुद्यतः ॥ १७ ॥
 ततो गणक आगत्य प्रोवाच विनयाद्वितः ।
 मया भोक्तव्यं पथि मुदा श्रीमद्विश्वम्भरः प्रभुः ॥ १८ ॥
 दृष्टः पृष्ठश्च भगवन् हविवासस्तुवानघ ।
 विवाहश्राव्य किं तत्र बिलम्बतां दृष्ट्वते ॥ १९ ॥
 तच्छ्रद्धा प्राह मां देवो राजन्स्त्वेवमुत्थाद्विजः ।
 कृतः कश्च विवाहस्तु विदितस्तुददश मे ॥ २० ॥
 इति श्रद्धा मया तस्य वचनं तव समिधौ ।
 समागतं निशम्य तद् वदन्मुक्तं तं समाचर ॥ २१ ॥
 इति श्रद्धा वचस्तस्य गणकस्य स्तुतः ।
 श्रीमत्सनातनो धैर्यमवलम्ब्या त्रवीक्ष्य ॥ २२ ॥
 कृतं ममैतत् सकलं श्रव्यालङ्करणानि च ।
 तथापि तस्य न तत्रादरो भूद्देवदोषतः ॥ २३ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৩৫

মমাত্র কিং ময়া কার্যং নাপরাধ্যামি কুত্রচিৎ ।
 ততঃ সন্তুস্তহদয়া পত্নী তস্ত শুচিব্রতা ॥ ২৪ ॥
 কুলজা বিষ্ণুভক্তা চ পতিসেবাপরায়ণা ।
 অববীদুঃখিতা দুঃখযুক্তং পণ্ডিতসত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
 পতিং পতিব্রতা বাক্যং ন করোতি যদা স্বয়ম্ ।
 শ্রীমদ্বিশ্বরো নাত্রাপরাধো মে কথং ভবান্ ॥ ২৬ ॥
 দুঃখিতঃ কিস্ত নান্মাভির্ভক্তব্যং কিঞ্চিদপি ।
 কার্যমেতন্ন কর্তব্যং ত্যজ দুঃখং স্থখী ভব ॥ ২৭ ॥
 ইতি তস্তা বচঃ শ্রদ্ধা প্রিয়ায়াঃ প্রীতিমাবহন্ ।
 উবাচ বন্ধুভিঃ সার্কমেতদেব স্থনিশ্চিতম্ ॥ ২৮ ॥
 নাকরোদ্ যদি বিপ্রেজ্ঞো ন করিষ্যাম এব হি ।
 ততোহসৌ ভগবান্ জ্ঞাত্বা দুঃখিতৌ দ্বিজদম্পতী ॥ ২৯ ॥
 রোষণে লজ্জয়া যুক্তৌ বিষ্ণুভক্তৌ বিমৎসরৌ ।
 ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ দেবন্তয়োর্দুঃখমবাহরং ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্ৰমে
 শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহে শ্রীসনাতনসাম্বনং নাম
 ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

চতুর্দশঃ সর্গঃ ।

—*—

ততশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ করুণাপরমানসঃ ।
 তয়োর্দুঃখমহুস্বত্য প্রাপ্য নিজব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥

বাণ্য মধুরয়া বিপ্রমুখেন প্রাকৃতো যথা ।
 অহুনীয় তয়োঃ কন্ডামুদ্বাহার্থং মনো দধে ॥ ২ ॥
 ততঃ শুভে বিলগ্নেন্দুনক্ষত্র-শুভসংযুতে ।
 অধিবাসদিনে সাধুবিপ্রসংঘসমাগতে ॥ ৩ ॥
 মৃদঙ্গপণবাখ্যানে বেদধ্বনিিনিবাদিতে ।
 ধূপদীপপতাকাভিরলঙ্ঘ্যতদিগন্তরে ॥ ৪ ॥
 স্বস্তিবাচনপূর্ব্বং হি-সংপূজ্য পিতৃদেবতাঃ ।
 অধিবাসক্রিয়াং চক্রে ব্রাহ্মণৈঃ সহ স প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
 ততো দদৌ দ্বিজাতিভ্যাঃ সঙ্ক্ৰনেভ্যশ্চ চন্দনম্ ।
 গন্ধতাম্বুলমালাঞ্চ ভূরি ভূরিবশা হরিঃ ॥ ৬ ॥
 শূন্য কালে পণ্ডিতাৰ্য্যঃ শ্রীযুতঃ শ্রীসনাতনঃ ।
 অভয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ প্রহুষ্টেনাস্তরাশ্রয়া ॥ ৭ ॥
 ব্রাহ্মণান্ বিপ্রসাক্ষীশ্চ প্রেষয়িত্বা যথাবিধি ।
 কারয়ামাস জামাতুরধিবাসং মহাশ্বনঃ ॥ ৮ ॥
 স্বয়ং চক্রে স্বহুহিতুরধিবাসং যথাবিধি ।
 মহানন্দরসে মগ্নো নাবিন্দন্তববেদনাম্ ॥ ৯ ॥
 অথাপরদিনে প্রাতর্ভগবান্ জাহ্নবীজলম্ ।
 অবগাহাহ্নিকং কৃৎস্না প্রায়াং সাধুভিরন্বিতঃ ॥ ১০ ॥
 নান্দৌমুখান্ পিতৃগণান্ সংপূজ্য স্তমসাহিতঃ ।
 স্থিতস্তং সহসাভ্যোত্য দ্বিজপুত্রা মহোজসঃ ॥ ১১ ॥
 বস্ত্রালঙ্কারমালাভির্গন্ধাঈষ্ঠ্যঃ সমভূষণন্ ।
 শ্রীমদ্বিশ্বস্তরং দেবং কামকোটসমপ্রভম্ ॥ ১২ ॥
 তস্মিন্ ক্ষণে চকারান্ত শ্রীসনাতনপণ্ডিতঃ ।
 বস্ত্রালঙ্কারমালাভির্গন্ধাঈষ্ঠ্যঃ সমলঙ্ঘ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৩৭

কণ্ঠাং বৈবাহিকং কালং বিদিত্বা ব্রাহ্মণোত্তমান্ ।
 প্রেষয়ামাস জামাতুরাদরানয়নায় সঃ ॥ ১৪ ॥
 ততো গঙ্গা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রোচুশ্চ বিনয়ান্বিতাঃ ।
 উদাহার্য তব শুভঃ কালোহয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
 বিজয়স্ব শুভায় স্বং গমনায় মতিং কুরু ।
 পণ্ডিতশ্চ গৃহে তশ্চ ভাগ্যং কো বক্তুমর্হতি ॥ ১৬ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধা ব্রাহ্মণবচো ভগবান্ সাদরাননঃ ।
 জয়ঘোষৈব্রহ্মঘোষৈষ্মদদপটহস্বনৈঃ ॥ ১৭ ॥
 বীণাপণবকাংস্ত্রাদিনিষনমুদিতো যযৌ ।
 মাতরং সংপ্রণম্যাস্ত দোলারোহণপূর্বকম্ ॥ ১৮ ॥
 দীপাবলিভির্তৈশ্চ নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ।
 শরচ্ছত্রাংশু-শুভ্রায়াং শিবিকায়াম্ বরাজ সঃ ॥ ১৯ ॥
 স্ববর্ণগৌরক্ষৌরাকৌ মেরুশৃঙ্গ ইবাপরঃ ।
 জগন্মোহনলাবণ্যং ব্যক্তীকৃত্য স্বয়ং হরিঃ ॥ ২০ ॥
 প্রাপ্তং জামাতরং বীক্ষ্য হর্ষোৎফুল্লতনুরুহঃ ।
 উত্তম্যানীয় বিধিনা পাদ্যমাসনমাদরাৎ ॥ ২১ ॥
 দত্ত্বা তং বরয়ামাস বস্ত্রসগল্লেপনৈঃ ।
 ক্রতকাঞ্চনগৌরাদং মালতীমাল্যবক্ষসম্ ॥ ২২ ॥
 মেরুশৃঙ্গং যথা গঙ্গা দ্বিধাধারাসমধিতম্ ।
 উত্তমপূর্ণনিশানাথবদনং পঙ্কজেক্ষণম্ ॥ ২৩ ॥
 দৃষ্ট্বা জামাতরং শ্ৰদ্ধামুদৈব স্মিতাননা ।
 সা দীপৈঃ স্থতিকৈর্লাজৈর্মাদলৈস্তদ্ভিঃ সজ্জিয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 চক্ৰনিশ্চঙ্কনং শ্রীতা জামাতুর্হৃদ্যকোবিদাঃ ।
 পরমানন্দসম্পূর্ণাঃ কোতুহলসমধিতাঃ ॥ ২৫ ॥

সমানীয় স্নাতাং দিব্যাং শ্রীসনাতনপণ্ডিতঃ ।

তবেদয়ং পাদমূলে জামাতুঃ স্নসমাহিতঃ ॥ ২৬ ॥

ততো জয়জয়ৈনর্দৈবিপ্রাণাং বেদনিম্বনৈঃ ।

নানাবাদিভ্রনির্ঘোষৈবভূব মহতুংসবঃ ॥ ২৭ ॥

ববর্ষ পুষ্পৈরন্তোহন্তঃ বিষ্ণুবিষ্ণুপ্রিয়া চ সা ।

সাক্ষাদেব মহানন্দোহবততার স্বয়ং বিভূঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ স আসনে শুভ্রে শুদ্ধান্তরণসংযুতে ।

উপবিষ্টো মহাবাহুর্হরিঃ সা চ শুভা বধুঃ ॥ ২৯ ॥

দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণো ক্লষ্ণী কচিরাননা ।

ববুধেখানয়োঃ কাস্তী রোহিনীশশিনোরিব ॥ ৩০ ॥

আগত্য বিধিবৎ কল্যামুংস্বজ্য করপঙ্কজে ।

দত্তা কৃতার্থমাত্মনং মেনে স শ্রীসনাতনঃ ॥ ৩১ ॥

ততো বিবাহে নিবৃত্তে কৃত্বা চ স্নমহোংসবম্ ।

আজগাম নিজং গেহং সভার্যো জগতাং গুরুঃ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্ট্বা তু তং ক্ষিতিস্বরৈরভিনন্দ্যমানং বধ্বা সমং সপদি

গেহমুপাগতং সা ।

গেহপ্রবেশনবিধিং মুদিতা চকার সাধ্বীভির্বন্ধুরমুখী জননী

মুরারেঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহো নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ । .

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ পুরৈশ্বরভিনন্দিতো হরির্বসন্ গৃহে ব্রাহ্মগঠৈঃ সজ্জনান্ ।
 অপাঠয়ল্লৌকিকসংক্রিয়াবিধিং চকার কারুণ্যবিধানমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥
 বাচস্পতেৰ্বাগ্বিতয়া জহার কাব্যস্ত কাব্যেন বিধোঃ শ্রিয়ং সং ।
 কাশ্যো স্বয়ং ভূমিগতে স্বরেশে ত্রস্তাং পুনস্তাং হরয়ে দহুঃ কিম্ ॥ ২ ॥
 সৌহৃদ্যাপয়দ্বিপ্রমহত্তমাংস্তান্ যে পূৰ্বজন্মার্জিতপুণ্যরাশয়ঃ ।
 ক্রমঃ কথং ভাগ্যবতাং মহদগুণং যেষাং স্বয়ং লোকগুরুগুরুভবেৎ ॥ ৩ ॥
 সৌন্দর্যমাধুর্যাবলাসবিভ্রমৈ ররাজ রাজদ্বরহেমগোরঃ ।
 বিষ্ণুপ্রিয়ালালিতপাদপঙ্কজো রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্রমৌলিঃ ॥ ৪ ॥
 বিত্তাবিলাসেন বিলোলবাহুর্গচ্ছন্ পথি শিষ্যসমাকুলো হরিঃ ।
 আগত্য গেহে নিজমাতুরস্তিকে তস্তাঃ স্বথং নিত্যমধাং প্রিয়াসমম্ ॥ ৫ ॥
 ততঃ স লোকানুশিক্ষয়ন্নশ্চকার কর্ত্বুং পিতৃকার্যমচ্যুতঃ ।
 শ্রাদ্ধং স কৃত্বা বিধিবদ্বিধানবিদগয়াং প্রতস্থে ক্ষিতিদেবতাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥
 গচ্ছন্ পথি প্রাকৃতচেষ্টয়া হসন্ নম্রোক্তিভিঃ কোতুকমাবহন্ সতাম্ ।
 রেমে কুরদাবলিরাজিতাস্থ স্থলীষু পশ্যন্ যুগকোতুকানি ॥ ৭ ॥
 স্নাত্বা স চোরাঙ্কয়কে নদে মুদা কৃত্বাহ্নিকং দেবপিতৃন্ যথাবিধি ।
 সন্তর্পয়িত্বা সহসাস্থিতঃ প্রিয়ার্হন্দারমারুহ দদর্শ দেবতাঃ ॥ ৮ ॥
 ততোহবতীৰ্য্যাবজগাম সত্বরং ধরাধরাধো ভবনং দ্বিজস্ত সং ।
 মনুষ্য-শিক্ষামনুদর্শয়ন্ প্রভুজ্জরৈণ সন্তপ্ততনুর্বভূব ॥ ৯ ॥
 বভূব মে বসুনি দৈবযোগাচ্ছরীরৈববশ্রমতঃ কথং শ্রাং ।
 গয়াস্তু মে পৈতৃককর্ম বিঘ্নঃ শ্রেয়স্তদুদিত্যতিচিন্তয়াকুলঃ ॥ ১০ ॥
 ততোহপ্যুপায়ং পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং জরস্ত শাটন্ত্য দ্বিজপাদসেবনম্ ।
 বরং স বিজায় তথোপপাদয়ন্ তদনুপানং ভগবাংশ্চকার ॥ ১১ ॥

ये सर्वविप्रा मधुसूदनाश्रयाः निरन्तरं कृष्णपदाभिचिन्तकाः ।
 ततः स्वयं कृष्णजनाभिमानी तेषां परं पादजलं पपौ प्रभुः ॥१२॥
 ततो जरश्लोपशमो बभूव तान् दर्शयित्वा द्विजपादभक्तिम् ।
 जगाम तीर्थं स पुनःपुनाथ्यं चकार तत्र द्विजदेवतार्चनम् ॥ १३ ॥
 ततः समुत्तीर्य नदीं स गच्छन् तीर्थोत्तमे राजगृहे स्तपुष्ये ।
 ब्रह्माध्याकुण्ठे पितृदेवपूजां चकार लोकानुशिक्षयन् सः ॥ १४ ॥

* * * * *
 पत्या स्वमातुः ससुरोहंगमच्छनैर्गयां गदातृच्छरणं दिदृक्षुः ॥ १५ ॥
 तस्मिन् शुभं आसिवरं ददर्श स द्वैधराथ्यं हरिपादभक्तम् ।
 पुरीं परेशः परयात्राभक्त्या तूष्टं ननामैनमथाब्रवीत् ॥ १६ ॥
 दिष्ट्याद्य दृष्टं भगवन् पदाद्भुजं तव प्रभो क्रुहि यथा भवादुधिम् ।
 निस्तोष्य कृष्णजिह्वसुरोरुहामृतं पश्यामि तन्ने करुणानिधे स्वयम् ॥१७॥
 स इधमाकर्ण्य हरैर्वैचोदयतः मुदा ददौ मन्त्रवरं मतिजः ।
 दशाक्षरं प्राप्य स गौरचन्द्रमा तूष्टाव तं भक्तिविभावितः स्वयम् ॥१८॥
 आसिन् दयालो तव पादसदमां कृतार्थता मेहन्त बभूव हर्षता ।
 श्रीकृष्णपादाब्जमधुना च सा यथा तस्मिन्नामि ह्रस्वसंस्थितिम् ॥ १९ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृते महाकाव्ये प्रथमप्रक्रमे
 श्रीमदीश्वरपुरीदर्शनं नाम पঞ্চदशः सर्गः ।

षोडशः सर्गः ।

——
 गुरो स भक्तिं परिदर्शयन् स्वयं यस्तु चक्रे पितृदेवतार्चनम् ।
 प्रेतादिश्वे पितृपिण्डदानं ब्रह्मादुलीरेणुभूतेषु कृत्वा (?) ॥ १ ॥

দেবান্ সমভ্যর্চ্য দদৌ দ্বিজাতয়ে পিতৃন্ সমুদ্ভিশ্চ যথেষ্টদক্ষিণাম্ ।
 ততোহবরুহাশ্চ যষাব্দৌচীং পিতৃক্রিয়াং দক্ষিণমানসে চ ॥ ২ ॥
 কৃৎনোত্তরে মানসসংজ্ঞকে চ যযৌ স জিহ্বাচপলে দ্বিজাঘিতঃ ।
 শ্রাদ্ধং পিতৃণামথ দেবতানাং কৃত্বা গয়ামৃদ্ধি জগাম হৃষ্টঃ ॥ ৩ ॥
 দ্বিজোত্তমৈঃ ষোড়শবেদিকার্যাং চকার পিণ্ডং পিতৃকৰ্মপূৰ্ব্বকম্ ।
 শ্রীমজ্জগন্নাথপুরন্দরাখ্যঃ প্রত্যক্ষোভূয় জগৃহে মুদাঘিতঃ ॥ ৪ ॥
 যথা শ্রীরামেণ হি দত্তপিণ্ডঃ গৃহীত আগম্য তদীয়পিত্রা ।
 এবং হি সৰ্ব্বত্র হরেশ্চরিত্রং তথাপি দুস্ত্রাপাতমং যদেতৎ ॥ ৫ ॥
 স বিষ্ণুপদ্মাং হরিপাদচিহ্নং দৃষ্ট্ৱাতিহ্বষ্টো মনসাত্রবীচ্চ ।
 কথং হরেঃ পাদপয়োজলস্নপ্তপ্রেমোদয়ো মে ন বভূব দৃষ্ট্ৱা ॥ ৬ ॥
 তস্মিন্ ক্ষণে তস্মৈ বভূব দৈবাং স্ত্রীততোয়ৈরভিষেচনং মুহুঃ ।
 কম্পোদ্ধিরোমা ভগবান্ বভূব প্রেমাসুধারাসতধৌতবক্ষাঃ ॥ ৭ ॥
 স বিহ্বলঃ কৃষ্ণপদাভ্যুগ্মপ্রেমোৎসবেনাশু বিমুক্তসদঃ ।
 তাক্ত্ৱা গয়াং গন্তুমিয়েব রম্যাং মধোৰ্কনং সাগুনিবেষিতাং তাম্ ॥ ৮ ॥
 প্রাহাশরীরা নবমেঘনিধ্বনা বাণী তমাহুয় চল স্বমন্দিরম্ ।
 ততঃ পরং কালবশেন দেব মধোৰ্কনং চান্নদপি স্বেচেষ্টয়া ॥ ৯ ॥
 ভবান্ হি সৰ্ব্বৈশ্বর্য এষ নিশ্চিতঃ কৰ্ত্তুং হ্যকৰ্ত্তুঞ্চ সমর্থঃ সৰ্ব্বতঃ ।
 তথাপি ভূত্যাগদিতঞ্চ যৎ প্রভো কৰ্ত্তুং প্রমাণং হি তমহঁসি ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥
 স ইথমাকৰ্ণ্য গিরং স্তুদিব্যামাগত্য গেহং নিজবন্ধুভিবৃতঃ ।
 ননাম মাতৃশরণে নিপত্য বভূব হর্ষাশ্রবিলোচনা শচী ॥ ১১ ॥
 গৃহে বসন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যং রুদত্যাগং রোতি মুহুমুহুঃ স্বনৈঃ ।
 সবেপথুর্দগদয়া গিরা লপত্যাগং হরে কৃষ্ণ হরে মুদা কচিং ॥ ১২ ॥
 শ্রীবাসবিপ্রাদিগণৈঃ কচিন্নবং গায়ত্যাগং নৃত্যতি ভাবপূর্ণঃ ।
 নানাবতারানুকৃতিং বিতম্বন্ রেমে নুলোকানল্লশিক্ষয়চ্চ ॥ ১৩ ॥

ত্রাসং স চক্রে হরিপাদপদ্মে সৰ্ব্বাং ক্রিয়াং ত্রাসিবরো বভূব ।
 ততোহগমং ক্ষেত্রবরে মহাঅভিবৃত্তো মুকুন্দপ্রমুখৈরিরিপ্রিয়ৈঃ ॥১৪॥
 দদর্শ দেবং পুরুষোত্তমেশ্বরং চিরং চিরানন্দস্থখাতিসংস্থখম্ ।
 লক্ষ্মীগমদ্রাঘবদেবনির্মিতং সেতুং পথি প্রাজ্ঞজ্ঞানৈঃ স সাধুভিঃ ॥ ১৫ ॥
 তত্র স্থিতান্ সপ্ত তমালবৃক্ষানালিন্য চক্রে মুহুরেব বোদনম্ ।
 ততঃ সমাগত্য দদর্শ কূর্শে স কূর্শরূপং জগদীশ্বরং প্রভুঃ ॥ ১৬ ॥
 তদাগমচ্ছ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখং দদর্শ ।
 কিয়দ্দিনং তত্র নিবাসমচ্যুতো বিধায় বাতো মথুরাং মধুদ্বিষঃ ॥ ১৭ ॥
 পাদাঙ্জলির্হিঃ সমলকুতাং স্থলীং রুরোদ সংপ্রাপ্য লুঠন্ ক্ষিতৌ ভূশম্ ।
 কিয়দ্দিনং তত্র স্থিতো জগদগুরুঃ প্রেমান্বতাস্বাদনমাত্র উৎসুকঃ ॥ ১৮ ॥
 ইতি স মধুপুরীং প্রভুর্বিভবন্ পরমস্থখং সহসা জগাম হর্ষাৎ ।
 পুনরনুপদমেব সাধুসঙ্গাং পরমপদং পুরুষোত্তম-প্রদীব্যম্ ॥ ১৯ ॥
 শ্রদ্ধা চ তীর্থশ্চ বিধিক্রিয়াং হরেন্নভেদগয়াতীর্থফলং মহন্তমম্ ।
 দেহাবসানে বিমলাং গতিং নরঃ শ্রদ্ধাবিতো গচ্ছতি পূর্ণলালসঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে প্রথমপ্রক্ৰমে গয়াগমনং নাম

ষোড়শঃ সর্গঃ সমাপ্তস্তথায়ং প্রথমঃ প্রক্ৰমঃ ।

—*—

দ্বিতীয়প্রক্ৰমে

প্রথমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ প্রোবাচ তচ্ছ্রদ্ধা শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।

নবদ্বীপে কিমকরোল্লীলাং লীলানিধিঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৪৩

বিস্তরেণ বদন্ত্যন্ত সৰ্ব্বশ্রুতিরসায়নম্ ।

ততোহসৌ বক্তু মায়েভে মুরারির্হবয়ন্ দ্বিজম্ ॥ ২ ॥

শ্রয়তাং মহদাশ্চর্য্যাং কথাং সংক্ষেপতো মম ।

নত্বা বক্ষ্যামি দেবেশ-চৈতন্যচরণামুজম্ ॥ ৩ ॥

চৈতন্যচন্দ্র তব পাদনখেন্দুকান্তিরেকাদশেদ্রিয়গণৈঃ সহ জীবকোষম্ ।

অন্তর্বহিঃ পরিপূরয় তন্ত্ৰ নিত্যং পুষ্পাতু নন্দয়তু মে শরণাগতন্ত ॥ ৪ ॥

চৈতন্যচন্দ্র তব পাদসরোজযুগ্মং দৃষ্ট্বাপি যে অয়ি বিভো ন পরেশবুদ্ধিম্ ।

কুর্কন্তি মোহবশগা রসভাবহীনাস্তে মোহিতা বিততবৈভবমায়য়া

তে ॥ ৫ ॥

চৈতন্যচন্দ্র ন হি তে বিবুধা বিদন্তি পাদারবিন্দযুগলং কুত এব চাত্তে ।

যেষাং মুকুন্দ দয়সে করুণার্জমূর্ত্তে তে ত্বাং ভজন্তি প্রণমন্তি বিদন্তি

নিত্যম্ ॥ ৬ ॥

নত্বা বদামি তব পাদসহস্রপত্রমাজ্জা বিভো ভবতু তে মম তত্র শক্তিঃ ।

ভূষাদৃশ্য তব কথামৃতসারপূর্ণা বাণী বরেণ্য নৃহরে করুণামৃতাদ্ধে ॥ ৭ ॥

আগত্য স্বগৃহে কৃষ্ণে হরিঃ প্রেমাশ্রলোচনঃ ।

স্বগৃহে পাঠয়ন্তিত্যং ব্রাহ্মণান্ করুণানিধিঃ ॥ ৮ ॥

একদা স্বগৃহে স্তম্ভং রুদন্তং স্বহৃৎ শচী ।

প্রোবাচ বিস্মিতা সাধ্বী কিমিদং ক্লেবং বিরোদিষি ॥ ৯ ॥

নোবাচ কিঞ্চিৎকচ্ছত্বা মাতরং প্রেমবিহ্বলঃ ।

শ্রীমদ্বিশ্বস্তরো নাথস্তদাসৌ চিন্তিতাহবং ॥ ১০ ॥

হরেরহগ্রহাং কালে জাত্বা সা প্রেমলক্ষণম্ ।

ভক্তিং যথাচে গোবিন্দে তাং শচী বিনয়ান্বিতা ॥ ১১ ॥

যত্র তত্র ধনং প্রাপ্য মহং তদন্তবান্ ভবান্ ।

প্রেমাখ্যং কিং ধনং লব্ধং গয়ায়াং দেবভূর্ভম্ ॥ ১২ ॥

তন্মাং প্রযচ্ছ তাতাত্ত যত্তন্তি কৰুণা ময়ি ।
 যথা কৃষ্ণরসাস্তোদধৌ বিহরামি নিরন্তরম্ ॥ ১৩ ॥
 ইতি তস্তা বচঃ শ্রদ্ধা মাতুঃ স্নেহাদ্বাচ তাম্ ।
 বৈষ্ণবান্নগ্রহান্নাতস্তব তং সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধা হর্ষিতা সাক্ষী ভক্তিয়ুক্তা বভূব সা ।
 শ্রীমচ্চৈতন্যদেবোহপি ব্রাহ্মণান্ প্রাহ সাদরম্ ॥ ১৫ ॥
 মাত্ৰা মে প্রার্থিতঃ প্রেমা হরৌ তচ্চাবধীয়তাম্ ।
 অস্মিন্ যয়া সা লভতে হরিভক্তিং স্নহুর্লভাম্ ॥ ১৬ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধোচ্চুস্তে তে সৰ্ব্বৈ ভবিষ্যতি তবোদিতা ।
 ভক্তিস্তস্তা জগন্নাথে প্রেমাখ্যা মুনীহুর্লভা ॥ ১৭ ॥
 তচ্ছ্রদ্ধা শ্রীশচীদেবী সাক্ষাভক্তিধরুপিণী ।
 লব্ধ্বা হরৌ দৃঢ়াং ভক্তিং প্রেমপূর্ণা বভূব হ ॥ ১৮ ॥
 ততো রোদিতি স কাপি নানাধারাপরিপ্লুতঃ ।
 নাসে চ স্নেহধারাভ্যাং বিপ্লুতে সংবভূবতুঃ ॥ ১৯ ॥
 বিলুঠন্ ভূতলে দেবঃ শুক্লাধরদ্বিজাশ্রমে ।
 নিরন্তরং স্নেহধারামাকৃষ্টাকৃষ্ট দূরতঃ ॥ ২০ ॥
 শুক্লাধরব্রহ্মচারী ক্ষিপত্যানিশমেব হি ।
 গৌরচন্দ্রো রসেনাপি পরিপূর্ণঃ সদা শুচিঃ ॥ ২১ ॥
 রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে ।
 দিবসোহয়মিতি প্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা ॥ ২২ ॥
 এবং রজ্ঞ্যাং প্রেমার্জঃ সৰ্ব্বাং রাত্রিঃ প্ররোদিতি ।
 প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোহসৌ বুবুধে হরিঃ ॥ ২৩ ॥
 ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাজির্বর্ততে প্রাহ তং জনঃ ।
 দিবসোহয়মতিপ্রেম্য ন জানাতি দিনং ক্ষপাম্ ॥ ২৪ ॥

কচিচ্ছ্রদ্ধা হরেন্নাম গীতং বা বিহ্বলঃ ক্ষিতৌ ।

পততি শ্রুতিমাদ্রোণ দণ্ডবৎ কম্পতে কচিৎ ॥ ২৫ ॥

কচিদ্গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ।

সন্নকর্ষঃ কচিৎ কম্পরোমাঙ্কিততলুভূশম্ ॥ ২৬ ॥

ভূত্বা বিহ্বলভামেতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে ।

স্নাত্বা কদাচিৎ পূজাং স করোতি জগতীপতিঃ ॥ ২৭ ॥

নিবেষ্টান্নং ভগবতে ততো ভুঙ্ক্তে তদন্নকম্ ।

বিপ্রান্ কচিৎ পাঠয়তি রাত্রৌ গায়তি নৃত্যতি ॥ ২৮ ॥

...

...

...

এবং বহুবিধাকারং হরেঃ প্রেম সমাদরাৎ ॥ ২৯ ॥

কুর্বন্ লোকগুরুলোকশিক্ষাং চক্রে স নিত্যশঃ ।

স এব ভগবান্ কৃষ্ণে লোকানুগ্রহকাময়া ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে

ভাবপ্রকাশো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ।

—

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

শ্রীবাসপণ্ডিতৈঃ সাক্ষিঃ তদ্রাত্নভিরলংকৃতৈঃ ।

গচ্ছন্ পথি হরির্বংশীনাদশ্রবণবিহ্বলঃ ॥ ১ ॥

পপাত দণ্ডবদভূমৌ মোহিতোহভূৎ ক্ষণং পুনঃ ।

রৌতি নানাবিধং দেবস্বচিরেণ বিবুধ্যতে ॥ ২ ॥

আশীষুর্জন্ দ্বিজাগ্রেষু প্রহসন্ কচিরাননঃ ।

শিষ্টৈরুপেতো মুমূদে কদাচিল্লৌকিকীং ক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

করোতি কমলাধ্যক্ষো দেহবাত্মাপ্রসিদ্ধয়ে ।
 নবদ্বীপবিলাসঞ্চ দর্শয়ন্ জগতীপতিঃ ॥ ৪ ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিতৈঃ সার্কং শ্রীরামেণ মহাত্মনা ।
 তয়োঃ পুৰ্ণাং মুকুন্দেন বৈষ্ণোনাশ্রয়েন স প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
 ননৰ্ত্ত চ জগৌ কৃষ্ণগীতং হরিপরায়ণৈঃ ।
 রাত্রৌ রাত্রৌ দিব্য প্রেমা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ৬ ॥
 একদা নিজগেহে স বসন্ প্রেমাতিবিহ্বলঃ ।
 বসামি কুত্র তিষ্ঠামি কথং মে আশ্রয়তিহরৌ ॥ ৭ ॥
 ইতি বিহ্বলিতং দেবো নাম্না তং প্রাহ সাদরম্ ।
 হরেন্নশমবেহি ভ্রমাত্মানং পৃথিবীতলে ॥ ৮ ॥
 অবতীর্ণোহসি ভগবন্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে ।
 খেদং মা কুরু যজ্ঞোহয়ং কীর্তনাখ্যঃ ক্ষিতৌ কলৌ ॥ ৯ ॥
 ত্বংপ্রসাদাৎ স্তম্ভসম্মো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 এবং শ্রদ্ধা গিরং দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ ॥ ১০ ॥
 কদাচিদ্ধৈবযোগেন হরিদীনাহুকম্পয়া ।
 যবৌ বৈষ্ণবমুরায়েঃ স বাট্যাং প্রেমার্জলোচনঃ ॥ ১১ ॥
 দেবতাগৃহমধ্যে সংপ্রবিষ্টোপাশিষদ্বিভুঃ ।
 আপ্তুতঃ প্রেমধারাভিনির্বাটৈররিব পৰ্বতঃ ॥ ১২ ॥
 অহো মাং দন্তযুগ্মেন তুদত্যোষ মহাবলঃ ।
 বরাহঃ পৰ্বতাকার ইত্যুক্ত্যুপসরন্ ক্রমাৎ ॥ ১৩ ॥
 অহো মাং হি তুদত্যোষ দর্শনৈঃ শূকরোত্তমঃ ।
 ইত্যুক্ত্যুপসসারাগু পুনরেব মহাপ্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
 ততঃ ক্ষণেনৈশ্বরত্বং ভাবেন দর্শয়ন্ স্বয়ম্ ।
 জাহ্নভ্যাং ভূমিমালস্য করযুগ্মেন স ব্রজন্ ॥ ১৫ ॥

वर्तुलाशुजनेत्रेण हृदयेणाहनादयन् ।
 दधार दशनाग्रेण पैतलं जलपात्रकम् ॥ १७ ॥
 ऋणमुन्मुखां कृत्वा पश्चाच्छ्रुत्वा तु पैतलम् ।
 पात्रमुचे स्वरूपं मे वदस्वेति मुरारिकम् ॥ १९ ॥
 स प्रोवाच नमन् भूमौ विस्मितो दृष्ट्वा ईश्वरः ।
 नाहं वेद्मि स्वरूपं ते भगवन् वनज्जैर्ऋण ॥ १८ ॥
 स्वप्नेवास्मिन्नास्मानं वेत्तुं त्वं पुरुषोत्तम ।
 इति गीतोक्तवचसा वदन्तुं स पुनः पुनः ॥ १९ ॥
 ततस्तुं भगवान् प्राह पुनः शृणुस्व गिरा ।
 किं मां ज्ञानाति वेदोहयं वैद्यः प्राह स तं प्रभुम् ॥ २० ॥
 वेदश्च शक्तिर्नास्ति त्वां वक्तुं गुह्योऽसि सर्वदा ।
 तच्छ्रुत्वा भगवान् प्राह वेदो विडम्ब्यत्यलम् ॥ २१ ॥
 मां वक्तुपाणिपादेति वदन् स्वद्वारवदीदम् ।
 भगवान् वेदसारज्ज्ञः सर्ववेदार्थनिर्माता ॥ २२ ॥
 अपाणिपादो जवनो गृहीता पञ्चत्यक्षः स शृणोत्यकर्णः ।
 स वेत्ति विश्वं नहि तस्य वेत्ता तमाह्वयः पुरुषं पूराणम् ॥ २३ ॥
 इति वेदवचो देवो हसन्नेवाभाषत ।
 नहि ज्ञानाति वेदो मामिति निश्चितमेव हि ॥ २४ ॥
 अश्रुः प्राह भगवन् करुणां कर्तुं मर्हसि ।
 तं प्राह भगवान् देवः प्रेमा मयि दयामयः ॥ २५ ॥
 इत्युक्तुः स स्मितमुखो जगाम निजमन्दिरम् ।
 श्रीमान् विश्वम्भरो देवो हरिकीर्तनतः परः ॥ २६ ॥
 अपरेष्ट्याः पण्डितश्च श्रीवासश्च पुरे वसन् ।
 व्याध्यां चकार श्लोकश्च वक्ष्यामि तच्छृणु ॥ २७ ॥

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥ ২৮ ॥
 ন পুমানাদিপুরুষঃ কলাবস্ত্যেব রূপবান্ ।
 নামস্বরূপিণঃ তন্তু জ্ঞানোহি স তু কেবলম্ ॥ ২৯ ॥
 বারজয়ঃ হরেনাম দূঢ়ার্থঃ সর্বদেহিনাম্ ।
 “এব” কারশ্চ জীবানাং পাপানাং নাশহেতবে ॥ ৩০ ॥
 সর্বতত্ত্বপ্রকাশার্থঃ “কেবলঃ” মন্ততে চ হি ।
 প্রারব্ধকৰ্ম্মনির্বাণং কথ্যতেহৈদ্বৈতবাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥
 ভবেদিত্যি চ বোধার্থঃ কৈবল্যঃ কেবলং স্মৃতম্ ।
 কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদপ্রাপকং করুণাময়ম্ ॥ ৩২ ॥
 তৎস্বরূপং হরেনাম যোহন্তদেব বদেৎ পুমান্ ।
 তন্তু নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরিত্যবদৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
 ইত্যসৌ শূকরো ক্রতে সর্বদেবময়ঃ পুমান্ ।
 ইত্যুক্ত্য নর্ত্তনং চক্রে কীর্ত্তনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥
 এতদ্ যঃ শৃণুয়ামিত্যং কীর্ত্তয়েদ্ধা সমাহিতঃ ।
 হরৌ প্রেমা ভবেত্তন্তু বিপাপ্যা চ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩৫ ॥
 শ্রীমচ্চৈতন্যপাদাজ্ঞে প্রভুবুদ্ধিদৃঢ়া ভবেৎ ।
 অস্তে চৈতন্যদেবস্তু স্মৃতির্ভবতি শাস্ত্বতী ॥ ৩৬ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে চৈতন্যাবতার-
 বর্ণনে বরাহাবেশো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

অথ প্রবিষ্টো নিম্নবেশানি প্রভূর্বভৌ নিশানাথসহস্ররোচিষা ।
 উবাচ চাত্রেত্য বসন্তি কে জনাশ্চতুর্মুখঃ ষণ্মুখপঞ্চবক্ত্রিণঃ ॥ ১ ॥
 শ্রীবাসনানা দ্বিজবর্ষ্যসত্তমঃ শ্রদ্ধাবদন্তঃ বিবুধাঃ সমাগতাঃ ।
 ব্রহ্মেশ্বরৌ ষড়্ বদনাদয়ঃ প্রভো হ্যাং সেবিতুং প্রেমরসামৃতাক্তিম্ ॥ ২ ॥

ততঃ পরদিনে প্রাপ্তে শুদ্ধদেবো বরাসনে ।
 উপবিশ্ব স্বভক্তস্ত গাত্রে পদ্ম্যাং সমাস্পৃশং ॥ ৩ ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিতাত্মান্তে প্রণম্য শিরসা হরিম্ ।
 বক্রস্কচরণে ভক্তিং প্রেমরূপাং স্তূহ্নর্ভাম্ ॥ ৪ ॥
 দদৌ তেভ্যো বরান্ দেবো যথেষ্টান্ ভক্তবৎসলঃ ।
 শুক্লাধরব্রহ্মচারী তমুচে পুরুষর্ষভম্ ॥ ৫ ॥
 ভগবন্ মথুরাং দ্বারাবতীং গত্বাতিদুঃখিতম্ ।
 মাং জ্ঞাত্বা দেহি মে প্রেমভক্তিং তং প্রাহ স প্রভুঃ ॥ ৬ ॥
 অম্বুকাঃ কিং ন গচ্ছন্তি তত্র কিং তেন মে ভবেৎ ।
 তচ্ছ ত্রৈবাপতভূমৌ তমুবাচ জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ৭ ॥
 ভবত্বৈগৈব তে প্রেমা তদা তৎক্ষণমেব হি ।
 রুরোদ চরণে বিকোনিপত্য প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৮ ॥
 ততস্তে হৃষ্টমনসস্তেন সার্কিং মুদাঘিতাঃ ।
 জগুঃ কৃষ্ণস্ত গীতানি নামানি চ মুহমুহঃ ॥ ৯ ॥
 গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সংকুলোদ্ভবঃ ।
 প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষেহভিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥
 তেন সার্কিং রজ্রগ্ৰাং স তিষ্ঠন্নুচে শুভাক্ষরম্ ।
 দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বেক্ষ্যবেভ্যঃ প্রসাদকম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্ত্য গাত্রমালায়ানি দদৌ তস্ত করে হরিঃ ।
 ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সৰ্কে সমুপাগতাঃ ॥ ১২ ॥
 যস্মৈ যস্মৈ চ যদন্তং তন্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান্ ।
 ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা স্নরনদীজলে ॥ ১৩ ॥
 পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুক্ত্য চ ।
 পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্মুদিতাশয়াঃ ॥ ১৪ ॥
 গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনাভুলেপনম্ ।
 কুত্বা মালায়াদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা ॥ ১৫ ॥
 শয়নীয়ৈ গৃহে শয্যাং কুত্বা তৎসন্নিধৌ স্নপম্ ।
 অপ্যতি শ্রদ্ধয়া যুক্তং শৃণু তস্তামৃতং বচঃ ॥ ১৬ ॥
 যথা কচিদ্ধজে রত্নমন্দিরে কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
 শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা অপ্যতি প্রেমসংপ্রুতা ॥ ১৭ ॥
 সায়ান্ধ্রে মুদিতো দেবতৈস্তে সার্কঃ কৌৰ্ত্তনোৎস্বকঃ ॥ ১৮ ॥
 তেহপি সংকৌৰ্ত্তনানন্দমত্তাশ্চ ননৃত্তুর্জগুঃ ।
 শ্রীমদ্বিগ্ধস্তরেণাপি পরমানন্দনিবৃত্তাঃ ॥ ১৯ ॥
 কদাচিদাবৃতে ব্যোম্মি ঘটনৈর্গভীরনিবৃত্তৈঃ ।
 বিছোতিতে ততস্তাবৎ সাকং চ স্তনয়িত্বুভিঃ ॥ ২০ ॥
 বৈষ্ণবা ছুঃখিতাঃ সৰ্কে বিরোহয়ং সম্পৃপ্তিতঃ ।
 মেঘা হরেঃ কৌৰ্ত্তনকেহভবংচ্চিত্তাপরা ইতি ॥ ২১ ॥
 তদা তস্মিন্ সমায়াতো গৃহীত্বা মন্দিরাং হরিঃ ।
 স্বরান্ কৃতার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌ স স্বজনৈঃ সহ ॥ ২২ ॥
 ততো মরুদ্ভির্মেষৌষাঃ খণ্ডিতাস্তে দিগন্তরম্ ।
 ভেজুর্ভুব বিমলং নভশ্চন্দ্রাংসুরঞ্জিতম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৫১

ততঃ সংকীৰ্ত্তনপটৈঃ সাধুভিঃ সহ স প্রভুঃ ।

ননৰ্ত্ত পাদকটকৈ রণচরণপঙ্কজঃ ॥ ২৪ ॥

বিপ্রসাধ্বীমৃগাশ্চোজঘনধ্বনিনিদ্রাদিতে ।

নন্দয়ত্যতিপুষ্ণোষগন্ধোন্মাদিতদিস্মুখে ॥ ২৫ ॥

খেহবস্থিতে সুরগণে বভূব মহত্বংসবঃ ।

শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনানন্দঃ সৰ্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ ॥ ২৬ ॥

যেহনেকজন্মকৃতপুণ্যসমুদ্ভাসংখ্যাস্তে কৃষ্ণদেবসমমেব নিতাস্তশাস্তাঃ ।

নৃত্যন্তি হর্ষপুলকাশ্চভিরাবৃতাদা দেবা যথচলভিদা স্থখিনো

দিবিষ্ঠাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে

মেঘনিবারণং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

—*—

তত্র গুল্লাধরো নাম দ্বিজো রোদিতি নিত্যশঃ ।

পতিত্বা দণ্ডবভূমৌ বদয়েবং মুহুমূর্ছঃ ॥ ১ ॥

নবদ্বীপস্ত মধুরা কৃত্য তাত স্মরাধুনা ।

ইতি সংবিলপন্ ভূমৌ রোদিতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২ ॥

বয়স্কাংসে বিনিক্ষিপ্তকরো নৃত্যতি কহিচিং ।

কচিদ্রোমাক্ষিততল্লঃ কল্পতে পরমঃ পুমান্ ॥ ৩ ॥

কচিদোশ্বরভাবেন ভূত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্ ।

এবং নানাবিধাকারৈর্নৃত্তান্ লোকানশিক্ষয়ৎ ॥ ৪ ॥

কদাচিং স্বজনস্বন্ধমাক্রম্য হর্ষয়ন্ বিভূঃ ।

স্বজনান্ ক্রীড়তি প্রীতঃ ক্ষণদায়াং কৃতক্ষণঃ ॥ ৫ ॥

প্রাচীনায়—স্বকথ্যাত্ম,
 পরলিখিত, কবীর
 রচনামূলক

অথাপরদিনে ভূমাবুপবিষ্টানুদয়ন্ ।
 করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশু শৈলুষচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥
 পশু পশাদ্ভুতং বীজং ভূমৌ সংরোপিতং ময়া ।
 পশু পশাকুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ ॥ ৭ ॥
 জাতং পশুশ্চ পুষ্পোঘং পশু পশু ফলং পুনঃ ।
 জাতং পশু ফলং পকং তশ্চ সংগ্রহণং পুনঃ ॥ ৮ ॥
 ফলং বুকোহপি নাস্ত্যেব ক্షণান্মায়াকৃতং যতঃ ।
 প্রান্তরে তু কৃতং হেবং ন কিঞ্চিদপি লভ্যতে ॥ ৯ ॥
 ঈশ্বরশ্রুতং কৃত্বা ধনং বিপুলমশ্নুতে ।
 এবং মায়াকৃতং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বক্ষেদমনর্থকম্ ॥ ১০ ॥
 ঈশ্বরার্থং কৃতং হেতুং সৰ্ব্বং সার্থকতামিমাং ।
 তস্মাদীশ্বরসেবার্থং সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাচরেৎ সুধীঃ ॥ ১১ ॥
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ মুকুন্দাষ্টমগ্রতঃ ।
 স্থিতং প্রেক্ষ্য ভয়া কিং হু ব্রহ্মবিজ্ঞা নিজোচ্যতে ॥ ১২ ॥
 ইত্যুক্তা স পপাঠেদং শ্লোকং স্বয়মবিন্দমঃ ।
 শ্রীরামনামমাহাশ্রয়ং গৃহবেদার্থসংগ্রহম্ ॥ ১৩ ॥
 রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দচিদাশ্রয়নি ।
 ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ১৪ ॥
 পুনঃ প্রোক্তং ভগবতা তং বৈষ্ণবমুশাসতা ।
 চতুর্ভুজশ্চ ষড়্ভ্যানং তদ্বরং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৫ ॥
 বিভূজশ্চ তু ষড়্ভ্যানং তন্ন্যূনমিতি তে মতম্ ।
 পরমেশ্বরভেদেন কেবলং দুঃখমেব হি ॥ ১৬ ॥
 ষষ্ঠাশ্রয়নো হিতং বেৎসি তদা ষড়্ভূপুরুষরম্ ।
 বিভূজধ্যানমেব ত্বং কুরু সৰ্ব্বফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৫৩

ততঃ প্রোবাচ তং দেবং মুকুন্দো নম্রকন্দরঃ ।

গৌরাদ্ধরপাশ্চোজ্জমধুপো গায়কোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

স্নাতং ময়া স্নরনদীপয়সি প্রকামং শ্রীবৈষ্ণবাজিৎ রজসাদ্ধমনকৃতঞ্চ ।

ভ্রংপাদপদবরছত্রমমং ময়ান্ত মুক্তিং প্রবচ্ছ কুরু দান্ত্রপদেহভিষেকম্ ॥ ১৯ ॥

এবং নিশম্য তদ্বাক্যং তস্ত মুক্তিং পদাশুভ্জম্ ।

দন্তবান্ ভগবাংস্তুষ্টঃ সহযোহভূতদৈব সঃ ॥ ২০ ॥

রোমাঙ্কিততল্লধীমান্ অশ্রুপূর্ণবিলোচনঃ ।

ততো মুরারিং প্রোবাচ ভগবানমুদ্বৈক্যম্ ॥ ২১ ॥

কথং ভ্রং কৃতবান্ বৈতু গীতমধ্যাত্মতৎপরম্ ।

জীবিতে যদি বাঞ্ছাস্তি প্রেমি বা তে হরেঃ স্পৃহা ॥ ২২ ॥

তদা গীতং পরিত্যজ্য কুরু শ্লোকং হরেঃ স্বয়ম্ ।

তচ্ছ্রদ্ধা প্রাহ তং দেবং বিনয়েন ভিষক্ স্বধীঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীমন্নারায়ণো নাম গুপ্তঃ স্নেহার্ণবং গুরুম্ ।

যথা তবাবতারোইয়ং বক্তুর্মহতি সাম্প্রতম্ ॥ ২৪ ॥

তথাজ্জাং কুরু দেবেশ তং শ্রদ্ধা সন্মিতাননঃ ।

প্রাহ তং ভগবানস্ম তথৈব সন্তুবিষ্ণুতি ॥ ২৫ ॥

যদ্বদিচ্ছত্যসৌ বৈতুস্তুং স্নসত্যং ভবিষ্ণুতি ।

এতং শ্রদ্ধা হরেক্ষাক্যং নোচে কিঞ্চিদুয়াস্তু সঃ ॥ ২৬ ॥

মুরারিমুদে তত্র শ্রীমৎশ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।

গুরুস্বাচারনিরতো হরিসেবাপরায়ণঃ ॥ ২৭ ॥

প্রাতঃ স্নাত্বা হরেঃ পূজাং কৃৎস্না সমাধিধানতঃ ।

উপাসনাং তস্ত নিত্যং কুরোতি ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ২৮ ॥

সার্কং গায়ন্ হরেনাম্ ভক্তৈরেব মুদাষিতঃ * ।

স্নাপয়ন্তুং গুভৈরুদ্ভিরপর্যন্ দ্রব্যমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

* গীতানি চ মুদাষিতঃ ।

ভোজয়ন্ ফলগব্যেন হৃষ্টায়া দ্বিজপুংসবঃ ।
 তস্তানুজঃ শ্রিয়া যুক্তো রামঃ স ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৩০ ॥
 প্রিয়শ্চ সৰ্বভূতানাং জ্যেষ্ঠসেবাপরায়ণঃ ।
 হরিসেবাং সহ ভ্রাত্ৰা করোত্যনুদিনং স্তুধীঃ ॥ ৩১ ॥
 শ্রীবাসরামৌ নৃহরেঃ সদা প্রিয়ৌ ভাভ্যাং সহ ক্রৌড়তি চক্রপাণিঃ ।
 বাট্যাং তয়োরেব ননৰ্ত্ত দেবো যথর্ষিসজ্জ্ব কপিলো মহাত্মা ॥ ৩২ ॥
 অগ্নেহ্যরখ্যাপয়দগ্রমেয়ঃ শিষ্যান্ বদেত্তং দ্বিজসুহুরেকঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণনামা খলু মায়য়া স্তাদিখং সমাকৰ্ণ্য বচঃ খলস্ত ॥ ৩৩ ॥
 কর্ণৌ করাভ্যাং বিনিধায় দেবঃ শিষ্টৈরুপেতো হ্যনদীং জগাম ।
 স্নাত্বা সচেলঃ সহ শিষ্যবর্গৈরুপাগমং কেলিনিধিং গৃহং স্বম্ ॥ ৩৪ ॥
 পঠেদ্ য ইখং হ্যনদীনিমজ্জনং হরেলভেৎ সোহপি ক্রতোঃ ফলং নরঃ ।
 হরৌ চ ভক্তিং বিমলাং স্মৃতিঞ্চ প্রাপ্নোতি শৃণুপি তৎফলং নরঃ ॥ ৩৫ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে হ্যনদীমজ্জনং নাম
 চতুর্থঃ সর্গঃ ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততো জগাম পূর্যাং স শ্রীবাসাদিভিরন্বিতঃ ।
 অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যস্ত ভক্তস্ত দর্শনোৎসুকঃ ॥ ১ ॥
 গচ্ছন্ পথি মুহূর্গায়ন্ হরৈর্গীতং মুদাদ্বিতঃ ।
 কচিং নৃত্যতি নৃত্যন্তিঃ স্বজ্ঞনৈঃ সহ স প্রভুঃ ॥ ২ ॥
 ততো গত্বা পপাতোৰ্ক্যামাচার্য্যস্ত সমীপতঃ ।
 দণ্ডবৎ বৈষ্ণবং বিষ্ণুং মন্তমানোহনুশিক্ষয়ন্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৫৫

তং দৃষ্ট্বা সহসোখ্যচাখ্যস্ত তৎসমীপতঃ ।
 গত্বা পপাত ভূমৌ স সম্মেঘে জগদগুরুঃ ॥ ৪ ॥
 অন্তোন্তালিঙ্গনং কৃত্বা প্রেমোৎকণ্ঠৌ বভূবতুঃ ।
 কম্পাশ্রপুলকাষ্টস্ত পরিপূর্ণৌ সুবিগ্রহৌ * ॥ ৫ ॥
 উপবিষ্ট ততো দেবঃ কথাং চক্রে হরেঃ প্রিয়াম্ ।
 মনোহরাং পাপহরাং মুক্তিপ্রেমফলপ্রদাম্ ॥ ৬ ॥
 ততোহদৈতোহব্রবীদ্ধাকাং ভক্তির্নাস্তি কলৌ ক্ষিতৌ ।
 ইতি মূঢ়া বদন্তে যে তে পশুস্বগ্ণ চক্ষুষা ॥ ৭ ॥
 তৎ শ্রুত্বা ভগবানাহ কিঞ্চিং প্রস্মুরিতাধরঃ ।
 ভক্তিশ্চেনাস্তি নূহরেঃ কিং তদাস্তি ক্ষিতাবিহ ॥ ৮ ॥
 ভক্তিরেবাস্তি সংসারে সর্বসারা সুখাবহা ।
 সা নাস্তীতি চ যো ক্রতে জন্ম তস্ত নিরর্থকম্ ॥ ৯ ॥
 তস্মাৎ কৃষ্ণে ভক্তিরাস্তে সুপ্রসন্না সনাতনৌ ।
 যস্ত স্মাৎ কর্মবদ্ধশ্চ নশ্চেৎ প্রেমা হরৌ ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 ততোহবদৎ শ্রীনিবাসো দৃষ্ট্বা কক্ষিদবৈষ্ণবম্ ।
 দ্বিজং প্রস্মুটমেবাগ্রে হরেঃ সংসদি দুঃখিতঃ ॥ ১১ ॥
 বিস্ময়ং কৃষ্ণোৎসবে কর্তুং দ্বিজোহয়ং সমুপাগতঃ ।
 তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ নায়মজাগমিষ্ণুতি ॥ ১২ ॥
 নাস্ত্যত্র তব বিপ্রেজ্ঞ চিন্তা কাচিৎ সুখী ভব ।
 নায়াতস্তত্র বিপ্রোহসৌ বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥
 স্বয়ং শান্তিপুংসং গত্বা দৃষ্ট্বাহদৈতমহেশ্বরম্ ।
 ঐশ্বর্য্যং কথয়ন্ কৃষ্ণপূর্ণাবেশো বভূব হ ॥ ১৪ ॥

* পরিপূর্ণাশ্রবিগ্রহৌ ।

ততঃ ক্রীড়াপরো ভূত্বা শ্রীবাসশ্রাংসদেষকে ।
 দদ্যাদব্যো সব্যাবাহং বামং প্রাদাং গদাধরে ॥ ১৫ ॥
 শ্রীরামপণ্ডিতশ্রাৎ দদ্যাদপাদাশুভ্রং হরিঃ ।
 তৈঃ সার্কং মুমুদে শ্রীমদৈত্যাচার্য্যসম্মিতো ॥ ১৬ ॥
 তত্র ভুক্ত্য বরান্নং স চন্দনেনাতুলেপ্য চ ।
 গাজ্রাণি হর্ষয়ন্ লোকং ভ্রগৌ কৃষ্ণং ননর্ত চ ॥ ১৭ ॥
 আচার্য্যো বুবুধে পূর্ণমাত্মানমাশিষা বৃধঃ ।
 দৃষ্ট্য শ্রীগৌরচন্দ্রশ্র প্রেমানন্দমহোৎসবম্ ॥ ১৮ ॥
 আচার্য্যেণ সমং কৃষ্ণঃ কৌতুহল্য স জগদ্গুরুঃ ।
 ক্রীড়িত্বা দেববত্তত্র পুনরাগামিজালয়ম্ ॥ ১৯ ॥
 ততঃ সৌহৃদ্যাত্তদ্বার্থং বক্তুমায়েভ ঈশ্বরঃ ।
 এক এব হরিঃ স্বামী ব্যাপ্তিরূপতয়া স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
 সংকৃতঃ স্বয়মেবৈকপ্তিষ্ঠত্যাশ্রা স্বয়ং প্রভুঃ ।
 সর্বশ্রান্তস্বর্কহিঃ সাক্ষী কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ২১ ॥
 ইতি হস্তং প্রসার্য্যাস্ত মুখীকৃত্য স্বয়ং পুনঃ ।
 করং স দর্শয়ামাস নৃত্যান্ ইব স ঈশ্বরঃ ॥ ২২ ॥
 পুনরুচে বচস্তত্ত্বং সত্ত্বামাত্রস্বরূপিণম্ ।
 ভাবোহপ্যনর্থকস্তত্র সঙ্গপমবধার্য্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
 একত্বং ব্রহ্মণোহপি শ্রাদেবঃ মুক্তির্ন সর্বথা ।
 অত্শ্র মুক্তির্ভবতি বিনা তজ্জ্ঞানধারণাং ॥ ২৪ ॥
 পশ্যামূলী করস্থে মে ছেকা তত্র মধুপ্লুতা ।
 জিহ্বয়া তাং লিহস্বাত্ত তদগ্ৰা পূরসংপ্লুতা ॥ ২৫ ॥
 তাং দৃষ্ট্য ঘৃণয়া চাত্তং দ্রষ্টুং নোৎসহতে ক্ষণম্ ।
 নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানাদ্ধি সর্বমেব হুলক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৫৭.

এবমেকোহপি ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোহব্যয়ঃ ।
 সামগ্রীরসতো জীবো যুক্তো ভবতি নাগ্ৰথা ॥ ২৭ ॥
 এবং বহুপ্রকারং স জ্ঞানযোগং দয়ানিধিঃ ।
 উক্ত্বা তু বিররামার্যাহুদয়স্থপদাধুজঃ ॥ ২৮ ॥
 শ্রাবয়িত্বা ততো জ্ঞানং জ্ঞানগমাং জগৎপতিম্ ।
 কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা তৎপদাজং শৃঙ্গা পুলকমুদ্বহন ॥ ২৯ ॥
 ভক্তিরেব সমুৎকৃষ্টা কৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশিনী ।
 ইত্যেবাহ সদোংকণ্ঠে গদগদং জগদাশ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥
 প্রেমাশ্রকণ্ঠে ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ ।
 ক্রতচিন্তো গদগদবাক্ রোদিত্যলং হসত্যপি ॥ ৩১ ॥
 নৃত্যাত্যলং গায়তি চ মদ্বক্তো ভুবনত্রয়ম্ ।
 পুন্যতি পাততি সততং সৰ্ব্বাপদ্মো দিবানিশম্ ॥ ৩২ ॥
 ইত্যুক্ত্বা হৃষ্টমনসা ননৰ্ত্ত স্বজ্ঞৈঃ সহ ।
 শ্রীমদ্বিশ্বস্তরো দেবো নিজভক্তিপ্রকাশকঃ ॥ ৩৩ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে
 ভাবকথনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

অথাপরদিনে তত্রাধৈতাচার্যো মহাবশাঃ ।
 নবদ্বীপে সমায়াতো দ্রষ্টুং বিশ্বস্তরেশ্বরম্ ॥ ১ ॥
 স্নানং কুত্বার্চয়িত্বেশং স যাবদগচ্ছতীশ্বরঃ ।
 দ্রষ্টুং তাবৎ স ভগবান্ শ্রীবাসস্তাশ্রমে বসন ॥ ২ ॥

পুষ্পকং যন্ত দণ্ডাথে প্রোবাচ সন্মিতাননঃ ।
 গদাপূজা কৃত্য হেবা ময়া দৃষ্টে শাসনম্ ॥ ৩ ॥
 করিষ্যাম্যনয়া নিত্যং মন্তুৰ্ভদ্রেশ্বৰিণঃ সদা ।
 ভক্ত এব সদা মহং প্রাণাধিকো ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
 একোহস্তি দৃষ্টো মন্তুৰ্ভদ্রেশ্বৰিণঃ কুষ্ঠরোগিণম্ ।
 কৃত্বা তং পুনরেবাহং পৈশাচনরকাত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥
 করিষ্যাম্যচিরং কালং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ।
 নাশয়িষ্যামি তচ্ছিষ্টান্ বিধাশ্চে বিড়্ভুজানহম্ ॥ ৬ ॥
 বনং প্রযাতুমিচ্ছামি তদন্ত্রেব মহদ্বনম্ ।
 ব্যাঘ্রস্ত সদৃশাঃ কেচিৎ কেচিৎ পাষণসন্নিভাঃ ॥ ৭ ॥
 বৃক্ষাণাং সন্নিভাঃ কেচিৎ কেচিত্তৃগনিভা নরাঃ ।
 পশূনাং সন্নিভাঃ কেচিত্তেনেদং স্তমহদ্বনম্ ॥ ৮ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণান্তোজ্জমধুপানরতা হি যে ।
 তে মহাজাঃ সমাখ্যাতাঃ সৰ্ব্বজীবোপকারিণঃ ॥ ৯ ॥
 অদৈত্যাচার্য্যবর্যোহত্র সমায়াত ইতি শ্রুতম্ ।
 কথং নান্নাতি যত্রাস্তে তত্র গচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ১০ ॥
 এতস্মিন্ সময়ে তত্রাচার্য্যঃ স্বয়মুপাগতঃ ।
 উপায়নং সমাদায় তৎপাদপদ্মসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥
 তদ্বদ্য দণ্ডবদ্ধুমৌ নিপপাত তদা প্রভুঃ ।
 করে গৃহীত্বা তং প্রাহ তদর্থোহহমিহাগতঃ ॥ ১২ ॥
 ইত্যুক্ত্য হৰ্ষয়িত্বা তং ঋট্টায়াং সমুপাবিশৎ ।
 আজ্ঞয়া তস্ত দেবস্তাদৈত্যাচার্য্যো ননৰ্ত্ত হ ॥ ১৩ ॥
 তদৃষ্ট্য ভগবান্ প্রীতস্তং প্রাহ তব বালকাঃ ।
 এতে মাং প্রার্থয়ন্ত্যেব প্রেমভক্তিং স্তূহ্লভাম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৫২

দাস্তামি অংকুতে বৎস তং শ্রদ্ধা হর্বসংপ্লুতঃ ।
 আচার্য্যঃ প্রাহ ভগবন্ এতে তে চরণাল্লগাঃ ॥
 কারুণ্যালয়বাৎসল্যাত্তব কিং শ্রাৎ স্ফূর্তভঃ ॥ ১৫ ॥
 অথোপবিষ্টাস্তে সর্বে পার্শ্বতন্তুস্ত চক্রিণঃ ।
 জ্যোৎস্নাতত্যাং রজ্জ্যাং চ পুনরাহ মহাভুজঃ ॥ ১৬ ॥
 কমলাক্ষোহসি মেহতীব ভক্তস্বংকৃত এব হি ।
 সমাগতোহহং অং নৃত্যগীতেন স্তম্ভস্থী ভব ॥ ১৭ ॥
 তং শ্রদ্ধা ভগবদ্বাক্যং শ্রীমংশ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।
 উবাচ মধুরৈর্বাক্যৈর্বিনীতস্তংপদাম্বুজে ॥ ১৮ ॥
 কিং তেহমৌ ভগবন্তুক্তঃ করুণেয়ং তব প্রভো ।
 তং শ্রদ্ধা ভগবান্ ক্রুদ্ধস্তং নির্ভং শ্রাভ্যভাষত ॥ ১৯ ॥
 কিমুদ্ধবস্তথাকুরো ভক্তো মেহতীববৎসলঃ ।
 আচার্য্যোহয়ং ততো নানঃ কিমেবং অং প্রভাষসে ॥ ২০ ॥
 কিং বা ভারতবর্ষেহস্মিন্ আচার্য্যস্ত সমোহপরঃ ।
 বর্ত্ততে কোহপি মন্ত্রকো বস্মাদজ্ঞো দ্বিজো ভবান্ ॥ ২১ ॥
 তং শ্রদ্ধা ভগবদ্বাক্যং ভীত্যা তুফীং বভূব হ ॥ ২২ ॥
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ অধ্যাত্মং ন কদাচন ।
 ভবন্তি কুত্রচিৎপাপি বক্তব্যং যদি রোচ্যতে ॥ ২৩ ॥
 তদা প্রেমা ন দাতব্যো ভবন্ত্যঃ সত্যমেব হি ॥ ২৪ ॥
 তং শ্রদ্ধা পণ্ডিতঃ প্রাহ শ্রীবাসো জগদীশ্বরম্ ।
 তত্র নে বিশ্বতিভূর্বাদ্ যথাহং ন বদামি তং ॥ ২৫ ॥
 মুরারিঃ প্রাহ ভগবন্নথ্যাশ্রমং নঃবিদাম্যহম্ ।
 তং প্রাহ দেবো জানাসি কমলাক্ষাং শ্রুতং হি তং ॥ ২৬ ॥

৬০

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

ইতি সপদি নিশম্য দেববাক্যং প্রমুদিতমনসো বভূবুরাখ্যাঃ ।
 হরিহরপদপদ্মসৌধুমন্তা ননৃতুরনিমিষা ইবোৎসবাঢ্যাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে
 ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

সিতনবাংশুকমস্তকবেষ্টনস্তরুণবিদ্রুমসন্নিভহারধৃক্ ।
 বরভূজছাতিরঞ্জিতকঙ্কণঃ ক্ষুটনবীনসরোজকরো বভৌ ॥ ১ ॥
 চলচেলনিবন্ধধটাদরোহরুণবহির্বসনো নটবেশধৃক্ ।
 বরনিতম্ববিলম্বিতবাহুবরবিলম্বিনাগপতিঃ ক্ষুটম্ ॥ ২ ॥
 চরণপঙ্কজরঞ্জিতনৃপুরো বরনথছাতিরঞ্জিতশীতগুঃ ।
 পদতলছাতিরঞ্জিতবিদ্রুমো দ্রুতম্ববর্ণরুচিঃ শনকৈব্র জন্ ॥ ৩ ॥
 পরিননর্ভ লসমুখপঙ্কজো নিজ্জ্বলৈর্নিজ্জনাং মপরায়ণৈঃ ।
 মধুরিপোর্মধুগীতসুগায়নৈঃ স্বরগণৈর্দিবি দেবপতির্বধা ॥ ৪ ॥
 করযুগাহতনাধুহুমন্দিরা-রবসুধা বসুধাতলবাসিনাম্ ।
 মুদমখাং কলকণ্ঠরবাস্বিতা স্তমনসামনিশং কমলাপতেঃ ॥ ৫ ॥
 উপবিশন্নবকম্বলসম্মতে হরিহরোহত্র বিচিত্রো বরাম ।
 স্বরগৃহে নিজলোকসমাবৃতে বরদ আববৃধে নিজতেজসা ॥ ৬ ॥

ততঃ প্রোবাচ শ্রীবাসং মধুরং মধুসুদনঃ ।

শ্রী ভক্তিরস্মা বাসস্তমতঃ শ্রীবাস উচ্যতে ॥ ৭ ॥

গোপীনাথমিদং প্রাহ অং মে দাস ইতি স্মৃতং ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রোবাচ কঙ্কণো মুরারিঃ তাং পঠ স্বয়ম্ ।

কবিতাং ভবতঃ শ্রদ্ধা স পপাঠ গুভাক্ষরম্ ॥ ৯ ॥

অথাষ্টকম্ ।

রাজংকিরীটমণিদীপিতদীপিতাশমুদ্রহৃৎস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তঃ ।
 ঘে কুণ্ডলেহঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥১০
 উদ্বিভাকরমরীচিবোধিতাজ্জনেত্রং স্রবিশ্বদশনচ্ছদচারুনাসম্ ।
 শুভ্রাংগুরাশ্বপরিনির্জিতচারুহাসং রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥১১
 তং কঙ্কুর্ধমজ্জমমুজ্জতুল্যরূপং মুক্তাবলীকনকহারদ্রুতং বিভাস্তম্ ।
 বিদ্যাদলাকগণসংযুতমম্বদং বা রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥১২
 উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাদুলীভিঃ ।
 কুব্জত্যাশীতকনকদ্ব্যতি যন্ত সীতা পার্শ্বেহস্তি তং রঘুবরং সততং
 ভজামি ॥ ১৩ ॥

অগ্রে ধনুর্ধরবরঃ কনকোজ্জলাদো জ্যোষ্ঠারূপেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ ।
 শেখাখ্যামবরলক্ষণ নাম যন্ত রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥১৪
 যো রাঘবেন্দ্রকুলসিদ্ধুস্বধাংগুরুপো মারীচরাক্ষসস্বহানুখান্নিহত্য ।
 যজ্ঞং বরক্ষ কুশিকাস্বরপুণ্যরাশিং রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥১৫
 হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং শ্রীদণ্ডকাননমদৃশ্যমেব কৃত্বা ।
 স্রগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং তং রাঘবং দশমুখাস্তকরং ভজামি ॥১৬
 ভঙ্ক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকোঅজ্রায়া বৈবাহিকোংসববিধিং পথি
 ভার্গবেন্দ্রম্ ।

জিত্বা পিতৃমুদগুহ ককুৎস্থবর্ষ্যং রামং জগজ্জয়গুরুং সততং ভজামি ॥১৭
 ইথং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ ।
 বৈদ্যন্ত মূর্দ্ধি বিনিধায় লিলেখ ভালে ত্বং “রামদাস” ইতি ভো ভব
 মৎপ্রসাদাৎ ॥ ১৮ ॥

অপঠন্তগবানেকং শ্লোকং তৎ শৃণু মে দ্বিজ ॥ ১৯ ॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
 ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥ ২০ ॥
 পঠিদ্ভেদং পুনঃ প্রাহ সর্কাস্তত্র সমাগতান্ ।
 ভবন্তিরেব কর্তব্যং শ্রীবাসস্ত বিচারণে ॥ ২১ ॥
 যং শ্রান্তদেব নিত্যং বঃ কুশলং তদ্বিষ্ণুতি ।
 শ্রীরাম পণ্ডিত জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসেবা মদর্চনাঃ ॥ ২২ ॥
 ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কুরু শ্রীবাসসেবনম্ ।
 তেন তে সকলং ভদ্রং সদা নিত্যং ভবিষ্ণুতি ॥ ২৩ ॥
 ইত্যুক্ত্য হর্ষয়ন্ লোকান্ রেমে প্রণতবৎসলঃ ।
 ভক্তবৎসলতাং তস্ম দৃষ্ট্য সর্কে স্তম্ভং যয়ুঃ ॥ ২৪ ॥
 শ্রীবাসেনাপিতং হৃদ্যং পুংসং মাল্যং সধূপকম্ ।
 বৃভুজে ভগবাংস্তত্র শেযান্ ভৃত্যায় দত্তবান্ ॥ ২৫ ॥
 শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্ষকা মধুরহ্যতিঃ ।
 প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥ ২৬ ॥
 ইতি সকলনিশাং নিনায় দেবো নিজ্জনমনসাং মুদে মুরারিঃ ।
 ক্ষণমিব মহম্বৎসরেণ মেনেহনবরতং স্তম্ভাপুরাধ্যবর্ষাঃ ॥ ২৭ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে ভক্তানুগ্রহো নামঃ
 সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে নদ্রা তং পুরুষধর্ম ।
 গদ্রা নিজ্জাশ্রমং সর্কে স্তাদ্রা দেবার্চনাদিকম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৬৩

কৃষ্ণা ভুক্তা যথাশ্রায়মাজ্ঞম্ স্তম্ভপদাম্বুজম্ ।
 তান্ দৃষ্টা হর্যসংপূর্ণো ভগবান্ মধুহৃদনঃ ॥ ২ ॥
 ততঃ প্রোবাচ ভগবানবধূতঃ সমাগতঃ ।
 নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো মহাত্মা তং সমানয় ॥ ৩ ॥
 হে রাম স্বং মুরারে চ নারায়ণমুকুন্দকৌ ।
 গচ্ছধ্বং সত্তরা যুগং যত্রাস্তে স মহামতিঃ ॥ ৪ ॥
 ততস্তদাজ্ঞয়া সর্বৈ দক্ষিণে গ্রামসন্নিধৌ ।
 বিচার্য তং ন দৃষ্টা তে সমায়ুস্তত্র সন্নিধিম্ ॥ ৫ ॥
 তে নদ্বা তং স্বরশ্ৰেষ্ঠং প্রোচুর্নান্মাভিৰিচ্ছ সঃ ।
 দৃষ্ট ইত্যববীজ্যাস্ত চ পুনর্গচ্ছত সাস্ত্রতম্ ॥ ৬ ॥
 স্বাশ্রমে স চ দ্রষ্টব্যঃ সায়াহ্নে স মহামনাঃ ।
 তং শ্রদ্ধা তে যথাস্থানং যযুষ্ণষ্টা কৃতাহ্নিকাঃ ॥ ৭ ॥
 ততঃ সায়াহ্নে বেলায়াং পথি গচ্ছন্ জগদগুরুঃ ।
 মুরারিং প্রাহ দৃষ্টা তমাগচ্ছ তত্র যত্র সঃ ॥ ৮ ॥
 সমায়াতো মুনিশ্রেষ্ঠো নন্দনাচার্য্যবেশ্মনি ।
 তত্রাহমপি গচ্ছামি দ্রষ্টুং তং পুরুষৰ্ষভম্ ॥ ৯ ॥
 স-মুরারিস্ততো দেবো ভক্তবর্গসমম্বিতঃ ।
 প্রেমানন্দরসে মগ্নো নন্দনাচার্য্যসদৃগৃহে ॥ ১০ ॥
 গদ্বা দদর্শ তং দেবং নিত্যানন্দং স্থখোষিতম্ ॥ ১১ ॥
 ততঃ প্রণম্য তং ভক্ত্যা ভগবান্নধুরাক্ষরম্ ।
 হরিসংকীৰ্ত্তনং কৃষ্ণা ননৰ্ত্ত ললিতং মুদা ॥ ১২ ॥
 ততো ননৰ্ত্ত তমহু নিত্যানন্দো মহাযশাঃ ।
 হৃদ্যাহাস্যসংপূর্ণঃ পুলকাক্ষিতবিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাণনাথ-ব্রহ্মাত্মক,
 পরেনিধি, কবীন্দ্র
 শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

নৃত্যাবসানে দেবস্ত তৎপাদরজসা পুনঃ ।
 ভূতাস্ত্র মস্তকং পূতমকরোং কমলাপতিঃ ॥ ১৪ ॥
 ততঃ প্রতস্থে স্বগৃহং কথয়ন্ তৎকথাঃ শুভাঃ ।
 অহো মহাত্মা কথয়ত্যয়ং কৃষ্ণশুভাকরম্ ॥ ১৫ ॥
 আদৌ জ্ঞানং ভবেৎ পুংসঃ ততো ভক্তির্হরৌ ভবেৎ ।
 ততো বিরক্তির্ভোগেষু ভবেদেব ক্রমাদিহ ॥ ১৬ ॥
 ইত্যুক্ত্বা পথি দেবেশো জগান নিজমন্দিরম্ ।
 কথয়ামাস তং সর্বং স্বনাতুশ্চরণান্তিকে ॥ ১৭ ॥
 অথাপরদিনে প্রাপ্তে নিত্যানন্দায় ধীমতে ।
 ভিক্ষাং দদৌ চন্দনেন কৃদ্ভা সৰ্ব্বাঙ্গলেপনম্ ॥ ১৮ ॥
 মান্যমর্ঘ্যঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা পূজাং চকার চ ।
 এবং সংপূজিতস্তেন নিত্যানন্দমহাপ্রভুঃ ॥ ১৯ ॥
 তত্র স্থিত্বা পরদিনে শ্রীবাসস্তাশ্রমং যযৌ ।
 অবধূতং স ভিক্ষার্থং নিমন্ত্রণমথাকরোং ॥ ২০ ॥
 তং পণ্ডিতঃ প্রণয়েন ভিক্ষাং স্তসংস্কৃতাং দদৌ ।
 ততো ভুক্ত্বা বরায়ং স শ্রদ্ধয়া পাবনং মহৎ ॥ ২১ ॥
 স্থিতস্তত্রৈব ভগবানাগতস্তৎক্ষণেন তু ।
 দেবালয়ে শুভে দেব উপবিষ্ট বরাসনে ॥ ২২ ॥
 পূর্বলীলামনুস্মৃত্য প্রিয়াং মধুরয়া গিরা ।
 উবাচ পশু মাং ত্বং হি মদর্থং কৃতবান্ শ্রমম্ ॥ ২৩ ॥
 অবধূতো মনোবাচং শ্রদ্ধা তস্ত মহাত্মনঃ ।
 অবলোক্য চ তং ভক্ত্যা বিশেষং নাববুধ্যত ॥ ২৪ ॥
 তদ্বজ্রাত্মা ভগবান্ সৰ্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ গ্রাহ গচ্ছত ।
 যুয়ং গৃহাদহিঃ সৰ্ব্বে ততস্তে নির্ঘৃগুর্হাং ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৬৫

ততঃ সংদর্শয়ামাস নিত্যানন্দায় স প্রভুঃ ।
 স্ববৈভবং স্বমাদুর্য্যং কৌতুকায়াধিলেখনঃ ॥ ২৬ ॥
 স দদর্শ ততো রূপং কৃষ্ণশ্চ বড়্ভুজং মহৎ ।
 কণাচ্ছতুর্ভুজং রূপং দ্বিভুজশ্চ ততঃ কণাৎ ॥ ২৭ ॥
 অত্যদ্ভুতং ততো দৃষ্ট্ৱা হর্ষণে বিন্ময়েন চ ।
 জহাস চ পুনর্দ্বীমান্ননর্ভ চ মুদা সক্রুৎ ॥ ২৮ ॥
 দেবাজ্ঞয়া নাকথয়দ্রোমাঞ্চিততমুভূশম্ ।
 বৃন্দাবনবিনোদী তু ভ্রাতা মে ত্বং প্রহরিতঃ ॥ ২৯ ॥
 ইতি যঃ শৃণোতি নৃহরেশ্চরিতং সকলং স ষড়্জফলমেব লভেৎ ।
 রমতে মুকুন্দচরণান্বক্হে হরিনাম তস্মা নিয়তং স্মরতি ॥ ৩০ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমেহবধূতানুগ্রহো

নামাষ্টমঃ সর্গঃ ।

নবমঃ সর্গঃ ।

শ্রদ্ধা কথামতিতরাং মুদিতো মহাত্মা দামোদরঃ পুনরুবাচ মুরারিবেত্তম্ ।
 অত্যদ্ভুতং বদ বিভোর্বপুং স্বরূপং স্বপ্নেন দৃষ্টমপি যং পুরুষোত্তমেন ॥ ১ ॥
 তং প্রাহ পুণ্যচরিতং স পুনর্মুরারিঃ কৃষ্ণশ্চ শুদ্ধমনসাং মহদ্বৎসবায় ।
 কৃষ্ণস্বরূপমখিলাস্বরভূষণাঢ্যং স্বপ্নে দদর্শ পুনরেব নবীনকৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥
 রাত্রৌ করোদ ভগবান্ভবিবিস্বলং সা বীক্ষ্যাতিবিস্মিতমুখা তনয়ং
 বভাষে ।

তাত ত্বমগ্ন কিমলং স্বপনস্বপ্নমেবি শ্রদ্ধা কণাচ্ছতিমুবাহ শচীং বভাষে ॥ ৩ ॥
 স্বপ্নে ময়াগ্ন নবনীরদতুলাকাঙ্ক্ষির্মায়ুরপিচ্ছ-বরহাটক-কঙ্কণাঢ্যঃ ।
 বালো ললাটবিলসংকুটিলালকশ্চ বংশীকরো রবিকরোজ্জলপীতবস্ত্রঃ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টোহতিবিহ্বলতয়াহ্রাভিরাবৃতাদো রোদিম্যানস্তরমনস্তম্ভং মমাভূং ।
 শ্রদ্ধা শচীস্বতমুখাধচনামৃতং সা হর্ষাঘ্রিতা শ্মিতমুখী স্তমুখী বভূব ॥৫॥
 বিশ্বস্তরোহতিপুলকাবলিরঞ্জিতাঙ্গঃ প্রেমাশ্রবারিধিমুবাহ

বিলোচনাভ্যাং ।

কালেন তাবদচিরেণ সমাগতোহসৌ শ্রীবাসবেশ্মনি শুভে শুশুভে চ

পূতে ॥ ৬ ॥

তত্রৈব সর্বভুবনৈকস্থখাভিলাষী প্রেমাশ্রপূর্ণবদনঃ শুশুভেহবধূতঃ ।
 দৃষ্ট্ৱ হরেরতিতরাং ভুবি ছল্লভাঙ্গং তেজোময়ং কমলনেত্রমুদারবেশং ॥৭॥
 কক্ষে গদাবররথাদ্রবরং দধানং বামে স্ববেণুবরণাদ্র সহস্রপত্রম্ ।
 প্রগ্ধাতকাঞ্চনকুচিং বরকৌস্তভাণ্ডং দিব্যশ্ফুরন্তকরকুণ্ডলগণ্ডমুগ্মম্ ॥ ৮ ॥
 ভালোল্লসন্মণিবরং বরকণ্ঠসংস্থনীলাম্বুজাভরণমারকতাক্ষহারম্ ।
 রৌপ্যোপক্লিপ্তসিতহারবিরাজমানং সূর্য্যাংস্তগৌরবসনং বিবশো বভূব ॥৯॥
 দৃষ্ট্ৱ পুনশ্চুরলিকাবরণাদ্রহীনং রূপং তথৈব বরবাহচতুষ্টয়ং সং ।
 হর্ষাপ্লুতঃ ক্ষণমথ দ্বিভুজং দদর্শ লোকানুরূপচরিতং চ ততো জহাস ॥১০॥
 এবং হরেরতিতরাং দিবি ছল্লভং যং দৃষ্ট্ৱ স্বরূপমচিরেণ ননর্ত্ত সোহপি ।
 আলিঙ্গ্য তত্র স্বজনাগ্নবতোয়রাশৌ মগ্নে বভূব নিতরামবধূতদেব ॥১১॥
 অট্টাট্টহাসবরশোভিতগণ্ডমুগ্মো বাকুণ্যপানমদশোভিতলোচনশ্রীঃ ।
 নীলান্বরো মুবললাদ্রলবেত্রধারী কৃষ্ণাগ্রজে জয়তি গৌরবসেন পূর্ণঃ ॥১২॥
 শ্রীবাসরামৌ চ ভিষঙ্ মূরারিং নারায়ণং প্রাহ প্রভূব্রজস্ব ।
 অর্ধৈতব্যাট্যামবধূত এব গমিষ্ঠ্যতি জ্ঞাপয়িতুং দ্বিজেন্দ্রম্ ॥ ১৩ ॥
 ইখং সমাকর্ষ্য হরেগিরন্তে জগ্মুর্দাঈতপদারবিন্দম্ ।
 গত্বা প্রণেমুর্জানদীতটে শুভে আঞ্জাং হরেরাহরনস্তপুণ্যাম্ ॥ ১৪ ॥
 শ্রদ্ধা প্রভোরভূতবীৰ্য্যমুজ্জলং ম্যমোদ হর্ষেণ জগৌ ননর্ত্ত চ ।
 আচার্য্য আনন্দমহাশুদ্ধৌ মুহনিমজ্জনোন্মজ্জনমাততান ॥ ১৫ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৬৭

স্থিত্ব ততস্তত্র দিনদ্বয়ং তে ধ্যান্য পদাক্ষং স্বগৃহং সমীযুঃ ।
 আচার্য্যমুখ্যাশ্চ হরেঃ পদাক্ষে নিবেত্ত সৰ্ব্বং সহসা ননন্দুঃ ॥ ১৬ ॥
 আচার্য্য আগত্য ততঃ পরে শুভে কালে দদর্শাদ্বজ্রপত্নেন্দ্রম্ ।
 দৃষ্ট্বা মুখং সিংহনিদায়ুক্তঃ প্রাপ প্রপন্নার্হিহরং মুকুন্দম্ ॥ ১৭ ॥
 শ্রীবাসদেবালয়মধ্যগো হরিকর্করাসনস্থঃ সহসা বরাজ ।
 সমুপুচ্যামীকররোচিষা ববির্ষথা প্রভাতে নয়নান্নুরঞ্জনঃ ॥ ১৮ ॥
 দৃষ্ট্বানেন্দুং মুদিতা মহান্ত আচার্য্যমুখ্যা জগদ্বার্দচিত্তাঃ ।
 নৈবেত্তমর্ঘ্যাক্ষ দদুর্করাস্তকান্ নেমুঃ পৃথিব্যাং বিনিপত্য হর্ষিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 পূজাং গৃহীত্বা ভগবান্ দ্বিজানাং সংভূজ্য তেবাং সহসা প্রসাদম্ ।
 তেভ্যো মুদাদামসনং স্মালাং তে তদগৃহীত্বাতিতরাং ননর্ভুঃ ॥ ২০ ॥
 তেহতিপ্রস্তুতাঃ পুলকাঞ্চিতাদা আনন্দরত্নাকরমগ্নচিত্তাঃ ।
 আত্মানমন্ত্র্য বিদুর্গতাশুভং কৈবল্যমপ্যন্তরং প্রচক্ৰুঃ ॥ ২১ ॥
 রাত্ৰিন্দিবং তে ন বিদুঃ স্থথেন সূর্য্যোদয়ে নৃত্যপরা দিনান্তম্ ।
 নিত্যানিশাং তাক্ষ পুনঃ প্রভাতে নৃত্যাবসানে জগদীশরাজয় ॥ ২২ ॥
 আগত্য গেহে দ্বিজবর্ষ্যসত্তমা ভিষক্ তমাচ্ছা হরিনামভাষণাঃ ।
 জীভ্যশ্চ সৰ্ব্বৈ জগদ্ব্যুদাঘিতা হরেশ্চরিত্রং নিখিলং জগদগুরোঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে ভক্তপূজোপগ্রহণং

নাম নবমঃ সর্গঃ ।

দশমঃ সর্গঃ ।

স্বাস্থ্য ছানন্তাং জগদীশপূজাং কৃত্বা সমীযুঃ পুনর্যেব সন্নিধৌ ।

বিশ্বন্তরশ্চাস্বজলোচনশ্চ সোহপি প্রমোদেন দদর্শ তান্ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

ততঃ পরং শ্রীহরিদাসমুত্তমং শ্রীকৃষ্ণপাদানুভবমন্তৰ্হপদম্ ।
 স্বশীতলং সাধুবিলোচনোৎসবং নবোদগতেন্দুপ্রতিমং স্বমঙ্গলম্ ॥২॥
 দৃষ্ট্ৱ সমালিন্দ্য ভুজঘ্রয়েন দৃঢ়ং হরিস্তং নিজপাদভক্তম্ ।
 সমাদিদেশাশনমুগ্রকোষ্ঠিতশ্চৈ পুনস্তং প্রণনাম সোহপি ॥ ৩ ॥
 তং চন্দনেনাশু বিলেপয়িত্বা মাল্যঞ্চ দত্ত্বাথ মহাপ্রসাদম্ ।
 অন্নং রসৈর্ভুক্তমহুত্তমং দদৌ চতুঃপ্রকারং বৃভুজে তদাজ্ঞয়া ॥ ৪ ॥
 সোহপি প্রসন্নেন্দুগুণঃ স্থখোষিতো হরের্গৃহে রাজতি দেববৎ স্বধীঃ ।
 গায়ন্ হরেঃ কীৰ্ত্তনমঙ্গলং মুহুশ্চুমোদ নিত্যানুস্থখেন ধীরঃ ॥ ৫ ॥
 তেনৈব সার্কং ভগবাননাদিঃ ক্রীড়াং তথাচার্য্যসমং বিধায় ।
 সংপ্রেষয়ামাস নিজালয়ং তমধৈতসিংহোহপি জগাম হৃষ্টঃ ॥ ৬ ॥
 ততোহবধৃতং বিনয়েন ধীরো গচ্ছন্নব্রজ্য হৃদ্রমোশঃ ।
 উবাচ কোপীনকচেলমেকং দেহি ভ্রমেভ্যো দ্বিজসজ্জনেভ্যঃ ॥ ৭ ॥
 দদৌ তদা তদ্বচনেচ্ছয়া স কোপীনমেকং তদদৌ গৃহীত্বা ।
 স্বয়ং প্রভুর্ভূতাজ্ঞনায় চেলং দদৌ বিভজ্য প্রতিগৃহ্য তে মুদা ॥ ৮ ॥
 বিধায় মোলৌ নৃহরেঃ প্রসাদং কৃষ্ণেন সার্কং নিজমেব মন্দিরম্ ।
 আগত্য তে প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যা নিপত্য ভূমৌ কুরুহুঃ স্তুতঃখিতাঃ ॥৯॥
 ততো নিমজ্জ্যান্তসি ভূমিদেবাঃ স্নাত্বা ছ্যনচ্চাং হরিপূজনক্রিয়াম্ ।
 চক্ৰুঃ পুনঃ সাযমুপাগতাস্তে বিজহুঃসার্ব্যা হরিণা সমং জগুঃ ॥১০॥
 আলিন্দ্য ভূত্যানপি তান্ গৃহীত্বা ভূমৌ লুঠতাজ্জকরঘ্রয়েন ।
 আনন্দমত্যাৰ্থমনস্তকীৰ্ত্তিঃ সমুদ্বহন্ সিংহগতির্নর্ভ ॥ ১১ ॥
 শ্রীবাসগাদায় ভুজঘ্রয়েন তন্নধ্যাতো দূরতরং নিনায় ।
 ততো ন দৃষ্ট্ৱ বিবশ্য বভূবুঃ স্থবিস্মিতাস্তে হরিদাসবৰ্ধ্যাঃ ॥ ১২ ॥
 বিচার্য্য তে নো দদৃশুর্গহান্তঃ ক্ষুদ্রান্ বিদিত্বা তদজঃ সমাগতঃ ।
 স্বয়ং স্বতস্তার্থরতঃ পুরস্তাং তে পার্থতস্তং পরিবক্রকুংস্রুকাঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৬৯

গোপীস্বভাবাপ্তসমস্তভক্ত্যা পশ্যৎ কৃষ্ণং বনমালিনং প্রভুং ।
 মদ্বল্লভোহসৌ ভগবান্ যথা ভবেৎ তথা কৃপাং মে কুরুতান্নহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
 গোপাঙ্গনাভাববিভাবনিষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণ এবাত্র রসেন পূর্ণঃ ।
 গোপস্রোভাবান্ প্রণতান্ বিভাব্য করোতি বস্ত্রাহরণাদিলীলাম্ ॥ ১৫ ॥
 ততঃ কদাচিদ্রজনৌমুখে স বস্ত্রান্ সমাকৃশ্য বিনম্রভাবান্ ।
 চক্রে করাচিন্তোজযুগেন চক্রে ভূত্যান্ রসজ্ঞো রসদো নরাণাম্ ॥ ১৬ ॥
 এবং প্রভুঃ ক্রীড়নকং স কৃত্বা ক্ষণাদর্দৌ বস্ত্রগগান্ সমস্তান্ ।
 তেভ্যঃ পুনন্তে পরিধায় হ্রষ্টা বাসাংসি সাকং জহ্বমুঁরারিণা ॥ ১৭ ॥
 গায়ন্ হরেনাম পুনর্ননর্ত তৈঃ সার্কিনন্তঃ করণৈর্ঘথার্থৈঃ ।
 লীলাগতিলোকমলং ক্ষপন্ স সমুপচামীকররোচিবা প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥
 ততোহবধূতঃ পুনরাগতঃ স্বথং য়েমে ননর্তাশু জগৌ হরেণ্ডর্গান্ ।
 কৃষ্ণেন সার্কিং হলিনা যথার্ককাঃ পুরা তথৈবাত্র চ বারিজৈক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥
 নৃত্যাবসানে ভগবান্ দ্বিজাগ্র্যান্ উবাচ পাদাববধূতকশ্চ ।
 প্রক্ষাল্য গৃহ্লন্ত জনং ভবন্তশ্চক্রুস্ততো শিরসা তদাজ্ঞাম্ ॥ ২০ ॥
 গীত্বা তু পাদোদকমেব তে মুদা নৃত্যন্তি গায়ন্তি রসেন পূর্ণাঃ ।
 শ্রীগৌরচন্দ্রেণ সমং বিচুক্রুস্ততোহবধূতশ্চ হসন্ পপাত ॥ ২১ ॥
 ততো ননন্দামৃতপূরকেণ বাচা চ গত্যা হসিতেন চাপি ।
 বিলোকনেনাশুজলোচনস্ত ধুম্ররাণাং হৃদয়োগ্রদুঃখম্ ॥ ২২ ॥
 তথা রমন্তং ত্রিদশা বিদিত্বা নভোগতা নেমুরমং স্ববেশম্ ।
 স্ববিন্মিতাঃ কীর্তনকৈস্ত পূর্ণাঃ স্তব্ধামৃতান্তে দদৃশুঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ২৩ ॥
 তত্রাগতঃ শ্রীহরিদাসবর্ষ্যো বক্ষঃস্থলক্ষাটিকরত্নচন্দ্রঃ ।
 স্নপুপ্টৈ রঞ্জিতপাদযুগ্মো ননর্ত দেবস্ত সমীপতো মুনিঃ ॥ ২৪ ॥
 অদ্বৈতবর্ষ্যঃ পুনরাগতঃ স্বধীঃ স তং প্রভূর্ত্তজজনপ্রিয়ো হরিঃ ।
 পাণ্ডার্যগদ্ধাক্ষতচন্দনাদিভিঃ সমর্চয়িত্বা তমথা দিশং স্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

৭০

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

স সম্ভমেণাদরতো গৃহীত্বা ভুক্ত্বা নদন্তং স্বমহৎপ্রসাদম্ ।
 রেমে হরেঃ সার্কমুদারকীর্তিরাচার্য্যবর্ষ্যো মহদুৎসবেন ॥ ২৬ ॥
 শৃণোতি যঃ কৃষ্ণকথামিমাং শুভাং প্রেমাদ্বিতঃ শ্রাং স তু শুদ্ধভাবম্ ।
 লভেত পাণ্ডিত্যমখণ্ডিতং চ দেহাবসানে চ হরেঃ পুরং ব্রজেন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে নৃত্যবিলাসো

নাম দশমঃ সর্গঃ ।

— —

একাদশঃ সর্গঃ ।

— ০ —

ভিক্ষুঃ কশ্চিদনমালী দ্বিজসুত্র সমাগতঃ ।
 সপুত্রো দেবদেবেশং দদর্শ চ ননর্ভ চ ॥ ১ ॥
 তং দৃষ্টা ভগবান্ প্রীত্যা তেন সার্কং হরিং জগৌ ।
 হরেঃ সোহপি প্রসাদেন সপুত্রো মুমুদে স্বথম্ ॥ ২ ॥
 একদা কীর্তনপরে হরৌ নৃত্যতি স দ্বিজঃ ।
 দদর্শ বালকং কক্ষিং শ্রামং পীতাম্বরাবৃতম্ ॥ ৩ ॥
 দৃষ্টৌ দৃষ্টৌ ময়া দেব ইতি হৃষ্টৌ বভূব হ ।
 স জন্ম সার্থকং মেনে ভিক্ষুধর্ম্মো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪ ॥
 পুত্রং গৃহীত্বা হস্তাভ্যামাগতঃ প্রভুসম্মিধিম্ ।
 এবং ভিক্ষুঃ স হৃষ্টাদঃ পুলকাবলিমুদ্বহন্ ॥ ৫ ॥
 প্রেমাশ্রদ্ধারাসিক্তাদ্যো ননর্ভ সহ চক্রিণা ।
 একদা পৈতৃকং কৰ্ম্ম কৃত্বা শ্রীবাসপণ্ডিতঃ ॥ ৬ ॥
 শৃণ্বন্ বৃহৎ সহস্রং স নাম কৃষ্ণশ্চ শুদ্ধধাঃ ।
 তত্রাজগাম ভগবান্ শ্রদ্ধা চ হরিনামকম ॥ ৭ ॥

নৃসিংহাবেশসংক্রুদ্ধো গদামাদায় সত্ত্বরঃ ।
 ধাবতি স্ম ততো দেবো নৃসিংহাকারবিক্রমঃ ॥ ৮ ॥
 এবমুত্তমং তং দেবং দৃষ্ট্বা সর্কে প্রহৃৎকবুঃ ।
 পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা ততস্তান্ নৃহরিঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
 কণাদ্ গদাং পরিত্যজ্য স্তম্ভ আবিশদাসনে ।
 তদোবাচ ন জানেহমপরাধঃ কচিন্মম ॥ ১০ ॥
 ভবেদিতি বচঃ শ্রদ্ধা সর্কে প্রোচুর্ন তে কচিং ।
 অপরাধো জগন্নাথ যদ্বর্শনমহুস্মরন্ ॥ ১১ ॥
 পাপবীজং দহেদেব নরসিংহাকৃতেঃ প্রভোঃ ।
 অপরাধস্তব ভবেৎ কদাচিদপি মানদ ॥ ১২ ॥
 অথাপরদিনে কশ্চিদ্ গায়নঃ সমুপাগতঃ ।
 নমস্কৃত্য হরিং ভক্ত্যা তত্রোপবিষ্টা ভূতলে ॥ ১৩ ॥
 জগৌ কলপদং গীতং শিবস্ম মধুরাক্ষরম্ !
 শ্রদ্ধা স ভগবান্ প্রীতঃ শিবাবিষ্টো ননর্ত্ত হ ॥ ১৪ ॥
 তত উথায় তরসা গায়নস্বক্সমাক্ষহং ।
 শ্রীবাসপণ্ডিতস্তত্র শিবস্তোত্রং চকার হ ।
 মহোক্ষে স হরিস্তত্র বর্ত্তুলাম্বুজলোচনঃ ॥ ১৫ ॥
 জটিলঃ শৃঙ্গডমরুবাদকো রামগায়কঃ ।
 বভূব জগতাং নাথঃ সর্বদেবময়ো হরঃ ॥ ১৬ ॥
 চক্রে মহিষঃ স্তোত্রং স শ্রীমুকুন্দোহতিস্বস্বরঃ ।
 অবরুহ ততঃ স্বক্সাদ্ গায়নশ্রাবিশদ্বিতুঃ ।
 সর্কে তে মুদিতাস্তত্র হরিলীলারসপ্লুতাঃ ॥ ১৭ ॥
 কুর্কন্তি কীর্ত্তনং হর্ষান্তৈঃ সইব জগদগুরুঃ ।
 গায়ন্ রেমে হরের্গীতং ননর্ত্ত চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমান্ বিশ্বস্তুরো দেবো ভক্তিভাবসমন্বিতঃ ।
 ততঃ পরদিনে নৃত্যাবসানে দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ ॥ ১৯ ॥
 নিপত্য সংস্থিতশ্চাস্ত্র দেবশ্চ পদপঙ্কজাং ॥ ২০ ॥
 আগত্য ব্রাহ্মণী কাচিং জগৃহে রজ্জ উত্তমম্ ।
 তত উথায় ভগবান্ জাহ্না তস্মা বিচেষ্টিতম্ ॥ ২১ ॥
 দুঃখেন মহতাবিষ্টোহনুতাপী বহুধাভবৎ ।
 তত উথায় সহসা বেগেন জাহ্নবীজলে ॥ ২২ ॥
 পপাত মগ্নস্তত্রৈব তং দধার মহাবলঃ ।
 অবধূতো মহাবাহুর্দ্বা তীরং সমাকহৎ ॥ ২৩ ॥
 শ্রীবাসহরিদাসাত্মা আগত্য ত্রাসসংবৃত্তাঃ ।
 উদ্বিগ্নাঃ সহসা বক্রস্তং দেবেশং ভয়াস্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
 প্রেমোৎকণ্ঠাশ্চ কুরুকৃঃ গুরুদ্বরদ্বিজাদয়ঃ ।
 স্মৃশাস্তং স্মৃথিনং জাহ্না চক্লুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥ ২৫ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে জাহ্নবীপতনং
 নার্টমকাদশঃ সর্গঃ ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

—*—

ততো বাট্যাং মুরারেস্তু ষাট্টিত্যাগত্য সেখরাঃ ।
 উপবিষ্টা কণাং স্থিত্বা বিজয়স্তাশ্রমং যযুঃ ॥ ১ ॥
 উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ ।
 জগামোত্তরকং কূলং স জাহ্নব্যা ভ্রমদ্ভ্রতম্ ॥ ২ ॥
 ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শাস্ত্রা বিনয়েন দ্বিজোত্তমাঃ ।
 উচুঃ প্রসীদ ভগবন্ আগচ্ছ স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৩ ॥

তং শ্রদ্ধা বিনয়ং তেষাং করুণার্দ্রো ত্ববর্তত ।
 স্বভক্তহৃদয়ানন্দঃ শ্রীমান্ বিশ্বস্তরঃ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥
 ততস্তে হৃষ্টমনসস্ত্যক্তশোকা মুদাহিতাঃ ।
 আজগুর্হরিণা সর্বে শ্রীবাসস্ত্রালয়ং পুনঃ ॥ ৫ ॥
 প্রোবাচ ভগবাংস্তত্র সর্বেষামেব সন্নিধৌ ।
 শৃণুধ্বং বচনং মহৎ যুয়ং কৃষ্ণরসপ্রদাঃ ॥ ৬ ॥
 মাতরং সংপন্নিত্যজ্য গতে ময়ি দিগন্তরম্ ।
 সর্বে মাং সমদিশ্চিন্তি বিকল্পং কৃতবানসৌ ॥ ৭ ॥
 মুরারিঃ প্রাহ তং শ্রদ্ধা মৈবং নাথ বদিশ্চতি ।
 কশ্চিচ্ছনো ন শক্নোতি জীবো বক্তুং সনাতনম্ ॥ ৮ ॥
 তত্র তদ্বচনং শ্রদ্ধা ভগবাংস্তং মুরারিকম্ ।
 আলিঙ্গ্য বরবাহুভ্যাং হর্ষিতঃ প্রাবিশদগৃহম্ ॥ ৯ ॥
 ততঃ প্রমুদিতো বৈষ্ণবঃ পুলকাবলিনুদ্বহন্ ।
 পপাঠ শ্লোকমেককঞ্চ প্রাচীনং যং শৃণুয তং ॥ ১০ ॥
 “কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
 ব্রহ্মবদ্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্বিতঃ ॥ ১১ ॥”
 তং শ্রদ্ধাশ্চর্য্যমখিলং ভাবং সন্দর্শয়ন্ প্রভুঃ ।
 ররাজ সহসা দেবঃ সহস্রাচ্চিঃসমপ্রভঃ ॥ ১২ ॥
 উপবিশ্বাসনে দেবঃ প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্ ।
 ইদং দেহং বিজানীহি সর্চিদম্বনমহুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥
 ততস্তে মুদিতাঃ সর্বে বভূবুঃ পুলকাঙ্কিতাঃ ।
 শ্রীবাসপণ্ডিতস্তত্র স্নাপয়ামাস তং প্রভুম্ ॥ ১৪ ॥
 স্বর্নদীপচ্ছসলিলৈঃ পূজাং চক্রে যথাবিধি ।
 নিত্যানন্দো মহাতেজাশ্ছত্রং শিরশ্চাধারয়ং ॥ ১৫ ॥

গদাধরশ্চ তাম্বলং দদাতি শ্রীমুখোপরি ।
 কেচিৎ সেবন্তে তং দেবং চামরব্যাজনাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥
 সংকীৰ্ত্তনরসে মগ্না হরিং গায়ন্তি সৰ্ব্বতঃ ।
 এবং কোতুকমাপন্না বিন্মিতা ননৃত্তুর্জগতঃ ॥ ১৭ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে মহাপ্রকাশাভি-
 ষেকো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

অথাপরদিনে দেবো ভক্তিং সংশিক্ষয়ন্ স্বকান্ ।
 দেবালয়ং যযৌ বিপ্রৈঃ সার্কং সম্মার্জ্জনীং করে ॥ ১ ॥
 কুন্দালকাসভাগেবু ধটাং কটিবরে বহন্ ।
 নৃত্তবস্ত্রকুতোক্ষীষো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২ ॥
 আচার্য্যাচ্চা মহাত্মানঃ কুন্দালমার্জ্জনীকরাঃ ।
 কৃষ্ণস্ত হৃদিপা ভূত্বা দ্বারং দেবালয়স্ত তে ॥ ৩ ॥
 ভিত্তিং সম্মার্জ্জয়ামাস্তঃ সহ কৃষ্ণেন সদৃগুণাঃ ।
 এবংপ্রকারং নৃহরেঃ শিক্ষাং শতসহস্রশঃ ॥ ৪ ॥
 ভগবান্ স্বাত্মতত্ত্বোহপি কারুণ্যেনাভ্যশিক্ষয়ন্ ।
 শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রদেবো জগতাং কারণং পরম্ ॥ ৫ ॥
 অথ কালে ব্রজস্থং তং পথি দৃষ্ট্বা জনার্দনম্ ।
 কশিৎ কুপ্তী নমস্তুভ্য বিনয়ানতকন্দরঃ ॥ ৬ ॥
 উবাচ ভগবন্ সৰ্ব্বৈ বদন্তি ত্বাং সনাতনম্ ।
 পুরুষং দেবদেবেশং মাং সমুদ্ভব পাপিনম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৭৫

প্রাহি মাং দুঃসহান্নাথ কুষ্ঠরোগাং সুদারুণাং ।
 তং শ্রদ্ধা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ শোণপদ্মবিলোচনঃ ॥ ৮ ॥
 উবাচ ভো দুরাচার বৈষ্ণবদ্বেষকারক ।
 শ্রীবাসপণ্ডিতদ্বেষঃ কৃত্বা ত্বং হি কথং সুখী ॥ ৯ ॥
 অব্যাচ্যবাদমুক্ত্য তং নিষ্ণাতং বৈষ্ণবোত্তমম্ ।
 শতজনানি কুষ্ঠী ত্বং বিগতাদো ভবিষ্যসি ॥ ১০ ॥
 বৈষ্ণবদ্বেষকর্তারং নোদ্ধরামি কদাচন ।
 বহিঃপ্রাণমিমং দেহমন্তঃপ্রাণং চ বৈষ্ণবম্ ॥ ১১ ॥
 তং দ্বিষন্তি মহামোহাং পতন্তি নিরয়েহুর্চো ।
 বৈষ্ণবেষু নতা য়ে চ মাং দ্বিষন্তি কথঞ্চন ॥ ১২ ॥
 তানুদ্ধরিয়ে সর্বত্র মহাপাতকমঞ্চনাং ।
 এবমুক্ত্য যযৌ দেবঃ শ্রীবাসস্থানয়ে শুভে ॥ ১৩ ॥
 উপবিষ্টা স্তথং রেমে ভগবান্ স্বজনৈঃ সহ ।
 শ্রীবাসপণ্ডিতং প্রাহ কৰুণার্জো জগদগুরুঃ ॥ ১৪ ॥
 পথি কশ্চিৎ কুষ্ঠরোগী দুষ্টস্বদপরাধতঃ ।
 ভুঙ্কতে স নরকং সৰ্বমুদ্ধারো নৈব দৃশ্যতে ॥ ১৫ ॥
 স প্রাহ যোহপরাধং মে করোতি হি সমাসতঃ ।
 উদ্ধারং কুরু তং দেব বরমেতং সদা মম ॥ ১৬ ॥
 পাপপূর্ণান্ জগন্নাথমাখবাদীন্ সমুদ্ধর ।
 ওমিত্যাহ স ভগবান্ সৰ্বপাতকমূলহং ॥ ১৭ ॥
 একদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ভ্যস্তং পুরুষোত্তমম্ ।
 ব্রহ্মুং গত্বা ন দৃষ্ট্য চ বহির্দ্বাঃস্থেন বারিতঃ ॥ ১৮ ॥
 ক্রষ্টঃ পরদিনে দৃষ্ট্য গঙ্গাতীরে জগদগুরুম্ ।
 সুহৃদুখো কষিদ্ভা তং শাপং দাস্তুমুবাচ হ ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞোপবীতং বক্ষঃস্থং ছিদ্ভা শাপং দদৌ ক্রুধা ।
 যশ্মাদ্বয়ং ত্যসময়ে তত্র গচ্ছন্নিবারিতঃ ॥ ২০ ॥
 দ্বাঃস্থেন তে ততোহন্য ঙ্গং সংসারাদ্বহিরাব্রজ ।
 তং শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণবচো নুমোদ ভগবান্ পরঃ ॥ ২১ ॥
 ক্রুদ্ধব্রাহ্মণশাপো বৈ বর এবাভবন্নম ।
 উদ্ধরাসি জনান্ সৰ্বান্ সন্ন্যাসাশ্রমশ্রিতঃ ॥ ২২ ॥
 ইতি শ্রদ্ধা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সহ ।
 ব্রহ্মশাপাঙ্ঘ্রিগুচ্যত নবং সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে ব্রহ্মশাপবরো নাম
 ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

চতুর্দশঃ সর্গঃ ।

অথ প্রভাতে বিমলে ছানাত্বে স্মরন্ মুনিব্রাহ্মণসজ্জনান্ বহুন্ ।
 স পাঠয়ন্ দৈবতগৌরচন্দ্রো বভূব নীলাধরভাবভাবিতঃ ॥ ১ ॥
 স হাসয়ন্ দেহি মধুনি সাম্প্রতস্থিতৌ তং মেঘসমং স্বনং পুনঃ ।
 শুশ্রাব তস্মিন্ সময়ে হলায়ুধং নীলাধরং শ্বেতমহীধরং প্রভুন্ ॥ ২ ॥
 সৌন্দর্যপাণিঃ বরপদ্মলোচনঃ দৃষ্ট্বাভুতং হৃষ্টমনাঃ প্রহর্যয়ন্ ।
 লোকায়নর্ভাখিললোকপালকঃ স্বয়ং হরিতৈঙ্গমুনিভিঃ সুবেশধৃক্ ॥ ৩ ॥
 বিপ্রৈরুপেতো হরিনামগায়নৈর্জ্যোত্স্নগমর্ষেণমুরারিবেশ্মনি ।
 তত্রাবদদেহি স্বধাং মধুংকটাং প্রাচীদিবানাথ ইবাতিলোহিতঃ ॥ ৪ ॥
 জিষ্ণুঃ স্বয়ং তোয়স্বপূর্ণভাজনং হন্তেন ধৃদ্ধা পিবদম্বু পাবনম্ ।
 ননর্ভ মতোহতিহসন লুঠন্ ক্রিতৌ তদাহস্তবংস্তে হলিনঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥

পেতুঃ পৃথিব্যাং চরণান্বজঘ্নয়ে নুনোদ চাতীৰ মুহুমুর্জর্জনঃ ।
 এবং স দেবো বলদেবলীলয়া ননর্ন্ত চোবাচ চ সামনিষ্মনঃ ॥ ৬ ॥
 নাহং স ক্রুষ্যে বচসা স্থপী ভবেদ্ যো মে প্রযচ্ছত্ব স্থপেরমভুতম্ ।
 মল্লোহয়মিত্যঙ্গুলিনা দ্বিভ্রকং ক্রিপন্ স্বদূরে প্রাহিণোং পৃথিব্যাম্ ॥ ৭ ॥
 পপাত সোহপ্যাগতসাক্ষসোহভূদেবং বিজহে ভগবান্ স্বলীলয়া ।
 প্রাতঃ সমারভ্য দিবাবসানং যাবৎ স দেবো বলদেবলীলয়া ॥ ৮ ॥
 ক্রীড়াং বিধত্তেহুতরূপবেশঃ স্বয়ং কৃতস্মানবিধির্বিধৌ গৃহম্ ।
 ভুঙক্তে স্ববর্গৈঃ পরিবেষ্টিতঃ স্বয়ং শ্রীগৌরচন্দ্রো জগতাং পতিঃপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥
 অথাপরেহহি পরিতপ্তদেহো মুহুমুর্জর্মোহমবাপ দেবঃ ।
 স্বরন্ বনে তং পরিকীর্ণমুর্দ্ধজাস্তদা দ্বিজাস্তং সনিলৈরসিঞ্চয়ন্ ॥ ১০ ॥
 গদাধরং সম্ভ্রতি লক্ষসংজ্ঞঃ প্রোবাচ বৈকল্যাগিরা স্বয়ং প্রভুঃ ।
 সমানয়াসাত্ম সমস্তবদ্ধনু সর্দৈক্ষবাংস্তান্ প্রতিলোকয়ামি ॥ ১১ ॥
 তদাজ্জয়া তে মুদিতাঃ সমাগতা আচার্য্যরত্নপ্রমুখা মহন্তয়াঃ ।
 দৃষ্ট্ৱ হরিং বিহ্বলিতং সগদগদস্বরং বিমূঢ়া ইব তে ভূশাদিতাঃ ॥ ১২ ॥
 বভূবুরুচুচ কিমত্র কারণং বদস্ব তাত স্বয়মেব সাম্প্রতম্ ।
 শ্রদ্ধাবদভানুহরিঃ স্ববিহ্বলো দৃষ্টো যয়া খেতগিরির্লায়ুধঃ ॥ ১৩ ॥
 স্ববর্ণসৌন্দর্য্যকরঃ সহস্রগুণ্যথা প্রভাতে বরহেমভূষণঃ ।
 শ্রদ্ধা তদা শ্রীযুতচন্দ্রশেখরাচার্য্যোহথ তং প্রাহ বদস্ব তং প্রভো ॥ ১৪ ॥
 দৃষ্ট্বয়া যং সহসা তদা হরিস্তজৈব গদ্বা হলিনং দদর্শ ।
 ততস্তদাবেশতয়া পুনর্বিভূর্ননর্ন্ত তদ্বেশধরো মুদাস্মিতৈঃ ॥ ১৫ ॥
 হ্রষ্টো হরিঃ কোতুকনৃত্যজল্লিতৈরানন্দিতাত্মা করভঙ্গসদ্যতৈঃ ।
 সর্দৈক্ষ্যতৈঃ পুণ্যমহাধরোজ্জ্বিতৈঃ ক্রান্তৈর্বিধুঃ স্বর্গস্থখং পদক্রটৈঃ ॥ ১৬ ॥
 এবং দিনান্তং স নিনায় যজ্ঞভুক্ যজ্ঞৈঃ স্তসকৌর্ভনকৈর্জগদ্ধিতৈঃ ।
 ততোহপরাহ্নে পুনরেব দেবে নৃত্যোন্মুখে বাকুণিদিব্যগঠৈঃ ॥ ১৭ ॥

অপূরি সৰ্ব্বাণি দিশাং মুখানি তদা সমাব্রায় জনা ননন্দঃ ।
 শ্রীরামনাগা দ্বিজবর্ষাসত্তমোহপশ্যন্তদা তত্র সমাগতান্ বহুন্ ॥ ১৮ ॥
 কর্ণৈকপদ্যান্ কমলায়তেক্ষণান্ শ্রোত্রেৈকবিগ্ৰহস্তম্বকুণ্ডলার্চিবা ।
 বিজ্যোতমানান্ সিতবস্ত্রমস্তকান্ শ্রদ্ধা ততোহগ্রে ননুতুঃ প্রহৰ্ষিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 তত্রেব কশ্চিদ্ধনমালিনাং পশ্যত্যলং কাঞ্চননির্মিতং ক্ষিতৌ ।
 সৌন্দর্যমং সূৰ্য্যকরপ্রকাশকং সংহৃষ্টরোমাশ্চভিরাট্রবিগ্রহঃ ॥ ২০ ॥
 ততো ননর্ভাখিললোকনাথো হলায়ুধাবেশরসেন মত্তঃ ।
 দৃষ্টবধূতচ্চ নিনায় বক্ষসি তং গৌরচন্দ্রক রসেন তেন ॥ ২১ ॥
 নভোগতা নেমুরহস্তমেন ভাবেন তৃপ্তা দিবিজাঃ সহেশাঃ ।
 প্রেমাশ্রুপূর্ণাঃ পুলকাকুলাবতাঃ শ্রীরামনারায়ণকৃষ্ণজ্ঞানিনঃ ॥ ২২ ॥
 এবং নিশাং তাং স নিনায় দেবস্ততো যযৌ স্বঃসরিদমুমধ্যে ।
 বিগাহ তস্মিন্ স্তজ্জটৈঃ সমেতো হসন্ শটৈঃ ক্রোড়নকং চকার ॥ ২৩ ॥
 ততোহগমদেষ্ম নিজং জিতারির্জনা নমস্কৃত্য হরিং নিজাশ্রমম্ ।
 যযুঃ প্রভাতে পুনরেব সৰ্বে সমাগতা দ্রষ্টুমজাজিষ্ম পদজম্ ॥ ২৪ ॥
 এবংপ্রকারাণি বহুনি চক্রে হলায়ুধাবেশধরো মুকুন্দঃ ।
 স্বভক্তিপূর্ণো জগতাং হিতার্থী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ২৫ ॥
 শৃণোতি যঃ শ্রীহলিনশ্চরিত্রং বিচিত্রবেশৈর্ষদকারি স প্রভুঃ ।
 ভবেৎ সদা ভক্তিরসাম্ভিমত্তো মৃতোহশ্মুতে শ্রীপুরুষোত্তমামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে শ্রীবলভদ্রাবেশো

নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।

—*—

উবাচ কৃষ্ণঃ কলনাদরমাং বচোহমৃতং শ্লাঘাসগদগদস্বরম্ ।
 বরাহদেবো ভগবান্ দদৌ মামালিঙ্গনং যজ্ঞবপুর্ষহীধরঃ ॥ ১ ॥
 হলায়ুধো মে হৃদি সন্নিবিষ্টঃ স বেণুপাণিনিয়নাঙ্গনোহভূৎ ।
 ইতীরিতং তস্ত নিশম্য বিপ্রা হৃষ্টা ননন্দূর্ননৃতুর্মহান্তঃ ॥ ২ ॥
 শ্রীবাসমাহ প্রহসন্ স কৃষ্ণো বেণুং প্রযচ্ছান্ত মদীয়মুত্তমম্ ।
 তদাবদংসোহপিতবালয়েবিভো ভীষ্মাত্মজায়াঃ পরিরক্ষিতোহস্তিসং ॥ ৩ ॥
 বেণুশুদগ্মিন্ সময়ে ন লভ্যতে রাজৌ কবাটাপিহিতে গৃহান্তরে ।
 'এবং নিশম্য প্রহসন্নিশাং তাং ভক্তৈঃ সমং লোকগুরুনিবায় ॥ ৪ ॥
 প্রাতর্ষযুস্তে মুদিতা দ্বিজেশা নদ্রা হরিং স্বঃসরিদদুমুখো ।
 স্নাত্বা স্তুতেনৈব হরিং সমর্চ্য ভুক্ত্বা প্রসাদং পরমাং মুদং যযুঃ ॥ ৫ ॥
 এবং মহাক্রৌড়নকং মুরারেঃ শ্রদ্ধা বিমুচ্যেত ভবার্ণবান্নরঃ ।
 পঠৈল্লভেত্তংপদপঙ্কজে রতিং ক্রতং মহারোগগণাধ্বিমুচ্যতে ॥ ৬ ॥
 যশ্চ পাদকমলে কমলায়াঃ প্রীতিসাগরবরো মুহূর্বভৌ ।
 তশ্চ কৃষ্ণপদপঙ্কজাশ্রয়ে গোপযৌবতবশেহভবন্ননঃ ॥ ৭ ॥
 একদা সমভিধায় স্ববেশং যোষিতাং স্মিতস্বধামুখচন্দ্রঃ ।
 চন্দ্রশেখরগৃহাঙ্গনে বিভূর্নর্তনং নিজজ্ঞৈনঃ স চকার ॥ ৮ ॥
 তত্র নারদ ইবাবভৌ মহান্ শ্রীপতেঃ প্রথমজো দ্বিজোত্তমঃ ।
 দণ্ডবভুবি নিপত্য সুরষিঃ প্রাণমম্মুনিরজ্ঞাত্মজো জিতম্ ॥ ৯ ॥
 মাং প্রতীহি শনৈকরিদমুক্ত্বা শ্রীগদাধরমহাস্বরমাহ ।
 গোপিকেহবদঃ সুরষিপদে ত্বং সংপ্রণম্য নতকন্ধরচিত্তা ॥ ১০ ॥
 তাতমাত্চরণং পরিহৃত্য কৃষ্ণপাদকমলশ্চ স্তসেবাম্ ।
 কৰ্ত্তুনীশ ইহ তৎকরণাক্ষেঃ পাদপদ্মকরণা ময়ি তে শ্রাত্য ॥ ১১ ॥

এবমাপ্তবচসা ন মুনিস্তাং সংপ্রহৃষ্টবদনঃ পুনরাহ ।

অপ্সরে স্বরনদীপয়সি ত্বং মাঘমাসশতৈকঃ সদা কুরু ॥ ১২ ॥

স্নানমেকমনসা তদা ভবেৎ কৃষ্ণপাদকমলস্ত্র স্রসেবা ।

তৎ কৃতং মুনিবচো হি ভবত্যা তেন গোকুল ইহাভবজ্জনিঃ ॥ ১৩ ॥

উত্তমামতিতরাং হরিভক্তিং প্রেমনির্ভররসোন্মিভিরার্জা ।

হূলভাং ত্রিভগতো মুনিরাপ যাং প্রণায়তি মৃদা শুকদেবঃ ॥ ১৪ ॥

তথাচ—(১০।৪৭)

“বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমভীক্লশঃ ।

যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥” ১৫ ॥

কিং বদামি হরিভক্তিমহৎ সর্বপাপগণবান্ দ্বিজমুহুঃ ।

দুঃখপালিভিরজামিলনামা পুত্রমাত্রমহুচিস্ত্য জগাম ॥ ১৬ ॥

নামমাত্রবিভবেন ভবাক্লেঃ পারমেব পরদুস্তরস্ত চ ।

গচ্ছতু সগগ এব কৃপাক্ষেধাম কিং পুনরজস্ত্র স্রসেবা ॥ ১৭ ॥

এবমুক্তবতি ভূস্বরবর্ষ্যে প্রেমসাগররসোন্মিভিরার্জাঃ ।

সংবভূবুরতি তে রসপূর্ণাস্তূর্ণমেব মুদিতা দ্বিজবর্ষ্যাঃ ॥ ১৮ ॥

ষদজিষ্মনখচন্দ্রিকাকিরণমাত্রমেতৎ বৃতং

স্বরেন্দ্রমুনিপুন্দরৈঃ সহচরৈহি ব্রহ্মাদিভিঃ ।

কৃতং সকলনির্মলং গোপগোপীনামামৃতৈ-

স্তদপ্সরঃকথাদিকং মহাজ্ঞভাবমেব স্মৃটম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে গোপীভাববর্ণনং

ভক্তিযোগো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ ।

—*—

প্রাবিশত্তদস্থ দণ্ডধরোহরতঃ পূর্ণচন্দ্রসদৃশো হরিদাসঃ ।
 কীর্ত্তনং কুরু হরিরিতিবাদী বোধয়ং দ্বিজগতীং পরিতপ্তাম্ ॥ ১ ॥
 তস্ত তদ্বচনমজগুপ্তস্ত সন্নিপীয স্বষিতাদ্রুহাস্তে ।
 বৈষ্ণবা ননৃতুরুদগতেন্দ্রবারিভিস্তিমিতবিগ্রহভাজঃ ॥ ২ ॥
 প্রাবিশত্তদস্থ বৈষ্ণবরাজো রাজমান ইব তিগ্মমরীচিঃ ।
 আক্ৰিগ্নিষ স্থধামিব কান্তিমজ্জচারুবদনঃ স মহাত্মা ॥ ৩ ॥
 ঈশ্বরস্ত কলয়া তু বিজ্ঞাতোহদৈতবর্ধ্য ইতৈররতুগৈঃ সঃ ।
 আননৰ্ত্ত হরিপাদরসার্জো মত্তসিংহ ইব হৃদমনাস্তঃ ॥ ৪ ॥
 তং বিলোক্য মুদিতৈর্নয়নাতৈঃ সাধবঃ নদসি তস্ত মুখেন্দুম্ ।
 অভ্যুতঃ পপূরবশ্চহৃদস্তে প্রেমসাগররসেষু নিমগ্নাঃ ॥ ৫ ॥
 গোপীবেশধরকো বলদেবঃ প্রাবিশদ্রসবিশেষবিনোদী ।
 প্রাণনাথকরপল্লবপ্রধৃতো নয়নবারিপরিপূর্ণহৃদেহঃ ॥ ৬ ॥
 বাহুদেবকৃতবেশবিশেষঃ প্রাবিশং স ভগবানমৃতাংস্তুঃ ।
 তপ্তকাঞ্চনবপুঃ কনকাদ্রিশৃঙ্গরাজ ইব জঙ্গমবেশঃ ॥ ৭ ॥
 গোপিকেব বরকঙ্গুলিবক্ষাঃ শঙ্ককঙ্কণধরোহরুণবস্ত্রঃ ।
 নৃপুংরেণ হুতপাদস্পন্দাঃ সূক্ষ্মমধ্যবপুষা স ননৰ্ত্ত ॥ ৮ ॥
 জ্যোতিষাতিমিলিতে ভুবন্তলে দেহজেন নূহরেঃ কুতে তদা ।
 দিব্যগন্ধপবনঃ স কম্পয়ন্ মালতীং মলয়জ্ঞো ববৌ মুহুঃ ॥ ৯ ॥
 খেদশোককলয়া বিদিতোহপি পূর্ণমণ্ডল ইব প্রচকাশে ।
 চন্দ্রমা দিবি স্বরেশমহেশলোকপালসগণাবৃতমার্গে ॥ ১০ ॥

কীর্তনং স ভগবানতিতেজা নর্তনঞ্চ মুদিতঃ প্রচকার ।
 ভাবমাণ্ড বিদধে কমলায়াঃ কান্তিভাবভূষণমুখোহস্তাঃ ॥ ১১ ॥
 তত্র দেবগৃহমধ্যগতায়াঃ কৃষ্ণদিব্যবপুষঃ প্রতিমায়াঃ ।
 সন্নিকর্ষমুপস্থত্য বিনীতো নব্যবস্ত্রদশয়া কুসুমানি ॥ ১২ ॥
 বিগ্রহাদপনয়ন্ পুনরেব তত্র তানি নিদধে স্মনানসি ।
 প্রেমভক্তিরসপূরিতকোটিমাতৃস্নেহপরিপূরিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥
 তাং দ্বিরং প্রমুদিতাঃ পরিনেমুঃ সংস্তবেন শ্রুতিভিঃ প্রতুষ্টবুঃ ।
 আজ্ঞয়া সকলদেবময়স্য তস্য হৃষ্টমনসো দ্বিজমুখাঃ ॥ ১৪ ॥
 তংক্ষণাং পুনরভূৎ ভগবত্যাঃ সর্বশক্তিময়তাং তু বহত্যাঃ ।
 ভাব এব সূচনা মৃদমাপুষ্টষ্টবুঃ স্বরকুঠৈঃ স্তবরাজৈঃ ॥ ১৫ ॥
 আসনে সমুপবিশ্য হৃক্লিপ্তে দেবতাপ্রতিকৃতী পুনরাহ ।
 প্রাশিশ্রুটনবীক্ষণকামাহত্রাগতান্মি ভবতাং কুতূকেন ॥ ১৬ ॥
 দেহি দেবি তব পাদযুগাজে প্রেমভক্তিমিতি তে পুনরুচুঃ ।
 অব্রবীচ্চ ময়ি তে যদি ভক্তির্জায়তে যদি বদিগ্ধতি লোকঃ ॥ ১৭ ॥
 চাণ্ড এষ ইতি স্থম্মিতবক্ত্রা তান্নবাচ তর্হি তে ভুবি নেমুঃ ।
 ব্রাহ্মণাস্তমহু সা হরিদাসমর্ক ইন্দুসদৃশং সমগ্রহোং ॥ ১৮ ॥
 পঞ্চহায়ন ইবাভবত্তদা সোহপি তত্র তদভূদতিচিত্রম্ ।
 তত্র কোহপি সম্বাচ মুরারিঃ দীনমেনমবলোকয় দেবি ॥ ১৯ ॥
 তন্নিশম্য নয়নাক্ষয়ুগেন প্রেমতোয়মশ্রুজং করুণার্জা ।
 তংক্ষণাং সমনুভূয় চ সা তংপূজনং নিজজনস্য স্ববেশা ॥ ২০ ॥
 স্তম্ভমাণ্ড বিদধে স্বরবর্ধ্যান্ পায়য়ন্নস্বরবাহিনীরিপুং ।
 তাং বিলোক্য করুণার্জস্নেনেত্রামীশ্বরং নিজজনা মৃদমাপুঃ ॥ ২১ ॥
 তংক্ষণান্তগবতঃ পুনরেব ভাব ঈশিত্বরভূদবলোক্য ।
 নেমুরার্জনয়না জগদীশং তুষ্টবুচ্চ মুদিতা দ্বিজবর্ধ্যাঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৮৩

এবং নিনায় ভগবান্ স কলাং নিশাং স প্রাতর্ভগাম নিজ্জমন্দিরমিন্দুবক্তুঃ ।

হস্তগৃহীতবরদণ্ড ইবাতিচণ্ডরশ্মেঃ শিখেব নৃহরিদদৃশে জনেন ॥২৬॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে সর্বশক্তিপ্রকাশো

নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

শ্রীচন্দ্রশেখরচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ ।

ননর্ভ যত্র তত্রাসীত্তেজস্বত্ববদন্তুতম্ ॥ ১ ॥

সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরেঃ ।

চঞ্চলেব স্তূত্প্রেক্ষ্যং চিত্তাহ্লাদকরং শুচি ॥ ২ ॥

যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ ।

উন্মীলনে ন শক্তা স্ম বিদ্যাস্বং প্রেক্ষ্য ভূতলে ॥ ৩ ॥

তং শ্রদ্ধা বৈষ্ণবাঃ সর্বৈ হর্ষাদুচূর্ণ কিঞ্চন ।

জ্ঞানস্তোহপি মহাভাগা বহিমুখজনান্ প্রতি ॥ ৪ ॥

অথ পপ্রচ্ছ শ্রীবাসো ভগবন্তং জগদুগুরুম্ ।

কলাবেব হরেন্নামকীর্তনং সমুদাহৃতম্ ॥ ৫ ॥

কিং সত্যাদিযুগান্তান্তি কলং ন্যূনং কথঞ্চন ।

তং শ্রদ্ধা ভগবান্ প্রাহ শ্রয়তাং কথয়ামি তে ॥ ৬ ॥

সত্যে ধর্ম্মস্ত পূর্ণদ্বাক্ষ্যানেনৈবোপসাধ্যতে ।

তৎফলং যজ্ঞমাত্রেন ত্রেতায়াং দ্বাপরে যুগে ॥ ৭ ॥

পূজনেন কলৌ পাঠৈর্ন শক্তান্তে হরিঃ স্বয়ম্ ।

নামস্বরূপো ভগবানাগত্য শুশ্রুভে প্রভুঃ ॥ ৮ ॥

কৃতাদিষু ত্রয়ঃ শক্ত্যা ধ্যানযজ্ঞার্চনাদয়ঃ ।
 দারুণে চ কলৌ পাপে স্বয়মেবানুপত্ততে ॥ ৯ ॥
 তং শ্রদ্ধা হর্ষিতো বিপ্রঃ শ্রীবাসঃ পণ্ডিতোত্তমঃ ।
 মেনে সর্বপুরুষার্থসারং শ্রীনামমঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥
 হরিসঙ্কীৰ্ত্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ ।
 স্নেচ্ছাদৌলুপ্তধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ ॥ ১১ ॥
 একদা ভগবানাহ নেত্রবারিভরাপ্লুতঃ ।
 স্বাতুং নাহং সমর্থোহস্মি গচ্ছামি মথুরাং পুরীম্ ॥ ১২ ॥
 ছিদ্ৰা যজ্ঞোপবীতং স্বং কৃষ্ণবিল্লেষকাতরঃ ।
 শ্রদ্ধা তদ্বচনং তস্মৈ প্রাহ বৈত্তো মুরারিকঃ ॥ ১৩ ॥
 ভগবন্ সকলং কৰ্ত্তুং শক্তোহসি সর্বতদ্বিৎ ।
 গন্তুং স্বাতুং অমার্হেণ তথাপি নার্সি ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥
 ত্বয়া চেৎ ক্রিয়তে নাথ স্বাতস্ত্র্যাং সকলা জনাঃ ।
 স্বাতস্ত্র্যেণ করিষ্যন্তি পতিশ্রুত্যাশুচৌ পুনঃ ॥ ১৫ ॥
 এতন্নত্বা স্বয়ং তাত স্বাশ্রমাদাশ্রমাস্তরম্ ।
 কৰ্ত্তব্যস্ত ত্বয়া তে কে কথয়ন্ত মহত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥
 কুর্দ্বেব গমনং তেহং কৃতং শ্রাৎ সর্বদেহিনাম্ ।
 চৈতন্যরহিতানাঞ্চ কিং তাবৎ কথয়ামি তে ॥ ১৭ ॥
 ভট্টকঃ সংবেষ্টিতো নিত্যং নিত্যানন্দসমম্বিতঃ ।
 গদাধরেণ গন্ধার্টেঃ সেবিতো ভক্তগৌ হরিঃ ॥ ১৮ ॥
 তং শ্রদ্ধা ভগবাংস্তু ফীং ভূত্বাসীং প্রেমবিহ্বলঃ ।
 কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনানন্দপূৰ্ণমনোরথঃ স্বরম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে শ্রীমুরারিগুপ্তানুশাসনং
 নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ কিম্বদ্বিনে প্রাহ ভগবান্ কার্ধ্যমাত্মনঃ ।
 স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ১ ॥
 সন্ন্যাসমন্ত্ৰং মৎকর্ণে কথয়ামাস হুশ্মিতঃ ।
 তং শ্রুত্বা ব্যাধিতো রাত্রৌ দিবা চাহং বিরোদিমি ॥ ২ ॥
 কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যক্ত্বা তুচ্ছচিতং মম ।
 মুরারিঃ প্রাহ তং শ্রুত্বা তন্নদ্রে ভগবন্ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
 যদ্যসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং হুত্বী ভব ॥ ৪ ॥
 তত্রোবাচ প্রভূবাচং তথাপি শিথিতে মনঃ ।
 শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত্বা রুরোদ সঃ ॥ ৫ ॥
 তং শ্রুত্বা ব্যাধিতাঃ সৰ্বে কৃষ্ণবিল্লম্বকাতরাঃ ।
 যথা ভাবিনি মাধুরে বিক্লবা ব্রজহৃদ্রবঃ ॥ ৬ ॥
 ততঃ কিম্বদ্বিনে তত্র শ্রীমৎকেশবভারতী ।
 ত্রাসিশ্ৰেষ্ঠো মহাতেজা দীপ্যমানো যথা রবিঃ ॥ ৭ ॥
 পূৰ্ব্বজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সৰ্বৈস্তৈরাগতঃ স্বয়ম্ ।
 তত্র ভাগ্যবশাৎ কৃষ্ণং তপ্তচামীকরপ্রভম্ ॥ ৮ ॥
 দদর্শ পুণ্ডরীকাক্ষং প্রেমবিহ্বলিতং হরিম্ ।
 দৃষ্ট্বা চানন্দপূর্ণোহসৌ বভূব ত্রাসিসত্তমঃ ॥ ৯ ॥
 ত্রাসীশ্বরং পুরো দৃষ্ট্বা ভগবানীশ্বরঃ স্বয়ম্ ।
 প্রেমানন্দপরিপূর্ণঃ সমুখায় ননাম তম্ ॥ ১০ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমাদ্বাধারাভিঃ পদীতং তং বিলোক্য সঃ ।
 প্রাহ তুষ্টো মহাবুদ্ধিঃ শ্রীমৎকেশবভারতী ॥ ১১ ॥

ত্বং শুকো বাথ প্রহ্লাদ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।
 কিংবা ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদীশ্বরঃ সর্বকারণং ॥ ১২ ॥
 তং শ্রদ্ধা ব্যথিতো নাথঃ প্রশংসাং স্বাং মহামতিঃ ।
 কুরোদ দ্বিগুণং প্রেমবারিধারাপরিপ্লুতঃ ॥ ১৩ ॥
 ততঃ প্রোবাচ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো গ্রাসিসত্তমঃ ।
 ভগবন্তং ভবান্ কৃষ্ণ ঈশ্বরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
 আত্মপ্রশংসাং মহতীং শ্রদ্ধা বৈকল্যমাবহন্ ।
 নত্বা তং গ্রাসিনাং শ্রেষ্ঠং জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ১৫ ॥
 গ্রাসং কর্তুং মনশ্চক্রে ত্যক্ত্বা স্বগৃহমুদ্বিগম্য ।
 ভগবান্ সর্বভূতানাং পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥ ১৬ ॥
 ততো মুকুন্দঃ প্রোবাচ বৈষ্ণবান্ ভো দ্বিজোত্তমাঃ ।
 পশু নাথং জগদ্যোনিং যাবদব্রাবতিষ্ঠতে ॥ ১৭ ॥
 গমিষ্যতি কিমংকালে ত্যক্ত্বা গেহং জগদগুরুঃ ।
 সৰ্ব্বে তে ব্যথিতাঃ শ্রদ্ধা বচনং তস্মা ধীমতঃ ॥ ১৮ ॥
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ শ্রীবাসং দ্বিজপুঙ্গবম্ ।
 ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
 সাধুভিনীবমাকুহ যথা গত্বা দিগন্তরম্ ।
 অর্থমানীয় বদ্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ ॥ ২০ ॥
 দিগন্তরাং সমানীয় দাস্তামি প্রেমসন্ততিম্ ।
 যয়া সৰ্ব্বজ্ঞরাদ্যাং শ্রীকৃষ্ণং পরিপশ্যসি ॥ ২১ ॥
 পুনঃ প্রোবাচ তং শ্রদ্ধা শ্রীবাসঃ শ্রীহরিং প্রভূম্ ।
 ত্বয়া বিরহিতো নাথ কথং স্বাস্তামি জীবিতঃ ॥ ২২ ॥
 তং শ্রদ্ধা ভগবান্ প্রাহ তব দেবালয়ে স্বয়ম্ ।
 নিত্যং তিষ্ঠামি বিপ্রেন্দ্র ন চিন্তে বিস্ময়ং কুরু ॥ ২৩ ॥

তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতোহভূদ্বিজবর্ষভঃ ।
 ঈশ্বরঃ সর্বসংব্যাপী কস্তান্নং বস্ততে বশে ॥ ২৪ ॥
 তত্র শ্রীহরিদাসেন সাক্ষং সান্নং গতৌ হরিঃ ।
 মুরারিবেশ্ব কাকুগ্যাং নোহভ্যগচ্ছদ্ধরেঃ পদম্ ॥ ২৫ ॥
 নত্বাসনমুপানীয় দত্তা সন্তুষ্টমানসঃ ।
 হরিদাসং প্রণম্যাত্ম সন্নিকর্ষে স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥
 তনুবাচ দয়ান্তোষির্মুরারিঃ শৃণু মদ্বচঃ ।
 যদুদাসসে সদা নিত্যং তদিত্থং কুরু মদ্বচঃ ॥ ২৭ ॥
 সাবধানেন ভবতা শ্রোতব্যং বচনং মম ।
 উপদেশং দদাম্যচ্চ তব তং সম্প্রদার্যতাম্ ॥ ২৮ ॥
 অষ্টদ্বিতীয়াচার্যবর্ষোহসৌ মহান্ বৈ সদগুণাশ্রয়ঃ ।
 ঈশ্বরান্শোহস্ত সেবাঞ্চ কুরু যত্নেন সাদরম্ ॥ ২৯ ॥
 ইত্যেবং জ্ঞাপিতৌ গুহো ময়া ত্বংসুখসিদ্ধয়ে ।
 ইত্যুক্ত্বা স যযৌ দেবঃ স্বাং পুরীং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩০ ॥
 অথাপরদিনে গত্বা কণ্টকগ্রামমুত্তমম্ ।
 সন্ন্যাসং কৃতবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীমৎকেশবভারতীম্ ॥ ৩১ ॥
 কৃতার্থয়ন্ গুরুং কৃত্বা তং ব্রহ্মপারগোত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
 ইতি হরেশ্চরিতং সংশৃণোতি যঃ সপদি পাপগণং পরিহায় সঃ ।
 বিশতি পাদতলে নৃহরেলভেদতুলভক্তিমসদ্ব্যমনার্যতঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে সন্ন্যাসসূত্রং

নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

সনাতনশ্চারণ দ্বিতীয়ঃ প্রক্ৰমঃ ॥

তৃতীয়-প্রক্ৰমে

প্রথমঃ সর্গঃ ।

—*—

শ্রদ্ধা হরেঃ কথনমদ্ভুতমপ্রপঞ্চং দামোদরঃ পুনরুবাচ বরং মুরারিम् ।
 তং কথ্যতাং কথমসৌ ভগবাংস্চকার গ্রাসং বিদেশগমনং পুরুষোত্তমঞ্চ ॥ ১ ॥
 দৃষ্ট্বা জগাম মুনিসঙ্গনিষেবিতানি তীর্থানি কানি চ মনোজ্ঞকৃপঃ পুরাণঃ ।
 শ্রদ্ধা বচো দ্বিজবরস্ত জগাদ বৈত্থো হৃদ্যাং কথাং শৃণু হরেঃ কথয়ামি
 তুভ্যম্ ॥ ২ ॥

তত্রাশুশক্তিমতুলাং ভগবান্ দদাতু বক্তুং যথা মম ভবেৎ কুশলা স্রবাণী ।
 যস্তাদ্ভুতশ্রুতিসুধারসনৈঃ স্রবাণী যন্মামসংস্রুতিরসা দ্বিবশা বিমুক্তিঃ ॥ ৩ ॥
 তং নিত্যবিগ্রহমঙ্গং বরহেমগোরং চৈততদেবমমলং পুরুষং ভজ্যামি ।
 যং পাদপদ্মমধরদ্যুতিরঞ্জিতেন চিত্তেন শুদ্ধমনসঃ সহসা বিদুস্তং ॥ ৪ ॥
 ব্রহ্মস্বভাবভগবদ্ভজানামৃতং চ তং দেববৃন্দপরিবন্দিতপাদমোড়ে ।
 যং পাদপদ্মকরন্দমজ্জস্রং পীত্বা শ্রীশঙ্করোহপি ভগবান্নুরাগপূর্ণঃ ॥ ৫ ॥
 এবং চ বৈভূমুপদিষ্ট নিজাশ্রয়ং স গতা স্বভক্তগণসেবনদ্রামুশক্ত্যা ।
 শান্তশ্চ সর্বরসিকেশ্বরগৌরচন্দ্রো মুগ্ধং নিনায় রজনীং চ তদুখিতো-
 ইগাং ॥ ৬ ॥

উত্তীৰ্ণ্য দিব্যতটিনীং ভগবান্ জগাম জাদ্রাথ থিন্নমনসো দ্বিজবর্ষ্যমুখ্যাঃ ।
 বৈক্লব্যমাপূরতুলং ররুদুশ্চ তপ্তাঃ শোকাদ্ধিতা বিমনসোহতিক্লেশা
 বভূবুঃ ॥ ৭ ॥

তান্ সপ্তমেহি পরিণষ্টদ্বিষো হুবা প শ্রীচন্দ্রশেখরগুণাকররত্নবর্ষ্যঃ ।
 আচার্য্যরত্নবরতপ্তস্রবর্ণগৌরঃ কান্ত্যা ফিপন্নিব স্রধাকরপূর্ণশোভাম্ ॥ ৮ ॥
 পপ্রচ্ছুরজ্জনয়নস্ত কথাসুধাং তে তং তাহুবাচ তং কথয়ামি সর্বম্ ।
 ক্রতে সগদগদগিরা দ্বিজবর্ষ্যমুখ্যান্ শ্রীচন্দ্রশেখরধরামরবর্ষ্যমুখ্যাঃ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

নৃত্যাবসানে ভগবান্ রুরোদ প্রেয়া হরেঃ সোহপি বিভিন্নধৈর্য্যঃ ।
 দৃষ্ট্ৱ তদা তত্র সমাগতা বৈ রুদন্তি তে প্রেমজলাবিলাস্কাঃ ॥ ১ ॥
 ততঃ সমুখায় হরিঃ সগদগদস্বরেণ তান্ প্রাহ সমাগতান্ জনান্ ।
 মাং তাত মাতশ্চ বিদেহি সাম্প্রতং শুভাশিষো যেন হরিস্মৃতিঃ স্মৃতাং ॥ ২ ॥
 শ্রদ্ধাভিলজ্জাকুলিতা বিবদ্বা গতাস্ততন্তে প্ররুদন্ত এব ।
 শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাপরিপূর্ণদেহা বভূবুঃ সন্তুষ্টিরসেন পূর্ণাঃ ॥ ৩ ॥
 তান্ সাস্থয়িত্বা নিজদর্শনামৃতৈঃ স গৌরচন্দ্রো ভগবান্ জগাম ।
 গুরোনিবাসং সহ বৈষ্ণবাত্মৈঃ শ্রীকেশবাখ্যস্ত মহাত্মভাবঃ ॥ ৪ ॥
 নত্বা গুরোঃ পাদমুগং নিবাসং তস্মিন্ স চক্রে করুণামুখিহরিঃ ।
 শ্রীরামনারায়ণনামমঙ্গলং গায়ন্ গুণান্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ৫ ॥
 তথাপরাক্লে নৃহরেরবার্ণ্যে ত্রাসোক্তকৰ্ম্মাণি চকার শুদ্ধঃ ।
 আচার্য্যব্রহ্মে ভগবাংশ্চকার কৃষ্ণস্ত পূজাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ ॥ ৬ ॥
 ততঃ সমীপং স গুরোহিতার্থী গত্বাবদং কর্ণসমীপ ঈশঃ ।
 স্বপ্নে মদ্রা মন্তবরো হি লক্শঃ শৃণু তং কিং তব সন্মতং স্মৃতাং ॥ ৭ ॥
 বারত্ৰয়ং তংশ্রবণান্তিকং স্বয়ং প্রোবাচ ত্রাসোক্তমহুং বিশুদ্ধম্ ।
 শ্রদ্ধাবদং সোহপি হরেররিদং স্মৃতাং সন্ন্যাসমন্তং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৮ ॥
 ব্যাঞ্জন দীপ্যং গুরবে স দত্তা লোটককনাথো গুরুব্যাখ্যাত্বা ।
 গুরো দদম্বাণ্ড মনীষিতং মে সন্ন্যাসমিত্যাহ পুটাজ্জলিঃ প্রভুঃ ॥ ৯ ॥
 ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুন্তং প্রয়াতি মকরান্ননৌষী ।
 সন্ন্যাসমন্তং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিং ॥ ১০ ॥
 ততঃ সরোমাক্ষিতদেহবষ্টিরানন্দনেত্রাদুভিরার্জবক্ষাঃ ।
 সংগৃহ্য এবাহমিতি স্বয়ং হরিঃ সগদগদং বাক্যমুবাচ দেবঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৯১

গচ্ছন্তমালোক্য হরিং গুরুঃ স্বয়ং দণ্ডং সচেলং অরয়া দদৌ করে ।
 ভো ভো গৃহাণেতি বদন্ গুরোর্বচঃ শ্রদ্ধা গৃহীত্বা গুরুভক্তিলাম্পটঃ ॥ ১২ ॥
 গুরোর্নিদেশং বহুমত্তমানস্তত্রাবসত্তদ্বিবসং জিতারিঃ ।
 রাত্রৌ বসন্ কৌষ্ঠনমাশু চক্রে নৃত্যঞ্চ তস্মিন্ গুরুণা সমং প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
 ননর্ত তস্মিন্ ভগতাং গুরোগুরুঃ কৃষ্ণেন সার্কং মহতা স্থথেন ।
 আনন্দপূর্ণস্ত পুনঃ স মেনে ব্রাহ্মং স্থখং তুচ্ছতরং মহাত্মা ॥ ১৪ ॥
 নৃত্যাবসানে হরিমব্রবীৎ স কোহপীহ মে দণ্ডমিমং করাগ্রাৎ ।
 আকৃশ্য মাং প্রাহ ভুজ্জঘ্যেন স্পৃষ্ট্য স্বয়ং স্বং নটনং কুরুষ ॥ ১৫ ॥
 ততোহহমানন্দপরিপ্লুতো মুদা প্রবিষ্ট নৃত্যং কৃতবান্ স্থবিহ্বলঃ ।
 শ্রদ্ধা বচস্তস্ত স্থবিস্মিতাস্তে স বৈষ্ণবাঃ প্রেমবিভিন্নধৈর্যাঃ ॥ ১৬ ॥
 শ্রদ্ধা গুরোর্বাক্যমনল্লমর্থবনননর্ত তস্মিন্ স্বজ্ঞৈরবল্লভতঃ ।
 হর্ষণেণ যুক্তো মহতা মহাত্মা স্বয়ং হরিঃ স্বাত্মরতো গুণাশ্রয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 স ভারতী প্রেমপরিপ্লুতাত্মা কনকলুং দণ্ডমপীহ দূরে ।
 ক্ষিপ্ত্বা ননর্ত প্রভুণা সমং বৈ সন্ন্যাসবশস্ত পবিত্রহেতুনা ॥ ১৮ ॥
 ইতি স্বয়ং যদ্বগবৎকৃতং শুভং সন্ন্যাসমানন্দকরং দ্বিভিন্ননাম্ ।
 শৃণোতি বস্তস্ত ভবেদ্বিমুক্তির্ভেদে তত্তন্ননসা যদিচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্ৰমে সন্ন্যাসাশ্রমপাবনং নাম
 দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

অথ নত্বা গুরোঃ পাদং তমলুজ্জাপ্য মাধবঃ ।

তদাজ্জয়া ব্রজদেশং রাঢ়ং গুড়ো মহাভুজঃ ॥ ১ ॥

नित्यावधूतेन सह कृष्णगाथां मूह्यमूहः ।
 पथि गच्छन् लपन् नृत्यन् गायन् स्वभक्तिभावितः ॥ २ ॥
 ध्यायन् कृष्णपदाब्जोज्ज्वालाभ्याभ्याविग्रहम् ।
 ब्रजन् प्रेमाश्रधाराभिर्निर्वैरैर्गिरिशब्दवत् ॥ ३ ॥
 विप्लुताङ्गः कचिन् कम्पपुलकाक्षितविग्रहः ।
 बिह्वलः खलितः क्वापि कचिद् द्रुतगतिर्ब्रजन् ॥ ४ ॥
 मत्तकरीन्द्रवत् क्वापि तेजसा वरुधे कचिन् ।
 कचिद् गायति गोविन्द कृष्ण कृषेति सादरम् ॥ ५ ॥
 तत्र देशे हरैर्नागाश्रद्धा चातीवबिह्वलः ।
 प्रविश्याहं जले किप्रं त्याज्यामि देहमाश्रयः ॥ ६ ॥
 न शृणोमि हरैर्नाम कथं ब्राह्मणसंस्थितौ ।
 इति निश्चित्य तोयश्च समीपं स ब्रजन् प्रभूः ॥ ७ ॥
 ददर्श बालकान् तत्र गवां सञ्चविहारिणः ।
 नित्यानन्दावधूतेन शिक्षितान् हरिकोर्तनम् ॥ ८ ॥
 तत्रैको बालकोहत्वाच्छैर्हरिं वद हरिं वद ।
 इति प्रोवाच हर्षेण पुनः पुनरुदारधीः ॥ ९ ॥
 तं श्रद्धा हर्षितो देवः संरक्षन् देहमाश्रयः ।
 तत्रैव प्ररुणोदार्तो बिह्वलश्चापतड्भुवि ॥ १० ॥
 साक्षितश्चावधूतेन वृन्दारण्याश्च वार्तया ।
 किमद्भुतं ततो गत्वा शिखां चक्रे महामतिः ॥ ११ ॥
 नवद्वीपं प्रगच्छ स्वं मां प्राह श्रीनिकेतनः ।
 ततोहहं शोकदुःखार्तो नवद्वीपं ब्रजन्नपि ॥ १२ ॥
 नमो नारायणायैति मन्त्राक्यं भक्तसन्निधौ ।
 वक्तव्यं भवता येन ममानन्दो भविष्यति ॥ १३ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

৯৩

শ্রদ্ধা সর্বং হরেবাক্যং গৌরাদে তুস্তজীবনঃ ।
 স্থিতোহং পরমার্ভোহপি গৌরচন্দ্রবিচেষ্টিতম্ ॥ ১৪ ॥
 জাতং বাহ্যোপসংক্রান্তং নিভৃতং পরমাত্মতম্ ।
 সগদগদং স চ প্রাহ শ্রীকৃষ্ণনামমঙ্গলম্ ॥ ১৫ ॥
 হসতি শ্বলতি কাপি কম্পতি গায়তি কচিৎ ।
 রোদিতি ব্রজতি কাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতৌ ॥ ১৬ ॥
 গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ কচিৎ কচিৎ ।
 আত্মতত্ত্বং আত্মরতঃ শিক্ষয়ন্ত স্বজনানয়ম্ ॥ ১৭ ॥
 তৃতীয়দিবসং যাবন্ন সন্মার স্ববিগ্রহম্ ।
 মহাভীতো ব্যাকুলোহং কিং করোমীতি চিন্তিতঃ ॥ ১৮ ॥
 ততঃ পরদিনে দেহং সন্মার মধুসূদনঃ ।
 ততোহহমাগতো গেহমাজ্জয়া ত্রাসিনাং গুরোঃ ॥ ১৯ ॥
 আচার্য্যগেহে শ্রীকৃষ্ণঃ পরঞ্চো বা গমিষ্যতি ।
 তত্রৈব ভবতাং ভাষি দর্শনং তস্মৈ নিশ্চিতম্ ॥ ২০ ॥
 ইতি শ্রুতং শ্রীহরিকীর্তনাদিকং যয়া চ দৃষ্টা ভগবৎকৃতং শুভম্ ।
 সমগ্রমেতৎ কথিতং স্মরণং হরেগুণং সর্বস্বত্বপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২১ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে রাঢ়দেশভ্রমণং
 নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

আচার্য্যরত্নাক্ষি নিশম্য তদ্বচো হরেগুণাশ্বাদবিভিন্নবৈধ্যাঃ ।
 আর্ন্তস্বরৈব রুদ্রহুঃ সূহৃৎখিতা অদৈতমুখ্যা দ্বিজসজ্জনাস্ততঃ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীজগদীশো হি ভক্তানামাৰ্জিনাশকঃ ।
 অদৈবতাচার্য্যানিলয়ে গচ্ছামোতি মনো দধে ॥ ২ ॥
 পরিব্রজ্য রাঢ়দেশং লৌকৈকনয়নোৎসবঃ ।
 অবধূতং মহাত্মানং প্রোবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৩ ॥
 গচ্ছ স্বং জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপং মনোরমম্ ।
 মাতরং পরয়া ভক্ত্যা মম নামপুংসরম্ ॥ ৪ ॥
 সংশান্ত্য স্থখীকৃত্বা শ্রীকৃষ্ণচরিতাদিনা ।
 তত্রত্যান্ বৈষ্ণবান্ সৰ্বান্ শ্রীবাসাদীন্ মম প্রিয়ান্ ॥ ৫ ॥
 সমানয়াচার্য্যগেহং যাবত্তত্র ব্রজাম্যহম্ ।
 শ্রদ্ধাজ্ঞাং জগদীশস্ত জগাম ত্বরয়া মুদা ॥ ৬ ॥
 নবদ্বীপং শ্রিয়া যুক্তং শ্রীবাসস্মাশ্রমং শুভম্ ।
 বিজ্ঞাপ্য কেশবাজ্ঞাং স শ্রীবাসাদিভিরন্বিতঃ ॥ ৭ ॥
 শ্রীশচীচরণদ্বন্দ্বং নমস্কৃত্য কৃতান্তলিঃ ।
 সাঙ্ঘয়িত্বা চ তাং ভক্ত্যা নিত্যানন্দো দয়ানিধিঃ ॥ ৮ ॥
 তয়া পাচিতমগ্নঞ্চ ভুক্ত্বা স্থিত্বা পরে দিনে ।
 সৰ্বৈবৈশ্বেত্রীক্ষণৈঃ শূদ্রৈর্বৈশ্ণৱৈরপি মহামনাঃ ॥ ৯ ॥
 জগামাদৈবতনিলয়ং সহস্রদ্বরয়াদ্বিতঃ ।
 শচী চ পরয়া শ্রীত্যা পুত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ১০ ॥
 মদ্রা জগাম তত্রৈব গেহেহদৈবতস্ত সত্বর্য ।
 সৰ্বৈ তে তদ্দিনং স্থিত্বা ভুক্ত্বান্নং পাবনং মহৎ ॥ ১১ ॥
 শ্রীযুতাদৈবতবর্ষ্যস্ত শিবাংশস্ত মহাত্মনঃ ।
 ততঃ পরদিনে পুষ্পগ্রামাদাগচ্ছতি প্রভৌ ॥ ১২ ॥
 সৰ্বৈ তে মুদিতা জগ্মুস্তন্মন্মলমহোৎসবাঃ ।
 অশ্রকম্পপুলকাঠৈঃ পূর্ণাঃ পরমবিহ্বলাঃ ॥ ১৩ ॥

তপ্তকাক্ষনবপুর্ষতদণ্ডো রক্তবস্ত্রপরিবেষ্টিতদেহঃ ।
 মেক্ষশৃঙ্গ ইব গৈরিকযুক্তস্তেজসা হরিরিব প্রচকাসে ॥ ১৪ ॥
 তং বিলোক্য নৃহরিং হরিদাসাঃ প্রাণমান্ন ইবাশু প্রণেমুঃ ।
 দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য মহান্তঃ কান্তবক্ত্রকমলং মুমূর্শুচ ॥ ১৫ ॥
 নেত্রবারিবারপূরিতদেহা হর্ষগদগদরবাঃ পুলকাদাঃ ।
 তান্ বিলোক্য ভগবান্ রূপাধুখিদ্‌ষ্টিবৃষ্টিভিরলঙ্কৃতদেহান্ ॥ ১৬ ॥
 স্পর্শনেন মৃদিতান্ হসিতেন ভাবিতেন দৃঢ়হস্তগ্রহেণ ।
 পূর্ণকামবিভবান্ স্নিতকান্তদিব্যাপন্নবদনঃ স হি চক্রে ॥ ১৭ ॥
 তেহপি হৃষ্টমনসঃ পুলকেন পূরিতাদ্ভিভবাঃ সুখমায়ুঃ ।
 তৈঃ সুরেশ ইব দেবসমূহৈরাগতঃ স ভগবান্ সহসৈব ॥ ১৮ ॥
 অদ্বিতীয়গুরুবর্খানিকেতং রোচয়ন্ স নিতরাং পাদপদ্মেঃ ।
 আসনে সমুপবিষ্ট স্নক্লিপ্তে রাজমান ইব তিগাদৌধিতিঃ ॥ ১৯ ॥
 সংজ্ঞগৌ হরিকথাং সগদগদং নেত্রবারিভিরলঙ্কৃতদেহঃ ।
 বদরিকাশ্রম ইব ঋষিমধ্যে রাজ্যতিস্ম স নারায়ণদেবঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীশচীং প্রণিপত্যাহ সাদরং কৰুণাময়ঃ ।

তিষ্ঠানি সততং মাতস্তব সন্নিহিতো হৃদম্ ॥ ২১ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যবর্ষণে দত্তময়ং চতুর্বিধম্ ।

বুভুক্ষে বজ্রভুঙ্নাথো ভক্তৈর্ভক্তজনেষ্টদেঃ ॥ ২২ ॥

ভক্ত স্তপ্তো বজ্রাণাং স শেষে যানে সমুখিতঃ ।

গায়ন্ কলপদং কৃষ্ণং ননর্ভ স্বজনৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥

অথ প্রভাতে বিমলে শ্রীবাসাদীন দ্বিজোত্তমান্ ।

বাচা মধুরয়োবাচ গচ্ছথ স্বাশ্রম্যান্ প্রতি ॥ ২৪ ॥

যাস্তামি দেবদেবেশ-পুরুষোত্তমদর্শনে ।

সার্বভৌমদ্বিজেন্দ্রেণ সার্কং পশ্যানি তং হরিম্ ॥ ২৫ ॥

যুগ্মাভিরত্র কর্তব্যং সর্দৈব হরিকীর্তনম্ ।
 বিমৎসরৈর্বিশেষেণ জাগরে হরিবাসরে ॥ ২৬ ॥
 এবং বিস্ময়্য তান্ সর্বানদ্বৈতাচার্য্যমগ্রতঃ ।
 সমালিঙ্গ্য চ বাহুভ্যাং যযৌ প্রেমাশ্রলোচনঃ ॥ ২৭ ॥
 ততস্তৃণং স্বদর্শনৈর্ধৃত্বা শ্রীহরিদাসকঃ ।
 পপাত দণ্ডবদ্ভ্রমৌ পাদমূলে জগৎপতেঃ ॥ ২৮ ॥
 তদৃষ্ট্বা ব্যথিতো নাথস্তম্বাচাশ্রলোচনঃ ।
 এবংরূপেণাহমেব জগন্নাথপদাধ্বজে ॥ ২৯ ॥
 নিপত্য সংবদিত্বামি যথা ত্বয়ি কৃপা হরেঃ ।
 ভবেন্নিশ্চিতমিত্যুক্ত্বা সমালিঙ্গ্য চ তং পুনঃ ॥ ৩০ ॥
 বিসমজ্জ চ তং শ্রীত্যা তমুবাচ দ্বিজর্ষভঃ ।
 শ্রীযুতাদ্বৈতবর্ষাস্ত ভগবন্তং জগদগুরুম্ ॥ ৩১ ॥
 ভগবদ্গমনং শ্রদ্ধা তব মে ন কথং ভবেৎ ।
 প্রেমা নাথ তবেয়ং কিং কৃপা তং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৩২ ॥
 এবং আচেষ্টব প্রেমা কথং মে গমনং ভবেৎ ।
 ইত্যুক্ত্বা তং সমালিঙ্গ্য দৃঢ়সন্ধৈরহুত্রৈতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 গদাধরাদিভির্বিপ্রৈর্গচ্ছন্তং তং দ্বিজোত্তমঃ ।
 গোপীনাথার্চ্য্যমুখ্যঃ প্রোবাচ শ্রীণয়ন্ হরিম্ ॥ ৩৪ ॥
 ভগবৎস্বপ্নপুরহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি কামদ ।
 তং শ্রদ্ধা বচনং তস্মৈ বসনং সমপাকরোৎ ॥ ৩৫ ॥
 অনাবৃতং কায়দণ্ডং তপ্তচামীকরপ্রভম্ ।
 ঘনাপায়ে যথা মেকশৃঙ্গং চন্দ্রকরাঙ্কিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধা নমস্কৃত্য জগাম স দ্বিজোত্তমঃ ।
 ভগবানপি সংহৃষ্টো জগাম পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

২৭

ইতি শ্রদ্ধা হরেঃ কীর্ত্তিং প্রয়াণং পুরুষোত্তমে ।

লভতে পরমপ্রেমানন্দং গৌরপদাম্বুজে ॥ ৩৮ ॥

পুরুষোত্তমদেবস্ত সমাগ্ দর্শনজং ফলম্ ।

লভেত মনুজো নিত্যং পঠনাত্তৎফলং লভেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে শ্রীঅৰ্ধৈতবাটবিহারো

নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ প্রতপ্তে ভগবান্ মুকুন্দগদাধরাঐত্বিভ্রসজ্জনৈঃ প্রভুঃ ।

পুরোহবধূতং প্রণিধায় দেবো বররাজ কাব্যেন যথোদ্ভূপেশঃ ॥ ১ ॥

গচ্ছন্ কচিদ্গায়তি কৃষ্ণগীতং কচিদ্বেদেদর্শমলক্সংজ্ঞম্ ।

কচিদ্ভক্তং যাতি শনৈঃ কচিং শ্ললদগতিঃ কচিং প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ২ ॥

সায়ং কচিদ্ভক্ত্যমুপস্থিতং ভবেত্তদন্নমশ্নাতি হরিব্রথাবিধি ।

রাত্রৌ চ গায়ত্যথ রোতি ধৈর্য্যং বিষজ্যা দেবো মহতাং স্নথায় ॥ ৩ ॥

স্বয়ং পপাঠ ভগবান্ শ্লোকমেকং শৃণুয তম্ ।

যং শ্রদ্ধা তৎপদাম্বোজে রতিঃ শ্রাদনপায়িনী ॥ ৪ ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্ ॥ ৫ ॥

এবং কলপদং গায়ন্ হসন্তুস্তবিদাধরঃ ।

ইমান্ তু শিক্ষয়ন্ লোকান্ লোকানাং পালকোহব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥

পথিকান্ যাচকান্ দৃষ্ট্ৱা কচিদ্দানী সমাগতঃ ।

আহুয় তান্নিবৃত্তোহভূৎ স্বয়মেব গতক্লমঃ ॥ ৭ ॥

কদাচিদপরো দানী পথি গতা জগদগুরুম্ ।
 বারম্বারমাস দানার্থী ব্যক্তিকাণাং গণৈর্বৃতম্ ॥ ৮ ॥
 তমাহ ভগবান্ গচ্ছ দূরং ত্বং করসংজ্ঞয়া ।
 ততোহগচ্ছত্তদানীং স ভগবান্ মুদিতো যথৌ ॥ ৯ ॥
 অবধূতকরে দণ্ডং দত্ত্বা স্বীয়ং জগদগুরুঃ ।
 অগ্রে জগাম চ পশ্চাৎ নিত্যানন্দঃ শনৈর্ষযৌ ॥ ১০ ॥
 দূয়মানেন মনসাস্তিস্তয়ং স উদারধোঃ ।
 অহং বিহরমানোহসৌ প্রভূর্মে দণ্ডধারকঃ ॥ ১১ ॥
 অসৌ শ্রীভগবান্ সাক্ষাদৃশ্যতে প্রজলম্বলম্ ।
 শঙ্খচক্রগদাপন্নধরৌ দেবঃ শ্রিয়াম্বিতঃ ॥ ১২ ॥
 লৌকিকীং দর্শয়ংস্চেষ্টাং ত্যাসদগুধরৌ হরিঃ ।
 মুরলীবাদনঃ পূর্ব্বং জগন্মোহনরূপকঃ ॥ ১৩ ॥
 রাধারসবিলাসী চ শ্রীহরেঃ সন্নিধৌ স্থিতঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা প্রাহ ভগবান্ দণ্ডং মে দেহি মাচিরম্ ॥ ১৪ ॥
 অবধূতস্তুতঃ প্রাহ দৈবাব্ধূমৌ পদং মম ।
 প্রস্থলন্তেন দণ্ডেন্তে ভগ্নৌ ভীত্যেতু্যবাচ সঃ ॥ ১৫ ॥
 ততশ্চক্ৰোপ ভগবানবধূতং জগাদ চ ।
 দণ্ডে মে সংস্থিতা দেবাঃ শিবাচ্চাঃ সহশক্তয়ঃ ॥ ১৬ ॥
 তেষাং পীড়াং বিধায় ত্বং বভঞ্জ মম দণ্ডকম্ ।
 দেবপীড়াকৃতং দোষং নো জানাসি কিমল্লকম্ ॥ ১৭ ॥
 তং শ্রুত্বা প্রাহ তং দেবো হিতং তেষাং কৃতং ময়া ।
 ততঃ স্পৃহ্যন্ত্যক্তরোষো ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥
 গতা চ শ্রীজগন্নাথং দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
 স্থিত্বা কতিপয়ং মাসং পার্শ্বে শ্রীচক্রিণৌ ময়া ॥ ১৯ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-চরিতামৃতম্ ।

৯৯

ত্রাসো দণ্ডস্ত কৰ্ত্তব্যো মমাসীন্নতিরীদৃশী ।
 তমসৌ চ বভঞ্জোৰ্ব্যাং ক্ষিপ্তবান্ কিং কৰোম্যহম্ ॥ ২০ ॥
 ইত্যুক্ত্বা তং ক্রোড়ীকৃত্বা প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্ ।
 মদভিপ্রায়মেব হং কৰ্ত্তুর্মহিসি সৰ্বদা ॥ ২১ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে দণ্ডভঞ্জনং
 নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

বৰ্ণনঃ সর্গঃ ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবো হরিকীর্তনতৎপরঃ ।
 পথস্থা দেবতা দৃষ্ট্বা নন্দা স্তত্বা যথাবিধি ॥ ১ ॥
 তমোলিপ্তে মহাপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদগুরুঃ ।
 ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নানো দদর্শ মধুসূদনম্ ॥ ২ ॥
 ততো জগাম ভগবান্ দীনৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রভুঃ ।
 রেমুণায়াং মহাপুৰ্ণ্যাং দ্রষ্টুং গোপালদেবকম্ ॥ ৩ ॥
 বারাগস্তামুদ্ধবেন স্থাপিতং পুঞ্জিতং পুরা ।
 ব্রাহ্মণান্নগ্রহার্থায় তত্র গত্বা স্থিতং হরিং ॥ ৪ ॥
 গোপীনাথমিতি কেচিদাহন্তঃ করুণানিধিম্ ।
 ক্ষীরচৌরাদিলীলাং বশচকার ভক্তহেতবে ॥ ৫ ॥
 সৰ্ব্বং প্রমাণমেবাত্র ভক্তবাক্যাহুগো হরিঃ ।
 দদর্শ তত্র গত্বাসৌ ভগবান্ প্রাক্কৃতো যথা ॥ ৬ ॥
 দণ্ডবদ্ধবি নিপত্য সুরেশং তং প্রণম্য করুণার্দ্রমুখেন্দুঃ ।
 নৰ্ত্তনং নিজজর্নৈঃ সহ চক্রে কীর্তনং সরসিঙ্গায়তনেত্রঃ ॥ ৭ ॥

তৎকৃপান্মুররিপোঃ প্রতিমায়া মৌলিলগ্নমুকুটং চ সমাপ ।
 তদবলোক্য করপদ্বয়ুগেন তদধার শ্রীশচীহৃত এষঃ ॥ ৮ ॥
 তং প্রসাদমধিগত্য স্বমুর্দ্ধা সংদধার চ ররাজ চ হৃষ্টঃ ।
 অদ্ভুতং তমবলোক্য স্বরেশং ধ্যে ননন্দ নতকন্দরচিত্তঃ ॥ ৯ ॥
 তত্র নৃত্যমকরোদতুলশ্রীর্ন্যাসিনাধরঃ সুধাকরকান্তিঃ ।
 বৈষ্ণবৈঃ সহ দিনান্তরমন্তঃ সায়মেব বিররাম মহাত্মা ॥ ১০ ॥
 তং বিলোক্য মুদিতা জনসংঘাস্তষ্টবুর্মুহুরমুং প্রশংসঃ ।
 তত্র সোহপি রজনীং প্রণিনায় ভক্ষ্যমন্নমুপভোজ্য মুনীশঃ ॥ ১১ ॥
 প্রান্তিরমুখমুখঃ স জগাম দেশমতনগরাণি লজ্জয়ন ।
 প্রাপ্য কালমহু কস্মিন্ধকর্থে বেগিনীং স্বরনদীবারচ্যুতাম্ ॥ ১২ ॥
 তাং বিলোক্য বরবৈতরণীং স সর্কপাতককুলং জনতায়াঃ ।
 দর্শনেন বরবৈতরণী সা জাতু ভাতি কিমু তং স্বপনেন ॥ ১৩ ॥
 স্নানমত্র বিধিনা স বিধায় তং দদর্শ বরশূকররূপম্ ।
 যত্র দর্শনবশান্নহুজানাং সপ্তসপ্ততিকুলং দিবমীয়াং ॥ ১৪ ॥
 তং বিলোক্য মুদিতঃ স জগাম যাজপুরনামনগরীং দ্বিজভূমিম্ ।
 যত্র যজ্ঞমকরোচ্চতুমুখঃ শাসনং দ্বিজবরায় দদৌ চ ॥ ১৫ ॥
 যত্র মৃত্যুমধিগম্য তু বিশ্বাঃ পাপিনোহপি শিবরূপধরাঃ স্যুঃ ।
 তত্র লিঙ্গশতশো হি সমীক্ষ্য শঙ্করস্ত শিরসানমদীশঃ ॥ ১৬ ॥
 স জগাম বিরজামুখপদ্মদর্শনায় ভগবান্ করুণাক্ষিঃ ।
 যাং বিলোক্য জগতাং জহুকোটিনাত্রমঘং হৃথিলং প্রজহাতি ॥ ১৭ ॥
 তাং বিলোক্য প্রণমন্ সমবাচৎ প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ ।
 আজগাম গয়নাভিমনর্ঘ্যং পৈত্রতীর্থমরবিন্দমুখেশঃ ॥ ১৮ ॥
 ব্রহ্মকুণ্ডপয়সি দ্বিজবর্ষাঃ স্নানমাশু বিদধে বিধানবিৎ ।
 যত্র যজ্ঞবরাহপ্রকাশদর্শনেন জগতাং সুখমাসীৎ ॥ ১৯ ॥

বভ্রাম তত্র ভগবান্ নগরীং নিরীক্ষ্য ভূতেশলিঙ্গমবলোক্য মহাত্মভাবঃ ।
 বারানসীমিব সদাশিবরাজধানীং যত্র ত্রিলোচনমুখাঃ শিবলিঙ্গকোটীঃ ॥ ২০ ॥
 শ্রদ্ধা হরেরিদমনস্তস্বখং লভেত পুণ্যাং কথাং সকলপাপহরাং মহেশ্বরঃ ।
 তীর্থটনশ্চ চ ফলং পিতৃতীর্থসৰ্ব্বযজ্ঞক্রিয়াফলমশেষগুণান্বিতঃ শ্রীঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে দক্ষিণদেশভ্রমণঃ

নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

ততঃ প্রণম্য তং ভক্ত্যা মুকুন্দোহৃষষ্ঠ ঈশ্বরম্ ।
 প্রাহ প্রফুল্লবদনঃ সর্ষপঃ জগদীশ্বরম্ ॥ ১ ॥
 ভগবন্তত্র নাশ্তে বৈ দানিনো ভয়মর্থপি ।
 জ্ঞানাগি সৰ্ব্বতো লোকান্ যে বসন্ত্যত্র দুর্শ্বদান্ ॥ ২ ॥
 তং শ্রদ্ধা ভগবান্ প্রাহ স্মিতকান্তনবাননঃ ।
 এতাবন্তয়মস্মাকং পালনং ভবতা কৃতম্ ॥ ৩ ॥
 ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ভিক্ষাং কর্তুং লোকেষু শিক্ষয়া ।
 লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং কৃষ্ণেণ শ্রাসিবংশধরো হরিঃ ॥ ৪ ॥
 নিত্যানন্দাবধূতশ্চ সৰ্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ।
 শ্রীমদগদাধরো বিপ্রো মুকুন্দাচ্ছাশ্চ সজ্জনাঃ ॥ ৫ ॥
 জগ্মু ভিক্ষাটনে নাত্র দানী তানপ্যবজ্জয়ৎ ।
 বন্ধা মুকুন্দঃ সংরক্ষ্য দিনমেবানয়ৎ ক্রুধা ॥ ৬ ॥
 ততঃ সায়াক্বেলায়াং গৃহীত্বা কদ্বলোত্তমম্ ।
 মোচয়ামাস তান্ সৰ্ব্বান ততো বিমনসো যযুঃ ॥ ৭ ॥

প্রাচীন-মহাপ্রাচীন,
 দরেনিধি, কবীর
 কবেশ্বরী

তে গচ্ছা ব্রাহ্মণান্ ভিক্ষাং কৃৎস্না বৃহুজ্জিহ্নে ততঃ ।
 নিত্যানন্দো মহাতেজাঃ কেন লক্ষ্যঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
 ততস্তে মণ্ডপং জগ্মুঃ শয়নার্থং দ্বিজাশ্রমে ।
 নিত্যানন্দো হসন্ বন্ধুঃ তত্রাগত উদারধীঃ ॥ ৯ ॥
 তত্রৈব ভগবান্ ভিক্ষাং কৃৎস্না স্বয়মুপস্থিতঃ ।
 তং দৃষ্ট্বাকথয়ং সৰ্বং দানিভিৰ্বং কৃতং বলাৎ ॥ ১০ ॥
 তং শ্রদ্ধা ভগবান্ তিষ্ঠ ভদ্রং ভদ্রং ভবিষ্যতি ।
 তদীয়া শক্তৌ রাজানং প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১১ ॥
 তৎক্ষণাত্ত্ব দানীশঃ সমাগত্য পদান্বজম্ ।
 হরেক্ষবন্দ তং প্রাহমু'কুন্দাচ্চা মহত্তমাঃ ॥ ১২ ॥
 প্রাহ চ তৎকৃতে সৰ্বান্ দণ্ডবাটস্থিতান্ জনান্ ।
 প্রহরিশ্চামি তান্ ছুষ্টান্ ন করিশ্চস্তি তে যথা ॥ ১৩ ॥
 তদুভ্যৈতৌৰ্বং কৃতং কৰ্ম্ম তং শ্রদ্ধা হুঃখিতোহভবৎ ।
 দানীশঃ কথলং নুভুং বহুমূল্যং প্রদত্তবান্ ॥ ১৪ ॥
 ইত্যুক্ত্৷ প্রণমন্ সোহপি গতঃ স্বগৃহমুদ্বিগমৎ ।
 সৰ্বং ত্যক্ত্৷ হরেঃ পাদং চিন্তয়ামাস শুদ্ধধীঃ ॥ ১৫ ॥
 এবং তেষাঞ্চাভিমানং শময়িত্বা নিশাং সুখম্ ।
 স্পৃষ্ট্৷ নিনায় দেবেশঃ প্রাতরুথায় সত্বরঃ ॥ ১৬ ॥
 জগাম বিরজাং দ্রষ্টুং সৰ্বলোকৈকপাবনীম্ ।
 যাং দৃষ্ট্৷ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা মুচ্যতে ভববন্ধনাং ॥ ১৭ ॥
 ভগবদ্বদর্শনে বাদৃক্ ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।
 তাদৃক্ ফলমবাপ্নোতি বিরজামুখদর্শনে ॥ ১৮ ॥
 যত্রাস্তি ভগবান্ দেবঃ সাক্ষাৎ শ্রীমন্ত্রিলোচনঃ ।
 কাশ্যাং বা বিরজায়াং বা মূর্তির্মোক্শপ্রদায়িনী ॥ ১৯ ॥

বারাণশ্চাং যুতে যাদৃক্ প্রীতিমাপ্নোতি শঙ্করঃ ।

ততোহধিকতরা প্রীতিবিরজায়াং যুতে ভবেৎ ॥ ২০ ॥

তাং দৃষ্ট্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ সৰ্ব্বলোকৈকপাবনঃ ।

কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনং কৃত্বা ভক্তবর্গসমম্বিতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে তৃতীয়প্রক্ৰমে শ্রীবিরজা-

দর্শনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ প্রয়াতো দ্বিজরাজবিক্রমঃ ক্রমেণ যত্রাখিললোকপালৈঃ ।

একাত্রকাণ্যে গিরিজাসমম্বিতো গিরীশদেবো গিরিরাজমূৰ্দ্ধনি ॥ ১ ॥

দদর্শ তত্রাখিলশোভয়োজ্জ্বলং চলংপতাকং শিবমন্দিরং মহৎ ।

সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গম্ভূতং স্তোত্রগণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্ ॥ ২ ॥

নিপত্য ভূমৌ প্রণনাম দেবঃ শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ম্ ।

পতাকয়া নাকনদীবিভদং দধৎ সমারোহতি হেলয়েব ॥ ৩ ॥

ততো জগামেশ্বরদর্শনায় পুরীং পুরারেঃ পরয়া মুদা সঃ ।

বসন্তি যত্রেশ্বরলিঙ্গকোটো বিন্ধেশ্বরাত্মাশ্চ স্থপুণ্যতীর্থাঃ ॥ ৪ ॥

প্রাসাদকোটো বরতোরণাঢ্যা রাজস্তি রাজ্জলচেলচূড়াঃ ।

আমুক্তভূবা মল্লজা মনোজ্ঞগন্ধাচিতা ইন্দ্রপদার্ণিতেহাঃ ॥ ৫ ॥

তীর্থানি কোটো মণিকর্ণিকাত্মা বসন্তি যত্রাশু বিমুক্তদেহাঃ ।

গচ্ছন্তি নিঃশ্রেয়সমুগ্রযোগৈর্গং যোগিনো যাস্তি চতুষুর্গেন ॥ ৬ ॥

বিন্দুন্ সমাহৃত্য সমস্ততীর্থাং কৃতং মহাবিন্দুসরোবরাধ্যম্ ।

কুণ্ডং কৃতং দেববরেণ যত্র স্নানান্নভেচ্চৈব পদং বিশুদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

কাশীং বিহায়াশু বিপুলবিক্রমো বাসায় যত্রাখিলতীর্থপুণ্যান্ ।
 আহুয় তৎক্ষেত্রবরে বরেণ্যঃ সংস্থাপয়ামাস মহেশদেবঃ ॥ ৮ ॥
 স কৃষ্ণিবাসাঃ স্বয়মেব দেবঃ স লিঙ্গরূপী বসতীশ্বরী চ ।
 ভূঙ্ক্তে স্বয়ং ভোগবরানশেষান্ দিব্যান্ যতীন্দ্রৈরভিবন্দ্যমানঃ ॥ ৯ ॥
 স্নগন্ধমাল্যৈর্বরচন্দ্রবর্জিতদীপাবলীভিঃ সমলঙ্ঘ্যতাম্ ।
 মৃদঙ্গঘোষৈর্বরশঙ্খানাদৈর্দেবীভিরানুতাপরাভিরাট্যম্ ॥ ১০ ॥
 বিবেশ ভূতৈর্ভবনং পুরায়েঃ স্নধাংসুগৌরসু হরিঃ পরেশঃ ।
 যথা মহেন্দ্রসু মহোৎসবাঢ্যং পদ্মোদ্ভবঃ কুরুপদাক্তভৃদঃ ॥ ১১ ॥
 স কৃষ্ণিবাসং শিরসা ববন্দ নিবাসদেহং ভুবি দণ্ডবৎ স্বম্ ।
 গিরা গিরীশং চ স গদগদেন তুষ্টাব সংস্রষ্টতনু রথাদ্বী ॥ ১২ ॥
 নমো নমস্তে ত্রিদশেশ্বরায় ভূতাদিনাথায় যুড়ায় নিত্যম্ ।
 গদাতরঙ্গোখিতবালচন্দ্রচূড়ায় গৌরোনয়নোৎসবায় ॥ ১৩ ॥
 স্ততপ্তচামীকরচন্দ্রনীলপদ্মপ্রবালানুদকাস্তিবর্জৈঃ ।
 স্ননৃত্যরঙ্গেষ্টবরপ্রদায় কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায় ॥ ১৪ ॥
 স্নধাংসুস্থ্যগ্নিবিলোচনেন তনোভিদে তে জগতঃ শিবায় ।
 সহস্রশূল্যংসুসহস্রশিখি-সহস্রসংজিহ্বরতেজসেহস্ত ॥ ১৫ ॥
 নাগেশরত্নোজ্জলবিগ্রহায় শার্দূলচর্ম্মাংসুকদিব্যতেজসে ।
 সহস্রপত্রোপরি সংস্থিতায় বরাদদামুক্তভুজদ্বয়ায় ॥ ১৬ ॥
 স্ননুপুরারঞ্জিতপাদপদ্মকরংস্নধাভূতাস্থপ্রদায় ।
 বিচিত্ররত্নৌষবিভূষিতায় প্রেমানমেবাশু হরৌ বিধেহি ॥ ১৭ ॥
 শ্রীরাম গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব ।
 ইত্যাদিনামামৃতপানমত্ত-ভৃঙ্গাখিপায়াখিলদুঃখহন্ত্রে ॥ ১৮ ॥
 শ্রীনারদাদ্যৈঃ সততং স্নগোপ্যজিজ্ঞাসিতায়ান্ত বরপ্রদায় ।
 তেভ্যো হরৈর্ভক্তিহস্তপ্রদায় শিবায় সর্বগুরবে নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

श्रीगौरीनेत्रोऽसवमङ्गलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय ।
 सदा सम्यक्कृष्णोविन्दलीलागानप्रवीणाय नमोऽहंस्तु तुभ्यम् ॥ २० ॥
 एतत् शिवश्राष्टकमद्धृतं महत् शृणु हस्तिप्रेम लभेत शीघ्रम् ।
 ज्ञानं विज्ञानमपूर्ववैभवं यो भावपूर्णः परमं समादरम् ॥ २१ ॥
 इति स्तवस्तु * * * मृत्स्रकाः शिवश्रु भृत्या वरमाल्यगङ्गैः ।
 विभूषयामाश्रयन्तुतमादः ततो बहिर्वेश्मसु सन्निविष्टः ॥ २२ ॥
 भक्तार्पिताम् वृद्धं ततोऽहं स्रष्टुम् । मुदा तत्र निशां निनाय ।
 प्रातः समुत्थाय स कृष्णलीलां गायन् स्वपेनापि बभूव पूर्णः ॥ २३ ॥
 पठेद् य ईष्य स्तवमधुजाङ्गकृतं पुरारेः पूर्योत्तमम् ।
 प्रेमानमेवात्र लभेत नित्यं सुहृन्मित्रं वन्द्यनिदेववर्द्धनः ॥ २४ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते तृतीयप्रक्रमे महादेवदर्शनं

नामाष्टमः सर्गः ॥

नवमः सर्गः ।

—*—

आत्मा स विन्दुसयसि दृष्टः श्रीभूवनेश्वरम् ।
 सुखमासीनो भगवान् प्रेमानन्दपरिप्लुतः ॥ १ ॥
 ततो भुङ्क्तुं वरान् स भक्तैः सहस्रितं प्रभुः ।
 सुस्वाप तत्र संश्लो ध्यायन् कृष्णपदाम्बुजम् ॥ २ ॥
 चिन्तयामास भगवान् देवदेवश्रु शूलिनः ।
 महाप्रसादो लभ्येत तदा भुङ्क्ष्यामहे वरम् ॥ ३ ॥
 इति चिन्तयन्तस्तु महादेवप्रसादकम् ।
 पाणिभाङ्गं ब्राह्मणः कश्चिदादाय सम्मुखे स्थितः ॥ ४ ॥

উবাচ চ মহাদেবপ্রসাদং গৃহ্যতামিতি ।
 তৎ শ্রদ্ধা সহসোথায় গৃহীত্বা শিরসা নমঃ ॥ ৫ ॥
 মহাপ্রসাদং সংগৃহ্য পপৌ ভূতৈঃ স্বধামিব ।
 শিবপ্রিয়ো হি শ্রীকৃষ্ণ ইতি সন্দর্শয়ন্ হরিঃ ॥ ৬ ॥
 স্বধায় পুনরেবাসৌ প্রাতরুথায় সত্বরঃ ।
 স্নাত্বা বৈ বিন্দুসরসি শিবং নত্বা যযৌ হরিঃ ॥ ৭ ॥
 এতন্নিশম্য দেবস্ত শিবনির্মাল্যভক্ষণম্ ।
 প্রত্যাচ মহাতেজাঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ॥ ৮ ॥
 নান্নাতি শিবদেবস্ত নির্মাল্যং ভৃগুশাপতঃ ।
 কথং জ্ঞাত্বা স ভগবান্ বুভুজে তন্নরোত্তমঃ ॥ ৯ ॥
 তৎ শ্রদ্ধা প্রাহ বিপ্রেন্দ্রঃ মুরারিঃ শ্রয়তামিতি ।
 কথং শ্রীশিবদেবস্ত নির্মাল্যামৃতভক্ষণে ॥ ১০ ॥
 বস্ত্তস্ত মহাদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত শুভাগমে ।
 আতিথ্যং বিদধে হর্বাভেন কিঞ্চ পরং শৃণু ॥ ১১ ॥
 বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠবুদ্ধ্যা বে পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ।
 তৈর্দত্তং গৃহুতে সোহপি তদন্নং পাবনং মহৎ ॥ ১২ ॥
 শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণভক্তানাং ভেদবুদ্ধ্যা পতন্ত্যধঃ ।
 তুর্ক্বেয়ান্ শিক্ষয়ন্ত্যংচ ভক্তরূপঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৩ ॥
 আচরত্যপি দেবেশো হিতকং সর্বদেহিনাম্ ।
 নির্মাল্যমাদরেণৈব গৃহীত্বা জগদীশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
 জনৈঃ সংস্থাপিতে লিঙ্গে ভেদবুদ্ধ্যা চ পূজিতে ।
 তত্রৈব শাপো বিপ্রস্ত নহি স্তাদৈক্যতঃ কচিৎ ॥ ১৫ ॥
 হরিশঙ্করয়োর্দৈক্যং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসন্নিধৌ ।
 অভেদবুদ্ধ্যা পূজায়াং নহি শাপো ভবেৎ কচিৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-চরিতামৃতম্ ।

১০৭

তেন তত্রাধিকা প্রীতির্হরিশঙ্কররোভবেৎ ।

অভেদেহত্র স্বরন্তো চ পূজা সর্বাতিশায়িনী ॥ ১৭ ॥

মহাপ্রসাদং তত্রৈব ভুক্ত্বা মোক্ষমবাপুয়াৎ ।

মহারোগাৎ প্রমুচ্যেত স্থিরসম্পত্তিমাণুয়াৎ ॥ ১৮ ॥

যে মোহান্তন্ন খাদন্তি তে ভবন্ত্যপরাধিনঃ ।

হরৌ শিবে চ নিঃশ্রীকা রোগিণশ্চ ভবন্তি তে ॥ ১৯ ॥

বৈষ্ণবৈঃ পূজিতো যত্র শ্রীশিবঃ পরমাদরাৎ ।

অনাদিলিঙ্গমাসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণশ্রীতিহেতবে ॥ ২০ ॥

তত্রৈব সংশয়ো নাস্তি নির্মালাগ্রহণে কচিৎ ।

ভক্তিরেব সদা বিপ্র শুভদা সর্বদেহিনাম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে শ্রীশিবনির্মাল্যভোজন-
ব্যবস্থানাম নবমঃ সর্গঃ ॥

দশমঃ সর্গঃ ।

—*—

পুনঃ শৃণু দেবস্ত চৈতন্তস্ত মহাত্মনঃ ।

কথাং মনোহরাং পুণ্যাং নৃতনামৃতবর্ষিণঃ ॥ ১ ॥

ততঃ প্রয়াতো ভগবান্ মুদাস্রিতো নিজৈরজঃ সাধুজ্ঞৈনকবন্ধুঃ ।

কপোতসংপূজিতলিঙ্গমুত্তমং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাস্ত পুনর্ঘষৌ হরিঃ ॥ ২ ॥

পুণ্যান্ শিবস্তান্ততমাংশ্চ লিঙ্গান্ বিলোক্য হর্ষণে নমন্ পুনর্ঘষৌ ।

নদীং মহাবীৰ্য্যবতীং স ভার্গবীং তস্তাং কৃতস্মানবিধিঃ পুনর্ঘষৌ ॥ ৩ ॥

ততোহবলোক্যাস্ত হরেঃ স্তম্ভনিবঃ স্তম্ভানুলিপ্তঃ শরদ্ভিন্দুপ্রভম্ ।

ব্রথাদ্ব্যুক্তঃ পবনোদ্ধ তাং শুকং বিভূষণং নীলগিরৈর্মহোজ্জ্বলম্ ॥ ৪ ॥

কৈলাসশৃঙ্গং মুহুরাক্ষিপচ্চ কান্ত্যা সমুচ্ছেষতয়া স্বধায়া ।

...

...

...

প্রভঞ্জনাকল্লিতচেলহস্তৈরাহুমানং কমলেক্ষণং তম্ ॥ ৫ ॥

পপাত ভূমৌ সহসা হতারির্হরির্গতস্পন্দনমন্তরায়া ।

বিলোক্য সর্ক্রে মুমুহুস্তদীয়াঃ প্রাণেন হীনাস্তনবো যথার্বাঃ ॥ ৬ ॥

ততঃ ক্ষণেনোখিতমীশমুৎস্রক্য বিলোক্য জীবং পরিবক্রিরিঙ্গিয়াঃ ।

তথৈবমাত্মানমতদ্বিদো জনাঃ স্বভাবতস্তান্ ভগবানথাব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

ভবন্ত এবাত্ত হরের্গৃহোপরি স্থিতং মহানীলমগ্নিপ্রভং প্রভূম্ ।

বালাং প্রপশুস্ত ততো ন দৃষ্টা দৃষ্টা তথোচুঃ প্রতিমা প্রভোধ্বিজাঃ ॥ ৮ ॥

মোহঃ পুনঃ শ্রাদিতি শঙ্ক্যমানাস্তানব্রবীৎ পশ্য হরের্গৃহীক্ষজম্ ।

আলক্ষ্য বালাং মুহুরাক্ষিপন্তং বক্ত্রেণ পূর্ণামৃতরশ্মিকোটিন্ ॥ ৯ ॥

আলোলরক্তাঙ্গুলিশোণপদ্মতলেন মামাক্রমতিস্ম পাণিনা ।

দক্ষেণ সব্যেন চ বেণুর্দক্ষবিগ্রস্তবক্ত্রাঙ্গুলিনাতিশোভিতঃ ॥ ১০ ॥

অসৌ স্বধারশ্মিসহস্রকান্তিঃ কো বা মনো মোহয়তি স্মিতেন ।

স এবমুৎকোতিতরাং জগান ক্রতং ক্রতস্বর্ণকচিঃ সত্বৃত্যৈঃ ॥ ১১ ॥

প্রাসাদমালোক্য জগৎপতেশ্মুর্হুম্ হৃৎখলন্নেত্রজবারিধারয়া ।

শৃঙ্গঃ স্মেরোরিবি নির্বারাহিতস্তীর্থং মুকণ্ডোরগমং স্ততস্ত ॥ ১২ ॥

চক্রেণ চক্রে স্বয়মুগ্রচক্রিণা তীর্থং মহেশায় হৃদীপ্তিমন্তটম্ ।

স্বাত্মা চ যশ্বিন্ শিবলোকমাপ্যাস্তত্রাপ্ত গতা বিধিবচ্চকার ॥ ১৩ ॥

স্বাত্মা ততঃ শঙ্করলিঙ্গমীশ্বরো জপন্নঘোরং প্রণনাম দণ্ডবৎ ।

স্তত্বা মহেশস্ততিভিঃ স্মদলৈর্জগাম যজ্ঞেশমহালয়ং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহৃষ্টরোমা নয়নাজবারিভিঃ পরীতবক্ষাঃ পরমাঅচিন্তয়া ।

বিবেশ দেবেশগৃহং মহোৎসবং ননাম দৃষ্টা জগতাং পতিং প্রভূম্ ॥ ১৫ ॥

পপাত ভূমৌ পুনরেব দণ্ডবল্লমমুহঃ প্রেমভরা কুলাননঃ ।
 ততঃ ক্ষণানুষ্টিকরং বিভাবয়ন্ জগৎপতিং সোহতিকরোদ বিহ্বলঃ ॥ ১৬ ॥
 দৃষ্ট্৷ তগিখং পুরুষোত্তমো হরিঃ প্রসার্য পাণিঃ কমলাদ্যকোমলম্ ।
 অদর্শয়দ্রক্ততলং ততো মুদা চৈতন্যদেবো হৃষিতো জহাস ॥ ১৭ ॥
 উবাচ চৈবং করুণামুখে স্বং প্রসাদ দেবেশ মহেশবন্দিত ।
 পুনর্ন দৃষ্ট্৷ করপল্লবানুলিং রুরোদ তস্মিন্ দ্বিগুণং স বিহ্বলঃ ॥ ১৮ ॥
 পুনশ্চ দৃষ্ট্৷ তিমহোৎসবান্বিতো হর্ষাশ্রুধারান্মুতদেহষষ্টিঃ ॥ ১৯ ॥
 এবং তয়োরকুণ্ডলচেষ্টিতং জনাঃ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি পরং ব্রহ্মন্তি তে ।
 পদং মুরারেঃ পরমার্থদর্শিনো ন যত্র ভূয়ঃ পতনং কচিদ্ভবেৎ ॥ ২০ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে শ্রীপুরুষোত্তমদর্শনং নাম
 দশমঃ সর্গঃ ॥

একাদশঃ সর্গঃ ।

তং শ্রদ্ধা গ্রাহ বিপ্রেন্দ্রঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।
 কথং দৃষ্টৌ ভগবতা পুরুষোত্তম ঈশ্বরঃ ॥ ১ ॥
 দৃষ্টঃ কেন কিমকরোৎ স্বয়মেব জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 তং শ্রদ্ধা গ্রাহ স গুপ্তস্তুষ্টৌ বৈছৌ কথাং শুভাম্ ॥ ২ ॥
 শৃণুস্বাবহিতং ব্রহ্মন্ দিব্যাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ।
 কথাং শ্রীজগদীশস্ত দর্শনানন্দসম্ভবাম্ ॥ ৩ ॥
 গজাদৌ বাসুদেবস্ত সার্করভৌমস্ত বেশ্মনি ।
 সত্ত্বরং স সমুখায় নমাম দণ্ডবৎ স্তম্বীঃ ॥ ৪ ॥
 দৃষ্ট্৷ তং গ্রাহ ভগবান্ সগদগদগিরা হরিঃ ।
 কথং দ্রক্ষ্যামি দেবেশং জগন্নাথং সনাতনম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রদ্ধা বচন্ত্য সার্বভৌমো মহাযশাঃ ।
 প্রকাশনয়নাজেন তদ্বপুঃ সমলোকয়ং ॥ ৬ ॥
 স্ততশ্চকাক্ষনাভাসং মেরুশৃঙ্গবিবাপরম্ ।
 রাকাশুধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্ ॥ ৭ ॥
 স্ননসং কঙ্কুষ্ঠাঢ্যং মহোরঙ্গং মহাভুজম্ ।
 বন্ধুকমুকুরারক্তদন্তচ্ছদমনোহরম্ ॥ ৮ ॥
 কুন্দাভদন্তমত্যন্তচন্দ্রশিখিজিতম্বিতম্ ।
 আজ্ঞাভুলম্বিতভুজং বিলসংপাদপঙ্কজম্ ॥ ৯ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বলং শশ্বৎ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্ ।
 কৃষ্ণোন্নতপদদ্বন্দ্বং দৃষ্ট্বাদৌ বিন্মিতোহভবং ॥ ১০ ॥
 কিমসৌ পুরুষব্যাক্তো মহাপুরুষলক্ষণঃ ।
 অবতীর্ণ ইবাভাতি বৈকুণ্ঠাদ্বেবরূপধ্বক্ ॥ ১১ ॥
 কিংবাসৌ সচ্চিদানন্দরূপবান্ রসমূর্ত্তিমান্ ।
 কিংবাসৌ সর্বজীবানাং হিতকুদীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥
 ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তদ্বজ্রং* প্রাহ শুদ্ধধীঃ ।
 গচ্ছ ত্বং শ্রীমুতেনাত্ম চৈতন্যেন মহাত্মনা ॥ ১৩ ॥
 পুরং ভগবতঃ শীঘ্রং যথাসৌ পুরুষোত্তমম্ ।
 পশুত্যানন্তপুরুষমনায়াসেন তং কুরু ॥ ১৪ ॥
 তং শ্রদ্ধা সার্বভৌমশ্চ বচনামৃতমদ্ভুতম্ ।
 যযৌ তত্তত্ত্বজো ধীমান্ চৈতন্যেন সহায়বান্ ॥ ১৫ ॥
 তেন সার্বং স ভগবান্ গচ্ছা শ্রীহরিমন্দিরম্ ।
 দদর্শ পুণ্ডরীকাক্ষং পুরুষোত্তমমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥

* অনুজ্ঞা ।

दृष्ट्वा लसद्विह्वलितादयष्टिः प्रेमाश्रुवारिवरपूरितपीनवक्त्राः ।
 कम्पोदगतप्रचूरवारियुतेन्दुवक्त्रे । हेमाद्रिशृङ्ग इव वातकृतः पपात ॥ ११ ॥
 भूमौ मुमोह भगवान् कृतमृष्टिहस्तो विश्वस्तवस्त्ररसनो विवशः विदिता ।
 तं ते विद्वाः सपदि बाह्वुगेन धृत्वा कुन्दाङ्कतो भगवतः पुरतो
 विनिह्यः ॥ १८ ॥

श्रीसार्कभोमवरवेश्मनि लक्षसंज्ञः सङ्कीर्तनं नरहरेः पुनरेव चक्रे ।
 नृत्यं तत्र पुलकावलिपूरिताद्गो गान्धर्व-गौरवपुष्पा पुरुषाधिराजः ॥ १२ ॥
 भिक्षां चकार भगवान् स निज्जन सार्द्धं भजेन दत्तममृतं स्महाप्रसादम् ।
 अन्नं रसायनवरं भवरोगिनां यद् देवेन्द्रदुर्लभतरं पुरुषोत्तमम् ॥ २० ॥
 भुङ्क्ता यदन्नमशिलं वृजिनं जहाति धर्मार्थकामममृतं तथा महत्तमम् ।
 प्राप्नोति बालिशजनो यदि नैव भुङ्क्ते गच्छेत् शूकरगतिं स च
 धर्महीनः ॥ २१ ॥

चैतन्यदेव इह यद्विषयो विभूय भुङ्क्ते शिवोऽपि यदि तन्नहि खादतीह ।
 दूरादथागतमिति स्वपचन वापि स्पृष्टं विलोक्यत शूकरतामुपैति ॥ २२ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते तृतीयप्रक्रमे श्रीमहाप्रसादमहिमा
 नाट्यकादशः सर्गः ।

दादशः सर्गः ।

भुङ्क्ता प्रसादं नृहरेः स्वमन्दिरं प्रविष्टा सायं भगवान् ददर्श ।
 धूपेन सङ्कृपितमञ्जलोचनं दीपैरनेकैर्बहुमालाकेन ॥ १ ॥
 विभूषितं पूर्णनिशाधिनाथसहस्रकल्लं नवमेघवर्षम् ।
 ननाम भूमौ पुरुषोत्तमांशं विकशिनेन्द्रेण पपौ मुहूर्त्त ॥ २ ॥

আনন্দরাশৌ পরিময়চিত্তো নেত্রানুধারাতিস্থদৌতবক্ষাঃ ।
 রোমাঞ্চসঞ্চারবিভূষিতাঙ্গো হেমাদ্রিশৃঙ্গোপমগৌরদেহঃ ॥ ৩ ॥
 ররাজ রাঞ্জেব স ভূস্বরাণাং প্রভুঃ প্রসূনাবলিবৃষ্টিকালম্ ।
 তত্রাবসং শ্রীপুরুষোত্তমং পুনর্নত্বা জগামাশ্রমমাশ্রমেশঃ ॥ ৪ ॥
 গত্বা নিশায়াং পুনরেব কীর্ত্তিং জগৌ হরেরদ্ভুতবিক্রমস্ত ।
 স বিহ্বলঃ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যো লুঠন্ ক্রিতৌ বেদ ন চাপরং কিম্বৎ ॥ ৫ ॥
 এবং মহাত্মা কতিচিদ্দিনানি তত্রাবসং সাধুভিরর্চিত্তাজিযুঃ ।
 অশিক্ষয়ং সজ্জনমজ্ঞেনেত্রো মুদা মনোজৈর্জ্বলচনামৃতৈশ্চ ॥ ৬ ॥
 তস্মিন্ কদাচিৎ পরিমোহিতাত্মা শ্রীসার্কর্ভোমঃ প্রভুমাযযৌ সঃ ।
 চৈতন্যদেবং মহাজ্ঞং বিদিত্বা বভাষ দ্বৈষম্নিজলোকমধ্যে ॥ ৭ ॥
 স এব মোহোহপি কৃপাতিরেকঃ শ্রীসার্কর্ভোমায় জনাৰ্দ্দনস্ত ।
 যদ্বয়ং করোত্যেব হরিঃ স্বয়ং প্রভুস্তুদেব সত্যং জগতো হিতায় ॥ ৮ ॥
 অয়ং মহাবংশসমুদ্ভবঃ পুমান্ স্থপণ্ডিতঃ স্বল্পবয়ঃ কথং চরেৎ ।
 সন্ন্যাসধর্ম্মং তদমুং দ্বিজং পুনঃ কৃত্বাত্মবেদান্তমশিক্ষয়ামহি ॥ ৯ ॥
 জ্ঞাত্বা হরিস্তং পুনরাহ সন্নিতো যজ্ঞোপবীতং পুনরেব মে ভবেৎ ।
 পুষ্পাণি পূগাত্তহুগন্ধবন্তি মাল্যানি বিপ্রায় দদাম্যহং তদা ॥ ১০ ॥
 ইত্যাহ গত্বা বচনং মুরারেঃ শ্রীসার্কর্ভোমায় জনো বিদিত্বা ।
 ভীত্যা ন কিঞ্চিং পুনরেবমুচে ব্রীড়াপরোহভুং স তু সম্মমেন ॥ ১১ ॥
 অধাপকৃত্বৈ দ্বিজবৃন্দসন্নিধৌ স সার্কর্ভোমস্ত পুরো মহাপ্রভুঃ ।
 উবাচ বেদান্তনিগূঢ়মর্থং বচো মুরারেশচরণানুজাশ্রয়ম্ ॥ ১২ ॥
 বেদান্তসিদ্ধান্তমিদং বিদিত্বা গতং পুরা যত্তদলং স মত্বা ।
 চৈতন্যপাদজমুগে মহাত্মা স বিশ্বয়োৎফুল্লমনাঃ পপাত ॥ ১৩ ॥
 বেদান্তরক্তো ভগবান্ ভবান্ প্রভুর্লোকো ন জানাতি কদাচিদপ্যপি ।
 সন্মোহিতাত্মা তব মায়ায়া প্রভো লোকে পদাজ্জঞ্চ তবাহমগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

১১৩

পুরা পৃথিব্যাং বহুদেবগেহেহবতীৰ্ঘ্য কংসাদিমহাস্থরাণাম্ ।
 কৃষ্ণা বধং স্বং প্রতিপাত্ত ধামং ভূদেবগেহে পুনরাবিরাসীৎ ॥ ১৫ ॥
 স্বকীয়মাধুর্য্যাবিলাসবৈভবমাস্বাদয়ন্তঃ স্বজনং স্থথায় চ ।
 কৃতাবতারো জগতঃ শিবায় মাং পাহি দীনং করুণামৃতাক্ষে ॥ ১৬ ॥
 বৈরাগ্যবিদ্যানিভ্রভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপামুধিবিস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১৭ ॥
 কানামষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাপ্নকর্তুঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
 আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥
 ইতি নিগদিতবস্তং সার্কৰ্ণভৌমং করেণ সরসমতিজবেন স্নেহভাবেন ধৃষ্মা ।
 নিজহৃদি বিনিধায়ালিঙ্গনং স প্রচক্রে বরভূজযুগলেন শ্রীপতিৰ্ভক্তবশঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে সার্কৰ্ণভৌমাহুগ্রহো

নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

—*—

এবং কতিপয়ং কালং ক্রীড়িত্বা সহ বৈষ্ণবৈঃ ।
 শ্রীকানীনাথমিশ্রেণ বৈষ্ণবাগ্রোণ ধীমতা ॥ ১ ॥
 সংমন্ত্য ভগবান্ কৃষ্ণস্তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
 পুণ্যাগ্নক্ষেত্রগমনে মতিং চক্রে মহাত্ম্যভিঃ ॥ ২ ॥
 ততো গচ্ছা জগন্নাথং দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
 নত্বা তং ভক্তিভাবেন নেত্রধারাপরিপ্লুতঃ ॥ ৩ ॥
 উবাচ মধুরাং বাণীং সগদগদগিরা হরিঃ ।
 কৃতাজলিপুটঃ প্রেমপরিপূর্ণ-স্ববিগ্রহঃ ॥ ৪ ॥

গাননাথ-দ্বন্দ্বপ্রতিপদ,
 দেবেন্দ্রবিদ্য, কবিবর
 কবেশ্বরী-৫

देव अङ्गैश्चैव मे नाधिकारो यतोऽहं भवः ।
 ततोऽहं क्लेशग्रमे मतिर्मे जायते प्रभो ॥ ५ ॥
 बह्वङ्गं वाकापतिप्रथमं शरणं पङ्कजलोचनम् ।
 दीर्घविद्योष्ठरदनच्छदं साधुं स्वयङ्कमम् ॥ ६ ॥
 दृष्ट्वा कञ्च मनो वाति क्लेशान्तरगतौ हरे ।
 तस्मान्मास्तुज मे देव स्थितौ ते तादृशी कृपा ॥ ७ ॥
 क्लेशाण्यन्तानि गच्छामि तव श्रेष्ठं जनार्दन ।
 तथा मां कुरु मे देव यथा तीर्थमहं ब्रजे ॥ ८ ॥
 यावत् आच्छन्नं चित्तं न श्लाघ्यं स्वनिर्गलम् ।
 तावत्तीर्थानि पुण्यानि विचरेत् सर्वतः पुमान् ॥ ९ ॥
 ततः स्वनिर्गले चित्ते स्थिरधीः पुरुषोत्तम ।
 निवासं कुरुते नित्यं पथिकः यात्रामे यथा ॥ १० ॥
 एवं वदति चैतन्ये ग्रीवायाश्चाभ्युत्थितम् ।
 माल्यं पपात क्लृप्तं पादसिंहासनोपरि ॥ ११ ॥
 प्रतिहारौ तदादारं जगन्नाथं मुदा ।
 ददौ प्रसादरूपं तन्माल्यं चैतन्यमूर्धनि ॥ १२ ॥
 ततः सोऽपि महातेजाः प्रफुल्लवदनो हरिः ।
 स्वप्रेमनामसंपूर्णो गच्छद्विरदविक्रमः ॥ १३ ॥
 एवं लोकाभ्युत्थितं भूत्वा प्रेमार्द्रलोचनः ।
 काशीमिश्राश्रमं गत्वा तं प्राह श्रीशटीश्वरः ॥ १४ ॥
 भवन्त एव पञ्चसु पुरुषोत्तममीश्वरम् ।
 अहं तीर्थाटने यामि जगन्नाथेन वक्षितः ॥ १५ ॥
 तं श्रद्धा बाधितो भूत्वा काशीनाथः प्रभोः पदे ।
 पपात दण्डवत्स्थित्वा स्थितौ स प्रकरोद च ॥ १६ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতम् ।

১১৫

কথং নাভুং পুত্রশোকো মহাক্রোধোহভবন্ন কিম্ ।
 চৈতন্যচরণাঙ্কোজবিলম্বোষোহয়ং কথং মম ॥ ১৭ ॥
 এবং স বিলুঠন্ ভূমৌ শোকপূর্ণো মুহূৰ্হঃ ।
 সাস্থিতঃ কৰুণার্দ্ৰেণ পুনরাগমনাদিনা ॥ ১৮ ॥
 ততঃ শ্রীসার্কভৌমস্ত গৃহং গত্বা ভগদগুরুঃ ।
 আজ্ঞাং যবাচে ভগবান্ তীর্থানাং গমনেন্দ্ৰিয়া ॥ ১৯ ॥
 শ্রদ্ধা সরোদনং প্রাহ ধৃত্বা কৃষ্ণপদাশুভম্ ।
 কথং নাভুদ্বজ্রপাতঃ শিরসি মে মহাভুজ ॥ ২০ ॥
 ত্বংপাদরহিতং প্রাপং কথং ধাত্মান্যহং প্রভো ।
 মাং গৃহীত্বা যত্র কুত্র গমনং কৰ্ত্তু মর্হসি ॥ ২১ ॥
 এবং শ্রদ্ধা প্রহস্তাসৌ ধৃত্বা তস্ত করদ্বয়ম্ ।
 আগমিষ্ঠান্যাদৌর্ধ্বেণ কাকেনেত্যাহ কেশবঃ ॥ ২২ ॥
 বদন্তং তং সমালিঙ্গ্য কৰুণাপূর্ণবিগ্রহঃ ।
 সাস্বয়ামাস স্বপ্নেন্না নানান্ননয়কোবিদঃ ॥ ২৩ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে সার্কভৌমসাম্বনং
 নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

চতুর্দশঃ সর্গঃ ।

সার্কভৌমভট্টাচার্য্যঃ স উদ্বিগ্নো হৃচেতনঃ ।
 এবং ভক্তাস্তদৈবানন্ সৰ্ক উদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ১ ॥
 ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচলিতো দক্ষিণাং দিশম্ ।
 আলালনাথনাগত্য প্রেমাৎসবদৈর্ঘ্যতঃ ॥ ২ ॥

कृष्ण कृष्णति कृष्णति उवाचोऽस्मिन्मूर्छमूर्छः ।
 कृष्णं बिलुठते भूमौ कृष्णं मूर्च्छति जगति ॥ ७ ॥
 कृष्णं गायति गोविन्द-कृष्ण-रामेति नामभिः ।
 महाप्रेमप्लुतं गात्रमालालनाथदर्शने ॥ ८ ॥
 कश्चिं पथि जनं दृष्टमालिदं शक्तिसकटैः ।
 स तत्र प्रेमविवशो नृत्यन् गायन्मूर्देव च ॥ ९ ॥
 निजगेहं जगाम स प्रेमधारानतप्लुतः ।
 अन्तर्ग्रामजनान् दृष्ट्वा प्रेमालिदमकारयन् ॥ १० ॥
 ते पुनः प्रेमविश्रान्तं गायन्ति च व्रमन्ति च ।
 एवं परम्परा येषु तान् सर्वान् समकारयन् ॥ ११ ॥
 आलालनाथफेद्रे स रात्रैकं संनृवासयन् ।
 ततः परदिबोध्यै प्रातःकार्यां समापयन् ॥ १२ ॥
 प्रचलन् दक्षिणदेशमुवाच इति नृत्याति ॥
 कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे ।
 कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे ॥
 कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण वरुण माम् ।
 कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम् ॥ १३ ॥
 इति पठति स मन्त्रं प्रेमविप्लावितान्-
 लुठति धरणीमध्ये धावति च प्रकर्षैः ।
 इह हरिरिति वार्त्तिक्याप्सरुद्धावकर्षे
 रुदति त्रुलतायां प्रेमदृष्टिं करोति ॥ १४ ॥
 आगते कूर्मफेद्रे च कूर्मरूपी जनार्दनः ।
 कूर्मनामा च विप्रेन्द्रो गतः संकृतिर्कूर्मनि ॥ १५ ॥
 भोजयन् श्रद्धया स्वयं प्रसादं कूर्म ईश्वरम् ॥ १६ ॥

ততো জগাম ভগবান্ লোকান্ গ্রহকাম্যয়া ।
 কুর্শ্মক্ষেত্রে জগন্নাথং দদর্শ কুর্শ্মরূপিণম্ ॥ ১৩ ॥
 কুর্শ্মনামা দ্বিভুঃ কশ্চিৎকদৰ্শনমহোৎসবঃ ।
 আতিথ্যং বিদধে হর্ষান্মানয়ন্ সফলং দিনম্ ॥ ১৪ ॥
 বাহুদেবো বিজশ্ৰেষ্ঠো দৃষ্টে। শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
 তদদর্শনসমুন্নাসৈঃ কৃষ্ণঃ জ্ঞাত্বা ননৰ্ত্ত চ ॥ ১৫ ॥
 তং কুষ্ঠরোগিণং বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্ ।
 আলিঙ্গ্য ভগবাংশক্রে স্বর্ণকান্তিসমপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥
 তৌ দৃষ্টে। প্রেমসম্পূর্ণৌ স্বভক্তৌ প্রাহ শ্রীপতিঃ ।
 মদাজ্ঞয়া কৃষ্ণভক্তিং লোকান্ গ্রাহয়তাং স্থখম্ ॥ ১৭ ॥
 এবমুক্ত। গৌরচন্দ্রস্তথৈবাস্তদ্বদে হরিঃ ।
 বিস্মাপয়ন্ সৰ্বলোকান্ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্তয়ন্ ॥ ১৮ ॥
 কিয়দূরং সমাগত্য জিয়ড়াখ্যং নৃসিংহকম্ ।
 দদর্শ পরমপ্রীতঃ প্রেমাশ্রুপুলকাঙ্কিতঃ ॥ ১৯ ॥
 তস্মৈ স্বভক্তাধীনত্বকথাং প্রাহ পুরাতনৌম্ ।
 স এব জগতাং নাথঃ স্বয়ং ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥
 অত্রৈবাসীং পুরা কশ্চিৎ পুণ্ড্রয়েতি সমাখ্যয়া ।
 কুবৌবলো হি বিখ্যাতো মায়াম্বকনমজ্জয়েৎ ॥ ২১ ॥
 বরাহরূপিণা খণ্ডং বিখণ্ডং কুতিনা সমম্ ।
 যুষোধ বলবান্ গোপঃ কৃতপুণ্যো মুরারিণা ॥ ২২ ॥
 বাণবিদ্ধেন তেনাপি রামরামেতি কীর্তনাং ।
 জ্ঞাতোহসাবীখর ইতি চোপবাসাদিমাচরৎ ॥ ২৩ ॥
 দয়ালুর্ভগবানাহ হৃদ্যসেকেন সৰ্বথা ।
 দর্শনং মে প্রাপ্যাসি ত্বং রাজা সহ তথা বচঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধা ভগবতো বাক্যং গোপঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ ।

আজ্ঞামাবেদয়ং সোহপি তথাজ্ঞাং চ তথাহরোং ॥ ২৫ ॥

দুহ্মসেচনমাত্রেণ ভগবান্ স্বমদর্শয়ং ।

শ্রীবিগ্রহং সজ্জনঞ্চ নিবারণং যথাকরোং ॥ ২৬ ॥

কিয়ংকালাবসানেন বার্তাবিত্তঞ্চ কশ্চন ।

আগতো দর্শনার্থী স ভাৰ্ঘ্যাভ্যাং সমনুব্রতঃ ॥ ২৭ ॥

দর্শনানন্দমন্তঃ শ্রীমন্দিরং তং প্রবিষ্টবান্ ।

প্রাপ্তে শ্রীচরণাস্তোজ্রে দৃষ্ট্ৱ হর্ষমুপাগতঃ ॥ ২৮ ॥

ভগবানাহ তং সাধুমভীষিতবরং বৃণু ।

জিয়ড়েতি হি মে নাম গৃহাণ জগদীশ্বর ॥ ২৯ ॥

ওমিত্যাহ জগদ্ব্যোনিস্তেন চ খ্যাপিতোহভবং ।

শ্রীজিয়ড়নুসিংহশ্চ ভক্তবশ্তো हरिः सदा ॥ ৩০ ॥

এতদাখ্যন্ हरिः साक्षां श्रीगौराङ्गे महाप्रभुः ।

অন্তর্দধে হি তত্রৈব কেন দৃষ্টঃ কিল স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে শ্রীজিয়ড়নুসিংহ-

প্রসঙ্গো নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে শুভে প্রভূর্গায়ন্ हरिः प्रेमविभिन्नैर्ध्याः ।

যযৌ স কাঞ্চীনগরং জগদুগুরুর্দ্রষ্টুং শ্রীরামানন্দাখ্যায়াম্ ॥ ১ ॥

স স্বর্গহে কৃষ্ণপূজাবসানে ধ্যায়ন্ পরং ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনম্ ।

দদর্শ বারতয়মদ্ভুতং মহদগৌরাদমাধুৰ্য্যমতীব বিস্মিতঃ ॥ ২ ॥

উন্মীল্য নেত্রে চ তদেব রূপং দৃষ্ট্বা পরং ব্রহ্ম সন্ন্যাসবেশম্ ।
 প্রণম্য মূৰ্দ্ধা বিহিতঃ কৃতাজলিঃ পপ্রচ্ছ কুত্রত্য ভবানিতি প্রভো ॥৩॥
 হসন্ প্রভুঃ প্রাহ কথং ন স্বৰ্ঘ্যাতে শ্রীরাধিকাপাদসরোজষট্‌পদ ।
 স্বাত্মানমেবং কথয়ন্ স্বয়ং হরিঃ স্ববাহুযুগ্মেন তমালিলিঙ্গ ॥ ৪ ॥
 বৃন্দাটবীকেলিরহস্তমদ্ভুতং প্রকাশ্য তস্মিন্ রসিকেন্দ্রমৌলিঃ ।
 আজ্ঞাপ্য ক্ষেত্রগমনায় সত্বরং তং সাত্ত্বয়িত্বা স যযৌ জনার্দনঃ ॥ ৫ ॥
 শ্রীরাম গোবিন্দ কৃষ্ণেতি গায়ন্নুতীৰ্য্য গোদাবরীমেব কৃষ্ণঃ ।
 বিবেশ শ্রীপঞ্চবটীবনং মহং শ্রীরামসীতাস্মরণাতিবিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥
 ততঃ পরং শ্রীভগদশ্বরঃ প্রভুশ্চলন্ পৃথিব্যাং ককুভঃ প্রকাশয়ন্ ।
 কাবেরীমুতীৰ্য্য শ্রীরদ্ধনাথং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হি ননৰ্ত্ত সাদরম্ ॥ ৭ ॥
 শ্রীরদ্ধনাথস্ত সমীপং বিপ্রো গীতাং পঠন্ শুদ্ধবিচারশূন্যম্ ।
 প্রেমাশ্রুপূৰ্ণং স নিরীক্ষ্য কৃষ্ণ আলিঙ্গ্য প্রাহ শ্রুতমেব যোগ্যম্ ॥ ৮ ॥
 তত্রৈব কশ্চিদ্ধিভবব্যাসন্তমো দৃষ্ট্বা প্রভুং গৌরহৃদীৰ্ঘবিগ্রহম্ ।
 প্রেমাশ্রুপূৰ্ণং স ভগাদ বদ্ধুং শ্রীকৃষ্ণবর্ণং মনসা বিচারয়ন্ ॥ ৯ ॥
 অহো স্বভাগ্যং মনসা বিমুখ্য ত্রিমল্লনামা কিম ভট্টরাজঃ ।
 তস্মৈ প্রভোঃ শ্রীচরণং করাভ্যাং ধৃত্বা প্রহৃষ্টঃ করুণাং শ্রবেদয়ৎ ॥ ১০ ॥
 অহো মহাত্মন্ করুণেন নঃ প্রভো কৃপাং বিধাতুং সততং ত্বমর্হসি ।
 তত্রৈব মায়াধমনাবতারে কৃপামৃতেনাপি ভগৎ সিবেষ্ট ॥ ১১ ॥
 সৰ্বং জনং স্বাবরজ্জন্মাদৌ মুক্তুং ন চো ন বিনাপি কৃষ্ণম্ ।
 প্রাবড়্‌তুরাগত এব নাথ ভৃত্যস্ত মে ত্বং হিতশোভনং কুরু ॥ ১২ ॥
 এবং স ভক্তস্ত মধুরাং স্ববাণীং শ্রুত্বা তমালিঙ্গ্য বিবেশ তদগৃহম্ ।
 দ্বিজোহপি তৎপাদসরোরুহং হৃদীঃ প্রক্ষাল্য প্রেমা সগণো দধার ॥১৩॥
 স্থখাসৌনং ভগবাতং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ ।
 শ্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্কিং সিবেষে প্রেমনির্ভরঃ ॥ ১৪ ॥

गोपालनामा बालोहस्त प्रभोः पार्श्वे स्थितस्तदा ।

तं दृष्ट्वा तस्त शिरसि पादपद्मं दयार्द्रधीः ॥ १५ ॥

दत्त्वा वद हरिं चेति सोऽपि हर्षममयितः ।

बाल्याक्रीडां परित्यज्या कृष्णं गायन् ननर्त च ॥ १६ ॥

एवं हि प्रारूढमयं स्थितो हरिः श्रीकृष्णसङ्कीर्तनभावभावकः ।

श्रीरङ्गक्षेत्रहृद्भिजैः स्रपूजितो भिक्खुप्रशादिभिर्नृत्तः स्तुतम् ॥ १७ ॥

मेरुसुन्दरतन् वसिकेशः कृष्णनामगुणकीर्तनमन्तः ।

राधिकारसविनोदगद्गद-प्रेमवारिपरिपूरितदेहः ॥ १८ ॥

उषिदैव्यं रङ्गक्षेत्राद्गच्छन् पथि ददर्श सः ।

श्रीमाधवपूरौ शिष्टः परमानन्दनामकम् ॥ १९ ॥

पञ्चान् श्रीपरमानन्दपूरौ गौराङ्गविग्रहम् ।

गुरुवाक्यमनुश्रुत्य प्रेमाश्रुपुलकाक्षितः ॥ २० ॥

क्षेत्रोऽपि पुरीपादः सत्तयां धर्मपालकः ।

ननान् परमप्रीतो दण्डवत् शिरसां भूवि ॥ २१ ॥

समाश्रयः पुरीं प्राह मयैव कर्तुं मिहार्हसि ।

अमेव जगतां नाथो जगत्तैत्तत्कारकः ॥ २२ ॥

ज्जातोऽसि भगवान् साक्षां श्रीकृष्णभक्तपथक् ।

श्रीराधाभावमापन्नो माधुर्यारसलम्पटः ॥ २३ ॥

श्रद्धां तद्वचनं कृष्णः ग्रहन् प्राह सादरम् ।

प्रेम्ना ते वदद्दयः मां जानीहि न संशयः ॥ २४ ॥

गच्छ क्षेत्रं महारम्यं यावच्छाहं समाब्रजे ।

तावदेव भवान् तिष्ठेद्वैवमुक्तं यथो हरिः ॥ २५ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते तृतीयप्रक्रमे श्रीपरमानन्दपूरौ-

सद्गोपसर्वो नाम पञ्चदशः सर्गः ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ ।

—*—

এবং ব্রজন্ বিপ্র পথি প্রবীণান্ তমালবৃক্ষান্ জগদেকবন্ধুঃ ।
 দৃষ্ট্ৱা হসন্ ধারণমেব কৃত্বা সংস্পর্শনেনাপি সমৃদ্ধবার ॥ ১ ॥
 তদৈব তে সপ্তগন্ধর্ব্বরূপাস্তদর্শনানন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ।
 হিচ্ছা স্বপাপং নুনিশাপজং প্রভুং নত্বা বযুস্তে নিজশাসনং শুভম্ ॥ ২ ॥
 ততঃ পরং কৃষ্ণরসাত্তিমত্তঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রজ ভপন্ শুভাক্ষরম্ ।
 শ্রীরাম গোবিন্দ হরে নুরারে জনার্দ্রিন শ্রীধর বাহুদেব ॥ ৩ ॥
 স্বভক্তরক্ষাকর রাঘবেন্দ্র সীতাপতে লক্ষ্মণপ্রাণনাথ ।
 স্ত্রীবহুদ্বালিবধাতিদুঃখিত মরুৎস্ততানন্দদ রাবণারে ॥ ৪ ॥
 ইত্যাদিনামামৃতপানমত্তঃ শ্রীসেতুবন্ধং পরিব্রজ্য সত্ত্বরম্ ।
 দদর্শ রামেশ্বরলিঙ্গমদ্ভুতং শ্রীশঙ্করপ্রেষ্ঠতমঃ সদা হরিঃ ॥ ৫ ॥
 নত্বা প্রভুমঞ্জলিমেব বদ্ধা দৃষ্ট্ৱা চ গৌরীরসদং সদাশিবম্ ।
 ননর্ত্ত সর্কেশ্বর এব তত্র ভাবেন গাং সংনময়ন্ পদে পদে ॥ ৬ ॥
 পশুন্তি সর্কে জগদেকবন্ধুঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং স্বরসাত্তিমত্তম্ ।
 বভূব্রত্যন্তস্ববিস্ময়া ধ্রুবং তান্ বঞ্চয়িত্বা খলু স তিরোহভবৎ ॥ ৭ ॥
 সর্বাণি তীর্থানি ক্রমেণ দৃষ্ট্ৱা পুনঃ পরাবৃত্য কৃপাদুধিঃ প্রভুঃ ।
 শ্রীমজ্জগন্নাথদিদৃক্ষ্বা ভৃশং শ্রীক্ষেত্ররাজং গময়াঙ্ককার ॥ ৮ ॥
 গোদাবরীতীরমন্ত্ৰ স্বয়ং প্রভুরাগত্য তত্র স্থিত এব সদগতিঃ ।
 শ্রীরামরায়ৈণ পুনঃ স্থপূজিতো বভৌ রসজেন দ্বিজগৃহে স্থখী ॥ ৯ ॥
 রাত্রৌ পরং তীর্থকথাঃ প্রজল্পন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণরসাত্তিমোদিতঃ ।
 আজ্ঞাপ্য শীত্ৰং চ শ্রীপদ্মলোচনং দ্রষ্টুং সর্দৈবাহঁসি নাপরং স্থখম্ ॥ ১০ ॥
 এবং নিশা সা রসিকেন্দ্রমৌলিনা শ্রীগৌরচন্দ্রেণ রায়েন সার্কম্ ।
 নীতা ক্ষণপ্রায়মতীব দর্শনাৎ পুনঃ স্বয়ং গন্তমনা বভূব হ ॥ ১১ ॥

শ্রীবিষ্ণুদাসেন দ্বিজেন সার্কমালানাথং স জনার্দনং প্রভুঃ ।
 দৃষ্ট্য প্রণম্য নিবসন্ কিয়দ্দিনমায়াতি সৰ্ব্বেশ্বরনোলকন্দরম্ ॥ ১২ ॥
 শ্রীকাশীনাথশ্চ গৃহে স্থিতো হরিঃ শ্রীসার্কভোগাদিভিরন্বিতঃ স্বয়ম্ ।
 শ্রীমজ্জগন্নাথদীক্ষয়া যযৌ প্রফাল্য পাদৌ শ্রীরত্নমন্দিরম্ ॥ ১৩ ॥
 শ্রীগুরুভক্তসমাস্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভক্তিরসে ন পূর্ণঃ ।
 দদর্শ সৰ্ব্বেশ্বরমোক্ষরং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং সাগ্রজমেব শ্রীপতিঃ ॥ ১৪ ॥
 পার্শ্বদ্বয়ে শ্রামলগৌরহৃন্দরৌ পশ্চাতি ভক্তাঃ স্নানসিদ্ধমগ্নাঃ ।
 ন তৃপ্তিমাণুঃ কৃপণা ধনং যথা সংপ্রাপ্য কুত্ৰাপি ন বক্তু মীশিরে ॥ ১৫ ॥
 পশ্চন্ শ্রীভক্তবর্গৈঃ সকলরসগুরুর্গৌরপ্রেমি নিমগ্নো
 নিত্যানন্দাখ্যো রামো রসময়বপুৰ্বো শ্রামগৌরান্দরূপো ।
 হৃদ্যৈঃ সিংহনাদৈর্জয়জয়ধ্বনিভিস্তাণ্ডবৈবরপাভীক্ষং
 সৰ্ব্বেষাং প্রেমদাতা জয়তি স গদাধারিণো দর্শপূর্ণঃ ॥ ১৬ ॥
 তদৈব শ্রীকৃষ্ণসমাজয়া স্নানার্থাণ্যং সমাদায় তুলসীবিসিদ্ধকম্ ।
 শ্রীগৌরচন্দ্রায় স ভক্তমানিনে সভক্তবর্গায় দদৌ মহামতিঃ ॥ ১৭ ॥
 প্রসাদমালাং জগদীশ্বরশ্চ প্রেমাশ্রপূর্ণঃ কিল লোকপাবনঃ ।
 সভক্তবর্গঃ পুলকাকুলাবৃতো জগ্রাহ মূর্ছ্য প্রণমন্ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে শ্রীজগন্নাথদর্শনং

নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

— — —

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

—*—

একদা ভগবান্ কৃষ্ণো ভক্তবর্গসমস্থিতঃ ।

প্রোবাচ মথুরাং যামি ভবন্তিরহুমোদিতঃ ॥ ১ ॥

উচুস্তে হুঃখসন্তপ্তা বন্ধাঞ্জলিমবহিতাঃ ।
 কথং কে তাক্তুমিচ্ছন্তি পদং তেহম্বুরুহেক্ষণ ॥ ২ ॥
 যতন্তঃ তত্র তীর্থক্কাখিলং বৃন্দাবনং মধু ।
 আসীন্নমূর্ত্তিধরং পার্শ্বে তব সেবাপরায়ণম্ ॥ ৩ ॥
 লীলাস্বখবিনোদায় যাস্তসি মথুরাং প্রভো ।
 তথাপি তান্ সমুদ্বর্ত্তুং ত্রাতুমর্হসি হুঃখিতান্ ॥ ৪ ॥
 আয়াস্ত্রে শীঘ্রেনেবেতি তান্ সাহস্যা দয়ানিধিঃ ।
 গচ্ছন্ গদ্যদর্শনায় বাচস্পতিগৃহং প্রতি ॥ ৫ ॥
 নৃসিংহানন্দস্তং শ্রদ্ধা মনসি পরিচিস্তয়ন্ ।
 জংঘালান্ দাতুমারব্ধঃ ক্ষেত্রানধিপুৰাবধি ॥ ৬ ॥
 স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালাঠৈর্মণিরত্নগণাদিভিঃ ।
 সূক্ষ্মসূক্ষ্মটীনবৈশ্ণেনিবৃষ্টৈঃ পুষ্পরাজিভিঃ ॥ ৭ ॥
 জলাশয়েষু জলজৈঃ পদ্মনীলোৎপলাদিভিঃ ।
 শোভিতং রত্নঘটেষু হংসজৈর্জলকুকুটৈঃ ॥ ৮ ॥
 এবংক্রমেণ সংনীয় নাট্যস্থলমপি দ্বিজঃ ।
 আলেক্ষ্য বনলীলাং তাং স্মরন্ কৃষ্ণস্ত বিক্রমম্ ॥ ৯ ॥
 প্রভোরপি স্বভক্তানাং পক্ষপাতিক্রমেব চ ।
 স্থখী ভূত্বা ইসন্ নৃত্যান্ গ্রাহ ভক্তজনাগ্রতঃ ॥ ১০ ॥
 অধুনা ন গমিষ্যতি মথুরাং ভগবান্ প্রতি ।
 আয়াস্ততীতি জ্ঞানন্ত কৃষ্ণনাট্যস্থলাদপি ॥ ১১ ॥
 শ্রদ্ধা ভক্তগণাঃ সর্কে তদ্বাক্যমমৃতং শুভম্ ।
 পিবন্তস্তং পরিক্রম্য দণ্ডবৎ পতিতা ভূবি ॥ ১২ ॥
 সোহনমং প্রেমপূর্ণাত্মা সমালিন্দ্য পরম্পরম্ ।
 প্রাপ্তাস্তদর্শনস্থখং বভূবরতিহর্ষিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ততো জগন্মদলমচ্যুতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনমেব কৃত্বা ।
 বাচস্পতেব্রাহ্মণসত্তমশ্চ গৃহং সমীয়াং স্বজ্ঞৈঃ পরীতঃ ॥ ১৪ ॥
 শ্রীমন্নবদীপনিবাসিনো যেহপরে জনা যে স্থরলোকবাসিনঃ ।
 মৃত্যুা মৃদৃষ্টা মুখপদ্মজং প্রভোৰ্বাহুস্থি তে নেত্রশতং হি সৰ্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥
 দিনং কতিপয়ং কৃষ্ণ উষিত্বা দ্বিজমন্দিরে ।
 উদ্ধার জনং সৰ্বং জড়ান্ধবধিরাদিকম্ ॥ ১৬ ॥
 বজ্রেশ্বরকুপাপাত্রো দেবানন্দঃ সুপণ্ডিতঃ ।
 আগত্য প্রভুপাদে চ নিবেগ পূৰ্ব্বহৃদয়তিম্ ॥ ১৭ ॥
 পপ্রচ্ছ নিজহিতঞ্চ তস্মৈ প্রাহ কুপানিধিঃ ।
 শ্রীমন্তাগবতং সাক্ষাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ১৮ ॥
 শ্রীকৃষ্ণমেব জানীহি মাংসৰ্ব্বাদিবিবৰ্জিতম্ ।
 পঠন্ ভক্তিরসাস্বাদং প্রাপ্তানন্দো ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
 শ্রুত্বা বিপ্রো নমস্কৃৎ তৎপাদরজসাবৃতঃ ।
 গৌরচন্দ্ররসে মগ্নো ননৰ্ত্ত পরমাত্মতম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে দেবানন্দানুগ্রহো নাম
 সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

ততো ভক্তিবৃত্তঃ কৃষ্ণো রামকেলিং জগাম হ ।
 শ্রুত্বা তজাগমদ্রষ্টুং প্রভুপাদং সনাতনঃ ॥ ১ ॥
 প্রভুং দৃষ্ট্বা প্রীতমনাঃ প্রপতন্ ধরণীতলে ।
 দশনাগ্রে তুণং ধৃত্বা সানুজঃ প্রাহ কেশবম্ ॥ ২ ॥

মদ্বিধো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।
 পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ক্রবে পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
 স্বপাদং তস্ত শিরসি ধ্বজা গ্রাহ জনার্দনঃ ।
 বৃন্দাবননিবাসী অং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
 মথুরাং গন্তুমিচ্ছামি অয়া সার্কং যথাস্থখম্ ।
 লুপ্ততীর্থস্ত প্রাকট্যং তথা বৃন্দাবনস্ত চ ॥ ৫ ॥
 কর্তু মর্হসি তৎ সর্বং মৎকৃপাতো ভবিষ্যতি ।
 ভক্তিস্বরূপিণী সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৬ ॥
 শ্রদ্ধা গ্রাহ মহাবুদ্ধিঃ সাত্বজঃ শ্রীসনাতনঃ ।
 আরাগঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্ত রমাং বৃন্দাবনং শুভম্ ॥ ৭ ॥
 শ্রীরাধয়া সহ কৃষ্ণে যত্র ক্রীড়তি সর্বদা ।
 অগম্যং যোগিভিনিত্যং দেবসিদ্ধির্নরৈতরৈঃ ॥ ৮ ॥
 নির্জ্জনং তজ্জনাতৈশ্চ গতা কিং স্ম্যং স্থথায় চ ।
 তৎকৃপাশস্তরূপেণ ছিদ্ৰা মে দৃশ্শ্রুত্বলাম্ ॥ ৯ ॥
 রাজপাত্রাদিরূপাঞ্চ প্রাপয্য নিজসম্মিখিম্ ।
 শক্তিসঞ্চারণং কৃতা কুরু কৃষ্ণ যথাস্থখম্ ॥ ১০ ॥
 তদ্বাক্যামৃতমেবং হি পীত্বা গ্রাহ হসন্ প্রভুঃ ।
 ভবগ্ননোরথং কৃষ্ণঃ সদা পূর্ণং করিষ্যতি ॥ ১১ ॥
 এবং তং পরিসন্তোষ্য কৃষ্ণে নাট্যস্থলং গতঃ ।
 রজত্যাং চিত্তয়ামাস সত্যমুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
 সনাতনেন কৃতিনা তন্মুখেন চ মাধবঃ ।
 নামাহ নির্জ্জনং সত্যং বৃন্দারণ্যং স্তূৰ্ণভম্ ॥ ১৩ ॥
 লোকসংঘৈর্গতে নিত্যং দুঃখমেব ন সংশয়ঃ ।
 সঙ্গং ত্যক্ত । গমিষ্যামি দক্ষিণং চাধুনা ব্রজে ॥ ১৪ ॥

এবং বিচার্য ভগবান্ সাজ্জানন্দরসাত্মকঃ ।
 প্রাতঃস্থায় শ্রীকৃষ্ণো নিত্যানন্দসমম্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
 অষ্টৈতাচার্যান্ধিলয়ং জগাম সত্ত্বরং মুদা ।
 তেন সংপূজিতস্তত্র স্থিতো ভক্তস্বথপ্রদঃ ॥ ১৬ ॥
 অচ্যুতেনাপ্যধিরতং কৌতুকানন্দবর্দ্ধনঃ ।
 পরিহাসরসামোদো হরিদাসদয়াপরঃ ॥ ১৭ ॥
 হরিসঙ্কীৰ্ত্তনং রাত্রৌ কুর্বন্ স ভক্তবেষ্টিতঃ ।
 ননৰ্ত্ত পরমপ্রীতো নিত্যানন্দসমম্বিতঃ ॥ ১৮ ॥
 মাতরং ভক্তবৃন্দঞ্চ মাতৃভক্তশিরোমণিঃ ।
 নবদ্বীপাং সমানয্য তদহঃপং পরিমোচয়ন্ ॥ ১৯ ॥
 তন্না পাচিতমন্নঞ্চ চাতুর্লিখ্যং যথোচিতম্ ।
 ভক্তাঙ্কাদশতৈতুর্ভুক্তো নিত্যানন্দকুতূহলী ॥ ২০ ॥
 এবং শ্রীভক্তবর্গাণাং গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ।
 ভুক্ত্য পীত্বা স্বথং কৃত্বা যযৌ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ২১ ॥
 শ্রীমন্নিত্যানন্দরামঃ পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ ।
 গৌরপ্রেমস্বধামন্তো গৌরান্দ্রপ্রাণবল্লভঃ ॥ ২২ ॥
 তাভ্যামহুগতঃ কৃষ্ণো গোপীনাথং দদর্শ হ ।
 সাক্ষান্নন্দকুমারঞ্চ শ্রীবংশীবদনং বিভূম্ ॥ ২৩ ॥
 গোপীমনোরথামোদৌ সমালিন্ধ্য স্থিতৌ হরিঃ ।
 দৃষ্ট্য গদাধরস্তত্র গৌরকৃষ্ণাত্মকং স্বখী ॥ ২৪ ॥
 সাক্ষাৎ বাপাশ্বরূপোহসৌ তং ধৃত্বা নিজবক্ষসি ।
 সমানীয় কৌতুকেন স্থাপয়ামাস নিশ্চলম্ ॥ ২৫ ॥
 তস্য পাচিতমন্নঞ্চ গোপীনাথাবশেষিতম্ ।
 গদাধরংগৌরচন্দ্রস্ত সমীপে পুলকাবৃতঃ ॥ ২৬ ॥

তেনান্নমোদিতো হর্ষাৎ সত্রয়সমস্থিতম্ ।

প্রসাদং গোপীনাথস্ত বিভজ্য বৃহজে পূরা ॥ ২৭ ॥

ভোজয়িত্বা স্বহস্তেন নিত্যানন্দায় চ পুনঃ ।

গদাধরঃ স্বয়ংকপি বৃহজে রসকৌতুকো ॥ ২৮ ॥

ততশ্চ গৌরাদঃ স্থপোপবিষ্টো গদাধরেণাপি স্বয়ং রসজঃ ।

রাসোহুঙ্কো রাসরসেন যন্তো রামোপরামে রসরামরামে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে গোড়দেশভ্রমণানন্তরং

শ্রীগোপীনাথদর্শনং নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

চতুর্থ প্রক্ৰমে

প্রথমঃ সর্গঃ ।

এবং জগৌ রাগরসারীলাচলে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনপূর্ণমানসঃ ।

স্বরূপমুখ্যোৰ্গদাধরাঈদ্যোঃ সমং ননৰ্ত্ত স হি নামকৌতুকো ॥ ১ ॥

শ্রীসার্বভৌমেন সহ শ্রীরামানন্দাদয়ঃ ক্ষেত্ৰনিবাসিনো য়ে ।

আজগমুঃ শ্রীগৌররসেন পূৰ্ণাঃ পপুষ্ব হর্ষান্মুগপঙ্কজং প্রভোঃ ॥ ২ ॥

শৃণ্বন্তি সংকীৰ্ত্তননামমঙ্গলং গায়ন্তি আনন্দসমুদ্ভবগাঃ ।

নৃত্যন্তি সর্বের রসিকেন্দ্রমৌলিনা গৌরাদ্ভচন্দ্রেণ সমং বিহস্তাঃ ॥ ৩ ॥

কাশীধরো রামমুকুন্দমুখ্যো বক্রেধরো রাঘববাহুদেবো ।

শ্রীশঙ্করশ্রীহরিদাসগৌরাদাসাদয়ন্তে হি গোড়বাসিনঃ ॥ ৪ ॥

ঋগুস্থিতাঃ শ্রীরঘুনন্দনাদয়ো গৌরাদ্ভভাবেন বিভাবিতান্তরাঃ ।

কুলীনগ্রামনিবাসিনঃ স্তবং নৃত্যন্তি গায়ন্তি নমন্তি সন্ততম্ ॥ ৫ ॥

নৃত্যাবসানে প্রভুরচ্যুতঃ স্বয়ং প্রাহ পরং ভক্তজনানুকম্পবান্ ।
 বৃন্দাবনং রম্যমতীৰ্ঘ দূর্লভং গচ্ছামি যচ্চৈতদ্বতাং কৃপা ভবেৎ ॥ ৬ ॥
 পিবন্তি গৌরাদমুখাজপীযুষং পূর্ণাসুখা তেহপি স্নহঃখিতা ভৃশম্ ।
 ক্রন্দন্তি গৌরাদপদারবিন্দে নিপত্য দন্তাগ্রতৃণা বদন্তি ॥ ৭ ॥
 অমেব বৃন্দাবনচন্দ্র হে প্রভো তথাপি দাসানুগমতেন বৈ সর্বম্ ।
 কর্তুং সদা পৃচ্ছসি সাম্প্রতং কিং তন্নন্দনন্দনমুখান্ বিধেহি নঃ ॥ ৮ ॥

এবং শ্রদ্ধা হসন্ প্রাহ ভবতাং সন্নিধৌ সদা ।
 তিষ্ঠামীতি ক্রবন্ শীঘ্রং গমনায় কৃতোত্তমঃ ॥ ৯ ॥
 রুদতস্তান্ সমালিন্য স সান্তুষ্য পুনঃ পুনঃ ।
 আয়াস্শ্রোতি ক্রবন্ কৃষ্ণে যথৌ বৃন্দাবনং শুভম্ ॥ ১০ ॥
 সোৎকণ্ঠং ধাবতস্তস্মৈ মন্তসিংহ ইব প্রভোঃ ।
 সদ্দিনৌ বলদেবাভ্যা ধাবন্তি তমহুত্রতাঃ ॥ ১১ ॥
 যত্র যত্র পর্কতঞ্চ নদীশ্চ পরমঃ প্রভুঃ ।
 পশ্যন্ গোবর্দ্ধনং বৃন্দাবনং কালিন্দীমপ্যসৌ ॥ ১২ ॥
 মন্তহঙ্কার-নির্ঘোষো মন্তদ্বিরদবিক্রমঃ ।
 নৃত্যতি ধাবতি রৌতি ক্ষিতৌ বিলুষ্ঠতি কচিং ॥ ১৩ ॥
 এবংক্রমেণ ভগবান্ কাশীমুপজগাম হ ।
 বিশেষধরমহালিঙ্গদর্শনানন্দবিহ্বলঃ ॥ ১৪ ॥
 তত্রৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিং তপনাথ্যঃ স্থবৈষ্ণবঃ ।
 পশ্যন্ প্রভুঃ মহাহৃষ্টো নিনায় নিজমন্দিরম্ ॥ ১৫ ॥
 তেন সংপূজিতঃ কৃষ্ণঃ পাদপ্রক্ষাল্যাদিভিঃ ।
 ভিক্ষাং কৃত্বা গৃহে তস্মৈ স্থখাসীনো জগদুগ্ধকৃঃ ॥ ১৬ ॥
 তিষ্ঠতি তৎস্থতেনাপি রঘুনাথেন মানিতঃ ।
 তস্মৈ মহাকৃপাং চক্রে বালকায় মহাঅনে ॥ ১৭ ॥

चन्द्रशेखरवैद्यं गृहे तिष्ठन्नपि स्वयम् ।

काशीवासिजनान् कुर्वन् हरिभक्तिरतान् किल ॥ १८ ॥

हरिसंकर्तृनामोदो श्रद्धागणवेष्टितः ।

हरिं वदेति संजल्पन् बाह्यमुक्तिपति सदा ॥ १९ ॥

इति श्रीकृष्णैतत्तत्तचरिते चतुर्थप्रक्रमे श्रीवृन्दावनगमनपूर्वकः
काशीवासितपनमिश्राद्युग्रहो नाम प्रथमः सर्गः ॥

द्वितीयः सर्गः ।

—*—

ततः प्रयागमासाद्य दृष्ट्वा श्रीमाधवं प्रभुः ।

प्रेमानन्दरूपापूर्णे ननर्त श्रद्धाः सह ॥ १ ॥

श्रीलाक्ष्मणवटं दृष्ट्वा त्रिवेणीस्नानमाचरन् ।

यमुनायां संनद्या नृत्यन् पार्वतीश्रीलला ॥ २ ॥

हृदयगङ्गाधारायैः प्रेमाश्रुपूजकैर्वृतः ।

ब्रजन् क्रमात्तानुशील्य वनं चाग्रं ददर्श ह ॥ ३ ॥

तत्रैव रेणुका नाम ग्रामो यत्र युधाः पतिः ।

जामदग्निर्हत्या च पुण्याक्षेत्रे ययौ ततः ॥ ४ ॥

तत्रैव यमुनां दृष्ट्वा वृन्दावण्यान्मुखी सदा ।

राजग्रामं ततो गत्वा गोकुलं प्रेक्ष्य विह्वलः ॥ ५ ॥

महारण्यं संपशन् मथुरां ददर्श ह ।

राजधानीं महेश्वर्यायुक्तां परमशोभनाम् ॥ ६ ॥

श्रीवैकुण्ठादिधानां हि परमाराधनं भुवि ।

श्रीकृष्णप्रकटकापि प्रेमभक्तिप्रदायिनीम् ॥ ७ ॥

দৃষ্ট্বা গৌরহরিঃ প্রেমবিকারসৰ্বসংযুতঃ ।

হসন্ নৃত্যন্ রুদন্ ভ্রমো বিলুঠন্ পুলকাচিতঃ ॥ ৮ ॥

তত্রৈব কশিচ্ দ্বিজবর্ষাসত্তমঃ পশ্চন্ হরিঃ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।

রোমাঞ্চিতৈষুক্ত-সগদগদং কৃতৌ পপাত পাদৌ জগদীশ্বরশ্চ ॥ ৯ ॥

কহং ভবান্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যো দৃষ্টোহসি মে ভাগ্যবশাদিতি স্বয়ম্ ।

প্রীতঃ পুনঃ প্রাহ স এব চ প্রভুং দাসোহস্মাহং তে ভগবন্ দয়ানিধে ॥ ১০ ॥

নাগ্না হি মাত্রং যদি কৃষ্ণদাসস্তথাপি তদ্বদর্শনভাগ্যবানহম্ ।

রূপানিধে বৈষ্ণবপাদরেণুভিঃ পুনীহি মাং নন্দকিশোর গৌর ॥ ১১ ॥

ঋদ্ধা প্রভুর্হর্ষসাক্ষিমগ্নঃ প্রাহ ত্বমেব খলু কৃষ্ণদাসঃ ।

শ্রীকৃষ্ণধান্নো হি রহস্তলীলাং জানাসি সর্বাস কথয়স্ব সত্তম ॥ ১২ ॥

স ত্বেনমাহ শৃণু কেশব প্রভো যদি স্বয়ং ভক্তজনাভিমানী ।

তথাপি পাদৌ বিনিধায় মে হৃদি প্রকাশয় ত্বং মধুমণ্ডলং নিজম্ ॥ ১৩ ॥

পীত্বা চ তস্তা বচনামৃতং হরির্জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা ।

মদাজ্জয়া তে চ শ্রীকৃষ্ণলীলাঃ ক্ষুরস্ত ধামানি চ সর্বতঃ স্তবম্ ॥ ১৪ ॥

তদা স বিশ্বেশ্বরগাত্মসন্নিধৌ পপাত হর্ষণে প্রভোদয়ানিধে ।

ধৃদ্ধা পদৌ তে মম মস্তকোপরি সংদর্শয়িষ্ঠে ভবতে চ সর্বম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি ক্রবন্ গৌররসেন মন্তো নৃত্যন্ রুদন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।

শ্রীরাসলীলাদ্বিলাসবৈভবমগায়ত গোপীপতিমুহুশুভঃ ॥ ১৬ ॥

প্রাপ জগন্মোহনলীলয়া হরিঃ স্তবং রজত্যাং ব্রজকেলিবাক্তয়া ।

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবিলাসলাস্তং জগৌ পরং ভক্তিরসেন পূর্ণং ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীমথুরামণ্ডল-

দর্শনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

—*—

এবং তাং রজনীং নীত্বা ক্ষণপ্রায়ং শচীসুতঃ ।
 উৎকণ্ঠিতঃ প্রদোষে চ বিপ্রমাহুয় সত্বরম্ ॥ ১ ॥
 প্রোবাচ মে দর্শয় স্বং মথুরামণ্ডলং নখে ।
 যেন হি পরমা প্রীতির্ভবেদেবং তথা বচঃ ॥ ২ ॥
 সোহপ্যাহ মাথুরে ব্রহ্মন্ যমুনা সর্বতোহধিকা ।
 যন্তাং প্রীতিং সমাসাশু কৃষ্ণঃ সর্বৈশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
 গোপগোপীরসামোদী পরমাত্মা নরাকৃতিঃ ।
 খেলতি স্ম সুখং রাসজলকেনিকুতূহলৌ ॥ ৪ ॥
 কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমে ভাগে মধুবৃন্দাবনং পরম্ ।
 কুমুদং খদিরকৈব তালকাম্যবহুলকম্ ॥ ৫ ॥
 অস্ত্রাঃ পূর্বে ভদ্রবিষলোহভাগীরনামকম্ ।
 মহদ্বনঞ্চ রসিকৈর্ধ্যায়ন্তে প্রীতিহেতবে ॥ ৬ ॥
 ভদ্রশ্রীলোহভাগীর-মহাতালখদিরকম্ ।
 বহুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥ ৭ ॥
 দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিদং সদা ।
 মহত্বমেবাং জানন্তি ভক্তা নান্তে কদাচন ॥ ৮ ॥
 যমুনাপশ্চিমে ভাগে কংসস্ত্র সদনং পরম্ ।
 অস্ত্রোত্তরে মহারম্যং বৃন্দারণ্যং সুহৃৎভম্ ॥ ৯ ॥
 কুমুদাখ্যবনং তস্ত্রা নৈঋতে সুখদং হরেঃ ।
 তদক্ষিপে খদিরাখ্যং বনং কৃষ্ণসুখপ্রদম্ ॥ ১০ ॥
 মথুরাপশ্চিমে তালবনং কেশববল্লভম্ ।
 নদী তত্র মানসাখ্যা গঙ্গা ভুবনপাবনী ॥ ১১ ॥

বৃন্দারণ্যপশ্চিমে চ গোবর্দ্ধনগিরেস্তুটে ।
 শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়তি যত্র নৌকাখণ্ডাদিলীলয়া ॥ ১২ ॥
 মথুরাপশ্চিমে গোবর্দ্ধনো নাম মহাগিরিঃ ।
 তস্তাপি পশ্চিমে কাম্যবনং কৃষ্ণরসায়নম্ ॥ ১৩ ॥
 তৎসান্নিধ্যে মহাপুণ্য্য সরস্বতী নদী শুভা ।
 মধুপুৰ্য্যা উত্তরে চ যমুনামল্লধাবতি ॥ ১৪ ॥
 ঐশাচ্চাং মথুরায়াশ্চ বহুলাখ্যবনং শুভম্ ।
 মনোগদা সমুত্তীৰ্ণ্য যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥ ১৫ ॥
 মোহনাখ্যবনং চৈব কথিতানি মহাভূজ ।
 বনানি সপ্ত যমুনাপশ্চিমে হ পরং শৃণু ॥ ১৬ ॥
 তস্তাঃ পূর্বকূলে পঞ্চ বনানি রসিকেশ্বর ।
 তৎকৃপাপারবশেণ লক্ষ্যতে বিপুলং যয়া ॥ ১৭ ॥
 যমুনায়াঃ স্থনিকটে মহারণ্যং সুদুর্লভম্ ।
 বিষ্ণুং তৎপশ্চিমে রম্যং কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥
 তস্তোত্তরে লোহনামবনং ভদ্রবনং তথা ।
 ভাগীরথকবনং রম্যং কৃষ্ণভক্তিপ্রদং মহৎ ॥ ১৯ ॥
 দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং মথুরামণ্ডলং প্রভো ।
 এতেষু বিহরত্যেব কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
 প্রত্যেকং দর্শয়িত্বামি যস্মান্তেহুগ্রহো ময়ি ।
 ভবেদেব হৃষীকেশ যেন শ্রাস্তবমোচনম্ ॥ ২১ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে দ্বাদশবনপ্রসঙ্গে
 নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

— — —

শৃগুৰ কৰুণাসিন্ধো মাথুৰস্ত কথাং শুভাম্ ।
 আদৌ নধুপুৰীং পশু রাজধানীং স্থশোভনাম্ ॥ ১ ॥
 ত্ৰিষু পরিসরেষু চৈত্বর্গং প্রাচীরমুত্তমম্ ।
 পূৰ্ব্বাঃ পূৰ্বে দক্ষিণাভিনুখে বহতি ভানুজা ॥ ২ ॥
 উত্তরে দক্ষিণে চ দ্বৌ দ্বারৌ রত্নকবাটিকৌ ।
 রাজবাটীং নৈঋতে স্নানানারত্নবিভূষিতাম্ ॥ ৩ ॥
 পূৰ্ব্বোত্তরাভ্যাং দ্বাটৈশ্চ রত্নবৈজ্ঞৈঃ সমন্বিতাম্ ।
 বাট্যা উত্তরপার্শ্বে চ বেদীং রাজোপবেশনাম্ ॥ ৪ ॥
 বায়ব্যাং খলু পূৰ্ব্বাশ্চ বন্ধনাগারমেব চ ।
 তস্মাপি দক্ষিণে মূত্রস্থানং পশু যথাস্থম্ ॥ ৫ ॥
 অস্ত বিবরণং বক্ষ্যে শৃগু সাবহিতং প্রভো ।
 কংসাস্ত্রীতো হি ভগবান্ বহুদেব উদারধীঃ ॥ ৬ ॥
 কৃষ্ণমাদায় নন্দস্ত গোষ্ঠং গচ্ছন্নহামনাঃ ।
 জ্ঞাত্বা ক্রোড়স্থিতং কৃষ্ণং মূত্রয়ন্ সত্বরং মুদা ॥ ৭ ॥
 অয়ং প্রস্তুতমাকুৰ্হ স্থিতঃ স চ ক্ষণং প্রভো ।
 কৃষ্ণস্ত মূত্রচিহ্নোহয়ং বর্ততে প্রস্তুরোপরি ॥ ৮ ॥
 অতএব জনাঃ সৰ্ব্বে মূত্রস্থানং বদন্তি হি ।
 উদ্ধবস্ত গৃহং পশু দক্ষিণেহস্ত তদেব তম্ ॥ ৯ ॥
 শ্রদ্ধা হৃদ্যং কুৰ্কীন্তং প্রভুং দৃষ্ট্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
 ভীতঃ কিল স্তমেধাশ্চ কৃতাজ্জলিকুবাচ হ ॥ ১০ ॥
 শৃগুৰ বচনং কৃষ্ণ লীলাকারিন্ ভগদগুরো ।
 স্থিরঃ সন্ দৰ্শনাদেব স্তথমেব ভবেদক্ষবম্ ॥ ১১ ॥

रजकश्च गृहं पश्चोद्धवश्च गृहपूर्वतः ।

रजकश्च गृहां पूर्वे मालाकारगृहं तथा ॥ १२ ॥

अश्वापि दक्षिणे कुञ्जागृहं देवविनिर्मितम् ।

कुञ्जाया नैर्ऋते रत्नस्थलं परमशोभनम् ॥ १३ ॥

रत्नस्थलश्चाग्निकोणे वसुदेवगृहं शुभम् ।

उग्रसेनगृहश्चात्र चैशाद्यां विधिना कृतम् ॥ १४ ॥

अश्वापि दक्षिणे पश्च कृष्णमूर्तिः गतश्रमाम् ।

दृष्ट्वा तां श्रीगौरचन्द्रः पुलकाद्गो वभूव ह ॥ १५ ॥

विश्रामं श्रमशान्तं कंसखालौति संज्जकम् ।

प्रयागं तिन्दुनामानं सप्तर्षिमोक्षकोटिकम् ॥ १६ ॥

बोधिषिवगणेशादिषादशघटसंज्जकम् ।

क्रमदक्षिणतो ज्ञेयं तीर्थराजं महाप्रभम् ॥ १७ ॥

पूर्वांश्च दक्षिणे रत्नभूमिं कृष्णसूत्रप्रदाम् ।

अश्वांश्च दक्षिणे कृपं पश्च श्रीकृष्णहेतवे ॥ १८ ॥

कंसेन धनितः तेन कंसकूपमितीर्यते ।

अश्वापि नैर्ऋते कुण्डमगस्त्येन विनिर्मितम् ॥ १९ ॥

पूर्वांश्चोत्तरतः सप्तसागुद्रकुण्डसंज्जकम् ।

प्रसन्नं पश्च देवक्याः पुल्लनाशाय निर्मितम् ॥ २० ॥

कंसेनेति हसन्तं पुनः प्राह हसन् द्विजः ।

अश्वाप्युत्तरतः पश्च लिङ्गं भूतेश्वरं प्रभो ॥ २१ ॥

पुनश्च वयुनां पश्च सरस्वतीसमन्विताम् ।

दशाश्वमेधघट्टं तत्रैव सोमतीर्थकम् ॥ २२ ॥

कर्णाभरणसंज्जं नागतीर्थाभिधानकम् ।

संयमाथ्यककुण्डादि पूरीप्रसरसङ्कुलम् ॥ २३ ॥

এবং প্রদক্ষিণীকৃত্বা মথুরাং পরমেশ্বরঃ ।

ভিক্ষাং চকার ভিক্ষারুং কৃষ্ণদাসগৃহে স্থখম্ ॥ ২৪ ॥

স্বত্বাথ কৃষ্ণদাসেন সেবিতং চরণদ্বয়ম্ ।

শ্রীকৃষ্ণপরমানন্দমাদুর্য্যং কথয়ন্ প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে মথুরামণ্ডলঘটকুপাদি-
দর্শনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ।

—*—

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ স্থপ্তোহপি ভগবান্ ভক্তিরসসমম্বিতঃ ।

উৎকণ্ঠিতঃ কৃষ্ণলীলাং গায়ন্ প্রেমাশ্রু মোচয়ন্ ॥ ১ ॥

প্রতিক্ষণং পৃষ্টবান্ স কৃষ্ণদাস বদন্ত নে ।

শরীরৌ দীর্ঘতাং প্রাপ্তৌ সম দুঃখপ্রদায়িনৌ ॥ ২ ॥

স প্রাহ শৃণু হে নাথ মথুরামণ্ডলশ্চ চ ।

প্রেমাণং কথ্যতে বিজ্ঞৈশ্চতুরশীতিক্রোশকম্ ॥ ৩ ॥

ক্রমতো দর্শয়িষ্ঠ্যামি স্থিরচিত্তো ভবান্ যদি ।

ভবিষ্যসি ততো মম্বং স্থখং শ্রাদ্ধভুক্তবৎসল ॥ ৪ ॥

আগত্য কুণ্ডোত্তরতঃ কিমদ্বদুরে সরোবরম্ ।

সেতুবন্ধাখ্যকং পশু শ্রীকৃষ্ণেন চ নির্মিতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রদ্ধা সবিস্ময়ং প্রাহ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ।

অশ্রু বিবরণং ক্রহি কৃষ্ণদাসেতি সাদরম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রশ্চ বচনং শ্রবণামৃতম্ ।

পিবন্ কৃষ্ণমহুস্বত্য প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ৭ ॥

একদা রসিকশেখরো হরিগোপিকারসবিনোদবিনোদী ।
 সরসি চাত্র নবকুঞ্জরতুলাঃ ক্রীড়তি রঘুবরোহহমিতি জল্পন্ ॥ ৮ ॥
 প্রাহ তং রমণীশিরোমণিরাধা গোপপুত্রভ্রমসি গোধনচারী ।
 সত্যধর্মপ্রতিপালকরাজতন্ত্র কর্ম পরতুর্ঘটমেব ॥ ৯ ॥
 সিদ্ধুবদ্ধনরাবণনাশনমেতদেব হি তন্ত্র স্থশোভনম্ ।
 মা-কুরু নিজগুণপ্রকাশনং বালিকাবসনভূষণচৌর ॥ ১০ ॥
 কৃষ্ণ আহ পরমকৌতুকরাশির্হাস্তকৌতুকরসৈকবিনাসী ।
 সর্বসদৃশগুণনিধিরহমেব জানীহীতি ভ্রমসি গোপকুমারী ॥ ১১ ॥
 গর্ভপর্বতমহাধনবাণৈঃ প্রসুতরা যদি কদাপি ন প্লব্যাঃ ।
 তর্হি সর্বগুণরত্নসমেতং পশ্যত ভাবনিধেঃপি প্রভাবম্ ॥ ১২ ॥

শ্রদ্ধা সর্বাঃ পরমরসিকা রাধিকাবাক্যসারং
 বদ্ধা হৃদং পরমরভসাং প্রসুতাদীন্ স্বসখাঃ ।
 আনিহ্যন্তাঃ সতরুনিচয়ান্ তেন বদ্ধং কৃতং তং
 পশ্যন্ত্যন্তাঃ সজ্জরুনিভিস্তং প্রণম্যাপশংসুঃ ॥ ১৩ ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা পরমমধুহাস্তরসাদিপ্রযুক্তা
 * * * গোপিকাভির্জয়তি চ পরমং সন্ততপ্রেমপূর্ণা ।
 যাং * * * শ্রদ্ধাপি পরমরসিকান্তৌ স্মরেয়ুঃ স্থথেন
 জ্ঞানানন্দং হসন্তঃ সরভসমখিলং যোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি ॥ ১৪ ॥
 এতদগৌরহরিঃ কৃষ্ণরহস্তং পরমাদ্ভুতম্ ।
 শ্রদ্ধা রাধারসাবেশো ননর্ত বিবশং মূঢ়া ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে সেতুবন্ধসরোবর-
 প্রসঙ্গো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

—০—

এবং সংকথয়ন্ বিপ্রো ভানুজাং প্রভুণা সমম্ ।

উত্তরীয্য দর্শয়ামাস নন্দগেহং মহাবনম্ ॥ ১ ॥

পূতনামোক্ষণক্কাত্র শকটস্ত্র বিমোচনম্ ।

তৃণাবর্তস্ত্র দুৰ্ব্বৃত্তেইরিণাত্র কৃতো বধঃ ॥ ২ ॥

জুস্তমাণেন কৃষ্ণেন চোদরে বিশ্বমদ্ভুতম্ ।

দর্শিতমত্র মাত্রে সা ভীতাপ্যাশিষমাদদৌ ॥ ৩ ॥

অত্রৈব নামকরণং গর্গেণ বিহিতং কিল ।

মুক্তিকাভক্ষণক্কাত্র বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্ ॥ ৪ ॥

দধিমহ্ননদণ্ডং হি ধৃতবান্ হি হরিঃ স্বয়ম্ ।

মাতৃহর্ষায় ভগবান্ নর্ত্তিতুং ছ্যপচক্রমে ॥ ৫ ॥

যশোদা তং ক্রোড়ে কৃত্বা হসন্তী বীক্ষ্য তন্মুখম্ ।

স্তনং সংপায়য়ামাস কোতুহলসমম্বিতা ॥ ৬ ॥

দুগ্ধমুত্তাপনং বীক্ষ্য তং স্থাপ্য সত্তরং সতী ।

চুল্লীস্থং দুগ্ধমুত্তর্য্য পায়ায়মহ্ননসংস্থিতম্ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণোহপি ক্রোধেন সমম্বিতঃ স্বয়ং ভাণ্ডং চ ভিদ্ধা দৃশদশ্মনা কিল ।

গৃহং প্রবিষ্টো নবনীতকং চাপ্যাশিষোলুখলাজ্যুপরিস্থিতোহহসং ॥ ৮ ॥

ততো যশোদা স্বহৃতস্ত্র কৰ্ম্ম তং প্রলাপিতক্কাপি হসন্তমুখ্ ।

ববন্ধ দায়ী তমতো হি নান্না দামোদরাত্রৈব বভূব প্রেমদঃ ॥ ৯ ॥

দামোদরোহিত্র ভগবান্ বভঙ্গ যমলার্জুনৌ ।

ধাত্তং দত্বা ফলক্কাত্র বুভুজে ফলদেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

অস্ত্র দক্ষিণপার্শ্বে চ গোলোকাখ্যস্ত গোকুলম্ ।

বাল্যলীলাং হি মাত্রাপি হকরোদথ স হরিঃ ॥ ১১ ॥

गोपेक्ष्वरं देवमत्र पशु सर्वेश्वरेश्वर ।
 सप्त सामुद्रकं कुण्डमत्र भुवनपावनम् ॥ १२ ॥
 आग्रानशु गृहं ग्रामे पश्चिमे रसपूर्वकम् ।
 आनन्दाथो गोपकोहपावसत्तुष्टापि दक्षिणे ॥ १३ ॥
 उपनन्दगृहं ग्राम-मध्ये कृष्णसुखप्रदम् ।
 अत्र पश्चिमभागे च रावणशु तपोवनम् ॥ १४ ॥
 दुर्वाससो मुनेः कृष्ण आश्रमं ह्यन्तरेहशु च ।
 अत्रापि निकटे लोहवनं विषवनं प्रभो ॥ १५ ॥
 अत्रापि पशु नन्दशु कृष्णं क्रीडयतः सुखम् ।
 बाल्यालीलारसं तस्मै ददाति परमाद्भुतम् ॥ १६ ॥
 मेघागमकं दृष्ट्वा स नन्द आह सुगोपिकाम् ।
 कृष्णमादाय मदगेहेष्वर्थ्यं शीघ्रं समर्पय ॥ १७ ॥
 सापि तं स्वारुमारोप्याचूष्य चानन्दविह्वला ।
 गाढमालिङ्गिता तेन विस्मिता विवशाभव ॥ १८ ॥
 श्रुत्वा कृष्णरसोल्लासं बालकश्चैव वैभवम् ।
 गौरकृष्णः कृष्णदासं प्रेममालिङ्गितवान् स्वयम् ॥ १९ ॥
 अत्र पशु च गोविन्द गोपालचरितं शुभम् ।
 गोचारणगतेनात्र कुण्डकं हरिणा कृतम् ॥ २० ॥
 अत्रैव चोपनन्दोहपि नन्दमाहूय सुन्दरः ।
 गौर्धेः परिवृतो युक्तिं कृत्वा कृष्णसुखाय च ॥ २१ ॥
 सत्रजः शकटमारुह्य रामकृष्णसमन्वितः ।
 यथो भद्रकथाश्रुत्वा द्धौ मार्सौ तत्र चावस ॥ २२ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते चतुर्थप्रक्रमे महावनादिदर्शनं नाम
 षष्ठः सर्गः ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততশ্চ যমুনাপারে বৃন্দারণ্যং সনাতনম্ ।

তত্র নন্দাদয়ৌ গোপা বাসং চক্রুরতদ্রিতাঃ ॥ ১ ॥

পশ্চাত্ত শকটৈর্হুগং কৃতং পিতৃাদিভিবৃতৌ ।

রামকৃষ্ণৌ খেলতশ্চ গোগোপালজ্ঞনৈঃ সহ ॥ ২ ॥

কপিথমূলেহত্র জনাঙ্গিনেন বধঃ কৃতো বৎসকরূপধারিণঃ ।

বৎসাস্থরশ্চ বকবেশধারিণো বকাস্থরশ্চাপি চ গৌরচন্দ্র ॥ ৩ ॥

অত্রৈব শ্রীরামজনাদিনৌ চ সবেণুবেত্রাদিমুঠৈঃ সখীজ্ঞনৈঃ ।

চিক্রীড়তুবানরপক্ষসঙ্কুলৈর্গম্যরকেকাদিকটৈর্ভগৎপতী ॥ ৪ ॥

শ্রুত্বা স্বয়ং কৃষ্ণরসেন পূর্ণঃ শ্রীভক্তরূপো রসিকেন্দ্রমৌলী ।

পূর্বাপরাভ্যাং বিষয়াশ্রয়াবৃতৌ লীলারসাভ্যাং প্রভুগৌরচন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

অত্র পশু চ গৌরান্ন সর্পরূপধরোহপ্যধঃ ।

বকাহুজো মহাপাপঃ প্রাপ্তস্তং চাহনন্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

স্বজ্ঞনৈঃ সখিভিঃচাত্র দৃষ্ট্ৱা ভোজনকৌতুকম্ ।

স্বয়ম্ভূর্বৎসরং বৎসদ্ব্যজ্ঞনাপহরোহভবৎ ॥ ৭ ॥

ধেনুকশ্চ বধঞ্চাত্র রূপয়াশ্চ বিমোচনম্ ।

কালীরদমনঞ্চাত্র হৃদং পশু স্থনির্ম্মলম্ ॥ ৮ ॥

কালীরদমনীঞ্চাত্র মৃতিং পশু জগদ্গুরো ।

শীতার্তচ্ছলতঃ কৃষ্ণ উথিতোহত্র জলাদহিঃ ॥ ৯ ॥

অত্র বৈ দ্বাদশাদিত্যা উথিতা গগনোপরি ।

দ্বাদশাদিত্যঘটোহয়ং কথ্যতে বেদপারগৈঃ ॥ ১০ ॥

অত্রৈব বৎসপালানাং দাবাঘ্নৈঃ পরিমোচনম্ ।

কৃতং নন্দকুমারেণ ভক্তহুঃখাপহারিণা ॥ ১১ ॥

ক্রীড়াপরাজিতঃ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানাম বালকম্ ।
 উবাহ পরমপ্রীতঃ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ১২ ॥
 জ্ঞাত্বাস্বরং পুনঃ সোহপি মৃষ্টীকৃত্য করাসুজম্ ।
 শিরস্ততাড়য়ং তস্ত্র সোহপতদগতজীবিতঃ ॥ ১৩ ॥
 ভাণ্ডীরাধ্যং বটং বৃন্দারণ্যে পশু মহত্তমম্ ।
 ঈষিকাখ্যবনং হত্র গোধনং তৃণলোভিতম্ ॥ ১৪ ॥
 প্রবিষ্টং বেণুনাদেন কৃষ্ণেনানীতমপ্যুত ।
 দাবানলে মধ্যগন্ধ স্বগণং বীক্ষ্য শ্রীহরিঃ ॥ ১৫ ॥
 পৰ্ণো করতলীকৃত্যানলং ভক্তজনপ্রিয়ঃ ।
 পশু চাত্র রসজ্ঞেন শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং হি যৎ ॥ ১৬ ॥
 তমেব পতিমিচ্ছন্ত্যো ব্রতং চেক্ষঃ কুমারিকাঃ ।
 অত্রৈব যমুনাতীরে বস্ত্রাভরণরক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥
 বিশেষ্যো জলমেবৈতাস্ততো নাগরশেখরঃ ।
 আদায় তাশাং বস্ত্রাণি নীপমারুহ্য সত্বরঃ ॥ ১৮ ॥
 হসতি শাখিভিঃ সার্কং ততস্তাঃ শীতবেপিতাঃ ।
 কৃষ্ণং সন্তোষয়ামাস্থঃ শুদ্ধভাবেন ভাবিতাঃ ॥ ১৯ ॥
 শ্রীরামেণ সমং কৃষ্ণস্তম্ভেস্ত্র বনস্পতীন্ ।
 বৃন্দারণ্যস্থিতানত্র প্রশংসন্ যমুনাং গতঃ ॥ ২০ ॥
 ততোহত্র বিপ্রপত্নীভ্যাশ্চান্নমাদায় যজ্ঞভুক্ ।
 বুভুজে বালকৈঃ সার্কং বলেনাপি বলীয়সা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে বস্ত্রহরণাদিলীলাস্বলী-
 দর্শনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

— —

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

—*—

পুনশ্চ কংসভীতেন সংমন্ত্য স্বর্জনৈঃ সহ ।
 নন্দীশ্বরে নিবাসশ্চ চক্রে নন্দেন সত্রজন্ ॥ ১ ॥
 গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে মনঃস্বর্গনদীতটে ।
 নিত্যং বিহরতঃ কৃষ্ণরানৌ সখিসমম্বিতৌ ॥ ২ ॥
 ইন্দ্রগর্বনিরাসার্থং সপ্তবর্ষে হরিঃ কিল ।
 গিরিং দধার হর্ষণে স্বানাং রক্ষাং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥
 নৌজীড়া কৃতবান্ কৃষ্ণে গদায়াং রসকৌতুকী ।
 কুর্কন্তি মথুরাং গোষ্ঠে লোকা গমননির্গমে ॥ ৪ ॥
 অত্র দাননিমিত্তং হি প্রস্তুরাংশং বিশন্ হরিঃ ।
 গোপিকা রময়ন্ রমে ভক্তানুগ্রহকাময়া ॥ ৫ ॥
 পশুন্ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স রসনকুতুকাহ্ববৃন্তি বিহার
 বংশীশ্রীবৎসবেদ্রৈঃ কুন্তুমকিসলয়ৈর্মণ্ডিতং শ্রামধাম ।
 দানং মে দেহি রাধে রসবতি বিমলে দানপাত্রেহবদন্ যো
 হ্যেবং তাং স্তোতি গৌরঃ স জয়তি খলু ভো রাধিকাপ্রাণনাথঃ ॥ ৬ ॥
 তদৈব সহসা ভক্তিরসাবিষ্টোহখিলেশ্বরঃ ।
 পাষণং সজলং কৃত্বা লিলেপ শিরসি রুদন্ ॥ ৭ ॥
 গিরেঃ পূর্বে কুণ্ডযুগ্মং পশু কৃষ্ণরসপ্রদন্ ।
 অশ্রু দক্ষিণপার্শ্বে চ রাসমণ্ডলমুত্তমন্ ॥ ৮ ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রাসবিলাসস্থানমত্র বৈ ।
 পশু প্রেমরসৈঃ পূর্ণৈর্ভক্তৈরেব বিভাব্যতে ॥ ৯ ॥
 রাধাশাধবয়োরৈক্যান্তত্তাববিভাবিতঃ ।
 তত্তল্লীলালুকরণং গৌরাদ্ভঃ সমদর্শয়ৎ ॥ ১০ ॥

ভাবপ্রকাশকং কৃষ্ণং প্রাহ ব্রাহ্মণনন্দমঃ ।
 পর্বতোপরি সংপশ্য রাধিকারাদনস্থলম্ ॥ ১১ ॥
 অন্নকূটস্থলধাত্রী সুরেশগর্ভনাশকম্ ।
 ইন্দ্রোৎপাতং হরিবীক্ষ্য গোবর্দ্ধনধরোহভবৎ ॥ ১২ ॥
 পর্বতোপরি তং পশ্য হরিরায়াক্যং বিভুম্ ।
 তস্তোপরি দক্ষিণেহপি গোপালরায়সংস্রকম্ ॥ ১৩ ॥
 ইন্দ্রগর্ভনিরাসে চ ব্রহ্মণা চোদিতা সতী ।
 সুরভী স্বর্নদীতোয়েনাভিষেকং মুদাকরোৎ ॥ ১৪ ॥
 গোবিন্দস্ত চ বেদাঠ্যঃ সেবিতস্ত মহোত্তমৈঃ ।
 কৃতাগঙ্ঘো মহেন্দ্রোহপি যং স্বভা নিৰ্ভয়োহভবৎ ॥ ১৫ ॥
 সর্বপাপহরং কুণ্ডং পশ্য পর্বতদক্ষিণে ।
 অস্ত্রোপরি পঞ্চকুণ্ডং ব্রহ্মক্রেন্দ্রস্থ্যাকম্ ॥ ১৬ ॥
 নোক্ষেতিকুণ্ডসংস্রকং সর্বপাপহরং শুভম্ ।
 পশ্যন্ গৌরহরিঃ কৃষ্ণং প্রেমোবাচ দ্বিজঃ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥
 ধন্তোহয়ং গিরিরাজ এব জগতি শ্রীকৃষ্ণরামৌ মুদা
 যত্র ক্রীড়ত এব সম্ভূতমহো গোপালবালৈঃ সহ ।
 এবং জগতি প্রেমপূর্ণরসদঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং
 শ্রীগোবর্দ্ধন এব সাগ্রহমপি তং পূজয়ন্ নৃত্যতি ॥ ১৮ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীগোবর্দ্ধনাদিদর্শনং
 নামাষ্টমঃ সর্গঃ ॥

নবমঃ সর্গঃ ।

—*—

অত্রৈব যমুনানীরে দ্বাদশীত্রতকশিতঃ ।
 বরুণেন হ্রতো নন্দঃ কৃষ্ণদর্শনকাম্যয়া ॥ ১ ॥
 জ্ঞাত্বা ততোহপি ভগবান্ স্বয়ং পিতরমানয়ং ।
 ব্রহ্মকুণ্ডে মজ্জয়িত্বা স্বজনং ব্রহ্মলোকতঃ ॥ ২ ॥
 আনির্নায় পুনর্বন্দারণ্যং গোপকুলং বিভুঃ ।
 তং কুণ্ডং পরমং রম্যং পশু কৃষ্ণ স্তূর্ণভন্ ॥ ৩ ॥
 অশোককাননং রম্যং ব্রহ্মকুণ্ডস্ত চোত্তরে ।
 শ্রীরাধয়া সহ কৃষ্ণো যত্র জীড়তি পশু তং ॥ ৪ ॥
 কার্ত্তিকীপূর্ণিমারান্তে দেবদেবেশ্বরো হরিঃ ।
 চকার রাসং গোপীভির্ষত্র শ্রীশ্যামহৃন্দরঃ ॥ ৫ ॥
 তদৈব রসিকাগ্রণীঃ স খলু গৌরচন্দ্রো হরি-
 র্হামণিনিভুত্যাতিঃ প্রকটমেব ব্যক্তোভবন্ ।
 স রাসরসতাণ্ডৈববিধিরম্যবেশোজ্জ্বলৈঃ
 রত্নোক্ষিতস্থলক্ষিতৈর্জয়তি ভক্তবর্গৈঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥
 প্রফুল্লমধুরত্যাতিঃ সরসরম্যবৃন্দাবনং
 বসন্তবনমাক্রতৈঃ প্রকটয়ন্ স রাসোৎসবৈঃ ।
 সুরম্যমপি কিং ক্রবে সকলমেব রাসস্থলং
 স গোপীজনবল্লভো মদনগর্ভপক্ষী বভৌ ॥ ৭ ॥
 দৃষ্ট্বা বিপ্রস্তথাভূতং তথাপীশ্বরমায়য়া ।
 বৃতং স দর্শয়ামাস পূর্বলীলাস্থলীং শুভাম্ ॥ ৮ ॥
 অতস্তং পশু গোবিন্দো বংশীবটসমীপতঃ ।
 স্থিতো জগৌ কামবীজং গোপীজনবিমোহনম্ ॥ ৯ ॥

श्रद्धा स्खलनितं गानं गोप्यस्तत्र समावयुः ।
 ताभाः प्रेममदाद्वाह्यं कृष्णं धर्ममशिक्षयन् ॥ १० ॥
 तासां बिभृक्षुस्तत्र भावदाता च प्रेमदः ।
 चकार रासमप्यत्र कृष्णं योगेश्वरेश्वरः ॥ ११ ॥
 अत्र तं पञ्च गौराङ्ग गोविन्दरसकौतुकौ ।
 वृन्दावनाधिपत्यं चकार रसवल्लभः ॥ १२ ॥
 एवं रासरसामोदी गोपीनां रागवृद्धये ।
 एकामादाय सहसा तिरौडूतोऽहं पञ्च तं ॥ १३ ॥
 तस्याः सूचरितं केन वर्ण्यते श्रूयतेऽथवा ।
 यस्याः प्रेमपराधीनस्तां हि स्वाधीनभर्तृकाम् ॥ १४ ॥
 तत्याज कौतुकौ कृष्णश्चितोऽहं सन्निधिं हसन् ।
 साहिपि कृष्णं न पञ्चशो बिभ्रला तं सखीजनाः ॥ १५ ॥
 मिलिताः कृष्णजन्मादिलीलातन्मयतां ययुः ।
 गोप्यः प्रेमपराधीनास्तु तद्रूपप्रकाशिकाम् ॥ १६ ॥
 ताभाः स्वविरहव्याधिपीडिताभ्यां निजां तद्वत् ।
 प्रहसन् दर्शयामास कृष्णं नारायणः स्वयम् ॥ १७ ॥
 ताभिः सम्मानितः कृष्णः परिहासे पराजितः ।
 रासं चकार धर्मज्ञो मण्डलीं परिकल्पयन् ॥ १८ ॥
 विलासरसमाधुरीरसमदेन मन्तुः किल
 सन्नीय स्खलो ज्ञानं यमभगिनितीरं हरिः ।
 प्रकाशं बहुरूपतां जगदनन्दसमर्दनो
 रराज अजस्रन्दरीनिजभूजैस्तु बद्धः स्वयम् ॥ १९ ॥
 श्रद्धा रासविलासवैभवसं श्रीगौरचन्द्रे हरिः
 प्रेमोन्मादविभिन्नैर्ध्यानैर्विवहो माधुर्यमारोज्ज्वलः ।

श्रीश्रीकृष्णचैतन्य-चरितामृतम् ।

१४६

राधाकृष्णं ब्रह्मवधुर्गणैर्वेष्टितं संविधान्य
 प्राकटां तं स्वास्मिन् तयोर्दर्शनं संवर्धो न्य ॥ २० ॥
 इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते चतुर्थप्रक्रमे महारासश्रुती-
 दर्शनं नाम नवमः सर्गः ।

दशमः सर्गः ।

—*—

ततश्च पश्चात् वसन्तवर्षे श्रीरामकृष्णे ब्रह्मसुन्दरीभिः ।
 चिक्रीडतुः स्वयम्भुवैश्वर्यैः समं वसन्तो कलधोतमण्डितौ ॥ १ ॥
 नृत्यन्तो गोपीभिः सार्द्धं गायन्तो रत्नसामिने ।
 गायन्तौभिश्च रामाभिर्नृत्यन्तौभिश्च शोभितौ ॥ २ ॥
 तयोरिष्यं विहरतोः शङ्खचूडश्च दुर्धतिः ।
 कदम्बं गोपीजनान् ताडां समुपलक्षितः ॥ ३ ॥
 हतमश्रु शिरोरत्नं कृष्णेनापि हतः खलः ।
 दन्तं श्रीवलदेवाय मणिरत्नं श्रमस्तुकम् ॥ ४ ॥
 पञ्चशतीनां गोपीनां श्रीकृष्णेन सकौतुकम् ।
 तेनापि तस्मिन्प्रैर्दन्तं तं प्रेयसीं प्रति ॥ ५ ॥
 गोभिः समं प्रतिवनं प्रतिगच्छतोः श्रीवल्लभं मुकुन्दबलयोर्ब्रह्म-
 सुन्दरीभिः ।
 अक्षयतां फलमिदमिति गीतमत्र शृणु प्रभुः पुलकितः किल
 रोरवौति ॥ ६ ॥
 कुमुदाख्यवनं पञ्च श्रीरामसुवलादिभिः ।
 सह संज्जीवितः कृष्णरामौ बह्वर्त्तुनिर्भरम् ॥ ७ ॥
 अत्र सनत्प्रतीतीरे अश्विकायां वनं जनेन ।
 पूज्यते शङ्करो देवो गौरौ च ब्रह्मवासिभिः ॥ ८ ॥

मुनेः शापात् सर्पदेहं प्राप्त्वा नाम सुदर्शनः ।
 नन्दार्द्धं गिलिते कृष्णेनोद्धतः पादसंस्पृशन् ॥ १४ ॥
 गङ्गर्ष ईति विख्यातस्तुष्टौ सन्तोषयन् हरिम् ।
 यथावत्त्र निजं धाम कृष्णसंकौर्तनैर्मुदा ॥ १५ ॥
 वृषभानुपुरं पशु यत्र वृन्दावनेश्वरी ।
 प्रादुर्भूता महालक्ष्मी राधा कृष्णविलासिनी ॥ १६ ॥
 गिरिं रैवतकं पशु बलदेवो रसाग्रणीः ।
 यत्र गोपौ जटनैः क्रौडन् द्विविदं परिचूर्णयन् ॥ १७ ॥
 यथौ यामूनकं तीरं कालिन्दोः तां विवर्षयन् ।
 वथेच्छं जलमाविशु क्रौडन् गोपौ भ्रूचूतः ॥ १८ ॥
 तीरमासाद्य बासोर्ध्विभृशु भृशैर्धरैः ।
 गोपौ भिस्तु भृशयित्वा क्रौडति कृष्णकोतुकौ ॥ १९ ॥
 नन्दग्रामोत्तरे पशु पावनायां सर्वोत्तरम् ।
 यत्र नन्दश्च गोवत्साश्चरन्ति कृष्णपालिताः ॥ २० ॥
 नदीधरपश्चिमे च वनं हि काम्यपूर्वकम् ।
 पिच्छलायाः पर्वतोत्तमत्र तिष्ठति निर्मलः ॥ २१ ॥
 पिच्छले पेलतः कृष्णायामौ च बालैः सह ।
 अरिष्टकेशिव्यामाद्या वृषाश्चमेवक्रपिणः ॥ २२ ॥
 पङ्कजमापिताः कृष्णां सर्वमोक्षाधिकारिणः ।
 कृष्णोऽपि बालैः सार्द्धं यत्र क्रौडति सर्वदा ॥ २३ ॥
 खदिरायाः वनं रमां फलपुष्पसन्वितम् ।
 मन्दयामुर्भिराकौर्णं पशु गोरान्नसुन्दर ॥ २४ ॥
 अत्रैव गोपौभिः सार्द्धं राधाकृष्णौ निरन्तरम् ।
 क्रौडतः कोतुकाविष्टौ क्रयविक्रयलीलया ॥ २५ ॥

নিকুঞ্জনবমলিকানবতমালসালার্জুনৈ-
 রশোকনবমাধবীনবরসালসংদৈঃ কিল ।
 ময়ূরশুককোকিলৈ রভসনেব সংশোভিতে
 স্পৃগুপাৱিসংস্থিতৌ জয়ত এব রাধামাধবৌ ॥ ২১ ॥
 স্বরম্যসখীচাতুরীচরিতচারুবংশীশ্বনৈঃ
 প্রগল্ভতরুণী জনৈর্হসিতগীতনৃত্যোৎসবৈঃ ।
 সত্বেব সততং স্রবমদনযুক্তলীলাপঃরৌ
 রাসেশ্বরী রাসেশ্বরৌ রসবিণেবপালোৎসুকৌ ॥ ২২ ॥
 রাধাকৃষ্ণবিনাসবৈভবরসং শ্রদ্ধা রুদ্রপ্যাসৌ
 তত্তদ্রূপপ্রকটনপরো মাধুরীধূমসারম্ ।
 ব্যক্তীকৃত্য স জগতি পুনর্গোষ্ঠভাবেন পূর্ণঃ
 সাজ্ঞানন্দো বিজয়তি পরং শ্রীশচীনন্দনোহরম্ ॥ ২৩ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীনিকুঞ্জযশূনাদিদর্শনং
 নাম দশমঃ সর্গঃ ॥

একাদশঃ সর্গঃ ।

এবং স নিত্যলীলাভিদিব্যতি ব্রহ্মভূমিষু ।
 প্রকটাত্মমতেনাপি কথ্যতে যন্তথা শৃণু ॥ ১ ॥
 কংসেন প্রহিতোহক্রুরো রথেনাগ ভবান্ পথি ।
 স্রবন্ শ্রীরামকৃষ্ণৌ চ তয়োর্দর্শনলালসঃ ॥ ২ ॥
 নানামনোরথৈঃ পূর্ণঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈবৃতঃ ।
 দদর্শ চরণাস্তোজচিহ্নমত্রৈব পাবনম্ ॥ ৩ ॥

রথাদুখায় শিরসি ধূলিমাদায় সত্বরম্ ।
 দণ্ডবৎ পতিতো ভূমৌ দৃষ্ট্য শ্রীরামকেশবৌ ॥ ৪ ॥
 আভ্যাং সম্মানিতো নাতঃ স্বগৃহং পরমাদর্যঃ ।
 পূজিতঃ স্বল্পপানার্থৈর্নন্দেন স্তমহাস্থনা ॥ ৫ ॥
 কংসচিকৌষিভঃ শ্রদ্ধা রামকৃষ্ণসমমিতঃ ।
 নন্দ আঘোষয়দ্ গোষ্ঠং মথুরাগমনায় চ ॥ ৬ ॥
 এবং শ্রদ্ধা পরমসুখদৌ রামকৃষ্ণৌ দদর্শ চ ।
 বাৎসল্যে সারভূতা সা যশোদা রামকৃষ্ণয়োঃ ।
 করং ধৃষ্টা ক্রোড়াকৃত্য বভাষে সত্বরং হরিম্ ॥ ৭,৮ ॥
 ততঃ কিং মাং পরিত্যজ্য মথুরাং গন্তুমিচ্ছথঃ ।
 ন দৃষ্ট্য মুখচন্দ্রং বাং কথং ধাত্তামি জীবিতম্ ॥ ৯ ॥
 ন হি ন হীতি যাতস্তং সন্নিধিং ক্রোড়মাস্থিতৌ ।
 তিষ্ঠাবস্তং বিজ্ঞানীয়াঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
 শ্রদ্ধা প্রেমপরীতাত্মা চুষ্মানা মুখং তয়োঃ ।
 স্থিরীভূত্বা স্তবং মেনে রামকৃষ্ণৌ হৃদি স্থিতৌ ॥ ১১ ॥
 এতন্মধ্যে পরমবিবশা হুঃখসন্তপ্তচিত্তা
 শূন্তাঃ মত্বা সকলভুবনং দাসিকাঃ পৃচ্ছমানা ।
 কোহসৌ দূরাং শমনসদৃশ আগতো রাজদূতো
 নন্দদ্বারি সকলব্রজজনপ্রাণসংবোধকারী ॥ ১২ ॥
 শ্রদ্ধা ব্রজপ্রিয়ঃ সর্ব্বা রামকৃষ্ণাত্মকেহয়া ।
 নানাভাবৈরুপেতাস্তা দিব্যোন্মাদমূলক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥
 এতন্মধ্যে স্বপ্নপার্শ্বে সর্ব্বাস্তা ব্রজমূলকবঃ ।
 স্বপ্ননাথং স্থথেনৈব পশ্যন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

১৪২

তদর্শনমহানন্দৈঃ সম্পূর্ণাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ।
 কেন সংবর্ণ্যতে হ্যাসাং প্রেমবৈভবলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥
 স্বয়মুখেধরী সর্বা গোপিকা প্রেমরূপিনী ।
 আয়াশ্চে শিষ্যমেবেতি গিরাশ্বাস্ত করষয়ম্ ॥ ১৬ ॥
 ধ্বাসাং স্বকরাভ্যাং তৌ চুখনালিখনাদিভিঃ ।
 স্বাধীনতাং সংপ্রকাশ্য রামকৃষ্ণা বিজহৃতুঃ ॥ ১৭ ॥
 ততঃ সর্বব্রজানন্দ-রামকৃষ্ণসন্নিবৃত্তঃ ।
 মনোগদ্যাং সমুভীয্য ষথৌ ব্রজপুরাং পুরীম্ ॥ ১৮ ॥
 অকুরচ্চ কিমদুরং গতা রামজনাদীনৌ ।
 স্নাতুং যমুনামাবিশ্ব রথস্থৌ তৌ দদর্শ হ ॥ ১৯ ॥
 তয়োবিভূতিং সংপশ্বন্ প্রণম্য বিশ্বাস্বিতঃ ।
 শ্রদ্ধা বহুবিধং তাভ্যাং সহিতৌ মথুরামগাং ॥ ২০ ॥
 স্তম্ভস্থুখাখ্যরজকং নিহত্য বস্ত্রসংঘণাঃ ।
 গৃহীত্বাতঃ স্বেদায়ৌ হি গৃহং তৌ জগতুঃ সহ ॥ ২১ ॥
 ততঃ সগণয়োঃ সোহপি তয়োর্বৈশং চকার হ ।
 কুজাপি চ তয়োৱদং চন্দনেনাভ্যভূষয়ং ॥ ২২ ॥
 কুত্বা তাং রূপসম্পূর্ণাং ধনুর্ভদ্রঞ্চ মাধবঃ ।
 সরামঃ শকটং গতা মাতুর্দন্তমভোজয়ং ॥ ২৩ ॥
 ব্রজল্যাং সহ রামেণ নন্দকোড়গতো হরিঃ ।
 লাল্যমানঃ স্তম্ভং তেন স্তম্ভাপ ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥
 এতৎ শ্রদ্ধা শ্রীগোবিন্দস্তত্ত্বাববিভাবিতঃ ।
 বভূব স রসাবিষ্টঃ কৃষ্ণদাসোহপি বিশ্বিতঃ ॥ ২৫ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রকমে অকুরগমনাদি-
 লীলাশ্রবণং নাটমকাদশঃ সর্গঃ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

— ❁ —

কৃষ্ণদাসস্ততঃ প্রাহ শৃণু কংসস্ত চেষ্টিতম্ ।

যং কৃতং তেন দৃষ্টেন তং কিঞ্চিৎ কথ্যতেহধুনা ॥ ১ ॥

মৃত্যাদৃতং বহুবিধং দৃষ্ট্বা রাত্ৰৌ স্বদুর্শনাঃ ।

কংসো মঞ্চাদিকং সর্বং কারয়ামাস সত্ত্বরম্ ॥ ২ ॥

নক্ষোপরিস্থিতঃ সোহপি চাবাস্তু বদ্ধুবান্ধবান্ ।

সমানাশ্চ তদুপরি সংস্থাপ্য প্রাহ দুর্শনঃ ॥ ৩ ॥

আনীয় নন্দঞ্চ সগোপবৃন্দং নিবেশ্য মঞ্চোপরি সম্মেণ ।

কুত্র স্থিতৌ তৌ বরযুদ্ধকৌতুকৌ পশ্যামি যুদ্ধং তয়োঃ স্থনির্ভরম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ পরং রামজ্ঞানাদিনৌ প্রভৃ দ্বারস্থিতং কুঞ্জররাজমেব ।

হস্তা চ তং তৌ চ গৃহীতদন্তৌ প্রজ্ঞাতুরেব স্বরদ্ধভূমিম্ ॥ ৫ ॥

চাপূরমুখী সগণৌ নিহত্য কংসঞ্চ সর্বৈরভিনন্দিতৌ স্বপম্ ।

ততঃ পিতৃভ্যামুপলালিতৌ তৌ নন্দং সমাসাত্ত মুদাহতুস্তম্ ॥ ৬ ॥

পিতঃ কিমন্তং মথুরাং দিদৃক্ষে কালং ভবান্ মে যদি স্থপ্রসন্নঃ ।

তদা হি সর্বং স্থমেব মে পিতর্মদগ্ৰজো যাতু ত্বয়া সমং স্থখী ॥ ৭ ॥

শ্রুত্বা নন্দো হসন্ প্রাহ বালোহসি ত্বং নিরক্ষুণঃ ।

যন্তসিংহসমঃ কেন শাসিতুং শক্যতে ভবান্ ॥ ৮ ॥

বলরাম পুনশ্চাত্ত ভবান্ হি স্থাতুমর্হতি ।

যথা গবাং চারণার্থং বৃন্দাবনগতঃ কচিং ॥ ৯ ॥

সমানিহ্য স্থখে নৈব তাভ্যাং বন্দিত আদরাৎ ।

যধৌ নন্দোশ্বরং নন্দঃ কৃষ্ণরামৌ হৃদি স্থিতৌ ॥ ১০ ॥

ততঃ পরং বহুদেবদেবকৌ পুত্রয়োঃ কিম্ ।

উপবীতঞ্চ গায়ত্রীং দাপয়ামাসতুমুদা ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরিতং কেন বর্ণ্যতে ক্ষুদ্রবুদ্ধিনা ।

যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সৰ্ব্বৈ মুহুৰ্দ্ধি পারদশিনঃ ॥ ১২ ॥

এবং হি স্তম্ভরূপাধঃ লীলাং মাথুরসম্ভবাম্ ।

মেনে ভূমিতরাং কৃষ্ণচৈতন্যো রসবিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥

কচিং শ্রামং কচিং পীতং লীলাত্বকরণং কচিং ।

জগন্মোহনরূপঞ্চ স্বরূপং প্রেমদং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

দর্শয়ন্ শুদ্ধভক্তানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।

নৃত্যতি গায়তি রোতি হাসতি ধাবতি স্তম্ভম্ ॥ ১৫ ॥

এবং বিহরতস্তস্মৈ সৰ্বদানন্দরূপিণী ।

লীলা সৰ্বব্রহ্মস্থানাং প্রাতুয়াসীদগৃহে গৃহে ॥ ১৬ ॥

পুতানামোক্ষাদিশ্চ বেদামাস্তবশাস্তিক।

বৃন্দাবনস্থিতা যা চ যা চ ধামান্তরং গতা ॥ ১৭ ॥

স। তু সৰ্বা শক্তিমতা সৰ্বসিদ্ধিপ্রদা সদা ।

প্রেমভক্তিপ্রদা শত্ৰুং প্রধানা কৃষ্ণরূপিণী ॥ ১৮ ॥

কেচিদ্ধানং নবনীতকরং কেচপি পোগণরূপং

শ্রীদামাট্টদাকপয়মুনকং চারয়ন্তং চ বৎসান্ ।

কৈশোরাত্মং নবঘনকচিং বেষ্টিতং গোপীভিঃ

বংশীগুস্তাধরকিসলয়ং গৌরচন্দ্রং দদর্শ ॥ ১৯ ॥

এবং দৃষ্ট্বা পরমরসিকাঃ শ্রীলবৃন্দাবনস্থঃ

সৰ্বৈ পক্ষিমৃগপশুগণা বালবৃদ্ধাশ্চ হর্যাত্ ।

পশুভ্যঃ স্বং নিজনিজবসৈর্হৃদয়ন্তঃ পরীতাঃ

রাধাকৃষ্ণাত্মকমপি নিজং মেনিরে প্রাণনাথম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে কংসবধাদিবর্ণনং

নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

—০—

ততশ্চ কৃষ্ণদাসেন দর্শিতো ব্রহ্মমণ্ডলম্ ।
 বন্দিতঃ পবয়া ভক্ত্যা প্রাহ তং করুণানিধিঃ ॥ ১ ॥
 যথা মে হৃদয়ং স্নিগ্ধং কৃষ্ণকথারসামৃতং ।
 তথা তে কৃষ্ণচন্দ্রশ্চ প্রসন্নো ভবতু স্বয়ম্ ॥ ২ ॥
 স আহ তব দাসোহহং ত্বং কৃষ্ণঃ শ্রীনিবেশনঃ ।
 জ্ঞাং বিনা ন হি জ্ঞানীয়াং যথা তং কুরু মে প্রভো ॥ ৩ ॥
 তথাস্থিতি বরং দত্ত্বা তমালিন্দ্রা শচীষ্মহঃ ।
 জগন্নাথঃ চ সংস্তুত্য যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥ ৪ ॥
 যমুনাতীরমাসাত্ম প্রয়াগং পুনরাগম্য ।
 বেণীং স্নাত্বা মাধবং চ দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতো হরিঃ ॥ ৫ ॥
 তত্র শ্রীরূপ আগত্য সাত্বজো জগদীশ্বরম্ ।
 দদর্শ প্রেমসংপূর্ণো দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ॥ ৬ ॥
 তমালিন্দ্রা স্বচরণং দত্ত্বা তস্তা শিরোপরি ।
 প্রাহ প্রবাহি যথুরাং মদাজ্ঞাং প্রতিপালয় ॥ ৭ ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্লীলাং বৃন্দাবনবিভূষিতাম্ ।
 ব্যক্তীকরিত্বাসি তত্র মম শ্রীতির্ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
 গোড়দেশপথে শ্রীমজ্জগন্নাথস্ত দর্শনে ।
 আগমিত্বাসি চেন্ন্যহং দর্শনং ভাবি সর্বথা ॥ ৯ ॥
 স আহ চরণং ধৃত্বা গচ্ছেহহং পদসেবকঃ ।
 ন হৌতি ভগবান্ প্রাহ গচ্ছ ত্বং যথুরাং প্রতি ॥ ১০ ॥
 এবমুক্ত্বা যযৌ কৃষ্ণঃ কাশীং ব্রাহ্মণবেশ্বনি ।
 স্থিতস্তত্রাগতঃ শ্রীমান্ সনাতনঃ প্রভুপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

श्रीश्रीकृष्णचैतन्य-चरितामृतम् ।

१६७

तं दृष्ट्वा सहसा कृष्ण उवाच परमादरात् ।
 दृढमालिङ्गनं कृत्वा गद्गदस्तम्बाच्च ह ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णकङ्कणां कोऽपि वक्तुः शक्नोति पण्डितः ।
 वा द्वां विषयकूपङ्गं समुद्धृत्य बलीयसौ ॥ ११ ॥
 श्रीकृष्णनिकटं नोद्धा तन्माधुर्यमपाययत् ।
 साधु साक्षिन्ति हर्षेण शिष्यानां तं पुनः ॥ १२ ॥
 बन्दावनाय गन्तव्यं भक्तिशान्तिरूपणम् ।
 लुप्ततैर्षप्रकाशं च तन्माहात्म्यमपि स्फुटम् ॥ १३ ॥
 कर्तव्यं भवता येन भक्तिरेव स्थिरा भवेत् ।
 वामाश्रित्य स्थेनैव श्रीकृष्णप्रेममाधुरीम् ॥ १४ ॥
 पिवन्ति रसिका नित्यं सारासारविचङ्कणाः ।
 स आह त्वङ्कपा सर्वफलदा मम पावनी ॥ १५ ॥
 श्रीकृष्णेति द्योतकं च तदैव मनसार्थकम् ।
 हसन् ग्राह हृद्योक्तेश्चमेव बुद्धिसन्तमः ॥ १६ ॥
 दृष्ट्वा मधुपुरां बन्दारण्यामेव पुनर्जवान् ।
 आयास्यति जगन्नाथदर्शनार्थं मदाज्जया ॥ १७ ॥
 काशीवासिजनान् सर्वान् कृष्णभक्तिप्रदानतः ।
 उद्धृत्य कृपया कृष्णो भक्तानां सुखहेतवे ॥ १८ ॥
 सनातनं समालिङ्ग्य तपनादौ यथास्थम् ।
 जगाम सत्वरं श्रीमान् जगन्नाथदिदृक्करा ॥ १९ ॥
 एवं स भगवान् कृष्णः पति गच्छन् कृपानिधिः ।
 दृष्ट्वा गोपमुवाचेदं सत्क्रकलसं प्रभुः ॥ २० ॥
 पिपासितोऽहं तक्रः मे दे ह गोप यथास्थम् ।
 श्रद्धा परमहर्षेण संपूर्णकलसं ददौ ॥ २१ ॥

হস্তাভ্যাং কলসং ধৃষ্টা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ ।

পীত্বা গোপকুমারায় বরং দত্ত্বা যযৌ হরিঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে গোপানুগ্রহো নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

চতুর্দশঃ সর্গঃ ।

এবং ক্রমেণ পথি গৌরচন্দ্রশ্চলন্ সমায়াং কুলিয়াস্বপুরম্ ।

শ্রদ্ধা যযুস্তত্র মহানিধেঃ কিল শ্রীমন্নবদ্বীপনিবাসিনঃ পরে ॥ ১ ॥

দৃষ্ট্৷। প্রভোঃ শ্রীমুখপদ্মজং মুহুঃ পিবন্তি হর্ষণে ন তৃপ্তিমাপিবে ।

বদন্তি সর্বৌ কুতকণ্ঠবাসনো ভগদগুরুং স্নেহবশং তনৌশ্বরম্ ॥ ২ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপমলম্বুর প্রভো সংকীৰ্ত্তনানন্দমুগ্ধচিহ্নৈঃ ।

স্বভক্তবর্গৈরিতি প্রার্থিতঃ স্বয়ং হরির্বর্ষৌ তত্র স্বনামকৌতুকৌ ॥ ৩ ॥

আগত্য মাতৃচরণাভিবন্দনং ভূমৌ নিপত্য কৃতবান্ মাতৃভক্তঃ ।

ভদৈব সা সত্ত্বরমেব হর্ষাং বিশ্বিত্য সর্বং চ তমালিলিঙ্গ ॥ ৪ ॥

সা চুষতী কৃষ্ণমুখারবিন্দং সিয়েচ তং বৎসলভক্তিনীরৈঃ ।

চতুর্বিধেনাপি রসেন চান্নং সংভোজয়িত্বা মুদমাপ বৎসলা ॥ ৫ ॥

নিত্যানন্দেন সার্কং সকলরসগুরুঃ শ্রীলগৌরান্দচন্দ্রো

মাত্ৰা দত্তং পরমমধুরমন্নমাখ্যং চ সাগরম্ ।

ভুক্ত্৷। বৎসলভক্তিপূর্ণতময়া বদ্ধস্তয়া শ্রীহরি-

মাত্ৰা সর্বমুখপ্রদো জয়তি স শ্রীভক্তবণ্ডঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

নিত্যানন্দো জয়তি সততং গৌরপ্রেমাভিমত্তঃ

সাম্প্রদানন্দোজ্জলময়নবদ্বীপমালম্বমানঃ ।

নানাভাটৈঃ প্রণয়িনিকটৈঃ সেচ্যমানো নিজেণ

তয়ামামৃতকীৰ্ত্তনৈস্ত্রিভগতাং তাপত্রয়ং নাশয়ন্ ॥ ৭ ॥

प्रकाशरूपेण निम्नप्रियायाः समोपमासात् निम्नां हि मूर्तिम् ।
 विधाय तस्मां हित एव कृष्णः सा लक्ष्मीरूपा च निवेवते प्रभुम् ॥ ८४ ॥
 गदाधरेणापि समं रसः प्रजा गोपायचन्द्रो विहरताहमिशम् ।
 श्रीमन्नवद्वीपनिवासिभिः सह श्रीकृष्णस्य कौर्त्तनमग्नचितैः ॥ ८५ ॥

श्रीरामम्या ये भक्तान्तेषां गृहे गृहे प्रभुः ।
 स्वप्रकाशतया पूर्णकौर्त्तनानन्दनायकः ॥ १० ॥
 विद्याविनोदलोलालैः संपूर्णः कौतुकादिभिः ।
 श्रीधरेण समं नितां क्रौडति गोरगुह्यनरः ॥ ११ ॥
 ततो नित्यानन्दगोरचन्द्रो सर्वेश्वरेश्वरो ।
 जगतां गोरगोपासाध्यपण्डितश्च गृहे प्रभुः ॥ १२ ॥
 तत्र प्रेम्णा निबद्धो तौ प्रकाश रुचिरां शुभाम् ।
 मूर्तिं स्वां स्वां रसैः पूर्णां सर्वशक्तिसमविताम् ॥ १३ ॥
 ददतः परमश्रीतौ निवसन्तौ यथाश्रमम् ।
 ताभ्यां सह भुक्तवस्तुवस्त्रं विविधं रसम् ॥ १४ ॥
 दृष्ट्वा चो सच्चिदानन्दविग्रहो द्विजसन्तमः ।
 शुद्धसखारसेनापि सेवयामास सर्वदा ॥ १५ ॥
 सर्वे निभ्याः शान्ततां देहास्तु नृणां महात्मनः ।
 हानोपादानरहिता इति वेदानुसारतः ॥ १६ ॥
 श्रीलीलाविग्रहाः सर्वे भक्तचित्ते निरस्तमः ।
 तिष्ठन्ति परमानन्ददायिनो भुक्तवत्सलाः ॥ १७ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते चतुर्थप्रक्रमे श्रीगोपावनगमनाश्रयः
 श्रीनवद्वीपविहारे श्रीगोरगोपासाधुग्रहो नाम
 चतुर्दशः सर्गः ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।

—*—

ততশ্চ কৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ জগদ্গুরু ।
 শ্রীলান্ধিতাচার্য্যগেহঃ জগতুঃ প্রেমবিহ্বলৌ ॥ ১ ॥
 তৌ দৃষ্ট্বা সহস্রাখ্যানান্ধিতাচার্য্যো মহেশ্বরঃ ।
 সগাঃ প্রেমবিবশো ধৃত্য তচ্চরণাধুজম্ ॥ ২ ॥
 প্রফালা বিধিবন্ধবাৎ পীত্বা শিরসি ধারণম্ ।
 ননর্ত্ত বাসো ধূম্রানো মত্তকেশরিবিক্রমঃ ॥ ৩ ॥
 তমানিধ্য প্রহর্ষণে প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 তেন সম্পূজিতৌ প্রীতৌ শাল্যভোজনাদিনা ॥ ৪ ॥
 সংকীৰ্ত্তনস্থখে মগ্নৌ তেন সাক্ষং জগদ্গুরু ।
 নৃত্যন্তৌ ভক্তবর্গৈশ্চ বেষ্টিতৌ পরমেশ্বরৌ ॥ ৫ ॥
 তত আচার্য্যঃ সহস্রা বাহ্যমাসাত্ত নতরম্ ।
 আনাযা শ্রীনবদ্বীপাং ভক্তাং শ্রীশচাং তু তাম্ ॥ ৬ ॥
 বৃত্তজে স তয়া চাপি তথা বৈষ্ণবপত্নীভিঃ ।
 সহ পাচিতমন্নং চ পায়সাদিচতুর্বিধম্ ॥ ৭ ॥
 পুরীশ্রীমাধবঃ কৃষ্ণপ্রেমানন্দস্বার্থবঃ ।
 তস্ত্রাপ্যারাদনতিথৌ চৈত্রস্ত শুক্লপক্ষকে ॥ ৮ ॥
 দ্বাদশ্যাং ভোজয়ামাস দ্বৌ প্রভু সাগহং মুদা ।
 তথা ভক্তগণান্ সর্বান আচার্য্যোহন্থৈত ঈশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
 তস্ত্রাং তেন সমং কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভেন চ ।
 স্বয়ং মহাপ্রসাদং হি ভুক্তানন্দমবাপু য়াং ॥ ১০ ॥
 শ্রীমাধবপুরোপ্রেমরসৌ শ্রীশচীনন্দনৌ ।
 হরিসংকীৰ্ত্তনানন্দৌ ভক্তৈঃ সহ ননর্ত্ততুঃ ॥ ১১ ॥

এবং কৃত্বা দিনস্তত্র স্থিত্বা মাতৃবশান্নগৌ ।

তাং প্রদত্তা মধুরয়া গিরা সংশাতবিগ্রহৌ ॥ ১২ ॥

আচার্যাদান্ ভক্তগণান্ তথা শ্রীবাসকং প্রভুম্ ।

সংসান্ত্বয়া হুখেনাপি গমনায় কৃতোত্তমৌ ॥ ১৩ ॥

তেষাং বিক্রীড়িতং কেহপি বর্ণয়ন্তি মহাত্মনাম্ ।

যথা কৃষ্ণে মধুপুরীগতে শ্রীব্রজবাসিনঃ ॥ ১৪ ॥

তিষ্ঠন্তি তন্ময়াঃ সর্কে তথৈতে বৈষ্ণবোত্তমাঃ ।

চিন্তয়ন্ত্য চ তন্নীনাং বভূবুস্তন্ময়াঃ কিম্ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণরামৌ চ তাবেতৌ তত্র তে চ মহত্তমাঃ ।

উপমেয়গতিজ্ঞেয়াঃ কৃষ্ণপ্রাণা বভূঃ সদা ॥ ১৬ ॥

ততঃ স্বয়ং শ্রীজগদাখরাবুর্ভৌ শ্রীমজ্জগন্নাথাদিদৃক্ষয়াদ্বিতৌ ।

প্রজগ্নতুঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ প্রভূ স্বভক্তবৃন্দৈঃ পরিসেবিতৌ ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥

আগত্য ক্ষেত্রং ভুবনৈকবদ্ধ দৃষ্ট্বা জগন্নাথমুখারবিন্দম্ ।

প্রেমাক্ষপূর্ণৌ কলধৌ তবিগ্রহৌ বভূবতুর্গদগদকৃদ্ধকৃষ্টকৌ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকাশীমিশ্রস্ত গৃহ গতো পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ কিম্ ভক্তবেষ্টিতৌ ।

শ্রীসার্বভৌমাদয় এব সর্কে তত্রাগতাঃ ক্ষেত্রনিবাসিনোহপরে ॥ ১৯ ॥

পশুন্তি তৎপাদসরোজবৈভবং প্রণম্য ভূমৌ প্রণিপত্য তে মুদা ।

বজ্রাঙ্গুলিং সাক্ষবিলোললোচনাঃ সংদগদং কৃষ্ণরসাক্ষিগ্নাঃ ॥ ২০ ॥

উথায় তৌ সত্বরমেব তানপি আলিঙ্গ্য প্রেমা হি মুদাষিতৌ প্রভূ ।

বৃন্দাবনস্ত মধুরং কথামৃতং শুশ্রাবয়ামাসতুরেব মানদৌ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রকমে শ্রীবৃন্দাবনগমনাস্তরং শ্রীনব-

দ্বীপবিহারশ্রীপুরুষোত্তমদর্শনং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ ।

—*—

ততো গজপতৌ রাজা দর্শনার্থং মহাপ্রভোঃ ।
 সার্বভৌমং সমাহুয় রামানন্দসম্বিতম্ ॥ ১ ॥
 পপ্রচ্ছ সত্ত্বরং প্রীতঃ সাদরং বিনয়ান্বিতঃ ।
 দর্শনং গৌরচন্দ্রস্ত সাগ্রজস্ত কথং ভবেৎ ॥ ২ ॥
 স প্রাহ তং মহারাজ দর্শনং দুর্ঘটং তব ।
 উপায়াত্ত্বরমাসাত্ত কৰ্ত্তব্যং ন তু সঙ্কুণ্ঠম্ ॥ ৩ ॥
 বদা সংকীৰ্ত্তনানন্দমন্তৌ তৌ পরমেশ্বরৌ ।
 তদৈব তে মহারাজ কৰ্ত্তব্যং দর্শনং তয়োঃ ॥ ৪ ॥
 ভদ্রমেব তথা কার্যং যথা শীঘ্রং ভবেদ্বিজ ।
 ইতি প্রাহ সমুৎকণ্ঠো রাজা প্রহসিতাননঃ ॥ ৫ ॥
 তদৈব কার্ত্তনানন্দমন্তৌ তৌ পরমেশ্বরৌ ।
 শ্রদ্ধা রাজা সমাসাত্ত দদর্শ কৰুণার্ণবৌ ॥ ৬ ॥
 অশ্রুকম্পপুলকান্ধিনীসাললমুখামুতৈঃ ।
 মণ্ডিতৌ তৌ সমুদ্বীক্ষ্য রাজাশ্রুপলকান্বিতঃ ॥ ৭ ॥
 যযৌ স্বভবনং প্রীতঃ স্থপ্তঃ স্বপ্নে দদর্শ তৌ ।
 রত্নসিংহাসনহৌ চ কীৰ্ত্তনানন্দবিগ্রহৌ ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রলম্বারিমূরদ্বিবৌ স্থখং পশুন্ সদাপূর্ণবিনাসবৈভবৌ ।
 কিং কিং ক্রবন্ ভূমিপতন্ স্থনির্ভরং পুনঃ সমুখায় দদর্শ তৌ প্রভুঃ ॥ ৯ ॥
 এবং স বারদ্রমেব স্থপ্তং দৃষ্ট্বা রুদন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।
 ততঃ সমুখায় জগাম সত্ত্বরং গৌরাদ্ধপাদাম্বুজয়োঃ সমীপকম্ ॥ ১০ ॥
 প্রণম্য সাষ্টাঙ্গমসৌ পুনঃ পুনঃ নিপত্য ভূমৌ চ রুদম্মুহুর্নৃহিঃ ।
 যত্না প্রভোঃ শ্রীচরণাম্বুজং হৃদি তুষ্টাব সৰ্ব্বেশ্বরমাদিপুরুষম্ ॥ ১১ ॥

जय जय जगदीश प्रेमपूर्णप्रकाश

सकलजननिवासानन्दभोगेश्यामिन् ।

निजजनमतिमत्तुष्टचूडिष्वपाद-

सरसिज-विरहार्तः पाहि मां दीनबन्धो ॥ १२ ॥

एवं स्ववस्तुं नृपतिं जगत्पतिः शृङ्गारपोषं निजैवैवम् प्रभुः ।

श्रीविग्रहं वड्-भुजमडुतं महं प्रदर्शयामास महाविभूतः ॥ १३ ॥

पूर्वानन्दः परममधुरं दर्शयन् गोरचन्द्रः (?)

प्रेमोद्दामो जयति सततं वृन्तरेत्रभुजम् ।

निद्यानन्दः स्वमपि बलं दिव्यामाधुष्यपूर्णं

प्रेमोद्दामैः शुभमपि निजं विग्रहं शान्तरूपम् ॥ १४ ॥

उर्ध्वः हस्तद्वयमपि धनुर्धरायुक्तं च मध्यं

वन्शीवक्त्रः शूलविनिहितमृत्तमं गोरचन्द्रः ।

शेषहस्तद्वयं परममधुरं नृतावेणं स विजयं

एवं श्रीगोरचन्द्रं नृपतिराधनं प्रेमपूर्णं दर्शयन् ॥ १५ ॥

दृष्ट्वा श्रीहरिरामयोः स्वरूपां श्रीरामलीलां स्मरन्

प्रेमाश्रुपुलकावृतः कतिपयान् श्लोकान् पठन् नृत्यति ।

श्रीमद्भागवतस्य तस्य परमं माधुष्यासारस्य च

श्रीगोपीजनमण्डली-शुभगयोः शानन्दभावोद्दामैः ॥ १६ ॥

श्रीभागवते दशमस्कन्धे चतुस्त्रिंशतितमाध्याये ।—

कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चाद्भुतविक्रमः ।

विज्रह्नुर्बने रात्र्यां मध्यगो ब्रह्मवायिताम् ॥ १७ ॥

उपगीयमानो ललितं श्रीजनैर्बद्धमोहदैः ।

शूलहताभुलिप्राप्तो शयिनो विरजोहृष्यो ॥ १८ ॥

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোদ্ধুপতারকম্ ।

জগতুঃ সৰ্বভূতানাং মনঃশ্রবণমদলম্ ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বা ষড়্ভুজবিগ্রহং প্রভুবরং শ্রীমংশচানন্দনং

রামং রোহিণীপুত্রমেব পুনরেকৈঃ সংমণ্ডিতাশ্চাশ্রুতিঃ ।

পূর্ণাঃ সৰ্বমহজ্জনাশ্চ সততং শ্রীসার্বভৌমাদয়ঃ

শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্তনামৃতরসে মগ্না বিহস্তা বভূঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীপ্রতাপরুদ্রানু-

গ্রহো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ।

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

অথ ভক্তগণাঃ সৰ্ব্বৈষে যেষে গৌড়নিবাসিনঃ ।

গন্তমিচ্ছন্তি গৌরানন্দদর্শনায় নীলাচলম্ ॥ ১ ॥

আচার্য্যঃ শ্রীমদদ্বৈত ঈশ্বরো জগতাং গুরুঃ ।

সগণঃ পরমানন্দঃ শ্রীবাসঃ সহ ভ্রাতৃভিঃ ॥ ২ ॥

আচার্য্যরত্নঃ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য এব চ ।

পুণ্ডরীকাক্ষকো বিদ্যানিধিঃ প্রেমনিধিস্তথা ॥ ৩ ॥

গদাদাসাখ্যকশ্চৈব পণ্ডিতঃ সদগুণাশ্রিতঃ ।

বক্রেশ্বরঃ পণ্ডিতশ্চ প্রত্ন্যম্ব্রজচার্য্যপি ॥ ৪ ॥

হরিদাসাখ্যঠাকুরো হরিদাসঃ স্বজন্তথা ।

শ্রীবাসদেবদত্তঃ শ্রীমুকুন্দদত্ত এব চ ॥ ৫ ॥

শ্রীশিবানন্দসেনশ্চ পুত্রদারাসমস্থিতঃ ।

শ্রীগোবিন্দঘোষ এব মুকুন্দো গায়কোত্তমঃ ॥ ৬ ॥

লেখকো বিজয়শ্চৈব শ্রীসদাশিবপণ্ডিতঃ ।
 পুরুষোত্তমঃ সঙ্কয়শ্চ শ্রীমানাখ্যপণ্ডিতঃ ॥ ৭ ॥
 শ্রীনন্দনাথ্যকো ব্রহ্মচারী শুক্লাব্রহ্মসুতা ।
 ধোলাবেচেতিবিখ্যাতঃ স ভক্তশ্রীধরঃ সুখী ॥ ৮ ॥
 লেখকপণ্ডিতশ্চৈব গোপীনাথ্যপণ্ডিতঃ ।
 শ্রীগুৰুপণ্ডিত্যপি পণ্ডিতো বনমালিকঃ ॥ ৯ ॥
 জগদীশঃ পণ্ডিতশ্চ হিরণ্যাখ্যশ্চ বৈষ্ণবঃ ।
 বুদ্ধিমন্তাখ্যথানশ্চ আচার্য্যঃ শ্রীপুরন্দরঃ ॥ ১০ ॥
 রাঘবঃ পণ্ডিতশ্চৈব বৈষ্ণসিংহমুরারিকঃ ।
 শ্রীগুরুপণ্ডিতশ্চ গোপীনাথ্যসিংহকঃ ॥ ১১ ॥
 শ্রীরামপণ্ডিতশ্চৈব শ্রীনারায়ণপণ্ডিতঃ ।
 দামোদরঃ পণ্ডিতশ্চ রঘুনন্দনঠাকুরঃ ॥ ১২ ॥
 শ্রীমুকুন্দ-নরহরি-চিরঞ্জীব-স্বলোচনাঃ ।
 রামানন্দব্রহ্মশ্চৈব সত্যরাজাদয়সুতা ॥ ১৩ ॥
 সৰ্ব্বৈ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রাণাঃ প্রেমসমন্বিতাঃ ।
 আচার্য্যপ্রভুগা সাক্ষিমাযযুঃ পুরুষোত্তম ॥ ১৪ ॥
 শ্রীমন্নরেন্দ্রমায়াতান্ ভক্তান্ সৰ্ব্বৈথরো হরিঃ ।
 নিকটস্থান্ ভক্তগণান্ প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥
 পশ্চাদেব স্বয়মপি গন্তুঃ চক্রে মনঃ প্রভুঃ ।
 ভক্তপ্রাণো ভক্তবশো ভক্তানাং প্রীতিদঃ সদা ॥ ১৬ ॥
 নিত্যানন্দপ্রভুশ্চৈব পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ ।
 পুরোশ্রীপরমানন্দো ভট্টঃ শ্রীসার্বভৌমকঃ ॥ ১৭ ॥
 পণ্ডিতো জগদানন্দসুতা শ্রীকাশীমিশ্রকঃ ।
 দামোদরস্বরূপশ্চ পণ্ডিতঃ শঙ্করসুতা ॥ ১৮ ॥

শ্রীকাশীশ্বরগোস্বামী পণ্ডিতো ভগবাংস্তথা ।
 শ্রীলপ্রহ্লাদমিশ্রঃ শ্রীপরমানন্দপাত্রকঃ ॥ ১৯ ॥
 শ্রীরামানন্দরায়শ্চ গোবিন্দো দ্বারপালকঃ ।
 ব্রহ্মানন্দভারতী চ শ্রীকৃপঃ শ্রীসনাতনঃ ॥ ২০ ॥
 শ্রীরঘুনাথদাসশ্চ বৈষ্ণবঃ শ্রীরঘুনাথকঃ ।
 শ্রীনারায়ণনন্দাখ্য আচার্য্যপুল্লনন্দনঃ ॥ ২১ ॥
 অচ্যুতানন্দগোস্বামী গৌরাদপ্রাণবল্লভঃ ।
 শিখিমাহেতিবিখ্যাতো বাণীনাথস্তথাপরে ॥ ২২ ॥
 যে ক্ষেত্রবাসিনো ভক্তা আষযুঃ প্রভুণা সহ ।
 ঐতৈঃ সমন্বিতঃ কৃষ্ণচৈতন্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৩ ॥
 শ্রীনরেন্দ্রসরস্বতীরমাগতঃ পরমেশ্বরঃ ।
 তত্রাঘৈতোহপি ভগবান্ সভক্তঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
 উভয়োর্দর্শনাদেব সর্বৈ জ্ঞাতমহোৎসবাঃ ।
 অশ্রুকম্পাদয়ো ভাবা মূর্ত্তিমন্তস্তদা বভূঃ ॥ ২৫ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে ভক্তগোষ্ঠীমেলনঃ
 নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

—o—

ভাবমাসাঙ্ঘ তে সর্বৈ পরমানন্দবিহ্বলাঃ ।
 নমস্তি দণ্ডবদ্ভূমৌ হরিশ্চরনিসমম্বিতাঃ ॥ ১ ॥
 ঈশ্বরোহপি নমশ্চক্রে বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবান্ ।
 দর্শয়মাশ্রমাদীনাং বৈষ্ণবারাধনে বিধিम् ॥ ২ ॥

অপি চেৎ স্নহুঁরাচারো ভজতে মামনগ্ৰভাক্ ।
 সাধুরেব স মন্তব্য ইতি কৃষ্ণমুখোদিতম্ ॥ ৩ ॥
 প্রকাশ্য জনসংঘানাং হিতায় জগদীশ্বরঃ ।
 বৈষ্ণবান্ বন্দনং চক্রে ত্যাসাদিমদধণ্ডনম্ ॥ ৪ ॥
 কম্পাশ্রপুলকব্যাপ্তা ধূলিমণ্ডিতবিগ্রহাঃ ।
 নৃত্যন্তশ্চ নমন্তশ্চ গায়ন্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
 গৌরাদ্দদর্শনানন্দমত্তা স্বং ন বিদন্তি তে ।
 গৌরাদো জয় গৌরাদ গৌরাদ ইতি বাদিনঃ ॥ ৬ ॥
 তথা বৈষ্ণবপত্ন্যাশ্চ দূরে দৃষ্ট্ৱা মহাপ্রভুম্ ।
 তাসাং প্রেমপরাকার্ষ্যং কো বেদ কোহপি সংবদেৎ ॥ ৭ ॥
 ততস্তাঃ শ্রীহরেৰ্ভক্তিসংব্যাপিত্রো ন সংশয়ঃ ।
 শ্রীকৃষ্ণনামপূর্ণাত্মাঃ প্রেমাশ্রপুলকাদ্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
 তদৈব রামকৃষ্ণৌ শ্রীষাত্রাগোবিন্দ এব চ ।
 জলক্ৰীড়ার্থমারাতৌ নরেন্দ্রসরসি ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥
 মহাবিভূতিসংযুক্তা হরিসঙ্কীৰ্ত্তনাদিভিঃ ।
 মণ্ডিতা ভক্তবর্গৈশ্চ গৌরগোবিন্দকিঙ্করাঃ ॥ ১০ ॥
 নাবমাসাং তাবচ্চ বিহরন্তো মহামুদঃ ।
 গোবিন্দরামকৃষ্ণাশ্চ কুর্কন্তি জলকৌতুকম্ ॥ ১১ ॥
 সভক্তো গৌরচন্দ্রশ্চ জলমাবিশ্য কৌতুকী ।
 গদাধররসোল্লাসী নিত্যানন্দস্থখপ্রদঃ ॥ ১২ ॥
 অষ্টৈতাচার্য্যপ্রেষ্টশ্চ স্বরূপাঠৈঃ সমন্বিতঃ ।
 ক্রীড়তি পরমানন্দং যমুনায়াং যথা পুরা ॥ ১৩ ॥
 স সনাতনরূপশ্রীযমুনাথেশ্বরো হরিঃ ।
 মুরারি-রাম-শ্রীবাস-গৌরীদাস-প্রিন্নোহপি যঃ ॥ ১৪ ॥

পরমানন্দপুরী-বংশী-রামানন্দসহায়বান্ ।
 কানীশ্বরমানদাতা হরিদাসপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥
 স্বপ্রকাশতয়া সর্বভক্তৈশ্চ বিপিনেশ্বর ।
 সত্বেব ক্রীড়তি গৌরগোবিন্দঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥
 সর্বৈ জানন্তি ক্রীড়তি গৌরাদ্যো হি ময়া সমম্ ।
 তেন সার্কং ভক্তগণাঃ কুৰ্বন্তি জলকৌতুকম্ ॥ ১৭ ॥
 গোপীভিঃ সহ গোবিন্দো যমুনায়াং যথা পুরা ।
 অকরোদ্ বিবিধাং ক্রীড়াং শ্রীরাসরসকৌতুকী ॥ ১৮ ॥
 যথা গোপীজনাঃ কৃষ্ণং জলক্রীড়াপরায়ণম্ ।
 স্তথ্যন্তি নিজপ্রেমবিলাসনববিভ্রমৈঃ ॥ ১৯ ॥
 এবং জলবিহারঞ্চ কারয়িত্বা যথোচিতম্ ।
 গৌরাদ্যো রামকৃষ্ণৌ শ্রীষাত্রাগোবিন্দ এব চ ॥ ২০ ॥
 উত্তিষ্ঠন্তি জলহৃদাভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ।
 পূজিতাশ্চোপহারৈশ্চ স্বসভৃত্যসমম্বিতাঃ ॥ ২১ ॥
 নৃত্যবান্ধনগানান্ঠৈর্মন্দিরং প্রযযুঃ স্তথম্ ।
 রামকৃষ্ণৌ চ শ্রীষাত্রাগোবিন্দঃ স্বজনৈঃ সহ ॥ ২২ ॥
 গৌরাদ্যশ্চ নিজৈর্ভক্তৈঃ কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনৈঃ পঠৈঃ ।
 সমং ভক্তাবেশতয়া যযৌ শ্রীহরিমন্দিরম্ ॥ ২৩ ॥
 জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা সভক্তঃ প্রেমবিস্ময়ঃ ।
 গরুড়স্তম্ভমাশ্রিত্য স্থিতো দর্শনলালসঃ ॥ ২৪ ॥
 নিত্যানন্দস্থখোল্লাসী ভক্তবর্গসমম্বিতঃ ।
 নৌ পার্শ্বে পশুতি গৌরচন্দ্রো রামজনार्দনো ॥ ২৫ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে নরেন্দ্রসরোবিহারো
 নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

উর্নাবংশঃ সর্গঃ ।

—*—

ততো ভক্তগণৈঃ সার্কং নিত্যানন্দধৃতঃ প্রভুঃ ।
 কাশীনাথগৃহং শীঘ্রমাগতো জগদীশ্বরঃ ॥ ১ ॥
 জগন্নাথপ্রসাদায়ং নিত্যানন্দসমম্বিতঃ ।
 শ্রীলাদৈবতাদিভিঃ সার্কং স্বরূপাঠৈর্নিবেদিতম্ ॥ ২ ॥
 ভুক্ত্য চতুর্বিধং দ্রব্যং ভক্তসঙ্কল্পপালকঃ ।
 ভোজয়ামাস স্বান্ ভক্তান্ পুত্রপ্রায়েণ লালয়ন্ ॥ ৩ ॥
 স্বং ভুক্ত্য ভুক্ত্য ভুক্ত্যেতি বাৎসল্যরসমূর্ত্তিমান্ ।
 জগদানন্দস্বরূপাঠৈর্দ্বারৈরেব দয়ানিধিঃ ॥ ৪ ॥
 এবং ক্রমেণ প্রত্যক্ষং সংবোধ্য কৌশলাম্বিতঃ ।
 সংভোজ্য ভূরিদ্রব্যেণ চাতুর্কিধেন বৈষ্ণবান্ ॥ ৫ ॥
 গণ্ডুশাদিক্রিয়াঃ সর্বং সমাপ্য জগদীশ্বরঃ ।
 চন্দনপুষ্পমালাভ্যাং ভূষয়িত্বা যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥
 নিত্যানন্দাদৈবতমুখ্যান্ ভক্তান্ গৌড়নিবাসিনঃ ।
 উৎকলস্থানপি শ্বেতদ্বীপস্থান্ বৈষ্ণবান্ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥
 লালয়ামাস কল্পণো বাৎসল্যাচ্ ভক্তবৎসলঃ ।
 তৈঃ সমং স্নেহমাসীনঃ সঙ্কীৰ্ত্তনকুতূহলী ॥ ৮ ॥
 রাজাজ্জয়া মহাপাত্রচন্দনেশ্বরসংজ্ঞকঃ ।
 ভক্তান্ নিবাসয়ামাস গেহে গেহে যথাস্থখম্ ॥ ৯ ॥
 এবং ভক্তগণাঃ সর্বৈ সঙ্কীৰ্ত্তনপরায়ণাঃ ।
 তিষ্ঠন্তি প্রভুণা সার্কং সঙ্কীৰ্ত্তনবিনোদিনা ॥ ১০ ॥
 প্রভুপ্ৰীত্যে যদ্ভ্যং তৈরানীতং প্রমত্ততঃ ।
 তেন বৈষ্ণবপত্নীভিঃ পাচিতং পরমাদরাৎ ॥ ১১ ॥

अन्नं चतुर्विधेनापि रसेन सहितं प्रभुः ।
 ब्रूजे च हृतैः सिक्तं सभक्तः साग्रजः सुधी ॥ १२ ॥
 अर्धेतो भगवान् साक्षात् स्वयमोदनमृदुमम् ।
 पक्वम् अमधुरं चापि नीत्वा तं भार्याया सह ॥ १३ ॥
 निभृतं भोजयामास क्षीरं हृतसमयितम् ।
 स्वप्राणवल्लभं कृष्णचैतन्यं भक्तवत्सलम् ॥ १४ ॥
 एवं क्रमेण श्रीवासपण्डिताद्याः सपत्निकाः ।
 सेवां चकुरुर्गवतो गौराक्षश्च यथाशुभम् ॥ १५ ॥
 ततश्चाद्धेतगोस्वामी संमन्त्र्य स्वजनैः सह ।
 नवीनं गौरचन्द्रश्च नामसङ्कीर्तनं शुभम् ॥ १६ ॥
 करोति मङ्गलैकृत्य हर्षेण वैष्णवैः सह ।
 नृत्यति परमोदङ्गं गर्जति धावति क्वचिन् ॥ १७ ॥
 नित्यानन्दोऽपि भगवान् गौराक्षभावभाषितः ।
 यश्च नृत्यपदाघातैः कम्पते भुवनत्रयम् ॥ १८ ॥
 मत्प्राणसर्वस्वगौरचन्द्र मामुद्धर प्रभो ।
 नित्यानन्दप्रिय गौर गदाधररसप्रद ॥ १९ ॥
 श्रीवासदिप्रियप्राण प्रेमद करुणार्णव ।
 एवं सङ्कीर्तनं सोऽपि गौराक्षः कीर्तनप्रियः ॥ २० ॥
 कृष्णसङ्कीर्तनं मत्वा गतः प्रेमवशः स्वयम् ।
 स एव कीर्तनानन्दो ब्रह्माङ्गं पूरयन् बभौ ॥ २१ ॥
 सर्वे पशुन्ति नृत्यस्तं गौरचन्द्रं स्वसन्मुखम् ।
 यथा मध्यगतं कृष्णं बालकं वनभोजिनः ॥ २२ ॥
 ईश्वरोऽपि भगवताद्धैताचार्येण संयुतः ।
 नित्यानन्दो महातेजाः प्रेमोन्मादेन नृत्यति ॥ २३ ॥

মত্তপারোল্লবিজ্ঞানঃ কারয়ন্নবনীতলম্ ।

গৌরান্দ্রেমদাতা যন্তশ্চ কিং চিত্রমেব তং ॥ ২৪ ॥

গদাধরোহপি গৌরান্দ্রপ্ৰীতিদো নৃত্যতি স্তম্ভম্ ।

শ্রীবাসাণ্ডাঃ স্তম্ভং সৰ্কে নৃত্যন্তি গৌরচেতসঃ ॥ ২৫ ॥

এতদন্তর্গতং যন্ত গৌরান্দ্রগুণকীর্তনম্ ।

স এব সাক্ষী নাশ্চে চ কোটিশো জ্ঞানপারগাঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীমদধৈতপ্রভুকৃতং

শ্রীগৌরান্দ্রকীর্তনং নামৈকোনবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

—*—

একদা পৃষ্টবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতম্ ।

সত্যং কথয় মম্মাতুঃ কৃষ্ণভক্তির্দৃঢ়াস্তি কিম্ ॥ ১ ॥

শ্রদ্ধা স গ্রাহ সক্রোধস্তৎপ্রসাদাৎ পরং হুয়ি ।

সাস্তি কৃষ্ণরসা ভক্তির্নিত্যানন্দস্বরূপিণী ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধা বিপ্রং পরিষজ্য গ্রাহ স ককরণং প্রভুঃ ।

যথা হুং গ্রাহ মাং বন্ধো সত্যং তং সৰ্ব্বমেব হি ॥ ৩ ॥

তদাজ্ঞয়া হি ক্ষেত্রেহস্মিন্ বসামি নাত্র সংশয়ঃ ।

তৎপ্রেন্না নীয়তে তস্তাঃ সন্নিধিমপ্যালং খলু ॥ ৪ ॥

ততঃ শ্রীজগদীশস্ত স্নানযাত্রামহোৎসবম্ ।

দদর্শ পরমপ্ৰীতঃ সভক্তঃ সাগ্রজো হরিঃ ॥ ৫ ॥

ততোহনবসরং বীক্ষ্য রামমাধবয়োঃ প্রভুঃ ।

সভক্তো দুঃখসন্তপ্তো গদ্যাহপ্যালালনাথকম্ ॥ ৬ ॥

পশুন্ দেবং সপ্তরাত্রিঃ স্থিতিয়াতঃ স সত্বরম্ ।
 নেত্রোৎসবং চ সংপশুন্ সাগ্রজশ্চ জগৎপতে ॥ ৭ ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তনরসানন্দৈর্নর্নর্ত স্বজনৈঃ সহ ।
 ভক্তাভিমানী ভগবান্ নিত্যানন্দকরাশ্রিতঃ ॥ ৮ ॥
 ততঃ স্বমালয়ং গত্বা স্বভট্টৈঃ সংবৃতো हरिঃ ।
 ভুক্ত্য্ মহাপ্রসাদঞ্চ ভক্তদত্তং স্মৃৎ বভৌ ॥ ৯ ॥

এবং সদানন্দরসেহতিমত্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো हरिरামন্যোঃ শুভম্ ।
 মহাবিভূত্যোঃ কিল শ্রুদ্রনোৎসবং দ্রষ্টুং স্বভট্টৈঃ সহ সত্বরং যযৌ ॥১০॥
 দৃষ্ট্য্ চ রামং মধুসূদনঞ্চ সূদর্শনেনাপি যুতাং স্ফুটদ্রাম্ ।
 রথস্থিতৌ তৌ রথসংস্থিতাং তাং সংবীক্ষ্য হর্ষণে ননাম সাগ্রজঃ ॥১১॥
 শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমেব সত্বরং রথাস্ত গচ্ছন্তি স্নমেকতুল্যাঃ ।
 সভক্তবর্গঃ কিল গৌরচন্দ্রমা যযৌ তদগ্রেহখিলভাবভাবিতঃ ॥ ১২ ॥
 পশুন্ জগন্নাথগুণারবিন্দং স্রবন্ কুরুক্ষেত্রবিশালবৈভবম্ ।
 সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দসমুদ্রমর্গৈঃ স্বভক্তবর্গৈঃ কিল বেষ্টিতো हरিঃ ॥ ১৩ ॥
 শ্রীরাধিকাশ্রেমভরাতিমত্তো হসন্ রুদন্ প্রাহ স্নমেব নাথ ।
 আগচ্ছ যামি ব্রজমণ্ডলং বিভো বৃন্দাবনং যত্র স্নবংশিকাক্ষনিঃ ॥১৪॥
 ইতি ক্রবন্ নর্তনগানমাধুরী সমুদ্রমগ্নাতি মনোমতদ্বজঃ ।
 শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাপ সত্বরং রথেন সার্কিং জগদীশ্বরশ্চ চ ॥ ১৫ ॥
 শ্রীমন্দিরে রত্নময়ীষু বেদীষু স্বয়ংপ্রকাশাস্থ চ সংগতৌ তৌ ।
 বিবেশতু রামজনাঙ্গিনৌ স্মৃৎ পশুন্নতি প্রাহ ত্বমাগতঃ কিম্ ॥ ১৬ ॥
 বৃন্দাবনে আগত এব শ্রীহরিরিতি স্ববাদীজ্ঞনতাস্বনৈঃ প্রভুঃ ।
 সর্বং বনং রম্যমহুপ্রবিশ চ স্বানন্দভ্রমোহখিলভাবপূর্ণঃ ॥ ১৭ ॥
 জগন্নাথশ্চ সর্বং হি ভোগাদিরসবৈভবম্ ।
 পশুন্ ভক্তজনৈঃ সার্কিং করোতি কীর্ত্তনং মহৎ ॥ ১৮ ॥

বৃন্দারণ্যবিলাসিনো মুররিপোঃ শ্রীরাসলীলাং শুভাং

সাক্ষাদেব বিলাসলাস্তলহরীপূর্ণাঃ মননু শ্রীহরিঃ ।

শ্রীরাধারসমাধুরীধুরিতল্লুর্গৌরাধমুগ্ধিঃ স্বয়ং

শ্রীনন্দানুভব এব ভক্তিরসিকঃ স্বারাজ্যলক্ষ্মীং দধে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-

বিলাসো নান বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

—

একবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

—*—

এবং দিনত্রয়ং তত্র ভক্তেশ্বরবিভাবিতঃ ।

কৃষ্ণো বিহরতে রত্নমন্দিরং রাসমণ্ডলম্ ॥ ১ ॥

নবদিনসমুদায়ং গুণ্ডিচাপ্রেমবাসং

গজপতিনৃপসেব্যে নীলশৈলাধিনাথে ।

কৃতবতি জগদীশে সাগ্রজে গৌরচন্দ্রো

রথমল্লগত এব ভক্তবর্গেণ সার্কম্ ॥ ২ ॥

হোরাপঞ্চমীষাত্রাঞ্চ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্ ।

কুত্বা যযৌ নীলশৈলং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ৩ ॥

ততঃ পরং শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ পদ্মাবতীনন্দনরামসদৃশঃ ।

শ্রীরত্নসিংহাসনমধ্যসংস্থিতং রামানুজং পশুতি বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥ ৪ ॥

পৌরাণিকং ধ্যানম্ ।

নীলাদ্রৌ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং

সর্ববালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংস্থিতং চাগ্রজেন ।

भद्राया वामभागे रथचरणयूतं ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं
 वेदानां सारमेकं सकलगुणमयं ब्रह्म पूर्णं अग्रामि ॥ ५ ॥ इति ॥
 एवं ध्यात्वा गतः कृष्णो मिश्रं पुष्पवेष्टिकाम् ।
 सुधमासनमासिद्धा भक्तान् गोडनिवासिनः ॥ ६ ॥
 बापग्रामास भगवान् जनान्ताः सुखहेतवे ।
 यातासौ श्रीहरेर्भक्तिरूपिणी प्रेमरूपिणी ॥ ७ ॥
 नित्यानन्दः समालिङ्ग्य धृष्टा तन्त्र करद्वयम् ।
 ग्राह सगद्गदं याहि गोडदेशं स्वमीश्वरः ॥ ८ ॥
 तव देहं विज्ञानीयाद्विश्वासभरणं मम ।
 एतज्ज्वाला यथेच्छं त्वं कर्तुं मूर्धसि हि प्रभो ॥ ९ ॥
 मूर्धनीचज्ज्वालायां ये च पातकिनोऽपरे ।
 तानेव सर्वथा सर्वान् कुरु प्रेमाधिकारिणः ॥ १० ॥
 तमिति ग्रहसन् ग्राह नर्तकोऽहं तव प्रभो ।
 करिष्यामि यथाज्जा ते यतस्तुः सूत्रधारकः ॥ ११ ॥
 तयोरेव कथयतोः स्वरूपादिगणैः सह ।
 पुरीश्वरपरमानन्दरामानन्दादिभिस्तथा ॥ १२ ॥
 द्राविडश्चो द्विजः कश्चिद्वरिद्रो बुद्धिसन्तमः ।
 आजगाम धनार्थं च जगन्नाथदिदृक्ष्वा ॥ १३ ॥
 निवेद्य स्वप्रयोजनं जगन्नाथं सन्निधौ ।
 स्थितः सपुदिनाद्येव प्रत्यादेशं विचिन्तयन् ॥ १४ ॥
 अप्राप्य बाह्वितं दुःखां समुद्रतीरमागतः ।
 तत्रैव हागतं दैवादिभीषणं दर्शयन् ॥ १५ ॥
 पप्रच्छ को भवान् कुत्र याहि स त्वं वदस्व भो ।
 सप्ताहं श्रीजगन्नाथदर्शनार्थं गतोऽहमहम् ॥ १६ ॥

विभीषणो नाम महामित्यात् । प्रथमो स च ।
 विप्रोऽपि तेन सार्द्धं वर्षो सौभाग्यपर्वतः ॥ ११ ॥
 आगतो गौरचन्द्रश्च समीपं श्रीविभीषणः ।
 दृष्ट्वा श्रीचरणद्वन्द्वं तस्य दण्डनतिष्ठति ॥ १८ ॥
 विप्रोऽपि स चमत्कारं पश्यन् प्रेमपरिप्लुतः ।
 दारिद्र्यां ग्रासयन् दुःखं ननर्त जातकौतुकः ॥ १२ ॥
 विभीषणं भगवान् बाह्याकल्लतरुः प्रभुः ।
 ग्राह ब्राह्मणवर्याय धनं दद्यात् भवान् खलू ॥ २० ॥
 पूर्णयिच्छति येनासौ दुःखरोगादिमुच्यते ।
 कृताञ्जलिपुटः सोऽपि ब्रूयात् शिरसि वचः ॥ २१ ॥
 श्रद्धां द्विजवरः ग्राह मा मां संतुष्टु नृहंसि ।
 यथा ते चरणप्राप्तिसुखा कुरु जगद्गुरो ॥ २२ ॥
 जगन्नाथ हृषीकेश संसारार्णवतारक ।
 पतितप्रेमदः कृष्णमेव मां समुद्धर ॥ २३ ॥
 तं ग्राह करुणामिन्दुर्बाहि अं निजमन्दिरम् ।
 भुङ्क्तु । भोगान् समुत्सृज्य श्रीकृष्णचरणं सदा ॥ २४ ॥
 भजनान्नभते भक्तिं यथा श्रां प्रेमसम्पदः ।
 एवं श्रद्धा प्रणम्यासौ वर्षो निजगृहं द्विजः ॥ २५ ॥
 विभीषणश्च तं स्तुत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः ।
 जगाम स्वगृहं रम्यं ध्यायन् तत्तुलनाशुद्धम् ॥ २६ ॥
 इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते चतुर्थप्रक्रमे रामदासानुग्रहे
 नायकविंशतितमः सर्गः ।

দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

—০—

ততশ্চ শ্রীগৌরচন্দ্রো ভক্তবর্গসমম্বিতঃ ।
 নিত্যানন্দং পুনরপি প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ১ ॥
 পূর্বং যৎ কথিতং তচ্চ কৰ্তব্যং ভবতা কিল ।
 গচ্ছ গোড়ং হি তৎ শ্রদ্ধা স জগাম হসন্ প্রভুঃ ॥ ২ ॥
 পানিহাটং পুরং রম্যং রাঘবপণ্ডিতগৃহম্ ।
 প্রণমন্তং দ্বিজং ক্রোড়ীকৃৎ প্রাহ মহামুখী ॥ ৩ ॥
 রাঘব কুরু শীঘ্রং মে স্বেবাসিতজ্বলৈরপি ।
 অভিষেকং চন্দনাদিপুষ্পালঙ্করণাদিনা ॥ ৪ ॥
 স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালাদিমণিমুক্তাদিনির্মিতৈঃ ।
 ভূষণৈশ্চ ত্বয়া কার্যং মদদপরিমণ্ডনম্ ॥ ৫ ॥
 যেন মে প্রাণনাথস্ত গৌরচন্দ্রস্ত সর্বদা ।
 সচ্চিদানন্দপূর্ণস্ত পূর্ণো মনোরথো ভবেৎ ॥ ৬ ॥
 শ্রদ্ধা সর্বং শীঘ্রমেব কারয়িত্বা জ্ঞানৈর্দ্বিজঃ ।
 হৃগন্ধিপয়সা স্রবদৌর্ধিকায়া মুদাম্বিতঃ ॥ ৭ ॥
 আপয়িত্বা সংনিমজ্জ্য ভূষয়িত্বা স ভূষণৈঃ ।
 গন্ধচন্দন-পুষ্পৈশ্চ ননাম ভূবি দণ্ডবৎ ॥ ৮ ॥
 সর্বালঙ্কারসংযুক্তো রেজে নন্দমুতো যথা ।
 বলদেবঃ স্বয়ং চাপি স্বয়ং গোপালরূপধৃক্ ॥ ৯ ॥
 শ্রীদামাত্মাঃ সখা যে চ ব্রজগোপালরূপিণঃ ।
 বংশীবৈণবীবিষাণাঠৈরলঙ্কারৈশ্চ মণ্ডিতাঃ ॥ ১০ ॥
 শ্রীরামহৃন্দরগৌরীদামাত্মাঃ কৌর্ন্তনপ্রিয়াঃ ।
 বিহরন্তি সদা নিত্যানন্দসঙ্গে মহত্তমাঃ ॥ ১১ ॥

এবং স ভগবান্ রামঠৈঃ সার্কং জাহুবীজনে ।
 ক্রীড়ন্ তাণ্ডবমাসাশ্চ স্বভক্তানাং গৃহে গৃহে ॥ ১২ ॥
 রমমাগঃ স্বপেনাপি গদাধরগৃহং যযৌ ।
 গোপীভাবেন পূর্ণং স দৃষ্ট্য তং প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ১৩ ॥
 আগতঃ কীর্ত্তনানন্দঃ সপ্তগ্রামাখ্যকং পুরম্ ।
 ত্রিবেণীতীরমাসাশ্চ গৌরান্দগুণকীর্ত্তনে ॥ ১৪ ॥
 ননৰ্ত্ত পরমানন্দং গোপীভাবং প্রদর্শয়ন্ ।
 নিত্যানন্দোহপি গৌরান্দকীর্ত্তনানন্দদায়কঃ ॥ ১৫ ॥
 কৃদ্ভা তন্নিম্নহোল্লাসং পুরন্দরগৃহং যযৌ ।
 তস্ম প্রেমরসেনাপি কৃদ্ভা তস্ম স্নুতঞ্চ সঃ ॥ ১৬ ॥
 যত্র সপ্তর্ষয়ঃ সৰ্ব্বৈ স্বরস্তি ভাবতঃ পদম্ ।
 মুক্তবেণীতয়াখ্যাভং বদন্তি বেদপারগাঃ ॥ ১৭ ॥
 গদাধরমুন্যোষ্ট্যেব সরস্বত্যাশ্চ সৰ্ব্বদা ।
 প্রবাহাশ্চ বদন্তিস্ম তদর্শনমহোৎসবাঃ ॥ ১৮ ॥
 নরা মুক্তা ভবন্তি হি স্নাত্বা বা স্নরগাদপি ।
 হরৌ ভক্তিঞ্চ বিন্দন্তি সৰ্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্ ॥ ১৯ ॥
 নিত্যানন্দপ্রভুস্তত্র বণিজাস্ত গৃহে গৃহে ।
 কীরোতি কৃষ্ণচৈতন্যনামসং কীর্ত্তনং মহৎ ॥ ২০ ॥
 যথা সঙ্কীর্ত্তনস্নুতং নবদ্বীপে ভবেৎ পুরা ।
 নিত্যানন্দপ্রসাদেন তদেবাত্ম স্নুতং পরম্ ॥ ২১ ॥
 উদ্ধারণগৃহে স্থিত্বা তেন সার্কং জগদগুরুঃ ।
 গৌরচন্দ্ররসে যথঃ শান্তিপূরমগাস্ততঃ ॥ ২২ ॥
 নিত্যানন্দমুখং দৃষ্ট্য শ্রীলাঠৈতো মহামতিঃ ।
 ছহস্মারেণ নাদেন দিম্মুখং পরিপূরয়ন্ ॥ ২৩ ॥

स्तद्धा परमहर्षेण नमस्कृत्य पुनः पुनः ।

तमालिङ्ग्य प्रभुश्चापि प्रणम्य समुत्थं वसन् ॥ २४ ॥

तस्यापि जनयन् हर्षं नवद्वीपमगां प्रभुः ।

गौराङ्गशुभसंयन्त्रो जगदाह्लादकारकः ॥ २५ ॥

इति श्रीकृष्णचैतन्यचरिते चतुर्थप्रक्रमे श्रीनित्यानन्दाष्टैवत-

सन्धोऽसवो नाम द्वाविंशतितमः सर्गः ।

त्रयोविंशतितमः सर्गः ।

तत आगत्य प्रथमं श्रीशचीदर्शनोत्सुकः ।

प्रणम्य चरणोपांस्ते मातरागतोऽहं सुखम् ॥ १ ॥

श्रद्धा सा सद्भरं माता तस्य मुक्तिं करद्वयम् ।

श्रद्धा तातेति सद्योऽप्य संचूय्य च मुहूर्तः ॥ २ ॥

उवाच मधुरं तात स्वातुमर्हसि मदगृहे ।

येन द्वां सर्वदा तात पश्यामि दुःखच्छेदकम् ॥ ३ ॥

प्रहसन् प्रोह तां मातः शृणु सत्यां वदामि ते ।

वसामि साहज्योऽहं ते सदा समिहितोऽपि च ॥ ४ ॥

द्वया पाचितमन्नं यं श्रीकृष्णधरपूरितम् ।

तल्लोभेन सदा मातस्तिष्ठामि तव समिधौ ॥ ५ ॥

एवं श्रद्धा हसन्ती सा पक्ष्माल्यमृतम् ।

सूपं तं पायसान्ध्रं तमन्नं परमाद्भुतम् ॥ ६ ॥

तस्मै सर्वं विनिवेद्य पश्यामी मुखपद्मम् ।

बुद्धे साहज्यः सोऽपि प्रहसन् भक्तवत्सलः ॥ ७ ॥

দৃষ্ট্য়া স রামকৃষ্ণৌ চ ভুক্তবস্তৌ স্থার্থবে ।
 যথা বভূব তাং দৃষ্ট্য়া নিত্যানন্দদয়ানিধিঃ ॥ ৮ ॥
 প্রাহ মাতঃ সত্যমেব বচঃ কিং মে বদাধুনা ।
 সা প্রাহ তাত তে সত্যমীশ্বরস্ত বচো যথা ॥ ৯ ॥
 তথাপি সান্নজং দ্বাং হি দ্রষ্টু মিচ্ছামি সৰ্বদা ।
 যথাজ্ঞা তে স্থখং মাতঃ কৰ্ত্তব্যং মে নিরন্তরম্ ॥ ১০ ॥
 এবং তত্র স্থিতো নিত্যানন্দঃ সৰ্ব্বস্থখপ্রদঃ ।
 জনয়ন্ পরমানন্দং নবদ্বীপনিবাসিনাম্ ॥ ১১ ॥
 কুৰ্ব্বন্ সৰ্ব্বজনান্ কৃষ্ণচৈতন্যরসভাবিতান্ ।
 গৌরাদ্বকীৰ্ত্তনানন্দো ননৰ্ত্ত স্বৰ্জনৈঃ সহ ॥ ১২ ॥
 গন্ধচন্দনলিপ্তাদ্রো নীলাদ্রসমাবৃতঃ ।
 স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালানৈত্তরলঙ্কারৈশ্চ মণ্ডিতঃ ॥ ১৩ ॥
 কপ্পরতাম্বুলানৈশ্চ পূর্ণশ্রীমুখপদ্মজঃ ।
 লৌহদণ্ডধরো রূপ্যহারকৌস্তভভূষণঃ ॥ ১৪ ॥
 কুণ্ডলৈকধরঃ শ্রীমান্ বনমালাবিভূষিতঃ ।
 বেণুপাণিঃ সদা কুৰ্ব্বন্ গৌরাদ্বগকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১৫ ॥
 চৌরদম্ভাগণাঃ সৰ্ব্বে দৃষ্ট্য়া তস্ত বিভূষণম্ ।
 হৰ্ত্তুং কুৰ্ব্বন্তি তে নানা স্বষভ্রমাততায়িনঃ ॥ ১৬ ॥
 তানেব রূপয়া পূর্ণো নিত্যানন্দো মহাপ্রভুঃ ।
 গৌরাদ্বকীৰ্ত্তনানন্দপরিপূর্ণান্ চকার হ ॥ ১৭ ॥
 এবং স বিহরন্ কৃষ্ণচৈতন্যরসভাবুকঃ ।
 করোতি বিবিধাং ক্রীড়াং গোপালবাললীলয়া ॥ ১৮ ॥
 গদ্যাতীতং সমাসাচ্চ স্বভক্তানাং গৃহে প্রভুঃ ।
 বিহরন্ স্নেহসম্পূর্ণঃ কৃষ্ণদাসগৃহং যযৌ ॥ ১৯ ॥

বড়গাছীনিবাসী স প্রাপ্য দুস্ত্রাপ্যমীশ্বরম্ ।
 আনন্দেনাকুলো ভূত্বা ধুহ্ন বাসো ননৰ্ত্ত হ ॥ ২০ ॥
 মহাপুণ্যতমো গ্রামো বড়গাছীতিসংজ্ঞকঃ ।
 নিত্যানন্দস্বরূপস্ত বিহারো ভাবি যত্র বৈ ॥ ২১ ॥
 কৃষ্ণদাসেন সার্কং শ্রীনবদ্বীপং সমাগতঃ ।
 বিহরন্ কীর্ত্তনানন্দো রামদাসাদিভিবৃত্তঃ ॥ ২২ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম্না পরিপূর্ণং জগজ্জয়ম্ ।
 কৃত্বা ররাজ গোপাঠৈঃ সমং নন্দব্রজে যথা ॥ ২৩ ॥
 বেদ্রবংশীশৃঙ্গবেণুগুঞ্জমালাবিভূষিতৈঃ ।
 পার্শ্বদৈর্যবৃত্তঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনামৃতবর্ষকৈঃ ॥ ২৪ ॥
 বলদেবঃ স্বয়ং গোপো বৃন্দারণ্যবিলাসবান্ ।
 তদ্রূপং দর্শয়ন্ লোকে গৌরাদ্ধপ্রাণবল্লভঃ ॥ ২৫ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে শ্রীনিত্যানন্দ-
 বিলাসো নাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

চতুর্বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

—*—

ততঃ শ্রীগৌরাদচন্দ্রঃ স্বরূপাঠৈঃ সমন্বিতঃ ।
 শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যৈঃ পূর্ণো ন বেদ কিঞ্চন ॥ ১ ॥
 রামানন্দেন সহিতঃ কৃষ্ণমাধুর্য্যবৈভবম্ ।
 আশ্বাত্থাশ্বাদয়দ্ ভক্তান্ ভক্তবন্তঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ২ ॥
 বৃন্দাবনস্মারকানি বনান্যুপবনানি চ ।
 শ্রীকৃষ্ণায়েবং তত্র যমুনাস্মারকেণ চ ॥ ৩ ॥

नमूद्रपतनक्षापि स्वरूपाष्टैर्निदर्शितम् ।
 कृष्णपङ्कगुणैर्नैव पङ्केन्द्रियविकर्षणम् ॥ ३ ॥
 श्वरभीमयापातेन कूर्माकारेण भावनम् ।
 श्रीरासलीलाश्रयणां प्रलापात्तुवर्णनम् ॥ ५ ॥
 गोवर्द्धनप्रमैर्नैव चटकगिरिदर्शनम् ।
 कृष्णधरामृतान्नादं गोपीभावेन सर्वतः ॥ ७ ॥
 मथुराश्रुतिमात्रेण दिव्योन्मादविचेष्टितम् ।
 ज्ञातं श्रयं भगवतो भक्तिप्रेमरसाश्रयः ॥ ९ ॥
 नाद्विकादैरष्टाभिश्च भावैः सम्पूर्णविग्रहः ।
 रामानन्दस्वरूपाभ्यां सेवितो राससंज्ञया ॥ ८ ॥
 भावानुरूपग्लौकेन राससंकীर्तनादिना ।
 श्रीराधाकृष्ण्योर्लीलारसविद्यानिदर्शनम् ॥ २ ॥
 श्रीराधाशुद्धप्रेमा हि श्रवणामृतमद्भुतम् ।
 पीत्वा निरन्तरं श्रीमच्चैतन्यरसविग्रहः ॥ १० ॥
 सच्चिदानन्दसाल्माया राधाकाशेहपि सर्वदा ।
 तद्भावभावितानन्दरसमग्नौ बभूव ह ॥ ११ ॥
 बां बां लीलां प्रकुर्वति कृष्णः सर्वेश्वरेश्वरः ।
 तां तां को बक्तुं शक्नोति तत्कृपाभाजनं विना ॥ १२ ॥
 रामानन्दः स्वरूपश्च परमानन्दनामकः ।
 काशीधरो बाम्बुदेवो गोविन्दाश्चाश्च सर्वदा ॥ १३ ॥
 अपरैश्च रसाभिज्ञैः कृष्णसंकीर्तनाद्यैः ।
 सेव्यमानः स च कृष्णो भक्तभावविभावितः ॥ १४ ॥
 श्रीनवद्वीपमासाद्य श्रीनित्यानन्द द्वैधरः ।
 श्रीचैतन्यरसोन्नतशुभ्रगङ्गाकूर्तिनैः ॥ १५ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

পরিপূর্ণঃ সদা ভাতি গৌরাঙ্গগুণগৰ্বিতঃ ।
 তদাজ্ঞাপালনাদ্গৌড়ে স্থিতোহপি তৎপ্রকাশতঃ ॥ ১৬ ॥
 স্বেচ্ছাময়ো রসজ্যোত্সৌ কো বেদ তন্ত্ৰ চেষ্টিতম্ ।
 তদর্শনসমুৎকণ্ঠো যযৌ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ১৭ ॥
 ...
 পুষ্পবাটীং সনাসান্ত ধ্যায়ন্ গৌরাঙ্গহৃদয়ম্ ।
 উথায় প্রাণমভূমৌ নিপত্য প্রণমমুহুঃ ॥ ২০ ॥
 হৃদ্যরগন্তীরারাবৈর্জয়গৌরাঙ্গনিঃস্বনৈঃ ।
 তুষ্টাব পরমপ্রীতো গৌরচন্দ্রং মহাসুখী ॥ ২১ ॥
 এবং পরস্পরং কৃষ্ণরামৌ হি পরমেশ্বরৌ ।
 প্রেমভক্তিরসাকুণ্ঠৌ চক্রতুরভিবন্দনম্ ॥ ২২ ॥
 শ্রীশচীনন্দনঃ প্রাহ শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্ ।
 নন্দপুত্র ভবানন্দগোষ্ঠভক্তিপ্রদঃ সদা ॥ ২৩ ॥
 অলঙ্কারাদিরূপেণ নবধা ভক্তিযুগ্তমান্ ।
 পশ্যামি তব দেহে চ কৃষ্ণকেশিস্বার্থবে ॥ ২৪ ॥
 নন্দগোকুলবাসিনাং ভক্তিরেব সুহৃদভা ।
 ভাব্যতে শুদ্ধভাবৈশ্চ লভ্যতে বা নরৈঃ কচিৎ ॥ ২৫ ॥
 তাং ভক্তিং ত্বঞ্চ প্রীত্যা হি স্ত্রীবালাদিভ্যঃ স্বেচ্ছয়া ।
 দদাসি কো ভবাংস্তত্র দাতাস্তীতি বদান্ত মে ॥ ২৬ ॥
 স প্রাহ প্রহসন্নাত্ম দাতা হন্তা চ রক্ষিতা ।
 প্রেমদঃ করুণন্তেবাং ত্বমেব সর্বপ্রেরকঃ ॥ ২৭ ॥
 একঃ সপার্বদো নিত্যানন্দো বিশ্বস্তরোহপরঃ ।
 স্বরূপাট্মঃ সদা প্রেমপূর্ণ-আনন্দবিগ্রহৌ ॥ ২৮ ॥
 গদাধরেণ চ সমং সেব্যমানৌ নিরন্তরম্ ।
 ক্রীড়িতঃ স্বসুখং কৃষ্ণকীর্তনপ্রেমবিহ্বলৌ ॥ ২৯ ॥

বশোদানন্দনঃ কৃষ্ণঃ শ্রীগোপীপ্রাণবল্লভঃ ।
 শ্রীরাধারমণো রামানুজো রামরসোৎসুকঃ ॥ ৩০ ॥
 রোহিণীনন্দনঃ কৃষ্ণে বজ্রো রামো বলো হরিঃ ।
 রেবতীপ্রাণনাথশ্চ রামকেলিমহোৎসবঃ ॥ ৩১ ॥
 ইতি নাম প্রণায়ন্তৌ ভক্তবর্গসমন্বিতৌ ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দরামৌ স্মরেত্তু তৌ ॥ ৩২ ॥
 ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে ভক্তমণ্ডল-
 বিলাসো নাম চতুর্বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

এতন্তে কথিতং সূত্রং শ্রীকৃষ্ণচরিতং দ্বিজ ।
 বর্ণয়িত্বাস্তি বিস্তারৈঃ শ্রীবাসাচ্চ মহত্তমাঃ ॥ ১ ॥
 অত্রানুবর্ণ্যতেহভীক্সং শ্রীগৌরাদ্বৈ মহাপ্রভুঃ ।
 কলাস্বাদনিমিত্তেন কথ্যতে তদনুক্রমঃ ॥ ২ ॥
 অবতারকারণঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্ত বিচেষ্টিতম্ ।
 বহিস্পৃধান্ জনান্ দৃষ্ট্বা নারদস্তানুতাপনঃ ॥ ৩ ॥
 বৈকুণ্ঠগমনং চাপি শ্রীকৃষ্ণেনাপি সাধনম্ ।
 সর্বেষামবতারার্থাং কথনং কৃষ্ণজন্ম চ ॥ ৪ ॥
 বাল্যলীলাদিকৈশ্চৈব ব্রাহ্মণশ্রামভোজনম্ ।
 বিশ্বরূপস্ত সন্ন্যাসং নিত্যানন্দান্নকস্ত চ ॥ ৫ ॥
 জগন্নাথস্ত সংস্থানং হুঃখশোকানুবর্ণনম্ ।
 বিজ্ঞাবিলাসলাবণ্যং মাতৃহুঃখবিমোচনম্ ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মীপরিণয়কৈব পূর্বদেশে গতে প্রভৌ ।
 তত্ৰাঃ সংস্থিতিরেব ত্ৰাং শচীশোকাপনোদনম্ ॥ ৭ ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়াপরিণয়ং পরমানন্দবৈভবম্ ।
 পুরীশ্বরদর্শনঞ্চ গয়াকৃত্যসমাপনম্ ॥ ৮ ॥
 ভাবপ্রকাশনকৈব বরাহবেশধারণম্ ।
 সংকীৰ্ত্তনশুভারম্ভং মেঘনিঃসারণং তথা ॥ ৯ ॥
 নামার্থকল্পনাদেব গঙ্গাপতননির্গমম্ ।
 অধীনং ভক্তবর্গাণাং শ্রীলাদৈতশ্চ মেলনম্ ॥ ১০ ॥
 ভক্তাহুকম্পনকৈব শ্রীনিত্যানন্দদর্শনম্ ।
 ষড়্ভুজদর্শনানন্দং বলরামপ্রকাশকম্ ॥ ১১ ॥
 ভক্তিরসসমাক্রষ্টং হরেশ্বন্দ্রিমার্জ্জনম্ ।
 ভক্তদত্তগ্রহণঞ্চ মহেশ্বর্য্যপ্রদর্শনম্ ॥ ১২ ॥
 নৃত্যগানবিলাসাদি গঙ্গামজ্জনমেব চ ।
 ব্রহ্মশাপবরকৈব জীবনিত্তারহেতুকম্ ॥ ১৩ ॥
 বলরামরসাবেশমধুপানাদিনর্ত্তনম্ ।
 গোপীবেশধরং নৃত্যগানমাদুর্ধ্যবর্ণনম্ ॥ ১৪ ॥
 সন্ন্যাসোপক্রমে গুপ্তমূৰ্খাদিকসাম্বনম্ ।
 নবদ্বীপকণ্টকাখ্যাপুরবাসিবিলাপনম্ ॥ ১৫ ॥
 সন্ন্যাসনামগ্রহণং প্রেমানন্দ-প্রকাশনম্ ।
 রাঢ়দেশকৃতার্থঞ্চ চন্দ্রশেখরপ্রেষণম্ ॥ ১৬ ॥
 নবদ্বীপস্ত চ নিত্যানন্দেন দুঃখনাশনম্ ।
 শান্তিপুরবিলাসঞ্চ ভক্তবর্গসমম্বিতম্ ॥ ১৭ ॥
 ততো দণ্ডভঞ্জনং শ্রীগোপীনাথস্ত দর্শনম্ ।
 বরাহদর্শনং পুণ্যং বিরজাদর্শনং তথা ॥ ১৮ ॥

श्रीश्रीकृष्णचैतन्य-चरितामृतम् ।

१८१

वैतरणीयाङ्गपुरश्रीशिवलिङ्गदर्शनम् ।
 नानाभावप्रकाशं श्रीभुवनेश्वरदर्शनम् ॥ १९ ॥
 निर्माल्याग्रहणश्चापि विधानकथनं शुभम् ।
 श्रीमन्दिरसङ्गोपालदर्शनं रोदनं प्रभोः ॥ २० ॥
 नार्कण्डेयसरश्चैव शिवलिङ्गप्रदर्शनम् ।
 ततः श्रीमङ्गगन्नाथदर्शनानन्दवैभवम् ॥ २१ ॥
 नार्कभोगादिभिः नार्कः पुनः श्रीमुखदर्शनम् ।
 श्रीमन्नाथप्रसादश्च वन्दनं भोजनं शुभम् ॥ २२ ॥
 नार्कभोगमसम्भारं दक्षिणगमनं हरैः ।
 कूर्मनाथदर्शनं कूर्मविप्राभ्युत्थनम् ॥ २३ ॥
 बाह्यदेवसम्भारं शक्तिसङ्कारणं तथा ।
 ज्विरङ्गाध्यानसिंहश्च चरित्राश्चानन्दं रूपम् ॥ २४ ॥
 श्रीलरामानन्दरायमिलनं शुभदं शुभम् ।
 पुराश्रीमाधवशिवा-परमानन्ददर्शनम् ॥ २५ ॥
 पञ्चवटीरङ्गफेडरङ्गनाथप्रदर्शनम् ।
 तत्र श्रीपरमानन्दपुरीप्रस्थापनं प्रभोः ॥ २६ ॥
 सेतुवन्दे श्रीलरामेश्वरलिङ्गप्रदर्शनम् ।
 ततः श्रीमङ्गगन्नाथदर्शनानन्दवर्णनम् ॥ २७ ॥
 वृन्दारण्यं समुद्दिश्य गोडाभिगमनं शुभम् ।
 वाचस्पतिगृहे कृष्णं वैभवं परमाद्भुतम् ॥ २८ ॥
 देवानन्दं समुद्दिश्य श्रीभागवतकीर्तनम् ।
 तद्वक्तुर्लक्षणं चापि प्रोक्तं कथितं शुभम् ॥ २९ ॥
 श्रीनृसिंहानन्देन वः कृतं जङ्गलमुत्तमम् ।
 तेन यथा रामकेलिकृष्णाट्याभ्यावधि ॥ ३० ॥

গমনঞ্চ পুনঃ শ্রীলাদৈবতগেহশুভাগমঃ ।

নবদ্বীপভক্তবর্গমেলনং পুনরেব চ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভোজনস্থং তত্র মাতৃশরণবন্দনম্ ।

পুরুষোত্তমমাসাত্ম শ্রীগোপীনাথদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে গ্রন্থানুকথনে শ্রীকৃষ্ণ-

জ্ঞাদিগোপীনাথদর্শনপর্যন্তকথনং নাম

পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

ষড়্বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

বৃন্দাবনস্ত গমনে ভক্তবর্গবিলাপনম্ ।

সাস্বদনঞ্চাপি তেবাং বৈ বর্ণিতং প্রভুণা কৃতম্ ॥ ১ ॥

বনপথি ক্রমেণৈব কাশীপূর্ণ্যাশ্চ দর্শনম্ ।

তথা বিশ্বেশ্বরস্তাপি তপনাদেচ্চ মেলনম্ ॥ ২ ॥

প্রস্রাগে মাধবদেবদর্শনং সমুদ্রমহু ।

অগ্রবনরেণুকাদিমথুরালোকনং তথা ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণদাসেন চ সমং ঘটকুপাদিদর্শনম্ ।

বৃন্দারণ্যাদিকং সর্বং দ্বাদশবনমেব চ ॥ ৪ ॥

প্রতিগ্রামং প্রতিবনং প্রতিকুণ্ডং সনাতনম্ ।

কৃষ্ণনানাপ্রকাশঞ্চ লীলানুকরণং তথা ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণজন্ম সমারভ্য তথা কংসবধাদিকম্ ।

বর্ণনং অবগচ্চাপি তত্তদ্রূপপ্রকাশনম্ ॥ ৬ ॥

भावोन्मादविकारादिवर्णनं परमाद्भुतम् ।
 सर्वत्रजनिवासिनां गृहे गृहे प्रकाशनम् ॥ १ ॥
 पुनरागमनैवैव प्रयागे रूपमेलनम् ।
 काश्चां सनातनस्यापि तपनाग्निरुदयः ॥ ८ ॥
 काशीवासिजनोद्धारचरितं किञ्चिदपहम् ।
 तत्प्रपानं गोपश्रु नवद्वीपसुभागम् ॥ २ ॥
 तत्र नित्यविहारं गौरादासगृहेऽपि च ।
 पुनराचार्यागेहे च गगनं शुभदर्शनम् ॥ १० ॥
 भक्तवर्गसोल्लासो मातृस्मरणवन्दनम् ।
 माधवाराननं तत्र नीलाद्रिगमनं ततः ॥ ११ ॥
 प्रतापकृष्णसङ्गातं रथवाद्यादिदर्शनम् ।
 नरेन्द्रसरसि भक्तमेलनं हरिकीर्तनम् ॥ १२ ॥
 तैर्दत्तं भोजनंकापि गौराङ्गशुभकीर्तनम् ।
 कृतमर्द्धतप्रेभुणा रामदासाह्वकम्पनम् ॥ १३ ॥
 नित्यानन्दविहारादि-गौराङ्गशुभकीर्तनम् ।
 दिव्योन्मादादिभावानां प्राकट्यं आनन्दसुखम् ॥ १४ ॥
 रामानन्दस्वरूपाद्यै रससङ्कीर्तनादिकम् ।
 नित्यानन्दविहारादिवर्णनं गौरदर्शनम् ॥ १५ ॥
 गुण्डिचारां पुष्पवाट्यां विराजं सभक्तयोः ।
 गदाधरसमं नित्यानन्दगौराङ्गचन्द्रयोः ॥ १६ ॥
 एवं सक्षिप्तं कृष्णचैतन्यचरितं वृधः ।
 शुद्धप्रेमाश्रयनिधौ निमग्नो भवति सदा ॥ १७ ॥
 श्रेयसोऽपि स्वयं कृष्णं वदो भक्तिरसाश्रयः ।
 आश्वासयति श्रेयसनाममाधुर्यमद्भुतम् ॥ १८ ॥

তল্লীলাস্বাদনাদেব কিং ন স্মাতং প্রেমবৈভবম্ ।
 অতো নিশ্চয়ংসরো ভূত্বা শৃণু গৌরাদকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১৯ ॥
 চত্বারঃ প্রক্রমা অশ্রু সর্গাদি অষ্টসপ্ততিঃ ।
 প্রথমঃ ষোড়শশ্চাপি দ্বিতীয়োহষ্টাদশস্তথা ॥ ২০ ॥
 তৃতীয়স্ত তথৈব স্মাতং চতুর্থঃ ষড়্ বিংশতিঃ ।
 একোনবিংশতশঃ সপ্তবিংশাদিকানি চ ॥ ২১ ॥
 শ্লোকানি স্থপঠয়েব রসিকঃ পরমাদরাৎ ।
 প্রেমপূর্ণো ভবেয়িত্যং শ্রবণাদপি ভাবুকঃ ॥ ২২ ॥
 শ্রদ্ধা সৰ্ব্বং নিত্যানন্দগৌরাদগুণকীৰ্ত্তনম্ ।
 মুরারিঃ সংপ্রণম্যাহ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ॥ ২৩ ॥
 কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং ন সংশয়ঃ ।
 ধন্যোহসি হি ভবান্ কৃষ্ণচৈতন্যরসপূরকঃ ॥ ২৪ ॥
 শ্রীলাদৈতপ্রভুরপি স্বং শ্রীলগৌরাদচন্দ্র-
 লীলারত্নসমগ্ৰসং স্ননধুরমাশ্রত্য হর্ষাদমৌ ।
 তং প্রাহ শ্রীমুরারিঃ ত্বমপি খলু সদা রামচন্দ্রশ্চ * *
 তস্মাদেতত্ত্বয়ি প্রকটিতং গ্রন্থরত্নং হি তেন ॥ ২৫ ॥
 শ্রীরামো গৌর ইহ জগতি প্রাহু্যাসীদ যতোহসৌ
 গ্রন্থেনৈতেন জনয়তি হি প্রেমমাদুৰ্য্যসারম্ ।
 শ্রদ্ধা সৰ্ব্বৈ পরমরসিকাঃ প্রেমপূর্ণাস্তরাশ্চ
 গায়ন্তস্তং পরমসুখদং মোক্ষমেবাঙ্কিপস্তু ॥ ২৬ ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিতঃ প্রাহ প্রেমগদগদয়া গিরা ।
 গ্রন্থমাসাচ্চ হর্ষণে মুরারিঃ পরমোৎসুকঃ ॥ ২৭ ॥
 ত্বমেব জগতাং বন্ধমোক্ষায় কৃতবান্ হরেঃ ।
 লীলাং ভগবতো গ্রন্থং শ্রদ্ধা মুচ্যেজ্জনো ভয়াৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

১৮৫

এবং ভক্তগণাঃ সৰ্ব্বৈঃ গ্রন্থবর্ণনমদ্ভুতম্ ।

শ্রদ্ধা মুরারিঃ সংনম্য প্রাহঃ তস্য কথা মিথঃ ॥ ২৯ ॥

সোহপি প্রণম্য বিধিবনুরারিধ্বা তু তেবাং চরণারবিন্দম্ ।

প্রেমা জয় কৃষ্ণচৈতন্যরাম ইতি ক্রবন্ ত্যতি রোরবীতি ॥ ৩০ ॥

অচোহন্যমানিদ্য শ্রীগৌরচন্দ্র-রসেন পূর্ণাঃ কিল তে বভূবুঃ ।

শ্রীপতিরেকেন জগদ্ধিতায় প্রাকাশি লীলাং স্বরহস্তামেতাং ॥ ৩১ ॥

চতুর্দশশতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে ।

আবাচসিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ৩২ ॥*

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্ৰমে ষড়্‌বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

সম্পূর্ণোহয়ং গ্রন্থঃ ।

—o—

* প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকটি যেরূপ আছে সেইরূপই মুদ্রিত হইল ।
কিন্তু উহা ঠিক কাল নির্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরো

বিজয়েতাম ।

পরিশিষ্টে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতের বঙ্গানুবাদ

প্রথম প্রকর ।

প্রথম সর্গ ।

(১) অতিশুদ্ধ বিক্রম-(শৌর্য্যাতিশয়)যুক্ত, স্বর্ণবর্ণ, পদ্মপলাশ-
লোচন, আজ্ঞাহুবিদ্বিতভূজ এবং ভক্তিরসে বহু প্রকারে নর্ত্তন-পরায়ণ
সেই গৌরসুন্দরের জয় হউক ।

(২) তিনি জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন, জগতের পতি (পালক), বিশ্ব-
কারণ, বিশ্বের আর্ত্তি-বিনাশন ও বিভূ (ব্যাপক); তিনি কলিপাতা
(কলির আশ্রয়দাতা বা কলিকলুষ হইতে রক্ষণকারী) এবং কলির ভার-
(পীড়া) নাশন । নিজ (উন্নত উজ্জলরসগর্তা) ভক্তি বহন করতঃ
[অর্থাৎ বিতরণ জ্ঞাত সন্দেহ লইয়া] শচীর গর্ভে প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন ।

(৩-৪) নবদ্বীপযুক্ত ভূমিখণ্ডে (অন্তর্দ্বীপ, মধ্যদ্বীপাদি নয়টি
দ্বীপযুক্ত) ব্রাহ্মণবর্ষ্যগণ কতৃক অভিনন্দিত সেই হরি, গৃহে সুখে বাস
করিয়া নিজ পিতামাতা জগন্নাথ ও শচীদেবীকে সুখ দান করিয়াছেন
এবং গুরু গদাদাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করিয়া শিক্ষা কলাদি ষড়দযুক্ত
সমগ্র বেদ-সংহিতাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন । তিনি তৎকালে পবিত্রভাবে
গুরুদেবের পরিচর্য্যায় রত ছিলেন । সেই হরির প্রকটলীলার নাম—
বিশ্বস্তর । তিনি যুগোচিত ধর্মাচরণ করিবার জ্ঞাত (৫) ধার্মিকগণকে

হরি-সংকীৰ্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেহেতু তিনি মনে ভাবিলেন যে, পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম লাভের জন্য শ্রীহরির অতিপ্রিয় নাম-সংকীৰ্ত্তনই মুখ্য কর্তব্য। তিনি নিজে হরিপাদাঙ্কিত ভূমি গয়াতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে (৬) নিত্য কৃষ্ণস্মরণ-মননে বিভোর হইয়া পুলকাদি ভাবোদগম ও প্রেমে স্তম্ভ হইয়াছিলেন। তখন অশরীরী বাণী (দৈববাণী) শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই আবার নবদ্বীপে নিজ মন্দিরে আগমন করিয়াছেন। (৭) সেই প্রভু মুখ্য মুখ্য ভক্তবর্গ-কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন; তাঁহার দেহ সর্বদাই প্রেমের বিবিধ অবস্থায় (অশ্রু-কম্পাদি ভাব-ভূষণে) পরিপূর্ণ হইত। দৈত্যোজ্জ্বলন সেই গৌরাদ হরি-কীৰ্ত্তনে ও হরিকথার স্তখে আনন্দ করিতে লাগিলেন।

(৮) এই পরমবশ্যী মহাপ্রভুর কীর্ত্তি-কলাপ সাধুসজ্জনদিগের শ্রবণরসায়ন; কাজেই তাঁহাদের পিপাসু কর্ণরন্ধ্রে উহার প্রবেশ ইচ্ছা করিয়া শ্রীমুরারি গুপ্ত আনন্দাশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া এই পরমমদন স্নন্দর কথার অবতারণা করিলেন।

(৯) ব্রাহ্মণকুলকমলের প্রকৃষ্টরূপে উল্লাসদায়ক বিচিত্র সূর্য্যস্বরূপ শ্রীবাসনামক ভক্ত শ্রীমুরারিকে বলিলেন,—‘তুমি শ্রীগৌরহরির নবনবায়নান পরমস্নন্দর চরিত-কথা কীৰ্ত্তন কর।’ তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া কৃতকর-পূটাঞ্জলি মুরারি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কলিকলুষ-নাশন কীর্ত্তিগাথা গান করিতে লাগিলেন।

(১০) তৎপরে বৈষ্ণবনন্দন সেই মুরারি চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কি প্রকারে আমি অর্থবহুলা শ্রীচৈতন্যকথা কীৰ্ত্তন করিব? (১১) যেহেতু, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও এই লীলা বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন; তথাপি আমার বিবেচনায় বৈষ্ণবাজ্ঞা পালন করাই যুক্তিযুক্ত। (১২) কৃষ্ণস্মরণরূপ সম্পত্তির সহিত বৈষ্ণবাজ্ঞা সততই নির্মলা হইয়া

ফলদায়িকাই হইবে, ইহাতে অন্তথা হয় না।” (১৩) এই বলিয়া তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন্ম এবং বিষ্ণুভক্তির নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট শ্রীগৌরাদেবতা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

(১৪) যিনি অজ (জন্মরহিত) পুরাণ পুরুষ, যিনি চতুর্ভূজ এবং শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রধারী, ঐহার বক্ষোদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন (যোগাবর্ত-বিশেষ) বিদ্যমান, ঐহার স্তন্যের ললাটে মণি সংলগ্ন [অথবা কণ্ঠে মহাতেজস্বর মণি বিরাজমান] এবং ঐহার পরিধানে অত্যাশ্রয় বসন—সেই চৈতন্য-হরিকে প্রণাম করি।

(১৫) সজ্জনদিগের আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য ভগবৎকথা বলিতেছি—যদি কোথাও কোনও চ্যুতি বা ক্রটি হয়, তবে পরোপকারী মহত্তম সাধুগণ সংশোধন করিবেন—ইহাই আমার বিশ্বাস।

(১৬—১৮) ‘নবদ্বীপ’ নামে প্রসিদ্ধ এক পরম-বৈষ্ণব ক্ষেত্র আছে। তাহাতে ব্রাহ্মণ, সাধু, শাস্ত্র, বৈষ্ণব, সংকুলীন, মহাজন ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বাস করেন। ইহারা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী। আবার উহাতে বহুবিধ চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিকাদিও বিরাজ করেন। সেই বৈকুণ্ঠসদৃশ ধামে সকলেই নিজ নিজ আচারে নিরত, গুরু, বিদ্যোপজীবী এবং দেবব্রত (দেবপূজক) ছিলেন।

(১৯) এই ধামে শ্রীহরিপদকমলের আনন্দময় মত্ত মধুকর শ্রীবাস বিরাজ করিতেন; তিনি সদা সর্বদা প্রেমে (অশ্রু স্বেদাদিতে) আর্দ্র থাকিতেন এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া পরম রসানন্দে উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রভুর নাম-গুণাদি গান করিতেন। আবার দ্বিজকুলতিলক গোপীনাথও তথায় বাস করিতেন; তাঁহার কর্ণপথে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করা মাত্রই মত্ত হইয়া তিনি অতি উচ্চকণ্ঠে শব্দ করিতেন এবং পুনঃ পুনঃ লয় [গীত, বাণ ও

পাদতাসাদির ক্রিয়াকালের পরস্পর সাম্য] বক্ষার জন্ত চঞ্চলকর হইয়া অর্থাৎ হস্তভঙ্গী করিয়া নিরতিশয় নৃত্য করিতেন।

(২০) এই ধামে শ্রীযুক্ত অদ্বৈত আচার্য্যবর্ষ্যও বিরাজমান ছিলেন। তিনি উদীয়মান তরুণ সূর্য্যের কান্তিমালা ধারণ করিয়া জ্ঞানিগণরূপ কমলকুলের প্রকাশন-ব্যাপারে মহানিপুণ ছিলেন। করুণা-সমুদ্র তিনি চন্দ্রের ত্রায় জনগণ-হৃদয়ের তাপশাস্তির জন্তই বেন কেবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রেমধ্যানে তিনি মহাদক্ষ ছিলেন, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় ও মহা মহা গুণকদম্বে তিনি বরীয়ান্ মহাত্মা ছিলেন। অধিক কি বলিব? তিনি পরমরসকলার আচার্য্য ঈশ্বরই বটেন !!

(২১) এই ধামে দ্বিজরাজ চন্দ্রশেখর গুরুও বিরাজমান ছিলেন। তিনি সর্বগুণমণ্ডিত ছিলেন—কৃষ্ণনামে তাঁহার প্রচুরতর রোমাঞ্চ হইত এবং নিরন্তর অশ্রুধারায় তিনি স্নাতদেহ হইতেন।

(২২) এই স্থানে মুনি হরিদাস নৃত্য করিতে থাকিলে আনন্দিত-মনে জগদীশ্বর (মহাপ্রভু) দাসের প্রতি বৎসল (স্নেহশীল) হইয়া মহেশ্বর সহ খেচর (আকাশচারী) দেবগণের সহিত নীত্বই সেই লাস্ত্র (নৃত্য) পরিদর্শন করিতেন।

(২৩) এই ধামের প্রান্তদেশে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথী মহাবেগবতী ও করুণার্জা হইয়া যমুনা ও সরযু নদীর সহিত স্পর্ধা করিয়াই বেন প্রবাহিত হইতেছেন; [যে হেতু ইনিই তীরে নীরে] স্বর্ণোজ্জল গৌরহরিকে ধারণ করিয়াছেন।

(২৪) আবার সেই ধামে দ্বিজকুল-সমুদ্রের চন্দ্রসদৃশ জগন্নাথও বাস করিতেন। তিনি বেদাচার্য্য, সকলগুণময় ও বৃহস্পতিসম ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধ্যানের প্রবলতর যোগযুক্ত মনে তিনি পবিত্র ও প্রেমাপ্ত ছিলেন এবং নবীন চন্দ্রকলাবৎ ক্ষীত্বই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিলেন।

ইতি অবতারানুক্রম-নামক প্রথম সর্গ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ ।

(১) তৎপরে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞ গুরু (অধ্যাপক) তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী জানিয়া 'শ্রীমন্ মিশ্র-পুরন্দর' এই পদবী দান করিলেন ।
 (২) একদিন মহামনাঃ ও সমগ্র বংশমঙ্গলকারী শ্রীমন্ নীলাধর চক্রবর্তী সেই মহাকুলীন, পণ্ডিত ও ধার্মিকাগ্রগণ্য জগন্নাথ মিশ্রকে
 (৩) আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে নিজ কন্যা শচীকে দান করিলেন । ইন্দু যেমন শচীকে পত্নীরূপে পাইয়া ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই মিশ্র-পুরন্দরও শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া অবধি সর্বথা বন্ধিষু হইতে লাগিলেন ।

(৪) এইরূপে গৃহস্থ হইয়া বাস করিতে করিতে আতিথ্য-বিধানে, শাস্তিস্বস্ত্যয়নাদির অহুষ্ঠানে, পবিত্রতায় এবং নিত্য-কাম্যাদি ক্রিয়ার আচরণের কলে তাঁহার ধর্ম ও বুদ্ধি পাইতে লাগিল ।

(৫) কতিপয় কালের (বৎসরের) মধ্যে ক্রমশঃ তাঁহার আটটি কল্যাণময়ী কন্যা জন্মিয়া দৈববশতঃ সকলেই অল্পকালেই পঞ্চদ্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । (৬) শচী বাৎসল্যভরে হৃৎখিতচিত্তে মনে মনে শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমন্ মিশ্র পুরন্দরও পুত্র-কামনায় পিতৃযজ্ঞের অহুষ্ঠান করিলেন । (৭) কিছু কাল পরে তিনি দেবকুমারসদৃশ এক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন এবং নির্ধন ব্যক্তি নিধি পাইলে যেমন আনন্দলাভ করে, তদ্রূপ সেই জগন্নাথও নিরতিশয় আনন্দ পাইলেন । (৮) পিতা জগন্নাথ সেই পরমসুন্দর পুত্রের 'বিশ্বরূপ' নান রাখিলেন । সেই মহাত্মা অতি অল্পকাল পাঠাভ্যাস করিয়াই (৯) বেদচতুষ্টয় ও ত্রায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন । ভক্তিবোধেও তিনি উত্তম হইলেন । অহো ! তিনি সর্বজ্ঞ, স্বধী, শাস্ত ও সর্বজীবের উপকারী ছিলেন । (১০) তিনি

নিরন্তর হরিধ্যানেই মগ্ন থাকিতেন, কদাচ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না ; নিত্য শ্রীমদভাগবতের রসের আশ্বাদনেই মত্ত থাকিতেন।

(১১) কশ্যপ ঋষি ও অদিতির গৃহে যেরূপ ইন্দ্রানুজ ‘উপেন্দ্র’ নামে স্ততোৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদের গৃহে জগদ্যোনি অজ (জন্ম-রহিত) প্রভু স্বয়ং বিশ্বরূপের অনুরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

(১২) তিনি নিজেই ত্রিভুবনকে হরিসংকীৰ্ত্তনময় করিয়া, ‘পুরুষোত্তম’ নামক ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ বাস করিয়া, (১৩) লোকশিক্ষার জন্ত স্বয়ং হরি হইয়াও হরিভক্তি যাজন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য নিজে আশ্বাদন করিয়া জনগণকেও আশ্বাদন করাইয়াছেন। (১৪) সমগ্র জগতের ত্রাণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী জনগণ কর্তৃক প্রসাধিত (আরাধিত) হইয়া নিজের মহা-নৈশ্বেদ্যযুক্ত খামে আনন্দিতমনে প্রয়াণ করিয়াছেন।

(১৫) এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও শ্রীচৈতন্য-কথামত্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিত বলিলেন,—(১৬) ‘ওহে মুরারি! বাহার শ্রবণে লোক ঘোরকলুষময় সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেই দিব্য অদ্ভুত লোকপাবনী কথাই বল ত!’ (১৭) “বাহাতে সর্ববিধ লোকের শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পরম প্রেমসম্পত্তি লাভ হয়, সেই গৌরকথাই বল হে। (১৮) সেই সর্বেশ্বর প্রভু কি হেতু পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন? সেই জগৎস্বামী এই ধরায় কি কি কার্য্যই বা করিয়াছেন? (১৯) তাঁহার শ্রবণরসায়ন মদলকর কর্মসমূহের কীৰ্ত্তন কর—বাহাতে জগৎসমূহের তাপশাস্তি ত হইবেই; আবার মহাঅগণও প্রেমামৃত লাভ করিবেন।”

(২০) সেই মহাত্মা পণ্ডিত দামোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুরারি প্রীতি লাভ করিলেন এবং গৌরকথা বলিতে লাগিলেন—(২১) হে দ্বিজোত্তম! শ্রবণ কর, আমি বখাশক্তি উত্তমরূপে তোমাকে সংক্ষেপে

গৌরকথা বলিতেছি ; সাক্ষাৎ ভার্গব (বৃহস্পতিও) ঐ লীলা বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন না ।

(২২-২৪) ধর্মপ্রাণ নারদ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, মহাতেজস্বী ও পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় প্রভাবিশিষ্ট ; তাঁহার আকার কৈলাসপর্বতের শিখরের তুল্য, মেখলাই তাঁহার মহাভূষণ ; তিনি মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছেন, বিষ্ণুর অংশ তিনি সকলেরই প্রিয় । একদিন তিনি সকলের উপকারের জন্ত ভারতবর্ষে আকাশমণ্ডলে আনন্দিতচিত্তে হরিনাম-পরায়ণা মহতী বীণা বাদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । (২৫) ‘আমি কোথায় বৈষ্ণব দেখিব ? তথায় সংপ্রতি বাস করিব ।’ এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে তিনি এই পৃথিবী দর্শন করিলেন । (২৬) অহো ! পাপমিত্র কলি-কর্তৃক এই পৃথিবী অধিকৃত হইয়াছিল, মল-(কলুষ) রাশিতে উহা পঙ্কিল হইয়াছিল, স্নেহহন্তে খেতুর ঘেরূপ দুর্দশা হয়, তদ্রূপ এই পৃথিবী কলিকর্তৃক উপক্রমিত হইতেছিল ! প্রচণ্ডকিরণ (সূর্য্য) কর্তৃক উহা শোষিতই বলিয়া দৃষ্ট হইল । (২৭) জনমণ্ডলী পাপে ও ব্যাধিতে সমাকুল বলিয়া দেখা গেল । তাহারা পরিনিন্দায় নিরত, শঠ, ক্ষীণায়ু ও ক্লেশ হইয়াছিল । (২৮) রাজাগণ পাপকার্য্যে নিপুণ, যবনগণ সহ শূদ্র-সকল খল-প্রকৃতি, স্নেহগণ অপকর্মে নিরত এবং প্রজাগণের সর্ব্বস্বহারী হইয়াছিল । (২৯) শাস্ত্রজ্ঞগণও তখন সাধুগণের নিন্দক এবং আত্ম-স্বাধাপন্ন হইয়াছিল !! এই সব বহুবিধ ব্যাপার দেখিয়া নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

ইতি শ্রীনারদানুতাপনামক দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ।

(১) কলিযুগের প্রথম সন্ধিতে এই বহুধরা (পাপরাশিতে) নিমগ্ন হইল। পাপদগ্ধ সকল জীবের পক্ষে হরিনাম-রসায়নই (২) তারক হইয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণব-বিশ্বেষ্টাগণ হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝে না। বাহারা স্বপ্নাধাপরায়ণ এবং বৈষ্ণব-নিন্দক, (৩) বাহারা কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণবিগ্রহের প্রতি নিন্দা করে অথবা ঐ কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণতনুকে অনিত্য বলে, তাহারাই মন্দবুদ্ধি, তাহাদেরই নরক অনিবার্য। (৪) এই বিষয়ে কি উপায় বিধেয়—এই চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধবুদ্ধি কৰুণানিধি নারদ বৈকুণ্ঠনামক পরধামে গমন করিলেন।

(৫) ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক বেদত্রয় বাহাকে নিরন্তর শ্রবস্ততি করিতেছে, নিজ তেজে বাহা দশ দিকের রজঃ-(মালিন্য বা প্রকৃতির গুণ) সমূহকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, মুনি নারদ সেই অশুশক্তি বৈকুণ্ঠের দর্শন লাভ করিলেন এবং গুণাতীত দশা প্রাপ্ত হইলেন। (৬) তত্রত্য পদ্ম-সমূহে নমুকেরাজি নিত্য হরিগুণ গান করিতেছে—তথায় রত্নবদ্ধ-তটবৃত্ত অতিরমণীয় বাপী-(দৌধিকা)সমূহ বিরাজমান এবং তন্মধ্যে উৎপন্ন লতারাজির সদৃশ চতুর্দিক্ আমোদিত অথবা তত্রত্য (জাত) নীলোৎপল কল্লারাদি লতাসমূহের পুষ্পসমূহে সুন্দর হইয়াছে। (৭) তথায় মাণিক্যময় গৃহরাজি বর্তমান—তাহাতেও আবার বড়ভী-(চন্দ্রশালিকা)সমূহ বিরাজ করে, বাহাতে গজেন্দ্রমুক্তাসমূহ বিশেষ শোভাধায়ক হইয়াছে। সর্বঋতুর (কলকুম্ভমবর্ষী) বৃক্ষরাজি শোভা করিতেছে—বিহগগণ বেশ কাকলিধ্বনি করিতেছে এবং উহার পথ-সমূহ চন্দ্রকান্তমণিসমূহে খচিত রহিয়াছে। (৮) তথায় লক্ষ্মী কর্তৃক উপসেবিত অঙ্গ (জন্মরহিত) পুরাণ পুরুষোত্তমকে মুনিবর দর্শন করিলেন; তাহার ললাটদেশ পরমসুন্দর কিরীটের কান্তিমালায় রঞ্জিত

হইয়াছে—প্রস্তুতি দিয়া পদ্ম-বিজয়ী তাঁহার নোচনদ্বয়—মনোজ্ঞ চন্দ্রমা-
 কর্তৃক আরাধিত তাঁহার সুন্দর মুখ প্রসন্ন দেখা যাইতেছে। (৯) মনোহর
 মহাকুণ্ডলদ্বয় গণ্ডযুগলে দোহুল্যমান হইয়া শোভাধার হইয়াছে—তাঁহার
 কর্ণদেয় সুন্দর শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত, পরিধানে স্বর্ণবর্ণবিজয়ী বসন—
 নীলাচলের শিখরদেশ বেরূপ কল্পবৃক্ষগণ কর্তৃক শোভিত হইয়া থাকে,
 তদ্রূপ পরিধোপম (নৌহলগুড়বৎ) ভূজচতুষ্টয়ধারী শ্রীকৃষ্ণকে নারদ
 দর্শন করিলেন। (১০) স্বর্ণময় অঙ্গদাদি, মুক্তাহারসমূহ এবং অত্যুত্তম
 হেমসুজাদি তিনি স্থানে স্থানে পরিধান করিয়াছেন—নিতম্বদেশ কিষ্কিন্ধ্যা-
 সমূহের সহিত বস্ত্রদ্বারা শোভিত—তদীয় চরণে অত্যুত্তম পদ্মই যেন
 প্রস্তুতি হইয়াছে। (১১) সেই মুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মনোজ্ঞ
 গন্ধ আভ্রাণ করিয়াই আনন্দাশ্রুপাতে এবং পুলক-কদম্বে বিভূষিত-
 কলেবরে শীঘ্রই অচেতন হইয়া কৃষ্ণসমীপে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।
 (১২) তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞ প্রভু রত্নাদুরীযুক্ত নখ-প্রভাবিশিষ্ট কর প্রসারণ
 করিয়া আনন্দে মুনির শিরোদেশ স্পর্শ করিলেন এবং মুছমধুর হাস্যশোভা
 বদনে মনোহর বাক্যে বলিলেন,—(১৩) ‘হে ব্রহ্মনন্দন মুনে! হে
 মহাত্মন! উত্থান কর; অজ্ঞ আমাকে বাহা বলিবে, আমি তাহাই
 করিব; ধার্মিকদের ধর্ম স্বয়ং আচরণ করিবার জন্ত বহুযুগান্তে এই কালটি
 আমারই অবতারের সূচক হইয়া সমাগত হইয়াছে !!’ (১৪) মহাজন-
 দিগের একান্ত শরণ শ্রীহরি তখন মহামিথ্রবর নারদকে উঠাইয়া শীঘ্রই
 তাঁহাকে আসনে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মুনি আসনে
 বসিলেন। (১৫) অনন্তর ভগবান্ সেই মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 ‘হে মুনে! তোমার আগমনের কারণ কি? তোমার বাহ্যিকতাই বা কি?
 হে সাধো! আমি তোমার জন্ত সকল কার্যই করিতে প্রস্তুত আছি অথবা
 আমি পূর্ণতর অবতারের কার্যই করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; মহাজনদের

সকল চেষ্টাই পরোপকারের জন্য ।’ (১৬) এই ভাবে কৃষ্ণরূপ
 কৃপামৃতসমুদ্রের সজল জনধরবৎ গম্ভীর ধনিযুক্ত বাক্যামৃত পান করিয়া
 মুনিবর শ্রীহরির পূর্ণহাস্যযুক্ত (স্বপ্রার্থনা-পূর্তিসূচক) কটাক্ষপাতের আশায়
 বলিলেন—“হে প্রভো ! তোমাকে প্রণাম করি, হুঃখিত লোকগণকে
 পরিত্রাণ কর । (১৭) পাপরাশিযুক্ত লোকের ধারণ করিয়া পৃথিবী
 অল্প সমাকুল হইয়া মহাকষ্টে পড়িয়াছে । সকল লোকই কলিকালদষ্ট
 এবং তোমার প্রসঙ্গাদি ত্যাগ করতঃ পাপেই নিরত হইয়াছে । (১৮)
 হে নাথ ! এই সকল লোকের নিস্তার কর, তুমি ব্যতিরেকে তাহাদের
 ত্রাতা অল্প কেহ নাই । হে সর্বলোকনাথ ! এই বিচার করিয়া তুমি
 তাহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া সদগতি প্রদান কর । হে ঈশ !
 তুমি স্বয়ংই সদগতি, অপর কেহই নহে ।” (১৯) মুনির এই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া হরি সর্বতত্ত্ব জানিয়াও তাহাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন,—
 ‘কি করিতে হইবে, বল দেখি । কোন উপায়ে সকলের শান্তি বিধান
 হয় বল ত ।’ তখন আবার নারদ প্রভুকে বলিলেন—(২০) “তুমি
 শত শত চন্দ্রমার দ্বারা স্বয়ং সূশীতল হইয়া ব্রাহ্মণবংশে সংকুলে বাসস্ত
 গোত্রে অবতীর্ণ হও, ভ্রগ্ননাথ-স্বত এই প্রখ্যাতি লাভ কর এবং ধরণীরও
 নন্দন বিধান কর । (২১) তুমি রামাদিরূপে পাপাত্মা রাব্ধস দানবদির
 ঘে বধনাথনাদি করিয়াছ, হে ভগবন্ ! এবার কিঞ্চি তাহা করিতে
 পারিবে না ; অথচ সকল মানবের মন পরিশোধন করিতে হইবে ।
 (২২) যদি সেই সব আশ্রয়ভাবাপন্ন জনগণকেই হত্যা করিবে, তবে
 আর লোক কোথায় থাকিবে হে ? এই বিবেচনা করিয়া নিজ বুদ্ধি-
 বলে নিজ কীৰ্ত্তি বিস্তার করিতে থাক এবং ইহাতেই লোকগণ সুখী
 হউক । (২৩) রুদ্র সহিত মুনিস্বেষ্টগণও তোমার সাহায্যকল্পে
 পৃথিবীতেই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন ।” স্বরবির বাক্য শ্রবণে হরি

‘তথাস্থ’ বলিলেন এবং নারদও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অন্তত্ৰ চলিয়া গেলেন ।

ইতি নারদপ্রশ্ন নামক তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

(১) শ্রীদামোদর পণ্ডিত এই সব কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—“গৌরহরির কথা বল, বল । (২) অবতারগণের মধ্যে কে কে মহীতলে স্বন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন ? আর অবতারগণই বা কত প্রকার ? এই সব তত্ত্ব আনুপূর্বিক বল দেখি !!”

(৩) শ্রীমুরারি গুপ্ত দ্বিজবরের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি আদরপূর্বক শ্রবণ করুন । (৪) এক্ষণে আমি আপনাকে হরির স্বাংশাবতারগণের কথাই বলিতেছি । ইহার। শুদ্ধভক্তরূপেই প্রসিদ্ধ, ভক্ত হইলেও ইহার। ঈশ্বর-স্বরূপই বটে । (৫) সর্বাঙ্গে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী আবির্ভূত হইলেন, ইনি ঈশ্বরানুশই । দ্বিতীয় ঈশ্বরানুশ হইলেন কল্যাণগুণময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য । (৬) তাঁহাদের শিষ্য হইলেন—চন্দ্রবৎ স্নিগ্ধকিরণ দেব চন্দ্রশেখর, ইহাকে আচার্য্যরত্ন বলিয়াই সকলে জানে, পৃথিবীতে ইহার মহাকীতি রটিত হইয়াছে । (৭) শ্রীনারদানুশ-রূপে শ্রীমান্ শ্রীবাস পণ্ডিত অবতীর্ণ হইলেন । বৈষ্ণব ও স্বগায়ক শ্রীমুকুন্দও গন্ধর্বাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন । (৮) নারদ মুনির অংশ শ্রীমান্ শ্রীহরিদাসও আবির্ভূত হইলেন—নাগদষ্ট (সর্পাকৃত ডঙ্ক) ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে ইহার যে তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন । (৯) পুরাকালে মহর্ষি শ্রীমান্ রাম নামক জর্জরিত মহাতপস্বী বৈষ্ণবক্ষেত্র দ্রাবিড়ে বাস করিতেন । তিনি পুত্রবৎসল ছিলেন । (১০) তাঁহার পুত্র তুলসী

প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র পাণ্ডে রাখিলেন, কিন্তু তাহা ভূমিতেই পড়িয়া গেল। পুনরায় সেই তুলসী প্রক্ষালন না করিয়াই (১১) মূনিপুত্র পিতার হস্তে দিলেন। মহর্ষি শ্রীরামও সেই তুলসী শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিলেন। অথোত তুলসী ভগবানে অর্পণ করার কালে তিনি বনকুলে দ্রুমগ্রহণ করিয়াছেন। (১২) তিনি ধার্মিক, স্মৃধী, শান্ত ও সর্বজ্ঞ ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মাংশ হইয়াও তিনি ভক্তরূপেই স্থনিশ্চিত হইয়াছেন।

(১৩) বলদেবাস্বরূপে অবধূত, মহাতেজস্বী, মহন্তম, মহাযোগী ও সাক্ষাৎ প্রভু নিত্যানন্দ আবির্ভূত হইয়াছেন। (১৪) তাঁহার কুল শীলাদি বা লীলাদি শত বর্ষেও আমি ত বলিতেই পারিব না, স্বয়ং বৃহস্পতিও পারিবেন না। (১৫) তখন আবার ক্ষুদ্র জীব আমরা বা অল্প কেহ কি বর্ণনা করিবে? ইনি শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয় এবং শ্রীগৌরান্দের প্রাণবল্লভ অথবা শ্রীগৌরান্দই ইহার প্রাণবল্লভ। (১৬) অগ্ন্যাগ্ন শত শত দেবতা, মূনিপুত্রবর্গও এই পৃথিবীতে অংশভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা করিতেও আমি অসমর্থ।

(১৭) পুরুষাবতার দ্বিবিধ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন। প্রথম হইতেছেন—যুগাবতার ও দ্বিতীয়—কার্য্যাবতার (লীলাবতার)। (১৮) বাহারা যুগে যুগে অবতার হইয়া যুগধর্ম সংস্থাপন করেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের তত্ত্ব শ্রবণ করুন। (১৯) সত্যযুগে ধ্যানই একমাত্র পুরুষার্থসাধক, এই ব্রহ্ম চতুর্ভূজ ও জটায়ুর শুক্ল অবতীর্ণ হইয়াছেন। (২০) তাঁহার দেহকান্তি সহস্র চন্দ্রবৎ উদ্ভাস্বর, সর্বদাই ধ্যাননিরত মূনিরূপে তিনি সকল জীবের ধ্যানাচার্য্য হইয়াছিলেন। (২১) ত্রেতায়া বজ্রই কেবল সর্বার্থসাধক ছিল, তাহার ব্রহ্ম শ্রুৎ শ্রুতাদি হস্তে লইয়া স্বয়ং বজ্রই অবতীর্ণ হইলেন। (২২) বাজ্রিক ব্রাহ্মণগণের সহিত বজ্রভোক্তা সেই নারায়ণ বজ্রই করিয়াছেন এবং সকল জীবকে

শিক্ষাও দিয়াছেন। (৩৩) স্বাপ্নর যুগে পূজাই পুরুষার্থদায়ক—এই বুঝিয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুই পৃথুরূপে অবতার করিলেন। (২৪) নিজে ধার্মিক হইয়া পূজা করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহাতেই সকল লোকের পূজাতে মনোনিবেশ হইয়াছিল। (২৫) কলিকালে কীর্ত্তনই মদনপ্রসূ সর্বোপকারক ধর্ম—ইহাই সর্বশক্তি-সম্বিত ও সাক্ষাৎ পরমানন্দদায়ক। (২৬) এই জানিয়া সাধুদিগের সুখদান করিবার অভিলাষে পৃথিবীতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই অবতীর্ণ হইয়াছেন। (২৭) তিনি স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া ও কীর্ত্তন করাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ইহারাই যুগাবতার। কার্যার্থে অবতারগণের নামলীলাদি এক্ষণে শ্রবণ করুন। (২৮) মৎস্যাবতারে বেদোক্তার, কূর্ম্বরূপে মন্দার পর্বতের ধারণ, বরাহাবতারে পৃথিবীর উদ্ধার এবং নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বিদারণ করিয়াছেন। (২৯) বামনরূপে দানবেন্দ্র বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিভুবনের সম্পত্তি অধিকার করিলেন এবং পরশুরামাবতারে সুহৃদ রাজাগণকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী শাসন করিলেন। (৩০) লোকৈক্যতারণ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের হস্তেই পৃথিবী সম্প্রদান করিয়াছেন—শ্রীরামাবতারে রাবণকে নিহত করিয়া ভগৎকে বশঃ-সমূহে পূর্ণ করিলেন। (৩১) শ্রীকৃষ্ণাবতারে কিন্তু সর্বশক্তিসম্বিত হরি স্বয়ংই পৃথিবীর ভার নাশ করিয়াছেন। (৩২) সেই পরম ভগবান্ বুদ্ধরূপে বেদসমূহের মোহন করিয়াছেন এবং কঙ্কিরূপে স্নেহগুণের নিধন করিয়াছেন। (৩৩) এই প্রকারে সেই বহুরূপী প্রভুর বহুবিধ কর্মাবলী কথিত হইয়াছে এবং পরমর্ষিগণ শ্রীহরির এই এই কার্যাবতারের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইতি অবতারানুক্রম নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

(১) হে ব্রহ্মন্! জগদীশ্বর করুণানিধান প্রভু! শ্রীচৈতন্তের নবীন অবতার-কথা সাবধানে শ্রবণ কর। (২) দেববিবর্ষ্য নারদ স্বাশ্রমে গমন করিলে বিপ্রর্ষি জগন্নাথের চিত্তে অচ্যুত প্রবেশ করিলেন। (৩) কালক্রমে সেই মহাতেজঃ তৎকর্তৃক আহিত হইয়া সতী শচী ধারণ করিলেন। (৪) গঙ্গা যেক্রপ শস্ত্রের তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তক্রপ কিয়দ্দিন পরে সাংসারী পতি-পরায়ণা কল্যাণী শচীদেবী স্বগর্তে হরির অংশ ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার তেজঃ সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, যেমন গুরুপক্ষে চন্দ্রকলা বৃদ্ধি পায়। (৫) গলিত-স্ববর্ণকাস্তি-রূপিণী তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত জগন্নাথ হৃষ্টমনে আমোদ করিতে লাগিলেন। (৬) অতঃপর তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, গন্ধর্বগণ, ইন্দ্র সহ অপরাপর আকাশচারী দেবতা (৭) কৃতাস্থলিপুটে হর্ষভরে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবনতশিরে প্রণাম ও সুব স্তুতি করিয়া আনন্দিত হইতেন।

(৮) 'তুমি সদাকাল বিষ্ণুকে গর্তে ধারণ কর, তুমি হরির জননী অদ্বিতি, তোমাকে নমস্কার। তোমার গর্তে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রভৃতির প্রভা বিद्यমান, আত্মা বিद्यমান, তুমি ধৃতি, তুমি ক্রমা—তোমাকে নমস্কার। (৯) তোমার গর্তে অজ্রাতদ্বেষ্টা বর্ভমান, তুমি সম্যক্ সিদ্ধি, তোমার গর্তে বেদের উৎপত্তি, তুমি স্বয়ং হরির সর্বথা প্রসুতি দেবকী, রোহিণী এবং যশোদা প্রভৃতি। (১০) যিনি যজ্ঞ বিস্তার করিবেন, সেই পুরুষবরকে তুমি গর্তে ধারণ করিয়াছ। এই যজ্ঞ হইতেছে—কৌর্ভন-যজ্ঞ, যাহা সহস্র সহস্র অস্ত্র বাগে সমধিগম্য নহে। (১১) এই গৌরহরির কৌর্ভন নিমিষাঙ্গ কালমাত্র শ্রবণ করিয়াও আমাদের যে শ্রীভিলাভ হয়, সেই শ্রীতি কোটি যজ্ঞ দ্বারাও সম্পাদ্যমান নহে। (১২)

অহো ! পুরাকালে সমুদ্রমন্থন করিয়া আমাকে স্বয়ং হরি অমৃত ত দিয়া—
 ছিলেন, কিন্তু তাহা হইতেও কোটিগুণে অধিকতর (১৩) রস শ্রীহরির
 বশঃ শ্রবণ করিয়া আমরা এই কীর্তনে উপলব্ধি করিতেছি ! মনে হয়
 যে, মোক্ষও কীর্তনের তুলনায় অসত্যই বটে !!' (১৪) ইন্দ্রসহিত দেবগণ
 শটীকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করতঃ শ্রীহরির বশোৎসাহ গান
 করিতে করিতে স্বধামে গমন করিলেন । (১৫) 'লক্ষ্মীপতির অংশ
 আনন্দিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন !' এই বলিয়া তাঁহারা
 কলিভাগ্য প্রংশসা করিতে করিতে নৃত্য করিয়া করিয়া প্রেমবিহ্বল
 হইলেন ! (১৬) তৎপরে কান্দুনী রাক্ষা পূর্ণিমায় শুভ ও সর্বগুণোৎকর্ষ-
 যুক্ত সময়ে বিশুদ্ধ পবন প্রবাহিত হইতে থাকিলে—(১৭) দেবতা ও
 নরনৃগণের মন প্রসন্ন হইলে—স্বয়মুখীয় শুদ্ধ জলও স্নানীতল হইলে—স্বয়ং
 হরি প্রাদুর্ভূত হইলেন ।

(১৮) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুন্দর পুত্ররূপে সেই প্রফুল্লকমলনয়ন,
 মনোজ্ঞপূর্ণচন্দ্রবদন, স্ববর্ণকাণ্ডি, এবং নিজতেজে দশ দিক্ উদ্ভাসর-
 কারক তাঁহাকে পাইয়া (১৯) শ্রীতিসাগর-রসের অন্ত পাইলেন না ।
 নির্ধন ব্যক্তি যেমন পদ্মনিধি পাইয়া পরমানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়,
 অল্প মিশ্রপুন্দরেরও সেই অবস্থা । সদাকাল প্রেমে তাঁহার মুখে
 গদগদ বাণী উচ্চারিত হইত । (২০) তাঁহার জন্মসময় আসন্ন দেখিয়া
 রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল । বোধ হয়, চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণপদাবদনে
 নির্জিত হইয়া মহালজ্জিত হইয়াই স্বয়ং দেবারির মুখবিবরে প্রবেশ
 করিয়াছে । (২১) সেই পুণ্যসময়ে সকল লোক নরহরির নাম-
 কীর্তন করিতেছিলেন এবং পবিত্র গদ্যাক্ষরে শীঘ্রই স্নান দান,
 অঘমার্জন, পূজাতি করিতে লাগিলেন । (২২) ব্রহ্মা শিবাদি মহেন্দ্র
 সহ দেবগণ হুঁষ্ট হইলেন । অপ্সরাগণ মহানৃত্যে নিরত হইলেন—

বদ্বানুবাদ—ষষ্ঠ সর্গ।

২০১

নায়কগণ কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (২৩) সর্বশাস্ত্রবিৎ নীলাশ্বর চক্রবর্তী তাঁহার জন্ম দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে জামাতার গৃহে শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন। (২৪) দৌহিত্রের জন্মকালবিৎ সেই স্বধী চক্রবর্তী জগন্নাথ ও শচীকে আহ্বান করতঃ এই বাক্য বলিলেন—(২৫) “ওহে! বৃহস্পতি তুদে আছে—এই বালক পুরুষসিংহই হইবে। ইনি নিতাই সকল লোকের রক্ষক হইবেন। (২৬) ইনি স্ত্রীলীল, সর্বধর্মের আশ্রয়, সন্ন্যাসি-চূড়ামণি, সর্বজীবের প্রীতিদায়ক পূর্ণচন্দ্রবৎ হইবেন। (২৭) ইনি সদাই পিতৃমাতৃকুলদ্বয়কে সমুদ্বার করিবেন।” সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে সকল লোকেই প্রমুদিত হইল। (২৮) পিতার বাক্য শ্রবণে শচীমাতা পরমানন্দ লাভ করিলেন। বাৎস্য জগন্নাথ পুত্রের জন্মোৎসবকার্য্য স্থসম্পাদন করিলেন। (২৯) তাৎপল, গন্ধ, মালা ও চন্দনাদি তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বালকের উপান-পর্বাদি সব নিষ্পাদন করিলেন।

ইতি শ্রীচৈতন্যবিভাবনামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(১) কিছু কাল পরে কলভায়ী বালকের জাহ্নচংক্রমণ (হামাগুড়ি) দেখিয়া সেই মিশ্র-দম্পতী প্রহৃষ্ট হইলেন। (২) সেই দ্বিজরাজ গৌরের সুন্দর হস্তশোভি রক্তপদ্মাত মুখে কিরণমালা প্রকাশিত হইল, তাহাতে সাধুদের মনের অন্ধকার দূরীভূত হইল। (৩) প্রাচীন কালে ইনি বিশ্বের ভরণ (ধারণ ও পোষণ) করিয়াছেন বলিয়া পিতা স্বয়ং ইহার শ্রীমদ্‘বিশ্বভরণ’ এই সুন্দর নামকরণ করিলেন। (৪) এই হরি তপ্তকাঞ্চনবৎ গৌরাদ্ধ, সুন্দর পদ্মের ত্রায় বিশালনয়ন, দিগ্বসন,

রোপ্যালঙ্কারধারী এবং মাল্য ও অলকে (কুণ্ডিত কেশকলাপে) সুশোভিত হইলেন। (৫) তাঁহার মুখখানি যেন ব্রাক্ষস্রমা, বাক্য অস্পষ্ট অথচ মধুর অমৃতবৎ, আকৃতি মধুর এবং ইনি কল্পণ, অদ্ভুতাদি ভূষণ পরিধান করিয়াছেন। (৬) তাঁহার করতল ও পদতল দলিতহিন্দুলের গ্রায় রক্তবর্ণ ও পবিত্র। গুরুপক্ষের চত্রেয় গ্রায় কলা কলা (ক্রমাঃ) ইনি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। (৭) তৎকালে কিছুকাল মধ্যে রক্তাভ চরণ-যুগলে পর্যটন করিতে করিতে এই অমিতদ্রুতি বালকটি পৃথিবীর বিরহ-জনিত তাপ সংহার করিলেন। (৮) তৈরিক বিপ্রেয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া এই জনার্দন তাহাকে নন্দগৃহের কুতূহলই শ্রবণ করাইয়া দিলেন। (৯) বয়স্ক বালকগণের সহিত বিহার করিতে করিতে তরুপল্লবদির দ্বারা শিশুগণকে আঘাত করিলে তাহারা তাঁহার সম্মুখে বিবিধ ভাববিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১০) এই মায়া-মল্লজ হরি মর্কটলীলার অনুকরণে এক চরণে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া, নিজ জালু দ্বারা অন্ন বালকের জালু স্পর্শ করিতেন। (১১) একদিন জননৌ ক্রোধে তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া তিনি ক্রোধ-পূর্ণ হইয়া গৃহের ভাণ্ডনমূহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। (১২) দ্বাপরে ভয় ভাণ্ড দেখিয়া মা যশোদা বাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অল্প তাঁহার মুখ দেখিয়া শচীমাতা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। (১৩) পরিত্যক্ত মৃদভাণ্ডসমূহকে উপরি উপরি সজ্জিত করিয়া, সেই অশুচি স্থলে আসন করিয়া ইনি মাতার সম্মুখে হাসিতে লাগিলেন। (১৪) তাঁহাকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া শচীমাতা বলিলেন,—“বৎস! নিন্দনীয় (অপূত) স্থল ত্যাগ কর, পুনরায় জ্ঞান করিয়া গুরু হইয়া আমার ক্রোড়ে আরোহণ কর।” (১৫) মাতার এই বাক্য শ্রবণে সর্বতত্ত্ববিৎ ভগবান্ তখন দত্তাত্রেয়ের ভাবে বিভাবিত সর্বপণ্ডিতশিরোমণিরূপে মাতাকে বলিলেন,—(১৬) “শুন

মাতা, শুচি বা অশুচি, এই বিচার কল্পনামাত্রই, বেহেতু এই জগৎ—
 পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশনামক পঞ্চ ভূতে নির্মিত। প্রচুরতর
 ঐশ্বর্য্যসম্বলিত অনন্তসাধারণপাদপদ্মবিশিষ্টে করুণাময় শ্রীহরিই একমাত্র
 সর্বত্র প্রতিভাত হইতেছেন—অন্ত কিছুই বিশ্বাস করিও না। (১৭)
 অতএব আমি পবিত্রই আছি, অপবিত্র কখনই নহি—ইহা তুমি
 জানিবে। মা, তুমি এ বিষয়ে অস্ত শঙ্কা করিতে পার না।” (১৮)
 পুত্র এই কথা বলিলে মাতা তাঁহাকে শীঘ্রই হস্তে ধরিয়া আনিলেন এবং
 অরধুনীর স্বচ্ছ সলিলে স্নান করাইলেন। (১৯) আবার কয়েক দিন
 পরে পুনরায় ত্যক্ত মৃদভাণ্ডের উপরি উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিয়া শচী
 বাক্যদ্বারা তাড়না করিলেন। (২০) ‘অপবিত্র ও নিষিদ্ধ স্থানে
 মন্দবুদ্ধি তুমি কেন বসিয়াছ হে!’—মাতার এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত
 (২১) হইয়া শ্রীমদ্বিশ্বস্তর বলিলেন,—‘মূঢ়ে! কোথাও ত অশুচি
 নাই—আমি ত এ কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। তবে কেন তুমি
 আমাকে নিন্দা করিতেছ?’ (২২) এই বলিয়া মাতার বদনে তিনি
 রোষাবেশে এক খণ্ড ইষ্টক ছুড়িলেন—তাহার আঘাতে শচীমাতা ব্যথিত
 ও মুহিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। (২৩) তখন স্ত্রীগণ সকলে সমাগত
 হইয়া তাঁহাকে শীতল জলে স্নিক্ত করিলেন। তখন মাতুলবলীলার
 অনুকরণকারী হরি (২৪) তথায় শীঘ্র আসিয়া ‘মা মা’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে
 রোদন করিলেন এবং স্বয়ং সর্বদুঃখনাশন শ্রীহস্ত মাতার মুখে দিলেন।
 (২৫) তাহাতেই শচী প্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন
 এবং পুত্রস্নেহে সাতিশয় বিহ্বলা বৎসলা মাতা আনন্দ লাভ করিলেন।
 (২৬) কোনও পরিহাসপরা নারী আনন্দিতচিত্তে জগদগুরু বিশ্বস্তরকে
 বলিলেন—‘হুইটি নারিকেল ফল আনিয়া (২৭) তোমার মাতাকে
 দিলেই ইনি সুস্থ হইবেন, নচেৎ ইনি মরিবেন। তবে তুমি কি

উপায় করিবে?’ (২৮) এই কথা শুনিয়াই সত্বর মাতার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া গৌরহরি গৃহের বহির্দেশে গেলেন এবং দুইটি নারিকেল আনিয়া মাতাকে দিলেন। (২৯) ঐ ফলদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে পাতিত হওয়াতে তাহাদের বৃন্তে (বোঁটার) অধু (ক্ষীর) ও সংলগ্ন ছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নারীগণ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“নিমাই! বল ত, ফল দুইটি কোথায় পাইয়াছ হে?” (৩০) ইহাতে সেই মহাননাঃ বিশ্বস্তর হৃদয় করিয়া সকল নারীকে নিবারণ করিলেন এবং মাতার সমীপে নিজে হস্তশোভিত বদন-পদ্ম দান করিলেন। (৩১) তৎপরে ঐ মহাত্মা, কুপানিধান ও পরমাত্মা হরির অন্ত্যাত্ম লোকাভীত বিচিত্র সাধু (অভ্যাস্তম) বৌর্যের (প্রভাবের) কাহিনী শ্রবণ করুন। (৩২) একদা রাজিকালে স্তম্ভশাটী দেখিলেন যে, নিজের গৃহ যেন জনগণে পূর্ণ হইয়া গেল—দেখিয়া শাটী শঙ্কিতা ও সমুদ্রিয়া হইয়া ক্রোড়স্থ পুত্রকে (৩৩) পতির গৃহে সত্বর পাঠাইয়া দিলেন। পথে দেবগণ শ্রীমদ্বিশ্বস্তর হরিকে পূজা করিলেন। (৩৪) পুত্র বখন পথে চলিতেছেন, তখন তাঁহার রিক্ত চরণযুগলেও মুহূর্ত্ত নৃপুরুষনি হইল শুনিয়া ভ্রগ্নাথ সশঙ্ক হইয়া শাটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ব্যাপার কি? কোথা হইতে ধনি আসিল?’ আবার শাটীও নিজ পতিকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। (৩৫) পুত্র নিকটে গেলে মিশ্র পুত্রের পাদপদ্ম রিক্ত দেখিয়া এবং কোথা হইতে নৃপুত্রের মনোজ্ঞ ধনি শুনিলেন, এই চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্মিতই হইলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বস্তরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ইতি বাস্যক্রীড়ায় জন্মাদিলীলাবর্ণনা ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

(১) মুরারির মুখে গৌর-কথা শ্রবণে ত্রীহরির পাদপদ্মখ্যানে নিবৃত্ত (পরমানন্দিত) দামোদর গৌরের জ্যেষ্ঠভ্রাতার সংকাহিনীও জিজ্ঞাসা করিলেন। (২) ‘ওহে মুরারি! বিশ্বরূপের মহা আখ্যান তত্ত্বতঃ বল দেখি।’ এই বাক্য শ্রবণে মুরারি বলিলেন,—‘ওহে দ্বিজবর! শ্রবণ করুন, আমি তাহাই কীর্তন করিতেছি।’ (৩) বৈষ্ণু মুরারি এই বলিয়া বলদেবের অংশী বিশ্বরূপের হৃদয়গ্রাহী কল্যাণময়ী পাবনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৪) শ্রীমৎশ্রীবিষ্ণুরূপ নিখিলগুণসমুদ্র, ষোড়শ-বর্ষবয়স্ক ও অতিশুদ্ধ এবং পরমাত্মার বিষয়ে শ্রবণ-মননাদি করিয়া এই সুখী প্রেমভরু আচার্য্য লাভ করিয়াছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদার তরে শ্রীকৃষ্ণচরণে আসক্তচিত্ত এবং অতিহৃষ্ট ছিলেন; শাস্ত্র (বিজ্ঞিতেজ্জিয়), সন্তোষশীল, পার্থিব-বিষয়ে বৈরাগ্যবান, বেদবিৎ এবং রসজ্ঞ ছিলেন। (৫) পিতা ভগ্নমাতা নির্জনে এই কথা চিন্তা করিয়া পুত্রের বিবাহোপযুক্ত বধুর বিষয়েও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং বিশ্বরূপ এই ব্যাপার সব অনুভব করিলেন। (৬) সেই বিশ্বরূপ পিতার এইরূপ আন্তরিক চেষ্টা জানিয়া এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসকলসহিষ্ণু হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ভাগীরথী পার হইয়া অগ্ন সকলের অসম্ভব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। (৭) তৎপর পিতা এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইলেন এবং পতিব্রতা মাতাও দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ঐ মিশ্র-দম্পতী বলিলেন,—‘আমার পুত্র সন্ন্যাসধর্মেই নিরত থাকুক।’ (৮) তাহার পুত্রোদ্দেশ্যে এই আশীর্বাদ দান করিয়া মুনীব্রতাবলম্বনে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। বিবাহ ত্যাগ করতঃ ভগৎপতি পুত্র নিমাইকে ক্রোড়ে করিয়া শীঘ্রই তাহার পরমানন্দ লাভ করিলেন। (৯) তখন গৌরহরি বলিলেন,—‘পিতঃ! আপনাকে ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা দূরদেশে

গিয়াছেন। আমিই আপনার এবং মাতার নিত্য সেবা করিব—আপনি স্থখে থাকুন।’ (১০) নিজপুত্রের এতাদৃশ মহাগম্ভীর, মনোজ্ঞ ও সার্থক বাক্য শ্রবণে মাতা পিতা আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। (১১) স্নেহসিক্ত জনগণ ইহার অঙ্গসংস্পর্শমুখে মহাতৃপ্ত হইয়া সহসা অপর সকল বস্তুই বিস্মৃত হইতেন। বোগবলে পরমাত্মায় গ্রন্থচিন্তা বোগিগণবৎ ইহারাও ইহলোক-পরলোক-সন্ধানরহিত হইরাছিলেন। (১২) ইনি পিতৃসেবনে আসক্তচিত্ত হইয়াও পাঠাভ্যাস করিতেন, বালকগণ সহ খেলা করিতেন; কখনও বয়স্কগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূসরাদি হইয়াছেন, ক্ষুধিত হইয়াও ভোজনের জন্ত মনোযোগ করিতেন না। (১৩) এক দিন পিতা ইহাকে দত্ত (অবাধ্য) দেখিয়া, হিতাভিলাষী হইয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন—‘লেখাপড়া সব ছাড়িয়া তুমি সদাকাল বালকগণে পরিবৃত থাক এবং ক্ষুধিত হইয়াও ক্রীড়া করিতেছ?’ (১৪) তৎপরে বজ্রনীষোগে শয়নশেষে স্বপ্নে কোনও দ্বিজবর্ষ্যচূড়ামণি তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিলেন,—‘তুমি পুত্রকে বহু সম্মান কর না কেন হে? অথবা পশু কি কখনও স্পর্শনগিরি আদর করিতে জানে? (১৫) কিহা ঐ পশু যদি রত্নপ্রদিত বস্ত্র দ্বারা আবৃতগাত্রও হয়, তথাপি কি সে ঐ বস্ত্রখানাকে চর্চণ করে না?’ তখন তাঁহাকে মিশ্রচক্ৰ স্বয়ং অকুতোভয়ে বলিলেন,—‘আমার পুত্র যদি নারায়ণও হয়, (১৬) তথাপি তাহার তাড়না করাই আমার ধর্ম।’ ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দান করিলেন। অনন্তর দ্বিজবর প্রয়াণ করিলে বাৎস্র মিশ্রবর জাগ্রত হইয়া সকলের নিকট পুনঃ পুনঃ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। (১৭) তখন স্বপ্নকথা-শ্রবণে জনগণ শীঘ্রই আনন্দিত হইলেন এবং সেই বিখ্যন্তরকে মহাপুরুষোত্তম বলিয়া মনে করিলেন। পিতা আনন্দে নিজকে পূর্ণমনোরথ ভাবিলেন।

এবং জননীও পরিতুষ্ট হইলেন। (১৮) অনন্তর একদিন নিজমন্দিরে বাস করিতে করিতে তিনি সগুদীয়মান সূর্য্যের কিরণে যেন অতিশয় রক্তবর্ণ হইলেন এবং নিজ কান্তিমালার পূরিতদেহ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ও শচীমাতাকে বলিলেন—‘মা ! আমার বাক্যানুসারে একটা কাজ কর।’ (১৯) নিজভেদে আজ্ঞ্যমান নিজপুত্রকে দেখিয়া ভীতচিত্তা ও বিস্মিতা মাতা বলিলেন—‘বৎস ! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। তোমার মনে যাহা আছে, তাহা স্বয়ং বল দেখি।’ (২০) মাতার এই বাক্যামৃত শ্রবণপুটে পান করিয়া বিশ্বস্তর পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—‘মা ! তুমি হরিবাসরে (একাদশীতে) ভোজন করিবে না।’ এই কথা শুনিয়া শচীদেবীও ‘তাহাই করিব’ বলিয়া আনন্দিতচিত্তে স্বীকার করিলেন। (২১) তৎপরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে গুবাক, তামূল ও ফলাদি নিবেদন করিলে তিনি তাহা ভোজন করিয়া পুনরায় মাতাকে বলিলেন—‘মা, আমি বাইতেছি ; স্বীয় পুত্রের এই নিশ্চেষ্ট দেহটিকে ঋণার্দ্রকাল পালন করুন।’ (২২) এই বলিয়া সহসা দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় পৃথিবীতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া রহিলেন। বিশ্বস্তরকে অচেতন দেখিয়া মাতা দুঃখিতা হইলেন। (২৩) অমৃত-কল্প গদ্যাজলে তাঁহাকে স্নান করাইলে পর তিনি জাগ্রত, সুস্থ ও সহজকান্তি প্রকাশ করিয়া সুখী হইলেন। (২৪) এই ব্যাপার শুনিয়া ভ্রগ্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শচীকে বলিলেন—‘এ কি দৈবমায়া, বুঝিতেছি না।’ (২৫) এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজ দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ও মুরারি ! এ কি কথা বলিলে ? জগদগুরু স্বয়ং কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন ; (২৬) তিনি কেন বলিলেন—‘আমি বাইতেছি, হে কল্যাণি ! তুমি নিজ পুত্রকে পালন কর’ ইত্যাদি। এ বিষয়ে আগার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (২৭) জগদীশ্বরের আবার মায়া

কি? ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। শ্রীহরির সকল চরিত্রই ত
জগতের হিতের জন্যই হইয়া থাকে।”

ইতি বাল্যকীড়া নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

(১) দামোদরের প্রসন্ন শুনিয়া, মুরারি চিন্তা ও বিচার করিয়া,
শ্রীহরির চরণে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক পুনরায় বলিলেন,—‘সাবধানে শ্রবণ
করুন। (২) ভগবানের ধ্যানে, কীর্তনে ও শ্রবণে মহাভাগ্যবান্
ভক্তজনের হৃদয়ে হরি প্রবেশ করেন। (৩) প্রভু এই লীলারই
অনুকরণ করিলেন। তাঁহার তেজ—তাঁহার পরাক্রম। আত্মদেহাদি-
বিস্তৃত মানব ঐ পরাক্রমকে নিতাই ধারণ করেন। (৪) এই বোধ হয়
যুক্তিযুক্ত কথা। তার পরে আবার কালক্রমে তাঁহার বাহ্যাবেশও হয় এবং
সাহজিক কর্মাদিও করিয়া থাকেন। যেমন পুরাকালে এই প্রভু প্রহ্লাদের
সহিত (৫) সমুদ্রমধ্যে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় তটে
আসিলে দেহস্থিতি হইয়াছিল। এইরূপেই গোপীগণেরও কখনও
ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য হইতে শুনা যায়। (৬) ঈশ্বর এই শিক্ষাই
দিবার জন্য সেই [কলদানকারী ভক্ত ব্রাহ্মণের দেহে প্রবেশ করিয়া]
লীলা করিয়াছেন। রহস্য এই যে, কৃষ্ণভক্ত লোকের ঈশ্বরসাক্ষ্য প্রাপ্তি
হয় অর্থাৎ ভক্তদেহে ভগবদধিষ্ঠান হইলে ভক্তদেহে আর ভগবদেহে
ভিন্নভাব থাকে না। (৭) বাহাতে লোক এই কথায় বিমুগ্ধ না
হয়—এই শিক্ষাই প্রভু দান করিলেন। ভক্তদেহই ভগবানের
আত্মা—ইহাতে সংশয় নাই। (৮) কৃষ্ণ কেশিবধ করিয়া নারদ
মুনিকে নিজ বশঃ ও তেজঃ (পরাক্রম) দেখাইলে মুনিস্বর (৯)
পৃথিবীতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব, মথুরাপুরীদ

ঐ স্থানে গমন করিলে শতগুণ অধিক ফল লাভ করেন। (১০) এইরূপে জগদ্ব্যোমি রামচন্দ্রও শিবকে বিষ্ণুরূপ দেখাইয়া পুনরায় মানুষী লীলা করিয়াছিলেন।

(১১) হে দ্বিজ! এক্ষণে আবার কল্যাণময়ী শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণ করুন, বাহা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিলে মানব ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। (১২) গুরুর গৃহে বাস করিয়া এই বিষ্ণু সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং সেই সরস্বতীপতি স্বয়ং শিষ্যগণকেও পড়াইতে লাগিলেন। (১৩) বেদান্তাদি পড়িয়া সুখী হইয়া তাঁহার পিতা দ্বিজমণি জগন্নাথও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (১৪) দৈবযোগে তাঁহার দেহে প্রাণ-নাশক জ্বর আসিল। কাজেই তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া মাতার সহিত স্বয়ং হরি শ্রীমান্ বিষ্ণুস্বর (১৫) ভক্তগণে পরিবৃত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ভক্তগণ হরিনাম কীর্তনে রত হইলেন। (১৬) তৎপরে গৌরহরি তাঁহার পিতার চরণযুগল আলিঙ্গন করিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন—‘হে পিতা! হে প্রভো! এক্ষণে আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় বাইতেছেন?’ (১৭) তিনি পুত্রের এই বাক্যায়ত্ত শ্রবণপুটে পান করিয়া আদরের সহিত বলিলেন—‘বৎস! তোমাকে আমি শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্মেই সম্যকপ্রকারে সমর্পণ করিলাম।’ (১৮) দিবাভাগে মহেন্দ্র সহ দেববরগণ আকাশে সমুপস্থিত হইলে এবং জনমণ্ডলী হরিসংকীৰ্ত্তন করিতে থাকিলে দ্বিজমণি গঙ্গাঙ্গলে অবনমিত হইলেন। (১৯) তিনি তনু ত্যাগ করিয়া দেবগণের রথে আরোহণ-পূর্বক শ্রীহরিধামে প্রয়াণ করিলেন। মহাত্মা জগন্নাথ নিত্যসিদ্ধিদেহ হইলেও লোকহিত আচরণের জন্ত মহাস্থখে (লোকান্তকরণে) বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিলেন (বলা হইল)। (২০) পতির সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখিয়া ভ্রূংখিতা ও মহাদীনা শচী স্বামীর চরণে পড়িয়া প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া

কুরবী পক্ষীর আয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। (২১) কৃপানিধান গৌরহরি পিতৃশোকে বিলাপ করিতে থাকিলে মুহুমুহু তাঁহার নয়নমুগ্ধ হইতে জলধারা পাত হইতে লাগিল; দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহার বুকের উপরে গজমতির হারই শোভা বিস্তার করিতেছিল। (২২) অনন্তর বন্ধুগণ কর্তৃক প্রশান্তিত প্রভু বেদনাযিত হইয়া ঔদ্ধদেহিক সকল ক্রিয়াকলাপ বিধিমেতে ব্রাহ্মণগণের নির্দেশে নির্বাহ করিলেন। (২৩) বিমনস্ক হইয়াই যেন পিতৃবৎসল গৌরহরি সঞ্চিত ধনাদি ব্যয় করিয়া পিতৃবজ্র করিলেন। ক্রমে ক্রমে জলাধার যুগ্ময় পাত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণসেবা সংক্রিয়াদি তিনি সম্পাদন করিলেন। (২৪) শ্রীপ্রভুর পিতার এই বৈকুণ্ঠগমনকথা অনলস হইয়া যে মানব পাঠ করে, সে শীঘ্রই মালিন্যাদি দূর করিয়া গদ্য দেহত্যাগে হরিধামে গমন করিবে।

ইতি জগন্নাথ মিশ্রের সিদ্ধিলাভনামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

(১) অনন্তর নিমাই আবার শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিত, হৃদর্শন পণ্ডিত এবং শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২) যে সকল পণ্ডিত মহাশয়গণ ব্রাহ্মণসমূহকে বিজ্ঞান করিতেন, তাঁহাদেরই মহোপকার সাধন করিতে মহাপ্রভু তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিলেন। (৩) লোকশিক্ষার আচরণ করিয়া সেই নান্যমহুগুবিগ্রহ শ্রীমৎহৃদর্শন প্রভৃতি পণ্ডিতের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে করিতে (৪) হান্তপরাশর সত্তীর্ণ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিহাসরস বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে বদ্বদেশীয় বাক্যে কথা বলিতেন। (৫) কিয়দ্দিন পরে সেই রসিক-শিরোমণি যুহুধর হান্তশোভিত বদনে বনমালী আচার্য্যের মন্দিরে তাঁহার সহিত দর্শনাভিলাষে গমন করিলেন। আচার্য্য কৌতুকভরে

তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। (৬) আচার্য্যের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় গৌরহরি পথে বল্লভাচার্য্যের কন্যাকে সখীজন-পরিবেষ্টিতা দেখিলেন। (৭) সেই মনোজ্ঞবদনা লক্ষ্মী গদ্যায় শ্রান করিতে বাইতেছিলেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাঁহার জন্মকারণ জানিলেন এবং (৮) শ্রীমান্ বিশ্বস্তর দেব বিষ্ণুরসকুতুহলী হইয়া নিজ পরিজনগণ সহ স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৯) অপর একদিন সেই দ্বিজবর্ষ্য বনমালী আচার্য্য শ্রীগৌরহরির মন্দিরে আসিয়া শ্রীশচীমাতাকে প্রণামপূর্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—‘তোমার বিশ্বস্তরের (১০) বিবাহের জন্ত বল্লভাচার্য্যবরের দেবকণ্ঠাসদৃশী কন্যা লক্ষ্মীকে বরণ কর—যদি তোমার ইচ্ছা হয়।’ (১১) তাঁহার কথা শুনিয়া শচী মাতা বলিলেন—‘নিমাই আমার অতিবালক, পিতৃশূন্য ; সে দিন কতক পড়ুক, তাহাতেই উদ্বেগ করুন।’ (১২) শচীর কথায় বিষমমনে বনমালী আচার্য্য চলিয়া বাইতে সেই পথে আনন্দিত গৌরহরিকে দর্শন করিলেন। (১৩) ভগবান্ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রণাম ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—‘অন্ত কোথায় গিয়াছিলেন?’ (১৪) তিনি উত্তর দিলেন—‘তোমার মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিলাম। তাঁহাকে তোমার বিবাহের কথা নিবেদন করিয়াছিলাম ; তাহাতে তিনি (১৫) অস্বীকার করিলেন না ; তাহাতেই দুঃখিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।’ বনমালী আচার্য্যের এই কথার কোনই উত্তর না দিয়াই বিশ্বস্তর মুছ হাস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। (১৬) স্বভবনে আসিয়া তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মা ! তুমি আচার্য্যকে কি কথা বলিয়াছ, যাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া পথে চলিয়া বাইতেছেন?’ (১৭) মা ! কেন তুমি তাঁহাকে মিষ্ট বাক্য বলিয়া সংশ্রীতি দর্শন করিলে না?’ কল্যাণী

শচীমাতা পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া পুনরায় (১৮) আপ্তজন ডাকিয়া আচার্য্যকে শীঘ্র আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন। আচার্য্যও সহসা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—(১৯) ‘ঈশ্বর! আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয় বলুন দেখি। আপনার আদেশবাক্য শুনিয়া, আমি আনন্দিতচিত্তে আপনার সমীপে আগত হইলাম।’ (২০) তৎপরে শচী বলিলেন—‘তুমি যে নিমাইর জ্ঞাত বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহার এক্ষণে সংঘটন করিতে চেষ্টা কর। (২১) তুমি নিরতিশয় স্বহৃদবৎসল, পুত্রের বিবাহকথা তুমিই স্নেহে স্বয়ং পূর্বে আমাকে বলিয়াছ, এ বিষয়ে তোমাকে আমি আর কি বলিব?’ (২২) তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া আচার্য্য দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—‘ঈশ্বর! তোমার আদেশ আমি নিত্যই শিরোধার্য্য করিব।’ (২৩) এই বলিয়া তিনি উজ্জমের সহিত সত্বর মিশ্রসত্তম বস্ত্রভের মন্দিরে উপনীত হইলেন। (২৪) বস্ত্রভ স্বয়ংই আসন আনিয়া উহাকে যথাবিধি উপবেশন করাইয়া বিনয়ভরে আচার্য্য বনমালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(২৫) ‘আমাকে অতুগ্রহ করিবার জ্ঞাতই কি আপনার এ স্থলে আগমন হইয়াছে? অথবা অজ্ঞ কিছু কার্য্য আছে—তাহা আদেশ করুন।’ (২৬) মিশ্রের এই কথা শ্রবণে আচার্য্য তখন বলিলেন,—‘আমার কথা শুন, মিশ্র পুরন্দরের পুত্র নিখিলকল্যাণগুণময় শ্রীবিষ্ণুস্তর পণ্ডিতই (২৭) তোমার কন্তার যোগ্য পতি; কাজেই এক্ষণে এই বলিতেছি যে, তুমি তাঁহার হস্তে কল্যাণী কন্তাকে সমর্পণ কর।’ (২৮) মিশ্র তাঁহার বাক্য-শ্রবণে কর্তব্য বিচার করিলেন এবং বলিলেন—‘শুভুন, ভাগ্যবশতঃ এই সম্বন্ধ হইবে। (২৯) আমি ত নির্ধন, কিছুই দিতে পারিব না, কেবল কন্তাই দিব—এ বিষয়ে আপনার কি আজ্ঞা হয়? (৩০) যদি ভগবান্ শ্রীহরি আগার ও কন্তার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবেই সেই পণ্ডিতবর বিষ্ণুস্তর জামাতা হইবে।

(৩১) রত্নের সহিত মুক্তাসংযোগ করিতে যেমন গুণের (সুত্রে) আবশ্যক, তদ্রূপ আপনারই গুণে এই জুইজনের সংযোগ (মিলন) হইবে।' (৩২) বল্লভ এই কথা বলিলে, পরমপ্রীত হইয়া আচার্য বনমালী আদরের সহিত বলিলেন—‘তোমার বিনয়ে ও বাৎসল্যে সকল কার্য্য মঙ্গলমতে নির্বাহ হইবে।’ (৩৩) তাঁহাকে এই বলিয়া পুনর্বীর শচীর সমীপে আনিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। এইরূপে আচার্য্য গৌরচন্দ্রের বিবাহের আনন্দে পরন সুখী হইলেন। (৩৪) সেই শচী সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে বলিলেন—‘বৎস! এই সময় বিবাহের জন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এক্ষণে বিবাহের যোগ্য আয়োজন কর।’ (৩৫) মাতার বাক্যশ্রবণে গৌরহরি মনে মনে চিন্তা করিয়া, মাতার আজ্ঞাক্রমে শীঘ্রই সকল দ্রব্যের যোগাড় করিলেন। (৩৬) অনন্তর বিবাহের উপযুক্ত মঙ্গলময় সর্বসঙ্গুগাশ্রয় সর্বশুভক্ষর সময় আসিলে বৃদ্ধ পণবাদি ধনিত হইয়াছিল—(৩৭) ব্রাহ্মণগণ যুখে যুখে বেদধ্বনি করিতেছিলেন—দিগ্‌মণ্ডল দীপমালা ও পতাকাদি দ্বারা হুশোভিত হইল—(৩৮) দেবদারু, অশ্রু, বেনামূল ও চন্দনাদি ধূপের সদগন্ধে ব্রাহ্মণবর্ধ্যগণ শ্রীহরির বিবাহের অধিবাস করিলেন।

ইতি শ্রীলক্ষ্মীবিবাহে অধিবাসবর্ণনাত্মক নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

(১) অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে মুহূর্ছ গুবাক, তাদুল, সুগন্ধি মালায়াজি এবং সচন্দন ও অপরূপ সুরভি গন্ধাদি দান করিলেন। সকল লোক হুষ্ট হইল এবং আনন্দে গান করিতে লাগিল। (২) সেই বল্লভ মিশ্র মঙ্গলনিধান ব্রাহ্মণ, মানবগণ এবং দ্বিজপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া জামাতাকে গন্ধ ও সুগন্ধি মালাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া শুভাধিবাস

করিলেন। (৩) তৎপরদিন প্রভাতে বিমল ও অরুণবর্ণ সূর্য্য উদ্ভিত হইলে ষথাবিধি স্নানাদিকৃত্য সমাধান করিয়া স্বয়ং হরি পিতৃলোক এবং দেবতাদিগকে সম্যক্ অর্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্যে নান্দীমুখশ্রাদ্ধও সমাধা করিলেন। (৪) তৎপরে দ্বিজগণমুখে যজুর্বেদের সুন্দর ধ্বনি, মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহাদির নিনাদ এবং বরাহনাদের মুখপদ্ম হইতে উখিত মদলময় উজ্জল উলু উলু শব্দে মহোৎসবঘটা হইতে লাগিল। (৫) শচীদেবী কুলস্ত্রীগণকে এবং সমাগত বন্ধুমণ্ডলীকে আনন্দে সুন্দররূপে অভ্যর্থনা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—‘আমি ভর্তৃবিহীন হইয়া কি করিতে পারি? আপনারাই স্বয়ং সর্বকাৰ্য্য সমাধান করুন।’ (৬) নিজ মাতার মুখে এই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরাদ্ধ পিতার বিরহে পরিতপ্তচিত্ত হইয়া বকঃস্থলের হার-স্বরূপে মুক্তাফলবৎ স্থূল অশ্রুবিন্দুসমূহের প্রবাহ ধারণ করিলেন। (৭) শচী পুত্রকে কারুণ্যরসে আপ্লাবিত দেখিয়া স্তবিস্মিতা হইয়া সতীগণ সহ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বাপ নিমাই! এই মদলকর্মে তুমি কেন অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতেছ হে?’ (৮) মাতার বাক্য শ্রবণে পিতার বিরহ-স্মৃতিতে মুখ মলিন করিয়া বিশ্বস্তর নবগস্তীরমেষশব্দবৎ ধ্বনি করিয়া মাতাকে বলিলেন—(৯) ‘মা! আমার কি ধন বা জনবল নাই যে, তুমি অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া এই কথা বলিলে? আমার পিতা অদর্শন হইয়াছেন বলিয়া কি তোমাকে পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে?’ (১০) মা! তুমিই ত দেখিয়াছ যে, ব্রাহ্মণ-সম্ভ্রমগণকে উত্তম উত্তম গুণবান্দিপূর্ণ ভাণ্ডসমুদয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গে সংলপনযোগ্য গন্ধাদি তিন বার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (১১) অত্যন্ত যোগ্য যোগ্য বিষয়ে সুন্দরভাবে ব্যয়ও করা হইয়াছে। তুমি ত তৎকথা উত্তমরূপেই অবগত আছ যে, আমার অলৌকিক কার্য্যসকল সম্পাদনে

প্রচুর শক্তি আছে, তথাপি আমি লৌকিকবৎ আচরণ করিতেছি। (১২) পিতৃবিহীন হইলেও আমার মহাশক্তি আছে। তথাপি মা, তোমার বাক্যে আমি বড়ই তাপ পাইলাম।’ শচীনাতা পুত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে শান্ত করিলেন। (১৩-১৪) অত্যন্তম বপ্তরত্বদ্বয়ে, প্রসাধনে এবং মহামূল্য মাল্যাদি সমর্পণে তখন সমাগত ব্রাহ্মণকুমারগণ ভগদেকবন্ধ পুরুষপ্রবর শ্রীগৌরচন্দ্রকে ভূষিত করিলেন—যাহাতে স্ত্রীদিগের মনোমোহন হইল এবং শ্রীহরিও মৃদুমধুর হাস্যে শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা মহাশ্রদ্ধাষিত হইয়া আবার চন্দন-সহ অগুরু প্রভৃতির বিনির্ব্যাসে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সংলপন করিলেন। (১৫) সেই শুভক্ষেণে মিশ্রবর্ষ্য বল্লভাচার্য্যও পিতৃকার্য্য ও দেবার্চনা ইত্যাদি সমাপন করিয়া উত্তম-হেমগৌরী কণ্ঠ্যাকে বিবিধ আভরণে বিভূষিত করিলেন। (১৬) তৎপরে তিনি বরের আনয়নে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিলে তাঁহারা শচীর মন্দিরে আসিয়া নিবেদন করিলেন,—‘শুভ কার্য্যের জন্ত মঙ্গলপুরঃসর নাম(বেদ)ধ্বনি সহকারে যাত্রা করিতে আজ্ঞা হয়।’ (১৭) শিব যেক্রপ হিমালয়শিখরে বিবাহ-পর্বে যাত্রা করিয়াছিলেন—স্বয়ং শ্রীহরিও এক্ষণে সজ্জনগণসমভিব্যাহারে জয়ধ্বনিপূর্বক মনুগ্রামানে (দোনার) আরোহণ করতঃ দ্বিজবর বল্লভ মিশ্রের ভবনে যাত্রা করিলেন। তখন ইতস্ততঃ দীপাবলি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। (১৮) অনন্তর বল্লভাচার্য্য স্বয়ং সম্মুখে আসিয়া নিজ মন্দিরে নেওয়ার ভগ্ন তাঁহাকে পাখাদি উত্তমোত্তম গন্ধ, বস্ত্র, মাল্যাদি সমর্পণে এবং অগুরুর বিনির্ব্যাসযুক্ত ধূপদানে বরণ করিলেন। (১৯) তখন পূর্ণচন্দ্রের প্রভা বিকীরণ করিয়া বর প্রকাশ পাইলেন—তাঁহার স্বেচ্ছা মুখের কান্তিতে কামদেব পরাজিত হইলেন। মনে হয়, যেন স্মমের পর্বতের গ্রায় শুদ্ধ-উজ্জল-সুন্দর দেহখানি গলিত-কাঞ্চনবর্ণ ধারণ

করিয়াছে। (২০) পদ্মপুশ্প হইতেও সমধিক শোভামণ্ডিত এবং অদ্ভুত-
কঙ্কণ-অঙ্গুরীয়কাদি-বিরাজিত করদ্বয়ের স্বমায় সমাপ্রতিগণের বাঞ্ছা-
কল্পতরু হরি সুবহল কল্পতরুকেও পরাজয় করিলেন। (২১) তৎপরে
চন্দ্রবৎ উজ্জ্বলা, স্বপ্রভায় জগতের অন্ধকার-বিনাশিনী এবং সুন্দররূপে
অলঙ্কৃত কন্যাকে আনিয়া জগদগুরু গৌরাদেবের চরণে সমর্পণ করিলেন ;
অনন্তর তাঁহাদের যুগলশোভা বিরাজ করিতে লাগিল। (২২) তাঁহাদের
মুখচন্দ্র উজ্জ্বলশোভাবিশয়ে মুগ্ধাভিলাষেই যেন রোহিণী ও চন্দ্রের মহাশোভা
ধারণ করিল ; তাঁহারা পরস্পরকে হরগৌরীবৎ কুসুমসমূহ বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। (২৩) অনন্তর লক্ষ্মীপতি উপবিষ্ট হইলে লজ্জিতা লক্ষ্মীও
সেই স্থলে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর বিধিজ্ঞ বল্লাভাচার্য্য পবিত্র
হইয়া বিধিমতে কান্তাদান করিতে সেই স্থলে সমুখবর্তী হইলেন। (২৪)
যাঁহার পাদপদ্মে পাণ্ড নিবেদন করিয়া প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা জগৎস্থষ্টির শক্তি
পাইয়াছেন—নথমণিকাস্তিচ্ছটায় অন্ধকার-বিনাশী সেই পাদপদ্মে বল্লভমিশ্র
পাণ্ড দান করিলেন। (২৫) যাঁহাকে মহেন্দ্র মহারাজের সিংহাসন দান
করিয়াছেন—সেই উত্তমপীতবসনধারী গৌরাদেবকে বল্লভাচার্য্য রত্ন-
জটিসিংহাসন ও কঙ্কণাবরণ, নীলবর্ণ রেশমীবস্ত্র, সুন্দর পীঠাসনাদি দান
করিলেন। (২৬) ক্রমে ক্রমে সেই বিধিজ্ঞ মিশ্রবর বিধানমতে হর্ষরোমাঞ্চ-
প্রভৃতি ভাবোদগম সহকারে অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়া, পরে পদ্মপলাশ-
লোচনা কন্যাকেও কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীহরির হস্তে দান করিলেন।
(২৭) তার পরে শুভ মহামহোৎসব নিবৃত্ত হইলে বিশ্বের আর্দ্রনাশন
বিশ্বস্তর প্রভু মানবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত মনুগ্রন্থবানে
(দোলার) আরোহণপূর্বক নিজমন্দিরে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রবিবাহনামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

(১) তৎপর শচীমাতা ব্রাহ্মণপত্নীগণ-সহ মহামহোৎসব করিয়া বধূকে ও পুত্রকে নিজগৃহে প্রবেশ করাইলেন। (২) ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন ও গন্ধমাল্যাদি দান করিলেন এবং অত্যন্ত শিল্পি-প্রভৃতি নটগণকে ধন দিলেন। (৩) কুটুম্বগণ-সহ আনন্দিত প্রভু মঙ্গল-গৃহে বাস করিয়া স্বচ্ছ-গগনে নক্ষত্রগণ-সহ চন্দ্রমাবৎ বিরাজমান হইলেন। (৪) লক্ষ্মীনারায়ণের দৃষ্টিমাজ্জই সর্বস্বমঙ্গল নিজ-নিজ ভাগ্য খ্যাপন করিবার জন্ত স্বয়ং শ্রীশচীমাতার গৃহে আগমন করিতে লাগিল। (৫) কিছু কাল আশ্রমে থাকিয়া প্রভু ধনোপার্জন করিতে মঙ্গলগণ-সহ সকল দেশকে পরম পবিত্র করিয়া পূর্বদেশে যাত্রা করিলেন। (৬) এই চন্দ্রবদন বিষ্ণু যে যে দেশেই গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই তত্ত্বতা জনগণ ইহাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন। (৭) তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পুরুষগণ তৃপ্তি-সমুদ্ভের পার-গমনে অসমর্থ হইলেন এবং নারীগণ বলিতে লাগিলেন—‘এই শুভদর্শন মহাপুরুষটি কোন্ দেশের হে? (৮) ইহার মাতা কোন্ পুণ্যে এই নরোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে হে? কাম-বিজয়ী ইহাকে ত পূর্বে কখনও (বা কোথায়ও) দেখি নাই !! (৯) কোন্ ভাগ্যবতী স্বচিরকাল শঙ্কর আরাধনা করিয়া ইহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে গো? ইনি নারায়ণ আর তিনি লক্ষ্মীই হইবেন—ইহাতে আর সংশয় নাই।’ (১০) এইরূপে জনগণ-মুখে বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, করুণ-নয়নে তাঁহাদের প্রীতি জন্মাইয়া গৌরহরি প্রস্থান করিলেন। (১১) পদ্মাবতী নদীর তীরে গিয়া বথাবিধি স্নান করিলেন এবং শ্রদ্ধান্বিত সাধুগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (১২) তদবধি সেই পদ্মাবতী

গদ্যাতুল্য পাবনী, মহাবেগবতী ও মহাপুলিনশালিনী স্বন্দর মহানদীরূপে পরিণত হইল। (১৩) তাহাতে কুম্ভীর, মকর ও মীন-(মৎস্য) রাজি বিদ্যুতের তায় চঞ্চলায়মান হইয়া শোভা করিত, তাহারই মহন্তটে তিনি সজ্জনগণ-সহ বাস করিলেন। (১৪) বিশ্বস্তরের স্নানে ও অঙ্গাদির ধোতকরণে সেই পদ্মার জলরাশি পাপনাশক ও কল্যাণকর হওয়াতে উহা মহাতীর্থতম হইয়াছিল। তাহারই তটে শ্রীহরি নিবাস করিতে লাগিলেন। (১৫) মহাত্মা পুণ্যবান্ জনদিগের নয়নস্থ দান করিয়া সেই মধুসূদন সাধুদর্শনের লালসায় নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। (১৬) দয়ালু স্বামী বিদ্যারসকুতুহলী হইয়া ব্রাহ্মণসকলকে পড়াইয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করিলেন। (১৭) এদিকে মহাভাগ্যবতী পতিপ্রাণা লক্ষ্মী নিয়ম করিয়া শচীমাতার পাদ-সেবাহনাদি করিয়া শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। (১৮) দেবমন্দিরে লেপ, মার্জনাদি করিয়া তিনি স্বস্তিকাদি রচনা করিতেন এবং স্বন্দররূপে সংস্কারাদিপূর্বক ধূপ-দীপাদি, নৈবেদ্য ও মালা প্রদান করিতেন। (১৯) তাঁহার সেবাগ, কথায়, সচ্চরিত্রে এবং কর্মে সেই শচী পরমপ্ৰীত হইয়া বহুদিন যাবৎ মহাপূর্ণকামই ছিলেন। (২০) তিনি স্নেহবশতঃ পুলকমণ্ডিত হইয়া পুত্রবধূকে নিজপুত্রবৎ—অত্যন্তমা কণ্ঠ্যবৎ পরমস্নেহে লালন করিতেন। (২১) এই ভাবে কিছু দিন গেলে হঠাৎ এক সর্প আসিয়া লক্ষ্মীর পাদমূলে দংশন করিল। সেই অবস্থায় লক্ষ্মীকে দেখিয়া শচীমাতা (২২) মহাভীতা হইলেন, বিষ-বৈদ্যগণকে ডাকাইয়া বধূকে বিষনিশ্চুক্ত করিবার জন্ত বহু যত্ন করিলেন। (২৩) কিন্তু বহুবিধ মন্ত্রপ্রয়োগেও তাঁহার বিষমার্জন হইল না। তার পরে বধুর কালপ্রাপ্তি হইয়াছে মনে করিয়া প্রযত্ন সহকারে (২৪) জাহ্নবীজলমধ্যে তুলসীমালায় ভূষিতা বধূকে রাখিলেন এবং নারীগণ সহ হরিকীর্্তন

করিতে লাগিলেন। (২৫) বিমল আকাশে গন্ধর্বগণের রথে রথে সজ্জট হইতে থাকিলে, যোগসিদ্ধ ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তম্ভল গান করিতে থাকিলে— (২৬) জগন্মাতা মহালক্ষ্মী নিজ প্রাণনাথের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সুরধুনীজলে দেহ বিসর্জন করিলেন। (২৭) অনন্তর লক্ষ্মী পরমশোভাময়, ইন্দ্রাদির অগম্য, সর্বমঙ্গলস্বরূপ নিজালয়ে গমন করিলেন। (২৮) পরমশোভাসমৃদ্ধি-যুক্তা লক্ষ্মীপ্রিয়া লোকনমস্কৃত ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ইতি শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবনামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

(১) ধর্ম-পরায়ণা সেই বধূর বিরহে শচী দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। নয়ন হইতে নির্গলিত জলধারায় তাঁহার স্তনদ্বয় প্রক্ষালিত হইত। (২) শচীমাতা সর্পকে বলিলেন—“হা রে সর্পাধম! তুই কি দুষ্কার্য্যই না করিয়াছিস্! আমার বধূকে ত্যাগ করিয়া কেন তুই আমাকে বিকট দশনসমূহে দংশন করিলি না? (৩) আমার স্বধার্মিক পুত্র, বধূকে আমার সেবার নিযুক্ত করিয়া ধনধাত্ত উপার্জন করিবার জন্ত ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে বিদেশে গিয়াছে। (৪) বধূ-বিরহিতা হইয়া এক্ষণে কি প্রকারে আমি পুত্রমুখ দেখিব?” এইরূপে শচীমাতা মহাশোকাকুলা হইয়া কুলবতী লক্ষ্মীকে গদ্যাতীয়ে চিরবিদায় দিয়া বান্ধবদিগকে বলিলেন—(৫) ‘কুলাচারমতে নিজ নিজ সংক্রিয়াদি সমাধান কর।’ তৎপরে জ্ঞাতিবান্ধবাদি অন্ত্যেষ্টি কার্য্যাদি সমাধা করিয়া শোকাশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন। (৬) তখন আত্মীয়স্বজনাদি মিলিয়া শচীমাতাকে প্রবোধ দিলে বহু দিন পরে তিনি কথঞ্চিং প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। নিজের পুত্রবদন স্মরণ

করিয়া শচী মুখে কেবল কৃষ্ণনামই করিতে লাগিলেন। (৭) কিছু দিন পরে পরমেশ্বর আনন্দিতমনে তত্রত্য পরমভক্তগণ কর্তৃক নিবেদিত রজত, স্বর্ণ, বস্ত্রাদিসম্বিত বস্ত্রসমৃদ্ধ লইয়া স্বগৃহে আসিলেন। (৮) অনন্তর শচী বাক্যচন্দ্রবিভ্রয়ী প্রভাশীল পুত্রকে গৃহে সমাগত দেখিয়া শীঘ্রই মনে মনে বিশেষ তুষ্ট হইলেন না, পরন্তু বধুবিরহজনিত বহুতর ব্যথাই হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন। (৯) তৎপরে পদ্ম-পলাশনয়ন প্রভু শচীকে দেখিয়া চরণে নিপতিত হইলেন এবং মস্তকে চরণ-রেণু ধারণ করিলেন। কিন্তু জননীর মুখ বিমলিন দেখিয়া মহাবিস্মিত হইলেন। (১০) বিদেশে যে সব ধনাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জননীর নিকট সম্যকরূপে সমর্পণ করিতে করিতে মুহুমধুর হাস্য-মিশ্র বাক্যে বলিলেন—“বল দেখি মা! তোমার মুখ আজ এত মলিন দেখিতেছি কেন? তোমার বধু...” (১১) এই অমৃতমধুর বাক্যে আনন্দ পাইয়া শচী কল্যাণীয়া বধুর বিরহ-স্মৃতিতে গদগদকণ্ঠে বিগলিতাশ্রুধারায় বক্ষঃ প্রাবিত করিয়া বধুর সকল বৃত্তান্তই নিবেদন করিলেন। (১২) তখন জননীর করুণনয়ন দেখিয়া এবং পূর্ববৃত্তান্ত সব শ্রবণ করিয়া শোকে ও হর্ষে পরিপূর্ণদেহ হইয়া মধুসূদন করুণনয়নে জননীকে বলিলেন—(১৩) জগদীশ্বর আত্মসংগোপন-সূচক বাক্যে সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বলিলেন—“মাতঃ! ইনি দেববধু অপ্সরা ছিলেন, সংপ্রতি পৃথিবীতে ষেক্ষরূপ ভাবে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা শুন। (১৪) ইন্দের সভায় এই চন্দ্রবদনা নৃত্য করিতে করিতে দৈবাৎ একক্ষণের জন্য স্থলিতপদ হইয়াছিলেন অর্থাৎ তালভঙ্গ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র এই ব্যাপার দেখিয়া শাপ দিলেন—“মল্লজ-কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ কর।” (১৫) ইন্দের মুখে শাপ শুনিয়া ইনি তাঁহার চরণে পড়িলে ইন্দ্র সদয় বচনে বলিলেন—‘হে কল্যাণীয়ে! তুমি ঈশ্বর-বধু হইবে।

এই পৃথিবীতে স্বর-চূর্ণভ মহাস্ব্থ আশ্বাদন করিয়া পুনরায় এই উজ্জ্বল ইন্দ্রপুরী আসিবে। হে স্বন্দরি! এক্ষণে যাও।’ (১৬) স্বরপতির এই বাক্যে তিনি সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন। স্বরধুনীর জলে দেব-শাপজ পাপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন। (১৭) অথবা লক্ষ্মীস্বরূপা জগদীশ্বরী স্বয়ং নিজ প্রভুর চরণপদ্মেই বিশ্রাম-লাভ করিয়াছেন। কাজেই বৃথা শোক করিও না, বিধির নির্বন্ধ অবশ্যই ঘটবে, সকল জগৎ ত কালেরই অধীন।’ (১৮) শচীমাতা চন্দ্রমুখ পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে শোক ত্যাগ করিলেন। মহুগ্ধভাবধারী হরির বৈভব (ঐশ্বর্য) প্রকটিত হইলেও তাহার গোপনের হেতু এই ঘটনা বিবৃত করিলাম। (১৯) স্বয়ং ভগবান্ যে এই ইন্দ্রসম্বন্ধীয় কথাবার্তা বলিলেন, ইহা কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার নহে; যেহেতু ইহারই অল্পভাবরসে অল্পপ্রাণিত হইয়া ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি করেন ও মহেশ্বর ইহার বিনাশ করেন।

ইতি শচীশোকাপনোদননামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

(১) অদिति ও দেবগণের সহিত ইন্দ্র ষে রূপ আনন্দলাভ করেন, তদ্রূপ শচীমাতাও সজ্জনবন্ধুদিগের সহিত রমণীয় গৃহে বাস করিয়া আনন্দ পাইতেছিলেন। (২) তার পরে শচীমাতা পুত্রের বিবাহ জন্ত চিন্তা করিয়া দ্বিজবর কাশীনাথকে বলিলেন—‘সংপ্রতি (৩) শ্রীমৎ সনাতন মিশ্রনামক পণ্ডিত ও ধামিকবরের নিকট গিয়া বল—তিনি যেন আমার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বথাবিধি-বিবাহ দেন। (৪) তাঁহার এই বাক্যশ্রবণে দ্বিজোত্তম কাশীনাথ মহাত্মা পণ্ডিত সনাতনের নিকট সকল কথাই বিজ্ঞাপন করিলেন। (৫) তিনি বলিলেন—

“হে দ্বিধবর ! আপনি এক্ষণে গমন করুন, যাহা অত্যাবশ্যক কর্তব্য, তদ্বিশেষে সময় নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণোত্তম প্রেরণ করিব।” (৬) কাশীনাথের কথায় পত্নী ও বান্ধবের সহিত বিবেচনা করিয়া ইহাই করণীয়রূপে নিশ্চিত করতঃ কাশীনাথকে বলিয়া দিলেন। (৭) তাঁহার বিবাহ-নিশ্চয়-বচন শুনিয়া শচীর নিকট সম্যক্ আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন, শচীও খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। (৮) কিয়ৎকাল মধ্যেই শুদ্ধ, সদাচার, লোকপালক, বৈষ্ণব, (৯) দয়ালু, আতিথেয়, স্নান, প্রিয়বাক্ ও শুদ্ধ শ্রীসনাতন পণ্ডিত একজন ব্রাহ্মণকে শচীদেবীর নিকট পাঠাইলে তিনি শচীদেবীকে দণ্ডবৎ করিয়া (১০) বলিলেন—‘হে সাধ্বী ! মহাত্মা তোমার পুত্র বিশ্বস্তর পণ্ডিতকে সর্বগুণযুক্তা ও রূপোদার্যসমন্বিতা কন্যা (১১) দান করিতে শ্রীসনাতন পণ্ডিত তোমার নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছেন।’ আনন্দমনে সাধ্বী শচী তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলে (১২) তিনি বলিলেন—‘এই সদগুণ-মণ্ডিত সম্বন্ধ নিত্যই আমার সম্মত, তাহা অবশ্যই করণীয়।’ অনন্তর তাঁহাকে বিবাহের শুভ দিন নির্ধারিত করিয়া দিলেন। (১৩) ব্রাহ্মণও আনন্দিত হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—‘বিষ্ণুপ্রিয়া সর্বশোভাসম্পন্ন তোমার পুত্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া (১৪) স্বনাম সার্থক করুন, আর শ্রীমদ্বিশ্বস্তর প্রভুও কৃষ্ণ ঘেরূপ কল্পিলীলাভে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন—তদ্রূপ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া (১৫) পরম স্বখী হউন। এই সত্য কথাই তোমাকে বলিলাম।’ ব্রাহ্মণপ্রবরের এই কথা শ্রবণে শচী আনন্দিত হইলেন। (১৬) এই ব্রাহ্মণও শ্রীসনাতনের নিকট গিয়া সব কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে শ্রীসনাতন পণ্ডিতও হৃষ্ট হইয়া (১৭) সত্বর সর্বদ্রব্যাদি, অলঙ্কারাদি আহরণ করিলেন। তৎপরে স্নকৃতি সময় জানিয়া অধিवास করিতে উত্তত হইলেন। (১৮) কিয়ৎকাল পরে জনৈক গণক আসিয়া

বদ্বান্নবাদ—১৩শ সর্গ **পরমনিধি, করৌণী** ১২৬

মারাবলী-৫

বিনয়াদিত হইয়া বলিলেন—‘পথে আমি শ্রীমদ্বিশ্বস্তর প্রভুর সহিত
আনন্দে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া (১৯) তাঁহাকে ভিজ্ঞাসা করিলাম—
“হে ভগবন্! অত্ন তোমার বিবাহের অধিবাস হইবে, হে বৎস!
তাহাতে বিলম্ব করিতেছ কেন?” (২০) ইহা শুনিয়া প্রস্তুতিমুখপন্ন
দেব বিশ্বস্তর বলিলেন—“বল দেখি, তুমি কোথায় কাহার বিবাহ-বার্ত্তা
জানিলে হে?” (২১) তাঁহার এই কথায় আমি তোমার নিকট
আসিলাম; এফণে যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহারই আচরণ কর। (২২) গণকের
এই বাক্যশ্রবণে শ্রীল সনাতন মহাভূঃখিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে বলিলেন—
(২৩) ‘আমি এই সকল দ্রব্য ও আভরণাদি যোগাড় করিয়াছি, তথাপি
আমার ছুরদৃষ্টবশতঃ ইহাতে তাঁহার আদর হইল না!! (২৪) ইহাতে
আর আমি কি করিব? আমি ত কাহারও নিকট অপরাধ করি নাই।’
তৎপরে সন্তস্তহৃদয়া, শুচিব্রতা (২৫) কুলজ্ঞা, বিষ্ণুভক্তিসম্পন্না ও পতি-
সেবারতা পত্নী হুঃখিতা হইয়া হুঃখিত পণ্ডিতবর পতিকেকে বলিলেন—
(২৬) ‘যদি স্বয়ং শ্রীমদ্বিশ্বস্তর বিবাহ নাই করেন, তবে ইহাতে
অপরাধ আবার হবে কেন? আপনি হুঃখিত হইবেন কেন?
(২৭) আমরা কিন্তু বিন্দুমাত্রও কিছু বলিব না যে, ইহা করণীয় অথবা
করণীয় নহে। হুঃখ ত্যাগ করিয়া আনন্দ করুন।’ (২৮) পত্নীর
বাক্যে বদ্ধগুণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেয়সীর শ্রীতি সম্পাদন করিয়া
পণ্ডিত বলিলেন—‘এই কথাই স্তম্ভর ও নিশ্চিত। (২৯) বিপ্রবর যদি
বিবাহ না করেন, তবে আমরা বিবাহ দিব না।’ তৎপরে এই ভগবান্
বিশ্বস্তর অবগত হইলেন যে, ব্রাহ্মণদম্পতী হুঃখিত হইয়াছেন। (৩০)
তাঁহারো ক্রোধে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়াছেন, অথচ বিষ্ণুভক্ত ও বিমৎসর।
ব্রহ্মণ্য ভগবান্ এই বিশ্বস্তরদেব তখন তাঁহাদের হুঃখ হরণ করিলেন।

ইতি শ্রীসনাতন-সাস্ত্রনানামক ত্রয়োদশ সর্গ।

ব্রাহ্মণ্য—অন্ত্যাত্ম্য

পরমনিধি, করৌণী

চতুর্দশ সর্গ ।

(১) তৎপরে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণপরায়ণ হইয়া তাঁহাদের হৃৎকম্প শ্রবণ করত নিজ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন । (২) মধুর বাক্যে ব্রাহ্মণমুখে প্রাকৃত মানবের ত্রায় তাঁহাদিগকে অতুলনয় বিনয় করিয়া কন্যা-বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । (৩) অনন্তর শুভ-লগ্নে, শুভ-চন্দ্রনক্ষত্রাধিত অধিবাসদিনে সাধু-বিপ্রগণ সমাগত হইলেন । (৪) মৃদঙ্গ পণবাদি বাজ্য বাজিতে লাগিল, বেদধ্বনি উচ্চারিত হইল । ধূপ, দীপ ও পতাকা দি দ্বারা দিগ্‌বিদিক্ অলঙ্কৃত হইল । (৫) সেই প্রভু তখন স্বস্তিবাচন করত পিতৃদেবাদের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণ-সহ অধিবাসক্রিয়া সমাধান করিলেন । (৬) তৎপরে মহাযশস্বী হরি, ব্রাহ্মণ-সম্মানগণকে প্রচুর পরিমাণে চন্দন, গন্ধ, তাম্বুল, মালাদি দান করিলেন । (৭) সেই সময়ে পণ্ডিতবর্ষ্য শ্রীযুক্ত শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রদ্ধাধিত ও প্রহুষ্ঠান্তঃকরণ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । (৮) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণকে পাঠাইয়া তিনি বধাবিধি মহাদ্বা জামাতার অধিবাসকার্য্য সমাধান করাইলেন । (৯) আবার এদিকে স্বয়ং মহানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া তিনি নিজহুহিতার অধিবাসকার্য্যও বিধিমতে নির্বাহ করিয়া ভববেদনা দূর করিলেন । (১০) তৎপরদিন প্রাতঃকালে ভগবান্ গন্ধাজলে স্নান ও আহ্নিকাদি সমাধা করিয়া সাধুগণ-সহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন । (১১) সাবধানে নান্দীমুখ পিতৃগণকে সমর্চনা করিলেন, এমন সময়ে সহসা কতিপয় মহোজ্জল (১২) ব্রাহ্মণবালক আসিয়া কামকোটসমবর্ণ শ্রীবিংশস্তর-দেবকে বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা ও গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করিলেন । (১৩) আবার সেই ক্ষণে শ্রীসনাতন পণ্ডিতও বস্ত্রালঙ্কার মালাচন্দনাদি দ্বারা ঝাটিতি স্বীয় কন্যাকে সমলঙ্কৃত করিলেন । (১৪) বিবাহের সময় আসন্ন জানিয়া তিনি উত্তমোত্তম ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া জামাতার আদরপূর্বক

আনয়ন জন্ত প্রেরণ করিলেন। (১৫) তৎপরে ব্রাহ্মণবর্ষ্যগণ গিয়া
 বিনয়ভরে বলিলেন—‘তোমার বিবাহের এই শুভ কাল উপস্থিত হইয়াছে।
 (১৬) এক্ষণে বিজয় হউক, পণ্ডিতের গৃহে শুভবাত্রা করিতে মন কর।
 অহো! তাঁহার ভাগ্য কে বর্ণনা করিতে পারে?’ (১৭) ব্রাহ্মণের
 সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মুখভঙ্গীতে আদর স্মৃতি করিলেন।
 তখন জয়ধ্বনি, বেদধ্বনি ও মৃদঙ্গপটহাদিধ্বনি হইল। (১৮) বীণা,
 পণব ও কাংশ্রম্বাদি বাজিতে লাগিল, আর আনন্দিতচিত্তে প্রভু মাতাকে
 দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া শীঘ্রই দোনার আরোহণ করিলেন। (১৯)
 চারি দিকে দীপাবলি জলিতে লাগিল, নক্ষত্রমালামণ্ডিত চন্দ্রমার
 ছায় তিনি শারদ চন্দ্রকিরণবৎ শুভ শিবিকায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।
 (২০) সূর্যবর্গের ক্ষীরসমুদ্রে দ্বিতীয় স্নানকরুণবৎ ভগ্নমোহন লাবণ্য
 প্রকাশ করিয়া স্বয়ং হরি বিরাজ করিতে লাগিলেন। (২১) জামাতা
 নিকটবর্তী হইয়াছেন দেখিয়া মিশ্রবরের হর্ষাতিরেকে রোমাঞ্চ হইতে
 লাগিল; অভ্যুপগম করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং বিধানমতে
 পাণ্ড ও আসনাদি আদরে দান করিলেন। (২২) তিনি বস্ত্র, মালা
 এবং অল্লপনাতি সমর্পণে গলিত-কাঞ্চনবর্ণ মালতীমাল্যে শোভিতবক্ষ
 গৌরহরিকে বরণ করিলেন। (২৩) মনে হয়, যেন গঙ্গার ধারাদ্বয়-
 সমন্বিত স্নানকরুণই শোভা করিতেছে। উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ছায়
 বদনযুক্ত, পদ্মপাশ-নয়ন জামাতাকে দেখিয়া স্বর্গ (২৪) আনন্দিত
 হইলেন এবং সূর্যাস্তবদনে দীপমালা লইয়া স্বস্তিক, লাজ (খই) প্রভৃতি
 মঙ্গলদ্রব্য সহযোগে তিনি (২৫) ও দ্বিজপত্নীগণ প্রীতিভরে জামাতার
 নির্মল করিলেন। তাঁহারা সকলেই জামাতার হৃদয়বিজ্ঞ, পরমানন্দে
 পরিপূর্ণ এবং কোতুল-সমন্বিত হইয়াছিলেন। (২৬) তৎপরে ত্রীল
 সনাতন পণ্ডিত দিব্য কণ্ঠ্যকে আনিয়া সমাহিতচিত্তে জামাতার চরণতলে

নিবেদন করিলেন। (২৭) তৎপর জয় জয় নাদে, বিপ্রগণের বেদ-ধ্বনিতে, এবং বিবিধ বাজের নিনাদে মহোৎসব সম্পন্ন হইল। (২৮) বিষ্ণু ও বিষ্ণুপ্রিয়া পরস্পরকে পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মহানন্দই যেন অবতীর্ণ হইল। (২৯) তার পরে স্বয়ং প্রভু সেই বিশালভূজ হরি এবং কল্যাণীয়া বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া শুদ্ধাস্তরঙ্গসংযুক্ত শুভ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। (৩০) দ্বারকায় যেমন কৃষ্ণ ও রুচিরবদনা রুক্মিণী শোভাবৃদ্ধি করিতেছিলেন, তদ্রূপ এই বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাদ্বয়েরও কান্তি রোহিণী-চন্দ্রের ত্যায় বৃদ্ধিশীল হইল। (৩১) সেই সনাতন মিশ্র আসিয়া বিধিমতে কণ্ঠ্যকে তাঁহার হস্তপদে সমর্পণ করত নিজে কৃতার্থ মনে করিলেন। (৩২) তৎপরে বিবাহকার্য্য স্থসম্পন্ন হইলে মহামহোৎসব করিয়া জগদগুরু ভাষ্যার সহিত নিজ মন্দিরে আগমন করিলেন। (৩৩) ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বন্দনীয় গৌরকে বধূর সহিত গীঘ্র গৃহে সমাগত দেখিয়া তখন বিশ্বম্ভর-জননী শচীনাতা হাস্যশোভিত বদনে সাক্ষীগণ সহ আনন্দে গৃহ-প্রবেশবিধি সমাধান করিলেন।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ-নামক চতুর্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ।

(১) তৎপর হরি পুরজ্ঞানগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গৃহে বাস করিতে করিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও সজ্জনদিগকে বিজ্ঞা দান করিতে লাগিলেন। লৌকিক সংক্রিয়াদি বিধি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া অদ্ভুত কারুণ্যই প্রকাশ করিলেন। (২) তিনি বাগ্মিতায় বৃহস্পতির তেজ, কাব্য-রচনায় কাব্যের (শুক্রাচার্য্যের) প্রতিভা এবং কান্তিতে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য হরণ করিলেন। মনে হয়, যেন স্বয়ং প্রভু পৃথিবীতে

অবতরণ করিলে বৃহস্পতি প্রভৃতিতে অর্পিত বাগ্মিতাদি গুণ তাঁহারা
 হরিকে পুনরায় অর্পণ করিলেন। (৩) যাহারা পূর্বজন্মে পুণ্যরাশি
 অর্জন করিয়াছিলেন, সেই বিপ্রমহাভ্রনদিগকে তিনি অধ্যাপনা করিতে
 লাগিলেন। অহো! জগদ্গুরু যাহাদের সাক্ষাৎ উপদেষ্টা হইয়াছেন,
 সেই ভাগ্যবান্ বিপ্রদের মহাগুণ কি প্রকারে বর্ণনা করিতে পারিব?
 (৪) গলিতহেনকাস্তি গোর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বিলাসবিভ্রমাদিযুক্ত
 হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার পাদপদ্ম
 লালন (সদ্বাহন) করিতেন আর রসিকচূড়ামণি রসের পূর্ণতা প্রকট
 করিলেন। (৫) শিশুগণ সহ বিজ্ঞাবিলাসরসে বাহ দোলাইয়া দোলাইয়া
 হরি পথে বাইতেন। গৃহে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিজ জননী-
 সন্থীপে বসিয়া নিত্য তাঁহার স্তুতি সম্পাদন করিতেন। (৬) অনন্তর
 সেই অচ্যুত লোকশিক্ষার জ্ঞান পিতৃকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।
 বিধিহীন হরি বিধানমতে শ্রাব করিয়া ব্রাহ্মণগণ সহ গয়ায় গমন করিলেন।
 (৭) পথে বাইতে বাইতে তিনি প্রাকৃত জীবের অনুকরণে হাসিয়া
 নর্গোস্তি করত সঙ্কলনগণের কৌতুকপ্রদ হইলেন। হরিণসমূহকর্তৃক
 রাজ্যিত স্থলীরাজ্যিতে তাহাদের কৌতুক দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ
 করিতেন। (৮) 'চোরাঙ্করক' নামক হ্রদে স্নানাহিক করতঃ দেব-
 পিতৃলোকের বধাবিধি তর্পণাদি করিলেন এবং শীঘ্রই প্রিয়গণ সহ বন্দ্যে
 আরোহণ করিয়া দেবতা দর্শন করিলেন। (৯) তৎপরে সত্বর বন্দ্য
 পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্বতের তলদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে
 উপস্থিত হইলেন। লোকশিক্ষা করাইবার জ্ঞান প্রভু হঠাৎ জরের
 আক্রমণে ব্যথিত হইলেন। (১০) 'অহো! পথমধ্যেই দৈবাৎ
 আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িল। স্ততরাং কিরূপে গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ
 সনাদা হইবে? মঙ্গলময় কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।' এইরূপে প্রভু

মহাচিন্তাস্থিত হইলেন। (১১) তার পরে নিজেই চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিলেন এই যে, জ্বর শাস্তির জন্ত দ্বিজপদসেবাই বিধি। ইহা অবগত হইয়া ভগবান্ দ্বিজপদসেবা করিয়া তাঁহার চরণজল পান করিলেন। (১২) যে সকল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাশ্রয় করিয়াছিলেন—নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতেন—সেই কৃষ্ণভক্তাভিমানী প্রভু তখন তাঁহাদেরই কিন্তু চরণজল পান করিলেন। (১৩) তাহাতেই জ্বর নিবৃত্তি হইল। সন্দের লোকগণকে দ্বিজপাদভক্তি দেখাইয়া প্রভু তখন পুনঃপুনা তীর্থে গিয়া সেখানে পিতৃদেবতাদির অর্চনা করিলেন। (১৪) তৎপরে নদী পার হইয়া তিনি পুণ্যময় রাজগিরি নামক তীর্থোত্তমে গমন করিলেন। লোকশিক্ষার জন্ত তিনি ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃদেবপূজা করিলেন। (১৫) * * * * গয়ায় গদাধরের চরণদর্শনলোভে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। (১৬) তথায় তিনি ঈশ্বর পুরী নামক এক হরিপদভক্ত কল্যাণময় ত্রাসিচূড়ামণির সন্দর্শন লাভ করেন। পরমেশ তখন পরম ভক্তিসহকারে সন্তুষ্ট সন্ন্যাসিবরকে দণ্ডবৎপূর্বক বলিলেন— (১৭) ‘হে ভগবন্! অত্ন মহাভাগ্যে ভবদীয় পাদপদ্মের দর্শন লাভ হইল। হে কল্যাণময় প্রভো! যাহাতে ভবসমুদ্র পার হইয়া কৃষ্ণচরণ-পদ্মের অমৃত আশ্বাদন করিতে পারি—তাহাই আপনি দয়া করিয়া উপদেশ করুন।’ (১৮) শ্রীহরির এবস্থিধ বাক্যামৃত পান করিয়া সেই অন্তর্ধ্যামী পুরী আনন্দভরে মত্তবর বলিয়া দিলেন। তখন ভক্তিবিশিষিতচিত্ত গৌরচন্দ্র ঐ দশাঙ্গর মত্তবর প্রাপ্তি করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। (১৯) হে দয়ালো ত্রাসিন্! অত্ন আপনার চরণসদনাভে দুর্লভ কৃতার্থতা লাভ করিলাম। অত্ন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মধুমদ আশ্বাদনে পূর্ণকাম হইলাম। ইহাতেই দুঃখ সংসার হইতে ত্রাণ পাইব।

ইতি শ্রীমদীশ্বরপুরীদর্শন-নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

(১) সেই প্রভু স্বয়ং গুরুভক্তি প্রদর্শন করাইয়া কন্বতীর্থে পিতৃদেবতার অর্চন করিলেন। * * * * * প্রেতশিলায় পিতৃপিণ্ড দান করিলেন। (২) দেবার্চনা করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মগণকে তিনি বথেষ্ট দক্ষিণা দান করিলেন। তার পরে ঐ পর্বত হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া উদৌচী গেলেন। দক্ষিণমানসে পিতৃক্রিয়া সমাধা করিয়া আবার (৩) উত্তরমানসে শ্রাদ্ধাদি করিলেন। ব্রাহ্মগণে বেষ্টিত হইয়া জিহ্বাচপল নামক তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবতার্চনা করিয়া, পরে আনন্দিতচিত্তে গয়াশিরে গমন করিলেন। (৪) দ্বিজোত্তম-গণের সাহায্যে ষোড়শ বেদীতে পিতৃকার্য্য নিষ্পাদন করিলে শ্রীমজ্জগন্নাথ পুরন্দর সাফাৎ হইয়া আনন্দিতচিত্তে পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। (৫) শ্রীরাম-কর্তৃক প্রদত্ত পিণ্ড বেরূপ তাহার পিতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ এ স্থলেও সংঘটিত হইল। সর্বত্রই এই প্রকার শ্রীহরির চরিত্র হইলেও কিন্তু উহা দুর্লভতমই বটে !! (৬) তিনি বিষ্ণুপদে শ্রীহরিপাদচিহ্ন দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন—‘হরির পাদপদ্মচিহ্ন দেখিয়াও কেন আমার প্রেমোদয় হইল না!’ (৭) ঠিক সেই ক্ষণে দৈবাৎ হুশীতল জলে মুহূর্হ বিষ্ণুপদ প্রফালিত হইলে ভগবান্ কম্প ও রোমাঞ্চব্যাগু হইয়া প্রেমজলের শত শত ধারায় বক্ষঃ স্নান করাইলেন। (৮) কৃষ্ণপাদপদ্মের প্রেমাংশবে তিনি শীঘ্রই বিহ্বল হইয়া নিঃসদ হইলেন এবং সাধুনিষেবিত রমণীয় সেই গয়াধাম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিলেন। (৯) তখন নবমেঘবৎ ধ্বনি করিয়া দৈববাণী হইল—‘হে দেব ! এক্ষণে তুমি নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন কর, পরে কালক্রমে বৃন্দাবন ও অগ্রজ নিজ চেষ্টায় গমন করিবে। (১০) আপনি সর্বৈশ্বর্য্য ত বটেই, সর্বকার্য্য করিতে বা না

করিতে সর্বথাই সমর্থ। তথাপি ভূত্যগণ বাহা বলিতেছে, হে প্রভো ! তাহা সম্পাদন করিতে এক্ষণে আজ্ঞা হয়।' (১১) প্রভু এই মহাদিব্যবাণী শ্রবণ করিয়া নিজ বন্ধুগণ সহ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, মাতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলে মাতা তখন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। (১২) প্রেমভরে ধৈর্য্যরহিত হইয়া প্রভু গৃহে বাস করিলেও কখনও ক্রন্দন, কখনও বা উচ্চ শব্দ করেন। মুহুমূর্ছ ভীষণ চীৎকার করেন, কখনও বা কম্পাঘ্রিত হইয়া গদগদবাক্যে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। (১৩) কখনও বা শ্রীবাসাদি বিপ্রগণের সহিত নৃত্যন কীর্ত্তন করেন কিম্বা ভাবপূর্ণ হইয়া যথেষ্ট নৃত্য করেন। কখনও বা লোকশিক্ষা দিবার জন্ত নানাবিধ অবতারের অঙ্কন করিয়া বিলাস করেন। (১৪) অনন্তর তিনি হরিপাদপদ্মে সর্বক্ৰিয়া ত্যাগ করত আশিচূড়ামণি হইলেন। তৎপরে মুকুন্দাদি মহন্তর হরিপ্রিয়জনগণে পরিবৃত্ত হইয়া ক্ষেত্রবর পুরুষোত্তমে গমন করিলেন। (১৫) তথায় নীলাচলনাথকে দর্শন করিলেন এবং বহুদিন যাবৎ মহা মহা আনন্দরাশি প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রাজ্ঞ সাধুগণ-সমভিব্যাহারে পথে পথে রামচন্দ্রনির্মিত সেতুবন্ধ গমন করিলেন। (১৬) তদ্রত্য সপ্ত তমালবৃক্ষ দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে আনিদ্রন করত মুহুমূর্ছ রোদন করিলেন। তার পর সেই প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কূর্ম্মরূপী জগদীশ্বরকে দর্শন করিলেন। (১৭) তার পরে আবার শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন। তথায় কিছু কাল বাস করিয়া, পরে আবার মধুসূদন মথুরাদর্শনে যাত্রা করিলেন। (১৮) পাদাঙ্কচিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত স্থলীরাঙ্গির দর্শনে তিনি মুহুমূর্ছ ভূমিতে পড়িয়া লুপ্তন করিতে করিতে রোদন করিয়াছিলেন। জগদগুরু সেই ধামে প্রেমামৃত আশ্বাদনেই উৎসুক হইয়া বাস করিলেন।

(১৯) এই ভাবে প্রভু মধুপুৰীতে পরমানন্দ বিস্তার করত আনন্দে হৰ্ষাতিয়েক প্রাপ্তি করিলেন এবং পুনরায় সাধুজন সঙ্গে পরমধাম দিব্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পদব্রজে আগমন করিলেন। (২০) শ্রীহরির এই তীর্থ-পর্যটনকাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করিলে মহত্তম গয়াতীর্থের ফল লাভ করা যায় এবং শ্রদ্ধাবান্ মানব দেহাবসানে পূর্ণলালসায় বিমুক্তা গতি লাভ করেন।

ইতি গয়াগমন-নামক বোড়শ সৰ্গ।

ইতি প্রথম প্রক্ৰম ॥

দ্বিতীয় প্রক্ৰম।

প্রথম সৰ্গ।

(১) এই সব আখ্যান শ্রবণ করিয়া শ্রীদামোদর পণ্ডিত বলিলেন—
‘লীলানিধি প্রভু নবদ্বীপে কি কি লীলা করিয়াছেন, (২) তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন কর। যেহেতু এই লীলা সকলেরই কর্ণরসায়ন।’
তার পরে ঐ মুরারি, ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন,—
(৩) “মহাশচর্য্যজনক কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণকমলে দণ্ডবৎ করিয়া বলিতেছি—(৪) হে চৈতন্যচন্দ্র! তোমার চরণের নখচন্দ্রকান্তি—
শরণাগত আমার একাদশেন্দ্রিয় ও জীবকোষ (আত্মা) সহিত অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করুক, নিত্য পোষণ করুক এবং আনন্দ দান করুক।
(৫) হে চৈতন্যচন্দ্র! তোমার চরণকমলযুগল দেখিয়াও বাহারা তোমাকে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করে না, হে প্রভো! তাহারাই মোহবশবর্তী,

রসভাববিহীন এবং তোমার মহা ঐশ্বর্যময়ী মায়ায় মোহিত হইয়াছে !!

(৬) হে চৈতন্যচন্দ্র ! দেবগণও যখন তোমার চরণাবিন্দুগুল-
(নাহান্না) জ্ঞানেন না, তখন অল্প লোকের কথা আর কি বলিব ?
হে করুণাসিন্ধুবিগ্রহ ! হে মুকুন্দ ! তুমি বাঁহাদিগকে দয়া কর, তাঁহারাই
কেবল তোমাকে নিত্য ভজন ও প্রণাম করে এবং তোমার তত্ত্ব বুঝে ।

(৭) হে বরেন্ধ্য নৃহরি ! হে করুণামৃতসাগর ! তোমার চরণকমলে
প্রণাম করিয়া তোমার লীলা বর্ণন করিতেছি । প্রভো হে ! তাহাতে
আজ্ঞা দাও—শক্তি সঞ্চারণ কর, বাহাতে তোমার কথামৃতরসে পরিপূর্ণ
বাণী উচ্চারিত হয় ।” (৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি নিজগৃহে আসিয়া নিতাই
প্রেমশ্রদ্ধার পাত করিতেন । করুণানিধি প্রভু নিজমন্দিরে ব্রাহ্মণগণকে
সর্বদা বিত্তা দান করিলেন । (৯) একদিন নিজগৃহে স্তম্ভ রোদনপরায়ণ
নিজ পুত্রকে দেখিয়া সাক্ষী শচী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—“বৎস ! কেন
তুমি রোদন করিতেছ ?” (১০) প্রেমবিহ্বল নাথ শ্রীমদ্বিশ্বস্তর
মাতার বাক্য শুনিয়াও কোনই উত্তর দিলেন না । তখন হইতে
শচীমাতা চিন্তাঘিতা হইলেন । (১১) কিছু কাল পরে যখন জানিলেন
যে, গৌরের ঐ ভাব হরির অল্পগ্রহবশতঃ প্রেমই বটে, তখন বিনয়ভরে
শচীমাতা গোবিন্দচরণে ভক্তি যাজ্ঞা করিলেন । (১২) “বৎস নিমাই !
যেখানে যেখানে যে কিছু ধন পাইয়াছ, তাহা তাহাই আনিয়া আমার
হাতে দিয়াছ । তুমি গয়ায় গিয়া প্রেমনামক দেবদুর্লভ কি ধন লাভ
করিয়াছ—(১৩) তাহা এক্ষণে আমাকে দান কর—যদি আমাতে
তোমার করুণা থাকে, [তবে সেই প্রেমই দাও] । তাহা হইলে আমি
নিরন্তর কৃষ্ণরস-সমুদ্রে বিহার করিব ।” (১৪) মাতার এই বাক্য শ্রবণে
মাতৃস্নেহে তিনি বলিলেন—“মা ! বৈষ্ণবানুগ্রহ হইলে তোমারও সেই
প্রেমলাভ হইবে ।” (১৫) পুত্রের এই বাক্যে শচীদেবী আনন্দিতা ও

ভক্তিযুক্তা হইলেন। শ্রীমচ্চৈতন্যদেবও ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে বলিলেন—
 (১৬) ‘আমার মাতা শ্রীহরিতে প্রেম প্রার্থনা করিতেছেন—আপনারা
 নির্ণয় করুন, বাহাতে স্বদুর্লভা হরিভক্তি ইনি লাভ করিতে পারিবেন।’
 (১৭) এই বাক্যে তাঁহারা সকলে বলিলেন—‘ইহার জগন্নাথে মূনি-
 দুর্লভা প্রেমভক্তি তোমার কথাতেই উদ্ভিত হইবে।’ (১৮) ইহা
 শুনিয়া সাক্ষাদ্ভক্তিধরুণিণী শ্রীশচীদেবী শ্রীহরিতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ
 করিয়া প্রেমপূর্ণা হইলেন। (১৯) কখনও গৌরাদ বহুপ্রকারে
 অশ্রদ্ধাধাপাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাসাম্বর
 শ্লেষধারায় আশ্রুত হইয়া গেল। (২০) গুণ্ধাধর ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রভু
 একদিন ভূতলে লুণ্ঠন করিতেছিলেন—নিরন্তর শ্লেষধারা প্রবাহিত
 হইতেছিল আর (২১) গুণ্ধাধর ঐ ধারা আকর্ষণ করিয়া করিয়া দূরে
 নিক্ষেপ করিলেন। পবিত্র গৌরচন্দ্র সদাকাল রসে পরিপূর্ণ হইয়া
 থাকিতেন। (২২) সমগ্র দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি প্রদোষকালে
 প্রবুদ্ধ হইতেন এবং নিকটবর্তী লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন—‘এখন
 কি দিবা?’ তাহারা বলিত—‘এই যে রাত্রি হইয়াছে!’ (২৩) এইরূপে
 সমগ্র রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি ধরদিন এক প্রহর বেলা অতীত হইলে
 বাহু ভাব প্রকাশ করিতেন। (২৪) তখন তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা
 করিতেন—‘রাত্রি কতক্ষণ আছে?’ উত্তর হইত—‘এক্ষণ যে দিন!’
 এইরূপে তিনি মহাপ্রেমে দিনষামিনী জানিতে পারিতেন না।
 (২৫) কখনও হরিনাম বা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াই বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে
 দণ্ডবৎ পতিত হইতেন, কখনও বা কম্পিত হইতেন। (২৬) কখনও
 বা গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম গদগদকণ্ঠে সাদরে গান করিতেন,
 কখনও বা মুহুমূহু কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেন। (২৭) এইরূপে
 কখনও বিহ্বল হইতেন, কখনও বাহু ভাব প্রকাশ করিতেন। কখনও

স্নান করিয়া জগৎস্বামী পূজা করিতেন। (২৮) ভগবানে অন্ন নিবেদন করিয়া পরে তিনি ভোজন করিতেন, কখনও বিপ্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেন এবং রাত্রিকালে নৃত্যগীতাদি করিতেন। (২৯) এইরূপে বহুবিধ আকারে শ্রীহরিপ্রেম প্রকট হইত। (৩০) সমাদরে লোক-শিক্ষার জন্ত লোকগুরু নিত্য প্রেমাচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেন। লোকানুগ্রহকামনাতেই সেই ভগবান্ কৃষ্ণ এবিধ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতি ভাবপ্রকাশ-নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(১) সুসজ্জিত শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত পথে যাইতে যাইতে একদিন হঠাৎ হরি বংশীনাদ শ্রবণে বিহ্বল হইলেন। (২) দণ্ডবৎ হইয়া ভূতলে পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে আবার প্রবুদ্ধ হইয়া নানাভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। (৩) দ্বিজবরগণকে আশীর্বাদ করত প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে শিষ্ট-জনগণকর্তৃক মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেন। (৪) কখনও বা কমলাপতি লৌকিক লীলা প্রবর্তন করেন, কখনও বা সেই জগদীশ্বর দেহযাত্রা-নির্বাছলেও নবদ্বীপ-বিলাস দেখাইয়াছেন। (৫) শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, মহাত্মা শ্রীরাম পণ্ডিত এবং অগ্র মুকুন্দ বৈষ্ণব সহ সেই প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে (৬) প্রতি রাত্রিতে ও দিবসেও প্রেমে পুলকাঙ্কিতবিগ্রহে ভক্তগণ সহ কৃষ্ণগীত গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেন। (৭) একদা নিজগৃহে অবস্থানকালেই তিনি প্রেমে মহাবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন—“কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব? শ্রীহরিতে কি উপায়ে আনার রতিনতি হইবে?” (৮) এই বলিয়া বিহ্বল হইলে দৈববাণী

উঁহাকে সাদরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিল—‘হে ভগবন্! তুমি
 নিজেকে শ্রীহরির অংশ বলিয়াই জানিবে, (৯) জীবগণকে প্রেমভক্তি
 বিতরণ করিবার জন্তই তুমি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। খেদ করিও
 না। এই কীর্তনাখ্য যজ্ঞ কলিকালে পৃথিবীতে (১০) তোমার প্রসাদেই
 স্তম্ভন হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।’ এই দৈববাণী শুনিয়া প্রভু
 হর্ষাঘিত হইলেন। (১১) একদিন সেই হরি দীনজনের প্রতি অল্পকম্পা-
 বিতরণে প্রেমার্জলোচনে মুরারি গুপ্তের গৃহে গিয়াছিলেন। (১২) দেব-
 নন্দরে প্রবেশ করিয়া প্রভু উপবেশন করিলেন। পর্বত যেক্রপ ঝরণার
 মলে আধৃত হয়, তক্রপ তিনিও প্রেমধারার অজস্র বর্ষণে সংসিক্তদেহ
 হইলেন। (১৩) ‘অহো! মহাবল পর্বতাকার এই বরাহ যে দন্তদ্বয়
 দ্বারা আমাকে মারিতে আসিতেছে’—এই বলিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ
 হইতে লাগিলেন। (১৪) ‘অহো! আমাকে যে এই শূকরোত্তম
 বড়ই পীড়া দিল হে!!’ এই বলিয়া পুনরায় মহাপ্রভু শীঘ্রই অপমৃত
 হইলেন। (১৫) অনন্তর কণকাল মধ্যেই প্রভু স্বয়ং ভাবে বরাহমূর্তি
 প্রদর্শন করাইলেন—জাহ্নবীয়ে তুমি অবলম্বন করত হস্তদ্বয় দ্বারা চলিতে
 লাগিলেন। (১৬) নয়নপদ্ম তৎকালে বৃণিত হইতে লাগিল, ভীষণ
 হৃদয়ধ্বনি হইতেছিল! দস্তাগ্রে একটি পিত্তলের জলপাত্র উত্তোলন
 করিলেন। (১৭) কণকাল উঁহাকে উর্দ্ধমুখে ধরিয়া, পরে ঐ পাত্রটি
 রাখিয়া মুরারিকে আজ্ঞা করিলেন—‘আমার স্বরূপের বর্ণনা কর।’
 (১৮) ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে মুরারি বিস্মিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ
 নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন—‘হে পদ্মলোচন ভগবন্! আমি
 তোমার স্বরূপ অবগত নহি।’ (১৯) ‘হে পুরুষোত্তম! তুমি স্বয়ং
 তোমার নিজেকে জান, অত্ৰ কেহই জানে না।’ এই গীতোক্ত বাক্যই
 পুনঃ পুনঃ সেই মুরারি প্রভুকে বলিলেন। (২০) অনন্তর ভগবান্

তঁাহাকে স্বমধুর স্বরে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—‘বেদ কি আমাকে জানিতে পারে?’ সেই বৈষ্ণব আবার প্রভুকে বলিলেন—(২১) ‘হে প্রভো! তোমাকে জানিতে বেদেরও শক্তি নাই, তুমি সর্বদা গুহ্য।’ এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—‘বেদ আমার যথেষ্ট বিড়ম্বনাই করে। (২২) আমাকে ‘অপাণিপাদ’ বলিয়া থাকে।’ এই বলিয়াই বেদনারজ্জ সর্ববেদার্থনির্মাতা ভগবান্ স্মরণ করিয়া উপনিষদের এই শ্লোকটি বলিলেন—(২৩) “পরাত্মা (প্রাকৃত)হস্তপদাদিশূত্ৰ হইয়াও গ্রহণ ও ধারণ করেন—(প্রাকৃত)নয়ন-শূত্ৰ হইলেও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন—তিনি বিশ্বের সকল বৃত্তান্ত জানেন অথচ তঁাহার কেহ বেত্তা (জ্ঞাতা) নাই। তদ্বজ্জগৎ তঁাহাকেই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন।” (২৪) এই বেদমন্ত্ৰটি হাসিয়া হাসিয়া প্রভু পড়িতে লাগিলেন আর বলিলেন—‘বেদ যে আমাকে জানে না—এ কথা নিশ্চিতই বটে।’ (২৫) তখন বৈষ্ণব বলিলেন—‘হে ভগবন্! আমার প্রতি করুণা প্রকাশে আজ্ঞা হয়।’ তখন দয়াময় ভগবান্ বিশ্বস্তর তঁাহাকে বলিলেন—‘আমাতে প্রেম হউক।’ (২৬) এই কথা বলিয়াই শ্রীমান্ হরিকীর্তনতৎপর বিশ্বস্তর দেব সহাস্রবদনে নিম্ন মন্দিরে গমন করিলেন। (২৭) আর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের মন্দিরে অবস্থানকালে প্রভু এই শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—তাহা শ্রবণ করুন। (২৮) “কলিযুগে একমাত্র হরিনামই সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্বরূপে বিরাজমান আছেন; স্ততরাং এই হরিনামই কেবল আশ্রয় করিবে—কলিসম্ভরণ করিতে আর অন্য উপায় (জ্ঞান, কর্ম বা যোগাদি) নাইই।” (২৯) [এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ‘না’ শব্দের অর্থ পুরুষ অর্থাৎ আদি-পুরুষ শ্রীহরি। তিনি কলিকালে মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়াই বর্তমান আছেন। তঁাহাকে নাম-স্বরূপই জানিবে। তিনি কিন্তু কেবল অর্থাৎ এক

অদ্বিতীয় তত্ত্ব। (৩০) তিন বান 'হরিনাম' বলিবার তাৎপৰ্য্য হইতেছে [জ্ঞানী, কর্মী, যোগী বা ভক্ত প্রভৃতি] সর্ববিধ জীবের দার্ঢ্য সম্পাদন। 'এব'কার সকল জীবের পাপরাশির নাশ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে। (৩১) 'কেবল' শব্দ দ্বারা সর্বতত্ত্বপ্রকাশ বুঝাইল (অর্থাৎ নামরূপী কৃষ্ণই অন্ত্যন্ত সকল তত্ত্বের প্রকাশভূমি)। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ 'কেবল' শব্দে প্রারম্ভকর্মনির্বাণ বলেন। (৩২) 'কৈবল্য হয়' এই কথা বুঝাইবার জন্ত শাস্ত্রে 'কেবল' শব্দ উক্ত হইয়াছে। [স্বমতে কিন্তু] ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদ-প্রাপক করুণাময়কেই বুঝায়। (৩৩) শ্রীহরিনাম তাহারই (শ্রীহরিরই) স্বরূপ—ইহাই বিনিশ্চিত হইল। যে লোক অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করে—তাহার গতি নাই, গতি নাই। এই কথা স্বয়ং (৩৪) সর্বদেবময় পুরুষ শূকরাবেশে বলিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি নৃত্য এবং মহাকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। (৩৫) এই কথা বিনি সনাতনচিন্তে নিত্য শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চিতই পাপমুক্ত হয়েন এবং শ্রীহরিতে প্রেম লাভ করেন। (৩৬) তাহার শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে প্রভুবুদ্ধি স্পৃষ্ট হয় এবং দেহান্তে শ্রীচৈতন্যের অক্ষয়া স্মৃতি থাকে।

ইতি বরাহাবেশ-নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

(১) অনন্তর প্রভু নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, সহস্র সহস্র চন্দ্রমার কিরণমালায় প্রকাশিত হইয়া দ্বিজাঙ্গা করিলেন—'এখানে চতুর্মুখ (ব্রহ্মা), পঞ্চমুখ (শিব), ষণ্মুখ (কার্ত্তিকেয়) প্রভৃতি কে কে আসিয়া অবস্থান করিতেছে হে?' (২) দ্বিজবর্ষ্যাগ্রগণ্য শ্রীবাস প্রভুর কথার উত্তরে বলিলেন—'হে প্রভো! প্রেমরসামৃত-সমুদ্র

তোমার সেবাভিলাষে ব্রহ্মা, শিব ও কার্ত্তিকের প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন।’ (৩) তৎপরদিন মহাপ্রভু দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া নিজভক্তের অঙ্গে চরণস্পর্শ দিয়া বিরাজ করিতেছেন। (৪) শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি তদ্রূপ সকলেই শ্রীগৌরহরিকে মন্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণে প্রেমলক্ষণা সুচূর্ণভা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। (৫) তখন ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বরাদি দান করিলেন। শুক্লাক্ষর ব্রহ্মচারী সেই মহাপুরুষকে বলিলেন— (৬) ‘হে ভগবন্! আমি মথুরা দ্বারকাদি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও অতি দুঃখিতই আছি। আমার এই দুঃখাপনোদন জন্ত আমাকে প্রেমভক্তি দান করুন।’ তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—(৭) ‘মথুরা দ্বারকায় কি শৃগালাদিও বাইতেছে না? তাহাতে আমার কি হইবে হে?’ এই বাক্য শ্রবণেই তিনি মুচ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। তখন জনার্দন তাঁহাকে বলিলেন—(৮) ‘অতঃপর তোমার প্রেম হউক।’ তৎক্ষণাৎই তিনি প্রেমবিহ্বল চিত্তে প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (৯) তার পরে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হৃষ্টমনে প্রমোদভরে তাঁহার সহিত মিলিয়া কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণাদি নুহুগুহ গান করিতে লাগিলেন।

(১০) সংকুলজাত মহাপ্রাক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীগদাধর তাঁহার প্রেমভক্ত এবং সর্বদাই তাঁহার চরণ-সন্নিধানে বাস করেন। (১১) গদাধরের সহিত গৌরাঙ্গ রজনীযোগে একত্র শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে মথুরাক্ষরে তাঁহাকে বলিলেন—‘বৈষ্ণবগণকে এই এই প্রসাদ দান করিবে।’ (১২) এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি গদাধরের হস্তে গাজমালাদি দান করিলেন। অনন্তর বিনল প্রভাতে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইলেন। (১৩) শ্রীগদাধরও বাহাকে বাহাকে যে যে প্রসাদ দিতে প্রভু ইঙ্গিত

করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহাকে সেই সেই প্রসাদই অর্পণ করিলেন। তার পরে তাঁহারাও হৃষ্টমনে স্বরধ্বনীর জলে স্নান করিয়া (১৪) ভগ্নাধার পূজা করিলেন এবং বিষ্ণুর্নৈবেদ্য ভোজন করিয়া পুনরায় দেবাদিদেব সেই মহাপ্রভুর সমীপে আনন্দিতমনে আগমন করিলেন। (১৫) শ্রীগদাধর প্রত্যহ চন্দন দ্বারা তাঁহাকে অলুপ্ত করেন এবং আনন্দে নিরন্তর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মালাদি সমর্পণ করেন। (১৬) শ্রীপ্রভুর শয়নমন্দিরে তিনি শয্যা রচনা করিয়া তাঁহারই সম্মিথানে স্থখে শয়ন করেন। এক্ষণে শ্রদ্ধা সহকারে গদাধর-সদৃশে অমৃত-মধুর বাক্য শ্রবণ করুন—(১৭) ব্রজে ষেক্ষপ কোনও সময়ে (ছাপরে) রত্নমন্দিরে শ্রীরাধা শয্যা রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে প্রেমাপ্লুতকলেবরে শয়ন করিতেন, [শ্রীগদাধরও সেইরূপেই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাদেবের শয়ন-কক্ষে শয্যা রচনা করিয়া শ্রীগৌরপার্শ্বে প্রেমস্থখে শয়ন করিতেন।] (১৮) সাম্রাট-কালে সেই প্রভু আনন্দিত ও কীর্তনোৎসুক হইলেন। (১৯) তাঁহারাও সকলে শ্রীমদ্বিশ্বস্তরের সঙ্গে সংকীৰ্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত করিলেন এবং পরমানন্দে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। (২০) তার পর একদিন ঘনঘটা ও গম্ভীর নিনাদ করিয়া আকাশে মেঘের উদয় হইল। বিদ্যুৎরাশি চতুর্দিকে চমকাইতে লাগিল। (২১) বৈষ্ণবগণ এই বিঘ্ন সমুপস্থিত দেখিয়া হুঃখিত হইলেন—হরিকীর্তনে বাধা দিতে মেঘোদয় হইল মনে করিয়া চিন্তাশ্রিত হইলেন। (২২) তখন সেই গৌরহরি সেই স্থানে সমাগত হইয়া একটি মন্দির হস্তে নিয়া স্বর ও রাগসমূহকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বজনগণ সহ কৃষ্ণ-কীর্তন করিলেন। (২৩) তৎক্ষণাৎ মহাবাত্যাঘাতে খণ্ডিত হইয়া মেঘমালা দিগন্তরে আশ্রয় লইল; আকাশ নির্মল ও চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত হইল। (২৪) তার পরে সেই প্রভু চরণপদ্মে নুপুর ধারণ করিয়া

সংকীৰ্ত্তন-পরায়ণ সাধুগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য করিয়াছেন। (২৫) বিপ্রপত্নীগণের মুখপদ্ম হইতে ঘন ঘন উলু উলু ধ্বনি উঠিতেছিল—পুষ্পরাশির মহাসুগন্ধে দিক্‌বলয় আমোদিত হইয়াছিল। (২৬) দেবগণ আকাশে অবস্থান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেরই কর্ণ-রসায়ন শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনানন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। (২৭) দেবগণ যেমন অচল হইয়া আকাশে অবস্থানপূর্বক এই কীৰ্ত্তনোৎসবে স্থখী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ যাহারা বহু জন্ম ব্যাপিয়া পুণ্যসমুদ্র সঞ্চর করিয়াছেন, সেই মহাশান্ত ভক্তগণই অল্প সাক্ষাৎ কৃষ্ণদেবের সহিত হর্ব, প্লবক ও অশ্রু প্রভৃতিতে ভূষিতদেহ হইয়া নৃত্য করিতেছেন !!

ইতি মেঘনিবারণ-নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

(১) তদ্রূপে শুক্লাধরনামক দ্বিজ নিত্যই রোদন করেন এবং দণ্ডবৎ ধরাতে নিপতিত হইয়া মুহুমূর্ত্ত এই মাত্র বলেন—(২) ‘হে তাত ! তুমি এক্ষণে নবদ্বীপকে মণ্ডুয়াপুত্রী করিয়াছ !’ এইরূপে তিনি বিলাপ করিয়া করিয়া, ভূমিতে লুপ্তন করিয়া করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করেন। (৩) কখনও পরমপুরুষ বয়স্কের স্বক্ষে কর সংস্থাপন করত নৃত্য করেন—কখনও বা সর্বাঙ্গে পুলকাবলি দেখা যায়। (৪) কখনও বা ঈশ্বরাবেশে ভূত্যগণকে বিবিধ বর প্রদান করেন—এইরূপে নানাবিধ ভাবাবেশ প্রকট করত নৃত্য করিয়া ইনি লোকশিক্ষা দিয়াছেন। (৫) কখনও বা নিভজনের স্বাক্ষরোহণ করত তাঁহাকে আনন্দ দান করেন এবং রাত্রিযোগে আনন্দিত হইয়া মহোৎসব করিয়া নিভজন-মনোরঞ্জন করেন। (৬) অপর একদিন ভূমিতে উপবেশন করিয়া করতালি দিয়া চারি দিক্‌ অল্পনাচিত করিলেন এবং বলিলেন—‘তোমরা

আমার নটরঙ্গ দেখ হে! (৭) এই দেখ—আমি এই অভূত বীজটি ভূমিতে রোপণ করিতেছি। এই দেখ, নিমিষমধ্যেই ইহা হইতে অক্ষর উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে বৃক্ষ হইয়াছে। (৮) এই দেখ, ইহাতে পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইল—দেখ দেখ ফল ধরিল। এই দেখ, ফল পরিপক হইল—এই দেখ, ফল সংগ্রহ করিলাম। (৯) এই এক্ষণে ফলও নাই, বৃক্ষও অন্তর্হিত হইল—যেহেতু এই সবই মায়া (ইন্দ্রজাল) দ্বারা রচিত হইয়াছিল। প্রান্তরে (শূন্য স্থানে) এই সব মায়াকার্য আর এক্ষণে কিছুই রহিল না! (১০) এই ভাবে মায়াকৃত সকল কর্ম অনর্থক হইলেও কিন্তু ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া (সেবার জন্ত) অক্লান্ত করিলে তাহা হইতে বিপুল (প্রেম)ধনই লাভ হয়। (১১) ঈশ্বরের জন্ত যে সকল কার্যই করা হউক না কেন, তৎসকলই সার্থক হইয়া থাকে। কাজেই ঈশ্বরসেবার জন্তই স্বধীজন সর্বকার্য করিবেন।’ (১২) তখন ভগবান্ বৈষ্ণব মুকুন্দকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন—‘তুমি নাকি ব্রহ্মবিদ্যায় সম্মতি দান কর?’ (১৩) এই বলিয়াই সেই অরিন্দম এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন—ইহাতে ত্রীরাশচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং নিগূঢ় বেদার্থের সমাহার আছে। (১৪) ষোড়শগণ অনন্ত সত্যানন্দ চিদান্দ্ৰায় রমণ (বিহার) করেন বলিয়া ‘রাম’ পদে পরব্রহ্মই ধ্বনিত হয়। (১৫) পুনরায় ঐ বৈষ্ণবকে অক্লান্ত করিয়া ভগবান্ বলিলেন—‘তুমি নাকি আবার চতুর্ভূজ মূর্তির ধ্যানই বড় বলিয়া মনে কর?’ (১৬) দ্বিভূজ মূর্তির ধ্যান তোমার মতে সামান্য জ্ঞান হয়। এই ভাবে পরমেশ্বরে ভেদবুদ্ধি কেবল দুঃখকরই হয়। (১৭) যদি নিজের কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে যত্নপূর্বক দ্বিভূজ মূর্তিরই ধ্যান কর—তাহাতে সর্বকলোদয় হইবে।’ (১৮) তার পরে গৌরান্দচরণের মধুকর গায়কপ্রবর মুকুন্দ নতশির হইয়া সেই মহাপ্রভুকে বলিলেন—(১৯) ‘স্বরধুনীর জলে যথেষ্ট

স্নান করিয়াছি, শ্রীবৈষ্ণবচরণ-রজে দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছি; এক্ষণে তোমার পাদপদ্মরূপ এই মহাছত্র আমার মস্তকে প্রদান করিয়া আমাকে দাস্ত্রপদে অভিষিক্ত কর।’ (২০) তাঁহার মুখে এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম অর্পণ করিলেন। বৈষ্ণ মুকুন্দও তখন মহানন্দে ভাসিয়া গেলেন। (২১) তাঁহার সর্বাদ্ব রোমাঞ্চিত ও নয়নযুগল অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে পদ্মনোচন ভগবান্ মুরারিকে সন্মোদন করত বলিলেন—(২২) ‘হে বৈষ্ণ! তুমি কেন অধ্যাত্মপর গীত রচনা করিয়াছ? যদি জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা হয় কিম্বা শ্রীহরির প্রেমলাভে স্পৃহা থাকে, (২৩) তবে ঐরূপ (অধ্যাত্ম) সঙ্গীত ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির গুণসংহিমাচ্ছক শ্লোক রচনা কর।’ প্রভুর বাক্যশ্রবণে তখন শ্রীমন্নারায়ণ গুপ্ত নামক স্বধী বৈষ্ণ বিনয়ভরে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—(২৪) ‘হে মহাপ্রভো! ইহাকে এক্ষণে এই আজ্ঞা করুন, বাহাতে তোমারই (ভক্তরূপে) অবতার এই মুরারি, স্নেহসমুদ্র গুরুদেবেরই নামগুণ গান করিতে পারেন।’ (২৫) এই কথা শুনিয়া সহাস্রবদনে ভগবান্ বলিলেন—‘মুরারির তাহাই হইবে। (২৬) এই বৈষ্ণ বাহা বলিবে, তাহাই স্মৃত্য হইবে।’ প্রভুর বাক্য শুনিয়া তিনি ভয়াতুর হইয়া কিছুই বলিলেন না। (২৭) মুরারি আনন্দিত হইলেন। তত্রত্য শুদ্ধ সদাচার-নিরত হরিসেবাপরায়ণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত (২৮) প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সম্যক্ বিধানে হরিপূজাদি সমাপন করিতেন। তিনি ব্রাহ্মগণ-সহ নিত্যই হরির উপাসনা করিতেন। (২৯) ভক্তগণ সহিত তিনি শ্রীহরির নামগুণাদি গান করিয়া আনন্দিত হইতেন। স্বগন্ধ শুভ শীতল জলে হরিকে স্নান করাইয়া সেই দ্বিজবর (৩০) ফল গব্যাদি সহিত উত্তম দ্রব্য অর্পণপূর্বক ভোজন করাইয়া হৃষ্টচিত্ত হইতেন। তাঁহার অমুজ্জ শ্রীরাগ পণ্ডিতও ব্রাহ্মভক্ত ছিলেন।

(৩১) তিনি সর্বজীবের প্রিয় ও জ্যেষ্ঠসেবানিরত ছিলেন। ভ্রাতার সহিত নিত্য সেই সুখী শ্রীরাম হরিসেবা করিতেন। (৩২) শ্রীবাস ও শ্রীরাম দুই ভাই বিশ্বস্তরের প্রিয় ছিলেন। প্রভু সর্বদা তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাঁহাদেরই মন্দিরে শ্রীপ্রভু ঋষিগণ-পরিবৃত মহাত্মা কপিলের ত্রায় নৃত্য করিতেন। (৩৩) অত্র একদিন প্রভু বহু শিষ্য অধ্যাপনা করিতেছিলেন—এমন সময় জনৈক ব্রাহ্মণবালক তাঁহাকে বলিল—‘বাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও ত মায়া হইতে হইয়াছেন।’ খল জনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু (৩৪) কর্ণদ্বয় হস্তদ্বয়ে আবরুদ্ধ করিয়া শিষ্যগণ সহিত স্বরধুনীতে গিয়াছিলেন। সচেল স্নান করিয়া শিষ্যগণের সহিত পুনরায় তিনি নিজ কেনিনিধান গৃহে আগমন করিলেন। (৩৫) শ্রীহরির স্বরধুনীজলে এই মজ্জনপ্রসঙ্গ বে জন পাঠ করিবেন—তিনিও ক্রতুকল লাভ করিবেন। এবং শ্রীহরিতে বিমলা ভক্তি ও স্মৃতি প্রাপ্ত হইবেন। আর যিনি এই নীলা শ্রবণ করিবেন, তিনিও এই প্রকার ফলই পাইবেন।

ইতি গঙ্গামজ্জন-নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

(১) অনন্তর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে নিজভক্ত অষ্টৈতাচার্য্য-বর্ষের দর্শনোৎকর্ষায় প্রভু তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। (২) পথে যাইতে যাইতে তিনি আনন্দিত মনে মুহুমুহু হরিসংকীর্ণন করিতে লাগিলেন। কখনও বা নৃত্যপরায়ণ নিজভক্তের সঙ্গে তিনিও নাচিতে-ছিলেন। (৩) তার পরে আচার্য্যসমীপে গমন করিয়া বৈষ্ণবে বিষ্ণুবুদ্ধি স্থাপনা করতঃ স্বগণকে শিক্ষা দিতে প্রভু আচার্য্যকে ভূমিতলে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (৪) ভগদগুরু আচার্য্য মহাপ্রভুকে দেখিয়া

সহসা গাংত্রোখানপূর্বক তাঁহার নিকটে গিয়া সমস্তমে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন। (৫) তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমে ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের সুন্দর দেহ কম্প, অশ্রু ও প্লকাদি ভাব-কদম্বে পরিপূর্ণ হইল। (৬) তৎপরে মহাপ্রভু উপবেশন করিয়া মনোহর, পাপহর, প্রেমভক্তিপ্রদ ও প্রিয় হরিকথা বলিতে লাগিলেন। (৭) তখন অষ্টদ্বত বলিয়া উঠিলেন—‘কলিকালে পৃথিবীতে ভক্তি নাই বলিয়া যে সকল মূঢ় (পাবগুণী) বলিয়া থাকে, তাহারা অল্প চক্ষুদ্বারা দেখুক দেখি !!’ (৮) এই কথায় শ্রীভগবান্ও প্রকম্পিতাধরে বলিতে লাগিলেন—‘যদি পৃথ্বীতে কলিযুগে হরিভক্তিই না থাকে, তবে আর আছে কি? (৯) সর্বসার সুখাকর ভক্তিই এই সংসারে বর্তমান আছে। যে বলে, ভক্তি নাই—তাঁহার জন্মই নিরর্থক। (১০) সুতরাং যাহার কৃষ্ণে ভক্তি আছে এবং যাহার প্রতি সনাতনী ভক্তিদেবী-সুপ্রসন্না হন, তাঁহার কর্মবন্ধ নাশ হয় এবং শ্রীহরিতে প্রেমও লাভ হয়।’ (১১) এমন সময়ে কোনও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রভুর অগ্রে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীবাস দুঃখিতচিত্তে প্রভুর চরণে জানাইলেন— (১২) ‘শ্রীকৃষ্ণোৎসবে বিঘ্ন করিবার জন্ত এই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল বুঝি !!’ এই বাক্য-শ্রবণে প্রভু বলিলেন—‘সে এখানে আসিতে পারিবে না। (১৩) হে ব্রাহ্মণবর! তোমার ইহাতে চিন্তার কারণ নাই, সুখী হও।’ সেই ব্রাহ্মণও কিন্তু বিকুমার্য-বিমোহিত হইয়া সেইখানে আসিল না। (১৪) এইরূপে মহাপ্রভু স্বয়ং শান্তিপুরে গিয়া অষ্টদ্বতনহেশ্বরকে দর্শন করিলেন এবং ঐশ্বর্য বলিতে বলিতে কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া গেলেন। (১৫) তৎপরে তিনি ক্রীড়াপন্ন হইয়া শ্রীবাসের দক্ষিণ ভুজে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া গদাধরে বাম কর দিলেন। (১৬) শ্রীরাম পণ্ডিতের ক্রোড়ে পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া গৌরহরি

শ্রীমদ্বৈতাচার্যের সম্মুখে তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন। (১৭) অদ্বৈতগৃহে উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া তিনি চন্দ্রনাথ অঙ্গে লেপন করিলেন। সকল লোকের আনন্দ জন্মাইয়া, পরে কৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন করিয়া নৃত্য করিলেন। (১৮) পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য নিজে কৃতার্থ মনে করিলেন যে, তিনি নিজ গৃহে শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমানন্দ-মহোৎসব দর্শন পাইলেন। (১৯) আচার্য্যের সহিত জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন করিতে করিতে তখন দেববৎ ক্রীড়া করিয়া পুনরায় নিজ মন্দিরে চলিয়া আসিলেন। (২০) তার পরে ঈশ্বর গৌরাদ্ব্য অধ্যাত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন—‘জগৎস্থানী একই হরি পৃথক্ পৃথক্ আধারে ব্যাপ্তিরূপে বর্তমান আছেন। (২১) সংহারকালেও আনন্দময় আত্মা স্বয়ং একাই অবস্থান করেন—তিনি সর্বজীবের আন্তর বাহ্য অবস্থাসমূহের সাক্ষী (দ্রষ্টা) এবং সকল কারণের কারণ।’ (২২) ইহা বলিয়া প্রভু একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া পুনরায় মুষ্টিবদ্ধ করিলেন—নৃত্য করিতে করিতেই যেন সেই ঈশ্বর হস্ত প্রদর্শন করাইলেন। (২৩) পুনর্বার তিনি ভগবানের সম্ভ্রামাত্র-স্বরূপ-বিষয়ক তত্ত্বকথা বলিলেন—‘জগতে উৎপত্তিশীল পদার্থনিচয়ই অনর্থরূপ, ইহারও ভিতরে নিত্য সজ্জপেরই অবধারণ করিতে হয়। (২৪) পরব্রহ্মের একত্ব (একধরূপত্ব) জ্ঞানেই মুক্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার বহুরূপত্ব দেখিতে গেলে কাহারও মুক্তি হইতে পারে না। (২৫) আমার হস্তের এই অঙ্গুলী দুইটিকে দেখ—তার মধ্যে একটি মধুপ্লুত করা গেল, তাহাকে তুমি বেশ লেহন করিতে পার; কিন্তু অণ্ডটি যদি পূরে ব্যাপ্ত থাকে, (২৬) তবে তাহার দিকে তাকাইয়া ঘৃণায় ক্ষণকালের জ্ঞাও অণ্ড দিকে তাকাইতেও তোমার ইচ্ছা হয় না। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপাধি-সহযোগে বস্ত্রমাত্রই ভাবান্তর আনয়ন

করে।] অতএব নির্ভেদ (উপাধিরহিত) ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সকল সামঞ্জস্য হয়। (২৭) এইরূপে একই ভগবান্ অনাদি অব্যয় পুরুষ সর্বত্র সর্বথা বর্তমান আছেন—এই ভাবে সামগ্রীর (বস্তুর) রসবোধ হইলেই জীব মুক্ত হইতে পারে—অত্যা তাঁহার বহুবিধ রূপের দর্শন করিতে গেলে মতিভেদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। (২৮) এই ভাবে দয়ালু গৌরহরি জ্ঞানযোগের বহুপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বিপ্রান করিলেন। তখন আচার্য্যের হৃদয়েই তাঁহার চরণকমল বিরাজ করিতেছিল। (২৯) জ্ঞানযোগ শ্রবণ করাইয়া পরে জ্ঞানগম্য জগৎপতি কৃষ্ণের জ্ঞানে কৃষ্ণ-পদকমল-স্বতি হইলে তিনি পুলকাক্ষিত হইলেন। (৩০) ‘সম্যকপ্রকারে উৎকৃষ্টা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশ-কারিণী’—এই তত্ত্বই জগদীশ্বর সর্বদা উৎকর্ষাভরে গদগদবাক্যে বলিতেন। (৩১) ভগবান্ প্রেমাশ্রকণ্ঠে এই কথাই বলিলেন—“আমার ভক্তের চিত্ত ক্রত (আর্দ্র) হইয়া, বাক্যও গদগদ হয়, তিনি ক্ষণে বহু রোদন ও ক্ষণে হাস্য করিতে থাকেন। (৩২) কখনও বা যথেষ্ট নৃত্য করেন, গান করেন। অহো! আমার ভক্ত জিভুবন পবিত্র করেন, এবং সতত সকল আপদ হইতে সকলকে রক্ষা করেন।” (৩৩) এই বলিয়া স্বজনগণ সহিত নিজভক্তি-প্রকাশক শ্রীমদ্বিশ্বস্তর দেব আনন্দিত মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি ভাব-কথন-নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(১) তার পর অত্র দিন অষ্টমত আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বর বিশ্বস্তরকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে সেই নবদ্বীপে আসিলেন। (২) স্নান ও ভগবৎ-পূজাদি সমাপন করিয়া অষ্টমত প্রভু যখন ভগবানের দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীবাসুদেবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। (৩) মহাপ্রভু

দণ্ডাগ্রে একটি পুষ্প দিয়া সহাস্রবদনে বলিলেন—‘আমি এই গদার পূজা করিলাম—আমি ইহাঘারা ছুটে লোকের শাসন করিব। (৪) আমার ভক্তবিদ্বেষ্টাই ছুটে—তাহাকেই আমি নিত্য শাসন করিব। সদাকালের জগৎ ভক্তই আমার প্রাণাধিক—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। (৫) এই স্থানে একজন ছুটে আছে। সে আমার ভক্তদেবী। তাহাকে আমি কুষ্ঠরোগী করিব। পুনর্বীর তাহাকে বহু যোনি পর্যন্ত পৈশাচ নরকে বাস করাইব। (৬) আমি এ কথা সত্যই বলিতেছি। তাহার শিষ্ণুগণকেও আমি বিষ্ঠাভোজী শূকরযোনি প্রাপ্তি করাইয়া দণ্ড করিব। (৭) বনে বাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু এখানেই ত দেখিতেছি মহাবন উপস্থিত! কোনও কোনও মানব ব্যাঘ্র-সদৃশ, কেহ বা পাষণ-তুল্য। (৮) কেহ বৃক্ষের সমান, কেহ বা ভৃগুর গায়। আবার কেহ বা পশুতুল্য, অতএব এই জগৎই ত মহারণ্য হে!! (৯) যাহারা সর্ব-জীবের উপকারী এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের মধুপানরত, তাহারাই মানব বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন। (১০) শুনিয়াছি যে, অদ্বৈত আচার্য্যবর্ষা এ স্থানে সমাগত হইয়াছেন, এখনও কেন আসিতেছেন না? তিনি যথায় আছেন, আমরা তথায় বাইব।’ (১১) এই সময়ে সেইখানে অদ্বৈত আচার্য্য স্বয়ং শ্রীপ্রভুর চরণপ্রান্তে উপচৌকনাদি সহ উপনীত হইলেন। (১২) দ্রব্যাদি দিয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে প্রভু তাহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—‘তোমারই জগৎ আমি এই পৃথিবীতে আসিয়াছি।’ (১৩) এই বলিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া খট্টার উপরে প্রভু উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহারই আজ্ঞায় অদ্বৈত আচার্য্য নৃত্য করিলেন। (১৪) নৃত্য দেখিয়া ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, —‘তোমার এই বালকগণ আমার নিকট স্বহর্লভা প্রেমভক্তিই প্রার্থনা করিতেছে। (১৫) হে বৎস! তোমারই কারণে ইহাদিগকে

প্রেমভক্তি দান করিব।' এই কথা শুনিয়া আনন্দভরে আচার্য্য বলিলেন—‘হে ভগবন্! ইহারা আপনার চরণাভুগত। হে করুণাময়! আপনার স্নেহ হইলে জগতে সুদুর্লভ আর কি থাকে?’ (১৬) অনন্তর তাঁহারা সকলে প্রভুর চারি পার্শ্বে বেঠন করিয়া বসিলেন। জ্যোৎস্নাবতী রজনী—বিশালভূজ প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন—(১৭) ‘হে কমলাক্ষ! তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার জগুই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে নৃত্যগীত করিয়া তুমি বেশ সুখী হও।’ (১৮) ভগবানের এই বাক্যে শ্রীমৎ শ্রীবাসপণ্ডিত মধুর বাক্যে বিনীত-ভাবে তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—(১৯) ‘উনি (অষ্টৈতাচার্য্য) কি আর তোমার ভক্ত? হে প্রভো! ইহা ত কেবল আপনারই রূপ।’ এই কথা শুনিয়া ভগবান্ জুড় হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করত বলিলেন—(২০) উদ্ধব আর অক্রুর কি আগার অতিপ্রিয় ভক্ত? আচার্য্য তাঁহাদের হইতেও ন্যূন—এ কথা তুমি কি প্রলাপ বলিতেছ হে? (২১) কিদ্দা এই ভারতবর্ষে আচার্য্যের সমান আমার অপর কোনও ভক্ত আছে কি? ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ই অজ্ঞ!’ (২২) ভগবানের এই কথা শুনিয়া তিনি ভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। (২৩) তার পরে ভগবান্ বলিলেন—‘তোমরা কখনও কোথায়ও অধ্যাত্ম-চর্চা করিও না; যদি ইহাতে তোমাদের রুচি থাকে, তবে (২৪) তোমাদিগকে প্রেম দান করিব না—এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি।’ (২৫) এ কথায় পণ্ডিত শ্রীবাস জগদীশ্বরকে বলিলেন—‘আমি যাহাতে ঐ প্রসঙ্গ বিস্মৃত হইতে পারি এবং আর না বলি—এইরূপ বর দিন।’ (২৬) মুরারি বলিলেন—‘হে ভগবন্! আমি ত অধ্যাত্মচর্চা জানি না।’ প্রভু তখন তাঁহাকে বলিলেন—‘হাঁ, তুমিও জান, কমলাক্ষ হইতে তুমি শিখিয়াছ।’ (২৭) প্রভুর মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিয়াই সেই সরলচিত্ত ভক্তবৃন্দ

আনন্দিতমনাঃ হইলেন। হরিহর-পাদপদ্মের মধুমত্ত তাঁহার। আনন্দোৎসবে
পরিপূর্ণকাম হইয়া দেবতাবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

(১) নৃত্যকে শুভ্র নবীন বসনের বেষ্টন, কণ্ঠে তরুণ প্রবালের স্নায়
সুন্দর হার, বিশাল ভূজে মহাদীপ্তিশীল করুণ এবং করে ক্ষুটিত নবীন
কমল ধারণ করিয়া প্রভু প্রকাশ পাইতেছিলেন। (২) চঞ্চল বস্তুনিবন্ধ
খটা ধারণ করিয়াছেন—অরুণবর্ণ বহির্বাস উড়িতেছে—বেশটি ঠিক
নটের তুল্য। উত্তম নিতম্বে বিলম্বিত বাহু দেখিয়া মনে হয়, যেন নিশ্চয়ই
নাগপতি (সর্প) আসিয়া হুলিতেছে। (৩) শ্রীচরণপদ্মে নৃপুর শোভিত
হইয়াছে—অত্যুজ্জল নখকান্তিতে চন্দ্রও রঞ্জিত হইতেছে। পদতলের
চ্যুতিমালায় বিক্রম (কিসলয়) রঞ্জিত হয়—গলিতসুবর্ণকান্তি সেই
প্রভু ধীরে ধীরে গমন করিয়া (৪) নৃত্য করিতে লাগিলেন—তৎকালে
তাঁহার মুখপদ্মের অত্যুজ্জল কান্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। আকাশে ইন্দ্র
যে রূপ নুরারির মধুর সঙ্গীতগায়ক দেবগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য করেন—
তদ্রূপ মহাপ্রভুও নিজ্ঞানানপরাগ নিজ ভক্তজননে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য
করিতেছেন। (৫) [রমণীদের] কলকণ্ঠ রবে মিশ্রিত হস্তদ্বয়ে আহত
সুন্দর মন্দিরায় অত্যুত্তম রবস্থা পৃথিবীবাসী জনগণের, স্বর্গে দেবগণের
এবং স্বয়ং লক্ষ্মীপতিরও দিবানিশি আনন্দ দান করিতেছিল।
(৬) দেবমন্দিরে নিজ্ঞগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নবীন কমলে সমাবৃত আসনে
উপবিষ্ট বিচিহ্ন হরিহর বিবাজ করিলেন—প্রভু তখন বরোন্মুখ হইয়া
নিজ তেজোরশ্মি অধিকতর প্রকট করিলেন। (৭) তৎপরে প্রভু
শ্রীবাসকে মধুর স্বরে বলিলেন—[শ্রীবাস নামের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন।

শ্রী-শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। তুমি ভক্তির আবাস বলিয়া তুমি শ্রীবাস নামে কথিত হইয়াছ। (৮) গোপীনাথকে বলিলেন—‘তুমি আমার দাস’, মনে হয় কি? (৯) অনন্তর করুণা করিয়া মুরারিকে বলিলেন—‘তোমার রচিত সেই কবিতাটি পাঠ কর ত।’ মুরারি তাহা শুনিয়া স্থূললিত পদাবলীযুক্ত শ্রীরামাষ্টক পাঠ করিলেন।

শ্রীরামাষ্টক।

(১০) বাহার দীপ্তিশীল কিরীটস্থ মণির কিরণমালা-সম্পাতে দশ দিক্ আলোকিত হইয়াছে—বাহার কর্ণদ্বয়ে ধৃত উজ্জল কুণ্ডলদ্বয় দেখিয়া মনে হয়, যেন বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের উদয় হইয়াছে—বাহার বদন নিকলস্থ চন্দ্রমার গ্রায় পরম সুন্দর—সেই ত্রিজগৎগুরু রামচন্দ্রকেই সতত ভজন করি। (১১) উদীয়মান সূর্য্যের কিরণমালায় সত্যঃপ্রকাশিত পদ্মের গ্রায় অতি সুন্দর বাহার নেত্রদ্বয়—বাহার অধর বিষফলের গ্রায় সুন্দর এবং নাসিকা সূচাক—বাহার মনোহর হস্তে চন্দ্রকিরণও পরাজিত হয়—সেই জগন্ময়-গুরু রামচন্দ্রকেই সতত ভজন করি। (১২) বাহার কর্ণ শঙ্খবৎ রেখাজয়-শোভিত, যিনি অজ এবং নীলপদ্মের তুল্য আভাধারী, যিনি মুক্তাবলী ও সুবর্ণহার ধারণ করিয়া প্রকাশমান হইতেছেন, বাহাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন বিদ্যুৎ ও বলাকা (বকপঙ্ক্তি)-সমন্বিত মেঘই হইবে—সেই জগন্ময়গুরু শ্রীরামচন্দ্রকেই সতত ভজন করি। (১৩) বাহার উত্তোলিত হস্তস্থিত সহস্রদল (পদ্মটি)ও স্বীয় অত্যন্তম অমূল্যপঙ্ককের সহিত মিলিয়া পঞ্চাধিক শতদলের প্রতীতি করাইতেছে এবং উহাকে উত্তম সুবর্ণের কান্তি ধারণ করাইয়াছে, সেই সীতাদেবী বাহার বাম পার্শ্বে বিরাজিতা আছেন—সেই রঘুবরকেই আমি সতত ভজনা করিতেছি। (১৪) বাহার সম্মুখে—ধনুর্ধারীদের অগ্রগণ্য,

স্বর্ণের আয় উজ্জলদেহ, জ্যোষ্ঠের অহুকুল সেবায় নিবৃত, উজ্জল অলঙ্কারে
 ভূষিত, 'শেব'নামক বিগ্রহ, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণনামক মহাপুরুষ বিরাজমান
 আছেন—সেই জগন্নাথগুরু রামচন্দ্রকে সতত ভজন করি। (১৫) যিনি
 মনুষ্যংস্বরূপ সমুদ্রের চন্দ্রমা-স্বরূপ, যিনি মারীচ ও স্বেচ্ছা প্রভৃতি
 রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্রের পুণ্যপুঙ্গবদৃশ যজ্ঞ রক্ষা
 করিয়াছেন—সেই জগন্নাথের গুরু শ্রীরামচন্দ্রকেই সতত ভজনা করি।
 (১৬) যিনি সবান্নবে খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়কে ও কবন্ধনামক
 নিশাচরকে নিহত করিয়া দণ্ডকারণ্যকে অদূষণ অর্থাৎ দূষণ রাক্ষস হইতে
 রক্ষা করিয়াছেন—যিনি বালিবধ করিয়া স্ত্রীবেবের সহিত মিত্রতা
 করিয়াছেন—সেই রাবণাস্তক রাঘবকেই নিয়ত ভজন করি। (১৭)
 যিনি হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকদুহিতা সীতাদেবীর পাণিগ্রহণরূপ উৎসবাদি
 করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে পরশুরামকেও জয় করিয়া পিতা দশরথের
 আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন—সেই ককুৎস্থকুলমণি জগন্নাথগুরু রামচন্দ্রকেই
 নিরন্তর ভজন করি। (১৮) ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মুরারির মুখে রঘুনন্দন
 রাজসিংহ শ্রীরামচন্দ্রের এই শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণব মুরারির মন্তকে
 স্বচরণ অর্পণ করিয়া তাঁহার ললাটে 'রামদাস' লিখিলেন এবং বলিলেন,
 'তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও।'

(১৯) তৎপরে ভগবান্ একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—হে শ্রীনিবাস
 দ্বিজ! আমার মুখে সেইটি শ্রবণ করন। (২০) "হে উদ্ধব! যোগ,
 সাংখ্য কিম্বা বেদপাঠ, তপস্বী বা ত্যাগবৈরাগ্যে আমার সাধন হয় না,
 কিন্তু পরমবলবতী ভক্তিই আমাকে সর্বথা বশীভূত করে।" (২১) এই
 শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভু পুনরায় তত্রত্য সমাগত ভক্তগণকে বলিলেন—
 'তোমরা সকলে শ্রীবাসের বুদ্ধি অনুসারে নিয়ত কার্য্য করিবে। (২২)
 তাহাতেই তোমাদের কুশল হইবে।' 'হে শ্রীরাম পণ্ডিত! জ্যোষ্ঠ

ভ্রাতার সেবা আমারই অর্চনা—এই বুদ্ধি (২৩) বিনিশ্চয় করিয়া
 শ্রীবাসের সেবা কর, তাহাতেই নিত্য তোমার সর্বথা কুশল হইবে।’ (২৪)
 এই বলিয়া প্রণতবৎসল প্রভু সকলকেই আনন্দ দান করিয়া বিরাজ
 করিলেন। তাঁহার ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভী হইলেন। ॥ (২৫)
 শ্রীবাস কর্তৃক উপহৃত দুগ্ধ, তাম্বুলগুণ্ডাকাদি প্রভু অঙ্গীকার করিলেন।
 তাঁহার নিবেদিত মাল্য ধূপাদিও উপভোগ করিয়া ভক্তগণে অবশিষ্ট দান
 করিলেন। (২৬) শ্রীবাসের ভ্রাতৃহুহিতা অভ্যর্থকা মধুরকাণ্ঠিমতী
 কল্যাণীয়া নারায়ণী হরির প্রসাদ পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিতে
 লাগিলেন। (২৭) নিজ ভক্তগণের চিত্তবিনোদনে এই ভাবে সকল রাত্রি
 অতিবাহিত করিয়া সেই মহাপ্রভু একটি মহাবৎসরকেও ক্ষণবৎ মনে
 করিলেন। ভক্তবর্ষাগণও প্রভুর সঙ্গে অনবরত স্তম্ভী আশ্বাদন করিতে
 লাগিলেন।

ইতি ভক্তানুগ্রহ নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

(১) তার পরদিন বিমল প্রভাতে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া
 তাঁহার সকলে স্নান ও দেবার্চনাদি (২) ও ভোজন সমাপন করিয়া
 নিয়মিত সময়ে তাঁহার পাদপদ্ম-সন্নীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্
 মধুসূদন তাঁহাদিগকে দেখিয়া হর্ষপূর্ণ হইলেন (৩) এবং বলিলেন—
 “‘নিত্যানন্দ’ নামে খ্যাত মহাত্মা ভগবান্ অবধূতবেশে এ স্থানে
 আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্বক আনয়ন কর। (৪) হে রাম,
 হে মুরারি, নারায়ণ, হে মুকুন্দ, তোমরা শীঘ্রই যেখানে সেই মহাত্মা
 বিরাজ করিতেছেন—সেখানে যাও।” (৫) তাঁহার আজ্ঞানুসারে
 সকলে গ্রামের দক্ষিণে গিয়া অল্পসন্ধান করত তাঁহাকে না দেখিয়া প্রভুর

নিকটে আসিলেন। (৬) মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা বলিলেন—‘অন্ত আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।’ তাঁহাদিগকে প্রভু বলিলেন—‘আচ্ছা, এক্ষণে যাও, (৭) সায়ংকালে নিজের আশ্রমেই সেই মহাত্মাকে দেখিতে পাইবে।’ প্রভুর বাক্যে তাঁহারা আনন্দমনে আত্মিকাদি করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। (৮) তৎপরে সায়ংকালে ভগদত্ত পথে যাইতে যাইতে মুরারিকে দেখিয়া বলিলেন, ‘চল, যেখানে সেই অবধূতবর (৯) আসিয়াছেন, সেই নন্দনাচার্য্য-মন্দিরে আমিও সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিতে যাইব।’ (১০) মুরারি ও ভক্তবর্গ সমভিযাহারে প্রভু প্রেমানন্দরসে মগ্ন হইয়া নন্দনাচার্য্যের সুন্দর গৃহে (১১) গিয়া দেখিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু হুখে বসিয়া আছেন। (১২) অনন্তর ভগবান্ তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মধুর স্বরে হরিসংকীর্তন করিতে লাগিলেন এবং আনন্দে মধুর নৃত্য করিলেন। (১৩) তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযশস্বী নিত্যানন্দও নৃত্য করিলেন। ছন্দ ও হাশ্বে তাঁহার বদন পরিপূর্ণ হইল এবং পূন্যকে সর্বাদ্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। (১৪) নৃত্যশেষে প্রভু লক্ষ্মীপতি নিত্যানন্দের পদরজঃ মাখাইয়া সকল দাসের মস্তক পবিত্র করিলেন। (১৫) তৎপরে প্রভু নিজগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে কল্যাণময় নিত্যানন্দ-কথাই বলিতে লাগিলেন—‘অহো! এই মহাত্মা বলিতেছেন যে, লোকের আগে কৃষ্ণবিষয়ক মঙ্গলময় (১৬) জ্ঞান হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে হরিভক্তি এবং সর্বভোগে বিরক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।’ (১৭) পথে এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু নিজ মন্দিরে গমন করিলেন এবং এই সব ব্যাপার নিজ জননীর চরণপ্রান্তে নিবেদন করিলেন। (১৮) অতঃপর একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে নিজগৃহে ভিক্ষা দিয়া চন্দনদ্বারা সর্বাদ্র লেপন করিলেন। (১৯) এবং মালা ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এইরূপে সংপূজিত হইয়া সেই দিন (২০) সেই স্থলে অবস্থান করত পরদিনে শ্রীবাসমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীবাস অবধূতকে ভিক্ষার জ্ঞাত নিমজ্ঞ করিলেন। (২১) শ্রীবাস পণ্ডিত প্রণয়ভরে সুসংস্কৃত অন্নাদি ভিক্ষা দিলেন। শ্রীপ্রভুও শ্রদ্ধার সহিত অত্যুত্তম মহাপাবন অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া (২২) সেই ভবনেই বিশ্রাম করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ গৌরহরি আসিয়া শুভ দেবানয়ে উত্তমাসনে উপবিষ্ট হইলেন। (২৩) তৎপরে তিনি প্রিয় পূর্বলীলা অত্মস্মরণ করত মধুর বাক্যে নিত্যানন্দকে বলিলেন—‘তুমি আমার জ্ঞাত বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছ, অতএব আমাকে দেখ।’ (২৪) অবধূত সেই মহাত্মার মনের কথা (ইন্দ্রিত) শুনিয়া ভক্তিভরে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিলেন না। (২৫) ইহা বুঝিয়া ভগবান্ তদ্রূপে সকল বৈষ্ণবকেই গৃহ হইতে বহির্দেশে গমন জ্ঞাত আদেশ করিলে তাঁহারা গৃহ হইতে অগ্ন্যত্র চলিয়া গেলেন। (২৬) তাহার পরে সেই সর্বাধীশ্বর প্রভু নিত্যানন্দকে নিজের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যাদি সকল কোতুকভরে দেখাইলেন। (২৭) তার পরে তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণের (গৌরের) ষড়্ভুজ রূপ, ক্ষণকাল পরে চতুর্ভুজ রূপ ও তার পরে আবার দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। (২৮) অত্যাশ্চর্য্য ঐ রূপ দর্শন করিয়া তিনি হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাসিতে লাগিলেন এবং আনন্দে বুদ্ধিমান্ সেই প্রভু মুহুমূহু নৃত্য করিলেন। (২৯) মুহুমূহু রোমাঞ্চিতবপু হইলেও কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় তিনি কাহাকেও রহস্যকথা ব্যক্ত করিলেন না যে, ‘তুমি ত আমার সেই বৃন্দাবনবিনোদী আনন্দময় ভ্রাতা কৃষ্ণই।’ (৩০) গৌরহরির এই লীলাকাহিনী যিনি শ্রবণ করেন, সকল বজ্রফলই তিনি লাভ করিবেন এবং তিনি মুকুন্দের চরণপদ্মে রতি লাভ করিবেন ও তাঁহার জিহ্বায় নিরন্তর হরিনাম স্ফুরিত হইবে।

ইতি অবধূতানুগ্রহ নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

(১) এই কথা শুনিয়া মহাত্মা দামোদর সাতিশয় আনন্দিত হইয়া পুনরায় মুরারি গুপ্তকে বলিলেন,—‘মহাপ্রভু স্বপ্নে যে প্রভু (কৃষ্ণের) অত্যদ্ভুত স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—তাহার আখ্যানটি বল দেখি।’

(২) মুরারি পুনরায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, পবিত্রমনা লোকগণের আনন্দ-মহোৎসবের নিমিত্ত কৃষ্ণের পুণ্যচরিত্র বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার একদিন এই নবীন কৃষ্ণ মহাপ্রভু স্বপ্নে বিবিধ বস্ত্রভূষণে শোভিতদেহ কৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করিলেন। (৩) রাজিকালে ভগবান্ অতিবিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছিলেন—শচীদেবী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বৎস! কেন তুমি অণু এত বিহ্বল হইতেছ?’ শুনিয়া প্রভু ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণপূর্বক শচীকে বলিলেন—

(৪) ‘অণু স্বপ্নে আমি এক নবীন নীরদতুল্যকাস্তিবিশিষ্ট বালককে দেখিয়াছি—মস্তকে তাঁহার ময়ূরপিচ্ছ, গাত্রে অত্যুত্তম স্বর্ণকঙ্কণ প্রভৃতি—কুটিল (কুক্ষিত) অলকাবলী ললাটেদেশে শোভা পাইতেছে—হস্তে বংশী এবং পরিধানে সূর্যের ঞ্চায় উজ্জ্বল পীতবস্ত্র। (৫) ঐ মূর্তি দেখিয়া অবধি অতিবিহ্বল হইয়া আমি অশ্রুধারাব্যাপ্ত হইতেছি—তৎপরে আমার প্রচুরতর স্বপ্নও হইয়াছে।’ পুত্রের মুখের এই বাক্যামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া, সেই শচী হর্ষভরে হাস্য করিলেন এবং তাঁহার মুখে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। (৬) বিশ্বস্তর অত্যাচ্ছ পলকাবলিতে ব্যাপ্তদেহ হইলেন—নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারাপাতে যেন দুইটি প্রেমশ্র-সমুদ্রের স্রষ্টি করিয়াছে। শীঘ্রই আবার তিনি পূত ও সুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে সমাগত হইলেন। (৭) সেই স্থলেই কিন্তু সর্বজগতের স্তম্ভমাত্রাভিলাষী অবধূত নিত্যানন্দ প্রেমশ্রুপূর্ণ বদনে শোভা করিতে-ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরহরির তেজোময়, পদ্মপলাশনয়ন, উদারবেশধারী

ও পৃথিবীর পক্ষে মহাদুর্লভ রূপের দর্শন করিলেন। (৮). গৌরাদ্দ দক্ষিণ করত্রে গদাবর, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন এবং বাম করত্রে মোহন বেণুবর, ধনু ও পদ্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তপ্ত কাঞ্চনের কাষ্ঠি—হৃদয়ে অতুজ্জল কোস্তভাদি এবং গণ্ডদ্বয়ে দিব্য মকর-কুণ্ডলদ্বয় শোভা করিতেছে। (৯) তাঁহার নলাটে অতুজ্জল মণিবর, স্তম্ভর কণ্ঠতটে নীল পদ্ম ও মালা এবং মরকতমণিখচিত হার শোভা করিতেছে। তিনি রৌপ্যনির্মিত শুভ হারাবলি ধারণ করিয়াছেন এবং সূর্য্যাকিরণবৎ গৌর বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া অবধূত বিবশ হইলেন। (১০) পুনরায় মুরলিকা ও আবরণ (ঢাল অর্থাৎ ধনু)হীন অতুজ্জ্বল বাহচতুষ্টয়ধারী রূপ দর্শনে আনন্দিত হইলেন। পরক্ষণেই আবার লোকাঙ্করূপ চরিত্রপ্রকটনে দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ হাস্য করিলেন। (১১) এই ভাবে দেবলোকেও দুর্লভ শ্রীহরির এই মহাস্তম্ভর স্বরূপ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই অবধূতমণিও নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিজ ভক্তগণকে আলিঙ্গন করতঃ তিনি রসসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। (১২) অটু অটু হাস্যভরে তাঁহার গণ্ডদ্বয় উল্লসিত হইল—মদিরাপানভরে ঘেন নয়নযুগলের অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখা দিল। পরিধানে নীল বসন, হস্তে মুঘল, লাঙ্গল ও বেত্র—এই ভাবে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম অগ্ন গৌররসে পরিপূর্ণ হইয়া বিজয় করিলেন। (১৩) তদনন্তর প্রভু শ্রীবাস, শ্রীরাম, নারায়ণ এবং মুরারিকে ডাকিয়া বলিলেন—“তোমরা অদ্বৈত-মন্দিরে যাও ত, এই অবধূত তথায় দ্বিজেন্দ্র অদ্বৈতকে সমাচার দিতে যাইবেন।” (১৪) শ্রীহরির এই কথা শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে শুভ স্তরধুনীতটে অদ্বৈতচরণসমীপে গমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীহরির অনন্তপুণ্যজনক আদেশ নিবেদন করিলেন। (১৫) আচার্য্য মহাপ্রভুর উজ্জল অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-কথা শুনিয়া আনন্দে

কীর্তন ও নৃত্য করিয়া করিয়া আনন্দ-মহাসাগরে মুহূর্হ নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করিতে লাগিলেন। (১৬) তাঁহারা শান্তিপুরে অষ্টৈতমন্দিরে দুই দিন থাকিয়া প্রভুর চরণকমল চিন্তা করিয়া নিজ নিজ গৃহে আসিলেন। তখন আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই গৌরচরণকমলে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আনন্দিত হইলেন। (১৭) তার পর শুভ সময়ে অষ্টৈতাচার্য্য আসিয়া পদ্মপলাশলোচন হরির দর্শন লাভ করিলেন। মুখ দেখিয়া আচার্য্য সিংহিনিদ করিতে করিতে সেই প্রপন্ননার্ত্তিহর মুকুন্দের চরণসমীপে উপনীত হইলেন। (১৮) তখনই শ্রীগৌরহরি শ্রীবাস-মন্দিরস্থ দিব্যাসনে বিরাজমান হইলেন। প্রভাতকালে সূর্য্য যেমন সকলের নয়নরঞ্জন করে, তদ্রূপ গলিত স্রবর্ণের কান্তিধারী এই গৌরও সকলের নয়নরসায়ন হইলেন। (১৯) তাঁহার বদনচন্দ্রমা দেখিয়া আচার্য্যাদি মহাস্তগণ আনন্দিত হইয়া ক্রতচিত্তে গান ধরিলেন এবং নৈবেদ্য, অর্ঘ্য ও উত্তমোত্তম বস্ত্রাদি দান করিয়া—ভূমিলুপ্তিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন। (২০) ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণগণের পূজাদি গ্রহণ ও ভোগ করিলেন এবং আনন্দে তাঁহাদিগকে প্রসাদ, বসন ও উত্তম মালাদি অর্পণ করিলেন। তাঁহারা এই সব বস্তু পাইয়া অধিকতর নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। (২১) মহানন্দে তাঁহাদের সর্বাঙ্গে পুলক-কদম্ব বিকশিত হইল, আনন্দ-সমুদ্রে মগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহারা নিজকে এবং পরকেও অশুভশূন্য (সর্বমদলময়) বলিয়া ধারণা করিলেন; অধিক কি, মোক্ষকেও তাঁহারা অভ্যন্তর (তৃণবৎ) মনে করিলেন। (২২) আনন্দভরে তাঁহারা দিবারাত্রি জানিতেন না, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সেই রাত্রিও ইহারা নৃত্যপরায়ণই থাকিতেন। পুনরায় প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে (২৩) সেই দ্বিপ্রবাসন্তমগণ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে গৃহে আসিয়া হরিনাম করিতেন এবং জগদগুরু

শ্রীগৌরান্দের সকল কাহিনী আনন্দভরে স্ব স্ব স্ত্রীদের নিকট নিবেদন করিতেন।

ইতি ভক্তপূজাগ্রহণ নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

(১) তাঁহার গঙ্গাস্নান করিয়া দেবপূজাদি সমাধান করত পুনরায় পদ্মলোচন বিশ্বস্তরের সন্নিকটে সমাগত হইলেন, সেই প্রভুও তাঁহাদিগকে আনন্দভরে দর্শন করিলেন। (২) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মন্তমধুকর, স্নানীতল, সাধুদের নয়নানন্দদায়ক, নবীন চন্দ্রবৎ সুন্দর, সুমঙ্গল ও মহাশয় শ্রীহরিদাসকে (৩) দেখিয়া প্রভু হুই ভুজে স্বদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই ভক্তবরকে মহাকীর্তি প্রভু বসিতে আসন প্রদান করাইলেন। হরিদাসও পুনরায় তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (৪) মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে চন্দনে বিলেপন করিয়া মাণ্য ও মহাপ্রসাদ, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, চারি প্রকার স্বরসাল অত্যুত্তম অন্নাদি দান করিলেন। হরিদাস প্রভুর আজ্ঞায় তাহা ভোজন করিলেন। (৫) সেই প্রসন্নচন্দ্রবদন সুধী হরিদাসও শ্রীহরির গৃহে দেবতাবৎ সুখে বাস করিলেন—তিনি মুহূর্ষ শ্রীহরির কীৰ্ত্তনমঙ্গল গান করিতেছেন এবং ধীরচিত্তে ও আত্মস্থখে নিত্যই পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। (৬) অনাদি ভগবান্ তাঁহার সহিত ও অধৈতাচার্য্য প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিয়া অধৈতসিংহকে নিজ মন্দিরে বাইতে অহুমতি দিলে তিনিও আনন্দে গৃহে আগমন করিলেন। (৭) তবে ধীর মহাপ্রভু বিনয়ভরে স্বদূর দেশ পর্য্যন্ত অবধূতের অহুত্রজ্যা করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন—‘এই ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকে তোমার এক খণ্ড কোপীন দাও।’ (৮) প্রভুর বচনে ও ইচ্ছায় সেই অবধূত তখন তাঁহার হাতে একখানি কোপীন দিলে

মহাপ্রভু স্বয়ং উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূত্যগণকে দান করিলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করত (৯) নিত্যানন্দের প্রসাদ বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং প্রভুর সহিত নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া স্তম্ভস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (১০) তৎপরে ব্রাহ্মগণ স্বরধুনোজ্জলে নিমজ্জন ও স্নানাদি করিয়া হরিপূজাদিও সমাধা করিলেন এবং সায়াংকালে পুনর্বার গৌরান্দের ভবনে আসিয়া তাঁহারা শ্রীহরির সহিত গান নৃত্যাদি সম্পাদনে বিহার করিতে লাগিলেন। (১১) পদ্মহস্তে সেই ভূত্যগণকে ধরিয়া আলিঙ্গন করত প্রভু ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতেছেন। অহো! অনন্তকীর্তি হরি নিরতিশয় আনন্দধারার প্রবাহ ছুটাইয়া সিংহগতি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১২) তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রীবাসকে দুই হাতে ধরিয়া দূরতর দেশে লইয়া গেলেন। এ দিকে হরিদাসাদি ভক্তবর্ষগণ তাঁহাকে না দেখিয়া স্তবিস্মিত ও বিবশ হইয়া পড়িলেন। (১৩) সেই মহাজনগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ জানিয়া স্বয়ং স্বাধীন অজ (প্রভু) আসিয়া সম্মুখীন হইলেন। তাঁহারাও তখন উৎসুকচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। (১৪) গোপীস্বভাবে উদ্দীপিত নিখিলভক্তিভরে তাঁহারা তখন প্রভুকে বনমালী কৃষ্ণরূপেই দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিলেন—

‘ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই রূপা করুন, বাহাতে ইনিই আমার বল্লভ হইয়েন।’ (১৫) গোপাঙ্গনার ভাবে বিভাবিতমতি রসময় এই শ্রীকৃষ্ণই এক্ষণে আশ্রিত ভক্তগণের উদ্দীপিত গোপীভাব অনুভব করত বস্ত্রহরণাদি লীলা আরম্ভ করিলেন। (১৬) তার পর একদিন প্রদোষকালে সেই রসজ্ঞ, নরগণে রসপ্রদ, চক্ৰী মহাপ্রভু ভক্তবর্গের বস্ত্র হস্তপদাঙ্গুলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনশ করিলেন। (১৭) কিয়ৎক্ষণ প্রভু এইরূপে

ক্রীড়া করিয়া আবার সকলকে বস্ত্র দিলেন, তাঁহারাও পুনরায় বস্ত্র পরিধান করত আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। (১৮) ষথার্থ অন্তঃকরণস্বরূপ সেই ভক্তবর্গের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনর্বার লীলাগতি-স্বীকারে মহোজ্জল কনকবর্ণ দ্বারা লোকমালিগ্ন দূর করিয়া প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৯) সেই সময় পুনরায় অবধূত আসিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করিলেন, হরিগুণগান ও নৃত্য করিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে যেমন বালকগণ বিহার করিতেন, তদ্রূপ এ স্থানেও গৌরের সঙ্গে ভক্তগণ বিজয় করিতে লাগিলেন। (২০) নৃত্যশেষে পদ্মলোচন ভগবান্ ব্রাহ্মণবর্ষ্য-গণকে বলিলেন—‘তোমরা অবধূতের চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান কর।’ তাঁহারা প্রভুর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। (২১) পাদোদক পান করিয়াই তাঁহারা আনন্দে নৃত্য ও রসভরে গান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত আক্ৰোশন করিলেন। অবধূতও এ দিকে হাস্ত করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। (২২) অতঃপর তিনি অমৃতপূর্ণ বাক্য, গমন ও হাস্ত করিতে করিতে পদ্মলোচনের দৃষ্টিপাতে সকল প্রাণীর হৃদয়ের বিষম দুঃখ দূর করিয়া আনন্দবিলাস করিলেন। (২৩) সুন্দরবেশধর ঐ প্রভু এই ভাবে আনন্দোৎসব করিতেছেন জানিয়া দেবগণ আকাশে থাকিয়া নমস্কার করিলেন এবং সুবিস্মিত ও কীর্ত্তনানন্দে পূর্ণকাম হইয়া ঐ দেবগণ সুবস্তুতি সহকারে প্রহুট্টিচিন্তে দর্শন করিতে লাগিলেন। (২৪) সেই কালে মুনি শ্রীহরিদাসবর্ষ্য বক্ষঃস্থলে ক্ষটিকরত্নচন্দ্র ও চরণযুগলে সুন্দর নুপুরের শোভা ধারণ করিয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুর সমীপে নৃত্য করিলেন। (২৫) স্মৃধী অষ্টৈতাচার্য্য পুনরায় আসিলেন। সেই ভক্তজনপ্রিয় প্রভু হরি তাঁহাকে স্বয়ং পাণ্ড, অর্ঘ্য, গন্ধ, অক্ষত (তুল), চন্দনাদি দ্বারা সম্যক্ অর্চনা

করিয়া ভোজন করিতে নির্দেশ করিলেন। (২৬) অষ্টৈতাচার্য তখন সঙ্গমে ও আদরে সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরির সহিত সেই উদারকীৰ্ত্তি আচার্য্যবর্ষা মহোৎসবে নিরত হইয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। (২৭) যিনি এই শুভ হরিকথা শ্রবণ করিবেন, তিনি প্রেমায়িত হইবেন, বিপুল ভাব ও অখণ্ডিত পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন এবং দেহাবসানে শ্রীহরিরামেই গমন করিবেন।

ইতি নৃত্যবিলাস নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

(১) বনমালী নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থলে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২) তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ প্রীতিভরে তাঁহার সহিত হরিকীৰ্ত্তন করিলেন। ব্রাহ্মণও পুত্র-সহিত গৌরহরির কৃপায় পরমানন্দে ভাসিয়া গেলেন। (৩) একদিন গৌরাদ কীৰ্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিলেন আর সেই ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, একটি শ্রামবর্ণ বালক পীতাম্বর পরিধান করিয়া বিজয়মান রহিয়াছে। (৪) “আমি প্রভুর দর্শন পাইয়াছি, পাইয়াছি” বলিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবর তাহাতেই নিজের জন্ম সার্থক বলিয়া মানিলেন। (৫) দুই হস্তে পুত্রকে ধরিয়া, প্রভুর নিকট আসিয়া সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আনন্দিত ও পুলকাক্ষিত হইলেন। (৬) প্রেমাত্মধারায় সিক্তদেহ হইয়া তিনি মহাপ্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। একদা শুদ্ধমতি শ্রীবাস পাণ্ডিত্য পৈতৃক ক্রিয়া করিয়া (৭) কৃষ্ণের বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র শ্রবণ করিতেছিলেন—এমন সময়ে ভগবান্ হরিনাম

শ্রবণ করিয়া সেই স্থলে উপনীত হইলেন। (৮) অনন্তর নৃসিংহের আকার ও বিক্রম প্রকাশ করত ঐ আবেশেই সম্যক ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু শীঘ্রই এক গদা লইয়া ধাবিত হইলেন। (৯) প্রভুর এই মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নৃহরি সকলকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া (১০) ক্ষণকাল পরে গদা ত্যাগ করত স্তম্ভচিহ্নে আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন—‘জানি না, কোথায় আমার অপরাধ হইল কি না’; (১১) এই কথা শ্রবণে সকল লোক বলিলেন—‘হে জগন্নাথ! আপনার কোথাও অপরাধ নাই। (১২) হে মানদ! যে নরসিংহ প্রভুর দর্শনের অন্তর্ম্মরণ করিয়া পাপবীজ পর্য্যন্ত দধ্ব হইয়া যায়, সে তোমার কখনও অপরাধ হইতে পারে না।’ (১৩) অতঃপর একদিন এক গায়ন আসিলেন। শ্রীহরির চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করত সেই স্থলে ভূমিতে বসিয়া (১৪) মধুরাক্ষরে মধুর পদাবলীযুক্ত শিব-সঙ্গীত করিলেন। ভগবান্ সেই সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত হইয়া শিবাবেশে নৃত্য করিলেন। (১৫) অনন্তর তিনি সহসা এক লক্ষ্মে গায়নের স্বর আরাহণ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন শিবস্তোত্র পাঠ করিলেন। সেই গৌরাঙ্গও এক প্রকাণ্ড বৃষের স্বর আকৃষ্ট হইয়া নয়নপদ্ম ঘুরাইতে লাগিলেন—(১৬) মস্তকে জটা দেখা গেল, শৃঙ্গ ও ডমরুবাণ চলিতে লাগিল, মুখে রামনাম গান হইতেছিল—অধিক কি, সর্বদেবময় জগন্নাথ সাক্ষাৎ হরই হইয়া গেলেন! (১৭) অতি স্তম্ভুর স্বরে সেই শ্রীমুকুন্দ মহিম্ব স্তোত্র পাঠ করিলেন। তার পরে প্রভু গায়নের স্বর হইতে অবতরণ করিয়া আসনে বসিলেন। তদ্রূপে সকল ভক্তই হরিলীলারসে ডুবিয়া আনন্দিত হইলেন। (১৮) তাঁহারা আনন্দভরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন আর জগদগুরু তাঁহাদের সহিত মিলিয়া হরিকীর্ত্তন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তিভাব-সমম্বিত শ্রীমদ্বিশ্বস্তর দেব মুহূর্হ

নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৯) তার পরদিন নৃত্যশেষে প্রভু ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পড়িয়া ছিলেন, (২০) ইহার চরণকমল হইতে (২১) এক ব্রাহ্মণী আসিয়া উত্তম রজঃ গ্রহণ করিলেন। প্রভু উখিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীর বিচেষ্টা দেখিয়া (২২) মহাভূতখাবিষ্ট হইয়া বহু প্রকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পুনরায় সেই স্থান হইতে উঠিয়া বেগে গদাগ্জলে (২৩) পড়িয়া মগ্ন হইলেন। তখন মহাবল মহাবাহু অবধূত তাঁহাকে ধরিয়া জল হইতে তীরে উঠাইলেন। (২৪) শ্রীবাস ও হরিদাস প্রভৃতি আসিয়া ত্রাসযুক্ত ও উদ্ভিগ্ন হইয়া ভয়ে ভয়ে প্রভুকে বেষ্টন করিলেন। (২৫) গুপ্তাস্বর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রেমোৎকণ্ঠায় রোদন করিতে লাগিলেন, পরে প্রভুকে হৃশাস্ত ও হৃদ্য দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর কৃষ্ণকথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি জাহ্নবীপতন নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

(১) তার পর মহাপ্রভুর সহিত তাঁহারা শীঘ্রই মুরারির গৃহে আসিয়া বসিলেন এবং ক্ষণকাল পরেই বিজয়ের গৃহে গমন করিলেন। (২) এই স্থলে রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে ভগবান্ গদ্যার উত্তর কূলে ক্ষুভবেগে গমন করিলেন। (৩) ব্রাহ্মণগণ, সাধু সজ্জনগণ এবং অস্ত্রাশ্রয় দ্বিজবর্ষ্যগণ বিনয়সহকারে বলিলেন—‘হে ভগবন্! প্রসন্ন হও, এক্ষণে আবার নিজগৃহে আগমন কর।’ (৪) তাঁহাদের বিনয়বাক্য শ্রবণে কৰুণাময় স্বভক্তহৃদয়ানন্দ শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর প্রভু প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৫) তখন তাঁহারা আনন্দিতমনে শোক পরিহার করত শ্রীগৌরহরির সহিত পুনরায় শ্রীবাসভবনে সমাগত হইলেন। (৬) সকলেরই সাক্ষাতে শ্রীভগবান্ বলিলেন—‘ওগো কৃষ্ণরসপ্রদ ভাগবতগণ! তোমরা আমার

প্রীত্যর্থ্যে একটি বাক্য শুন। (৭) আমি যদি মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া
 অত্র দিকে যাই, তবে সকল লোকে এই নিন্দা করিবে যে, গৌরাঙ্গ
 বিরুদ্ধাচার করিয়াছে।' (৮) ইহার শ্রবণে মুরারি বলিলেন—'হে নাথ !
 কেহই কিছু বলিবে না, সনাতন প্রভুর সম্বন্ধে জীব কিছুই বলিতে সক্ষম
 নহে।' (৯) মুরারির মুখে এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বিশাল বাহুদ্বয়ে
 মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিতচিত্তে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।
 (১০) তাহাতে মুরারি পুলকাক্ষিতবিগ্রহে যে একটি প্রাচীন শ্লোক পাঠ
 করিয়াছিল—তাহা তুমি শুন। (১১) "অহো! কোথায় আমি
 পাপীয়ান্ ও দরিদ্র আর কোথায় সেই শ্রীনিবেশন শ্রীকৃষ্ণ! উভয়ের
 বন্ধুতা কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপারই বটে!! তথাপি আমি ব্রাহ্মণবংশে
 মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই তিনি আমাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন
 করিয়াছেন!!" (১২) এই কথা শ্রবণে প্রভু তখন আশ্চর্য্যকর নিখিল ভাব
 প্রকাশ করিয়া মুরারিকে দেখাইতে সহসা সূর্য্যের তায় আভা বিকীরণ
 করত বিরাজমান হইলেন। (১৩) আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রভু মধুর স্বরে
 বলিলেন—'এই দেহটিকে তোমরা সচ্চিদানন্দঘন অভ্যন্তর বলিয়া
 জানিবে।' (১৪) তাঁহারা আনন্দিত ও পুলকব্যাপ্ত হইলেন। শ্রীবাস
 পণ্ডিত সেই প্রভুকে (১৫) স্বরধুনীর স্বচ্ছ জলে স্নান করাইয়া যথাবিধি
 পূজা করিলেন। মহাতেজস্বী নিত্যানন্দ শিরে ছত্র ধারণ করিলেন।
 (১৬) গদাধর শ্রীমুখে তাহুল তুলিয়া দিতেছেন—কেহ কেহ প্রভুকে চামর
 ব্যঞ্জনাদি দ্বারা সেবা করিলেন। (১৭) তাঁহারা সংকীৰ্ত্তনরসে মগ্ন হইয়া
 সর্বত্র হরিকীৰ্ত্তন গান করিতে লাগিলেন এবং কৌতুকাব্বিত ও বিস্মিত
 হইয়া নৃত্যগীতে মাতিয়া রহিলেন।

ইতি মহাপ্রকাশাভিষেক নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

(১) আর একদিন মহাপ্রভু নিজগণকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্ত ব্রাহ্মগণ সহ সম্মার্জনী করে দেবালয়ে গমন করিলেন। (২) প্রভুর স্বক্ষে কোদালি, প্রশস্ত কটিদেশে খটী, মস্তকে নূতন বস্ত্রের উকীষ দেখিয়া মনে হয়, যেন নবীন সূর্য্যই প্রভা বিকীরণ করিতেছে। (৩) আচার্য্যাদি মহাত্মগণও হস্তে কোদালি ও সম্মার্জনী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের হাড়িকা (হাড়ি)-স্বরূপে দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। (৪) স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যের সহিত সেই কল্যাণীয় গুণসাগর ভক্তগণ দেবগৃহের ভিত্তি সম্মারজন করিলেন। শ্রীগৌরহরি এইরূপে শত সহস্র প্রকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। (৫) শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্, স্বতন্ত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হইলেও করুণাপরবশ হইয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

(৬) এক সময়ে মহাপ্রভু পথে বাইতেছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া জর্নৈক কুটী বিনয়নম্রমস্তকে নমস্কার করিয়া (৭) বলিলেন—“সকলে তোমাকে সনাতন পুরুষ দেবদেবাবীশ বলে; হে ভগবন্! এই মাদৃশ পাপীকে উদ্ধার কর। (৮) হে নাথ! হৃৎসহ স্তদারুণ কুষ্ঠরোগ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।” ভগবান্ এই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার পদ্মলোচন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। (৯) বলিলেন—“হা রে দুরাচার! বৈষ্ণবদেষ্টা তুই, শ্রীবাস পণ্ডিতকে ঘেষ করিয়া তুই কি কখন স্থখে থাকিবি? (১০) সেই বিজ্ঞ বৈষ্ণবোত্তম শ্রীবাসকে অব্যচ্য বাক্য বলিয়া শত শত জনে তুই কুষ্ঠরোগী হইয়া বিকলাঙ্গ হইবি! (১১) আমি কখনও বৈষ্ণবদেষ্টাদিগকে উদ্ধার করি না; আমার এই দেহে বাহির-প্রাণ আছে আর আমার অন্তরপ্রাণ আছে বৈষ্ণবে। (১২) সেই বৈষ্ণবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারাই অমেধ্য নরকে নিমজ্জিত হয়; পক্ষান্তরে যাহারা বৈষ্ণবদিগের নিকট নত হইয়াও কোন প্রকারে

আমাকে দ্বেষ করে, (১৩) আমি তাহাদিগকে সর্বত্র মহাপাতকরাশি হইতেও উদ্ধার করিব।' এই বলিয়া প্রভু শুভ শ্রীবাস-মন্দিরে গমন করিলেন। (১৪) তথায় স্বজনগণ সহ ভগবান্ উপবিষ্ট হইয়া সুখবিলাস করিতে লাগিলেন। কৰুণাসিন্ধু জগদগুরু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন— (১৫) 'পথে এক কুষ্ঠরোগীকে দেখিলাম, সেই ছুট তোমার নিকট অপরাধ করিয়া সর্বপ্রকার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার উদ্ধার ত দেখি না!' (১৬) শ্রীবাস বলিলেন—'হে প্রভো! যে জন আমার নিকট সামান্য অপরাধ করে, তাহাকে তুমি উদ্ধার কর—ইহাই আমি নিত্য বর প্রার্থনা করিতেছি। (১৭) তুমি পাপপূর্ণ জগন্নাথ মাধবাদিকেও সমুদ্ধার কর।' সর্বপাতকের মূলনাশন সেই ভগবান্ তাহাই অঙ্গীকার করিলেন।

(১৮) এক দিন জটনৈক ব্রাহ্মণ সেই পুরুষোত্তমের নৃত্য দেখিতে গিয়া কিন্তু বাহিরে দ্বারপাল কর্তৃক নিবারিত হইয়া দেখিতে পাইল না। (১৯) পরদিনে সে স্বেচ্ছা গদ্যাতীরে জগদগুরু শ্রীগৌরাদকে দেখিয়া রুষ্ট হইয়া শাপ দিতে লাগিল। (২০) ক্রোধে বৃকের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া সে এই শাপ দিল—'যখন তোমার নৃত্যকালে ঐ স্থলে যাইতে আমি তোমার দ্বারপাল কর্তৃক নিবারিত হইয়াছি, (২১) তখন তুমি সমুদ্র সংসার ত্যাগ করিয়া বাহিরে আস।' ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে পরম ভগবান্ আনন্দ লাভ করিলেন। (২২) ভাবিলেন, এই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের শাপই আমার পক্ষে বর হইল। আমি সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করিয়া সকল জীবকে উদ্ধার করিব। (২৩) শ্রীহরির এই শাপকথা যিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মশাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নূতন সুখ প্রাপ্তি করেন।

ইতি ব্রহ্মশাপবর নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দশ সর্গ।

(১) অনন্তর একদা প্রভাতকালে বিমল সূর্য্যের উদয় হইলে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া মূনি, ব্রাহ্মণ ও সঙ্কণগণকে পাঠাভ্যাস করাইতে করাইতে বলদেবের ভাবে বিভাবিত হইলেন। (২) সকল লোককে হাসাইয়া প্রভু 'এক্ষণে কিছু মধু দাও' বলিয়া পুনঃ পুনঃ এক মেঘ-গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং ঠিক সেই সময়ে আবার তিনি দেখিলেন, প্রভু বলরাম নীল বস্ত্র পরিধান করিয়া রজতপর্বতবৎ (৩) হস্তে হল ধারণ করত অত্যুত্তম পদ্মলোচন ঘূর্ণন করিতেছেন। এই অদ্ভুত মূর্ত্তির দর্শনে নিজে আনন্দিত হইয়া আবার সকলকেই আনন্দ দান করিতে অখিলভুবননাথ স্বয়ং হরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৪) হরিনামগায়ক মূনিগণ এবং বিপ্রসকলের সহিত মিলিত হইয়া স্তম্ভর বেশে প্রভু তখন বৈষ্ণব মুরারির ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্বশৈলে উদীয়মান তরুণ সূর্য্যবৎ অতিরক্তবর্ণ ধারণপূর্বক বলিলেন—'মধুপূর্ণ উৎকট (মত্ততাজনক) স্নান দান কর।' (৫) তৎপরে সেই প্রভু স্বয়ং জলে পরিপূর্ণ একটি স্তম্ভর পাত্র হস্তে ধরিয়া পবিত্র জল পান করিলেন এবং মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন, মহাহাস্য করিতে করিতে ধরাভলে লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই দ্বিজগণ তখন হলধরস্বরূপের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৬) তাঁহার চরণকমলদ্বয়ে পড়িয়া ভুলুপ্তিত দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। জনমণ্ডলী মুহুমূহ মহানন্দরাশি ভোগ করিলেন। এইরূপে সেই প্রভু বলদেব-লীলা করিয়া নৃত্য করিলেন এবং সাস্তনাবাক্যে বলিলেন—(৭) 'আমি ত আর কৃষ্ণ নহি যে বাক্যমাত্রেই সুখী হইব। আমাকে কিন্তু তোমরা স্তম্ভর অদ্ভুত পানীয় (মধু) দান কর।' একজন মল্ল ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রভু তখন

তাহাকে অনুলিঙ্গার স্পর্শ করিয়া দূরে ধরাতলে ফেলিয়া দিলেন। (৮) সেই ব্রাহ্মণও ভীতভীত হইয়া রহিল। এইরূপে সেই ভগবান্ বলদেবলীলাবেশে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বিহার করিলেন। (৯) এই অন্তত রূপে ও বেশে ক্রীড়া করিয়া জগৎপতি প্রভু গৌরচন্দ্র স্বয়ং স্নানাদি সমাধানান্তর গৃহে গমন করিলেন এবং নিজের গণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভোজন করিলেন। (১০) তার পরদিনও প্রভু বৃন্দাবনে সেই বলরামকে স্মরণ করিয়া করিয়া পরিতপ্তদেহ এবং মুহুমূহু মুচ্ছিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ আল্লায়িত কেশেই তাঁহাকে জলদ্বারা সিক্ত করিতেছিলেন। (১১) সংপ্রতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রভু স্বয়ং গদগদবাক্যে গদাধরকে বলিলেন—‘সকল বন্ধু ও সাধুবৈষ্ণব-দিগের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন কর—তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি।’ (১২) তাঁহার আজ্ঞালাভে আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি মহাশ্রগণ আনন্দিতচিত্তে সমাগত হইলেন এবং শ্রীহরিকে বিহ্বল ও গদগদ বাক্যযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা বিমূঢ় হইয়াই যেন মহাপীড়িত হইলেন। (১৩) তাঁহারা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে তাত! তোমার বিহ্বলতার কি কারণ, স্বয়ংই এক্ষণে বল ত।’ তাঁহাদের বাক্যে মহাবিহ্বল প্রভু বলিলেন—‘আমি রজতগিরি-সন্নিভ হলায়ুধের দর্শন লাভ করিয়াছি। (১৪) তাঁহার হস্তে স্বর্ণনির্মিত হল, তিনি প্রভাতকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তি বিস্তার করিতেছিলেন এবং সর্বাঙ্গে স্বর্ণভূষণ পরিধান করিয়াছেন।’ তখন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন—‘হে প্রভো! তুমি যাহা দেখিয়াছ, (১৫) তাহাই বল ত’; তখন সহসা গৌরহরি সেই স্থানেই গিয়া বলরামকে দেখিলেন এবং ঐ আবেশে হৃষ্ট প্রভু বলদেব-বেশ ধারণ করিয়াই নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৬) কৌতুক, নৃত্য ও বাক্যবিজ্ঞাসে করভঙ্গি (হস্তকনৃত্যাদি) প্রভৃতির প্রদর্শনে

এবং স্বর্গস্থ-বিজয়ী স্বকীয় পাদবিজ্ঞানভিত্তিতে বা বাক্যবিজ্ঞান-পরিপাটিতে পুণ্যপর্বতসদৃশ জ্যোতিষ্মান্ মহাবৈষ্ণবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরচন্দ্র পরমানন্দিত হইলেন। (১৭) এই ভাবে জগন্নাথদল হরিসংকীৰ্ত্তন-যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞভুক্ মহাপ্রভু দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে পুনর্বার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাক্‌গির (মন্ডের) দিব্য গন্ধরাশি (১৮) প্রস্থত হইয়া দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল; তাহার দ্বাণে সকল লোক আনন্দিত হইল। তখন শ্রীরামনামক জটনৈক বিপ্রবর্ধ্যাগ্রণী তথায় সমাগত বহু বহু মহাজন দেখিলেন। (১৯) তাঁহাদের একটিমাত্র কর্ণে পদ্মভূষণ ছিল, চক্ষুদ্বয় পদ্মবৎ বিশাল, একটি কর্ণে বিস্তৃত সুন্দর কুণ্ডলের কাঙ্ক্ষিতে তাঁহারা উজ্জল হইয়াছিলেন। মস্তকে পটবস্ত্রের উষ্ণীষ বদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অগ্ন্যাত্ বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২০) সেই স্থানেই আবার বনমালী নামক জটনৈক বিপ্র দেখিলেন যে, ভূতলে স্বর্ণনির্মিত, সূর্য্যাকিরণে মহোজ্জল একখানি লাঙ্গল রহিয়াছে। তাহার দর্শনেই তিনি পুলকব্যাপ্ত হইলেন এবং নয়নজলে তাঁহার দেহও সিক্ত হইল। (২১) অনন্তর বলদেবের আবেশরসে মত্ত হইয়া ত্রিজগতের নাথ নৃত্য করিলেন। অবধূত এই ব্যাপার দেখিয়া, সেই রসেই ঐ গৌরচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন। (২২) আকাশচারী সলোকপাল দেবগণ অত্যন্তম ভাবে তৃপ্ত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রেমাত্ম-ধারায় পূর্ণ হইয়া পুলকমালা ধারণ করিলেন এবং নিরন্তর 'শ্রীরাম, নারায়ণ ও কৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। (২৩) এইরূপে সেই রাত্রি যাপন করিয়া প্রভু উষাকালে সুরধুনীজলে মজ্জন করতঃ গদ্যাজলে স্রজন সহ ধীরে ধীরে হাশ্ব সহকারে জলখেলা করিলেন। (২৪) তৎপরে প্রভু নিজগৃহে গেলেন আর ভক্তগণও গৌরহরিকে

নমস্কার করতঃ নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আবার প্রভাত হইলেই তাঁহার গৌরান্দের চরণকমল দর্শন লালসায় সমাগত হইলেন। (২৫) এইরূপে হলায়ুধের আবেশ ধরিয়া নিজে ভক্তিপূর্ণ হইয়াও জগতের হিতার্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি বহুবিধ বিনোদ করিলেন। (২৬) সেই প্রভু বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া শ্রীবলদেবের যে নীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা যে জন শ্রবণ করে, সেই সদাকালের জন্ত ভক্তিরসে মত্ত হয় এবং মৃত্যু হইলে শ্রীহরির চরণ-কমলস্থখা লাভ করে।

ইতি বলভজাবেশ নামক চতুর্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ।

(১) শ্রীগৌরান্দ্র প্রশংসনীয় গদগদ স্বরে ও মধুর ধ্বনিতে কর্ণরসায়ন বাক্যামৃত দান করিলেন—‘যজ্ঞবলু পৃথিবীধারণক ভগবান্ বরাহদেব আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। (২) আর হলায়ুধ আমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন এবং সেই বেণুপাণি কৃষ্ণ আমার নয়নাঞ্জন হইয়াছেন।’ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে মহাস্ত ভ্রাক্ষণগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৩) সেই গৌরকৃষ্ণ তখন হস্ত করিতে করিতে শ্রীবাসকে বলিলেন—‘এক্ষণে আমার উত্তম (মোহন) মুরলী দাও।’ তখন তিনিও উত্তর দিলেন—‘প্রভো! তোমার গৃহে ভীষ্মনন্দিনী কর্তৃক ঐ বেণু পরিরক্ষিত আছে। (৪) এই সময়ে সেই বেণু ত পাওয়া যাইবে না; কেন না, এই রাত্রিকালে গৃহমধ্যদেশে কবাট দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়াছে।’ এই কথা শ্রবণে লোকগুরু বিশ্বস্তর হাসিতে হাসিতে ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রি যাপন করিলেন। (৫) প্রাতঃকালে সেই বিপ্রবর্ধ্যগণ আবার প্রমুদিতচিত্তে শ্রীহরির প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। গঙ্গাস্নান

বদানুবাদ—২য় প্রকম, ১৫শ সর্গ।

করত হুখেই হরিপূজাদি করিয়া প্রসাদ অদ্বীকারে পরম সুখী হইলেন।
(৬) শ্রীগোরাঙ্গের এইরূপ মহালীলাবিনোদের কথা শ্রবণে মানব ভবার্ণব হইতে বিমুক্ত হয় এবং যিনি পাঠ করেন, তিনিও তাঁহার চরণ-কমলে শীঘ্রই রতি লাভ করেন এবং মহারোগগণ হইতেও বিমুক্ত হন।
(৭) যাহার পাদপদ্মে কমলার প্রীতি-মহাসমুদ্র মুহুমুহ উচ্ছলিত হইত, তাঁহারই মন অগ্নি কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়ে গোপীভাববিভাবিত হইল।
(৮) একদিন সহাস্রবদনচন্দ্র প্রভু নারীজনোচিত সুন্দর বেশ পরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রশেখর-মন্দিরে নিজ ভক্তগণ সহ নৃত্য করিয়াছিলেন।
(৯) শ্রীপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজবর শ্রীবাস মহাশয় নারদ-রূপে শোভা পাইলেন। ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি ভূমিতলে পড়িয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (১০) ‘আমার কথা বিশ্বাস কর’ মুহুমুহ স্বরে এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণবর্ষা শ্রীগদাধরকে বলিলেন—‘হে গোপিকে! তুমি দেবর্ষির চরণে ভক্তিভরে মস্তক নত করিয়া বলিয়াছ, (১১) ‘এই যুগে পিতামাতার চরণ ত্যাগ করিয়া, সেই করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা বাহাতে উত্তমরূপে করিতে পারি—আপনার চরণকমলের এবস্থি করুণাই মৎপ্রতি উদিত হউক!’ (১২) এই বিশ্বস্ত কথা বলিয়া সেই মুনি পুনরায় তাঁহাকে প্রসন্নবদনে বলিলেন—‘হে অপ্সরে (গান্ধর্ব?) তুমি গদ্যাজলে মাঘ মাস ব্যাপিয়া শত শত বর্ষ যাবৎ একমনে সদাকাল স্নান করিবে, (১৩) তবেই তুমি কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা পাইবে।’ তুমি এই মুনিবাক্য যথাযথ পালন করিয়াছ এবং তাহারই কারণে এই গোকুলে জন্ম লাভ করিয়াছ। (১৪) যে অত্যুত্তম হরিভক্তির কথা মুনিবর শুকদেব আনন্দে পুনঃ পুনঃ গান করিয়াছেন—সেই ত্রিজগতের দুর্লভ অত্যাশ্চর্য্য হরিভক্তিই তুমি প্রেমনির্ভর রসতরঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া লাভ করিয়াছ। (১৫) শ্রীমদভাগবতে (১০।৪৭) উক্ত হইয়াছে—‘আমি

নন্দব্রজবাসিনী রমণীদের পাদরেণু পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি—বেহেতু, ইহাদের হরিকথাপূর্ণ উচ্চ গীতিকা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।’ (১৬) হরি-ভক্তির মাহাত্ম্য আর কি বলিব? ব্রাহ্মণতনয় হইয়াও সর্বপাপী অজ্ঞানিল দুঃখরাশিতে উপক্রম হইয়া, পুত্রমাত্রকে চিন্তা করিয়া (১৭) নাম-মাত্র-সম্পত্তিবলেই পরমদুস্তর ভব-সমুদ্রের পরপারেই গমন করিয়াছিলেন। অতএব তুমি সপরিভ্রমই কৃপাময়ের ধামে গমন কর। সেই অজ্ঞ ভগবানের উত্তমরূপে সেবা করিলে যে কি হয়, তাহা বলাই যায় না !!” (১৮) বিপ্রবর্ষ্য শ্রীবাস এই কথা বলিলে তত্রত্য ব্রাহ্মণবর্ষ্যগণ শীঘ্রই প্রেমসাগরের রসতরঙ্গমালায় সিক্ত ও মহারসপূর্ণ হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। (১৯) সহচর-গণসহিত ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ, স্বরেন্দ্র ও মুনিবর্ষ্যগণ ঋষিগণ চরণনগরকান্তিচ্ছটায়াত্রই প্রার্থনা করেন—গোপ-গোপীদের নামামৃতের সহিত তাঁহারই সর্বথা নির্মল অপসরারূপের (পূর্ব) বৃত্তান্তাদি নানবভাবোচিত অবস্থাকেই স্মৃতিতর করিয়া দিল !!

ইতি গোপীভাববর্ণনা নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

(১) তৎপরে সম্মুখে পূর্ণচন্দ্রতুল্য হরিদাস দণ্ড ধারণ করতঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি ত্রিভুবনের পরিতপ্ত জীববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইতেছেন—‘ওগো, তোমরা হরিকোর্তন কর।’ (২) সেই পদ্মবদন হরিদাসের এই বচন শ্রবণ করিয়া ঐ বৈষ্ণবগণ রোমাঞ্চিতদেহে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নধারায় সকল অঙ্গ অভিষিক্ত হইতে লাগিল। (৩) তৎপশ্চাৎ সূর্যাসদৃশ দীপ্তিমান সেই মহাত্মা বৈষ্ণবরাজ, প্রসন্নবদন, পদ্মধারী, ঈশ্বরান্বিত অদ্বৈতবর্ষ্য (৪) অত্যাশ্চর্য অমুচরগণ সহ কান্ত্যমৃত পরিবেশন করিতে করিতেই যেন প্রবেশ

করিলেন এবং হরিচরণ-পদ্যরসে সংস্কৃত হইয়া মত্ত সিংহবৎ দুর্দম্য
 অন্তঃকরণে নাচিতে লাগিলেন। (৫) তদ্রত্য সভাসদগণ তাঁহাকে
 আনন্দপূর্ণ নয়নপদ্মে দর্শন করিয়া তাঁহার অদ্ভুত মুখচন্দ্র পান করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশেষদয়ে তাঁহার প্রেমসাগরের রসরাশিতে
 নিমজ্জিত হইলেন। (৬) রসবিশেষ-বিনোদী বলদেবও তৎপরে
 গোপীবেশ ধারণ করতঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রাণনাথের করপল্লব
 উত্তমরূপে ধরিয়াছেন এবং নয়নবারিতে তাঁহার সুন্দর দেহলতা পরিবিক্ত
 হইয়াছে। (৭) তৎপরে স্বয়ং বাসুদেব হইলেও অল্প বিশেষ
 (গোপিকার) বেশবিত্তাস করিয়া গলিতকাঞ্চনবর্ণ ভগবান্ গৌরচন্দ্রও
 প্রবেশ করিলেন—মনে হয়, যেন সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গরাজ্যই জন্ম
 (গতিশীল) হইয়া পর্যটন করিতেছে !! (৮) তিনি গোপিকার ত্রায়
 উত্তম কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন করিয়াছেন, শঙ্খ-কঙ্কণাদি ধারণ
 করিয়াছেন—পরিধানে অরুণ বস্ত্র—সুন্দর চরণকমলে নূপুর বিরাজিত,
 দেহমধ্যটি বেশ সুস্ম—এই ভাবে তিনি নৃত্যরসে আবিষ্ট হইলেন।
 (৯) তদীয় দেহকান্তিতে পৃথ্বীতল পরিব্যাপ্ত হইলে তখন গৌরহরির
 সুখসম্পাদনের জন্ত মলয়ঙ্গ দিব্যগন্ধ পবন মালতীবন কম্পন করিয়া
 মুহুমুহু প্রবাহিত হইল। (১০) সগণ সুরেশ, মহেশ ও লোকপালগণ
 কর্তৃক আবৃত আকাশপথে পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমার ত্রায় তিনি খেদশোকাদি-
 রহিত হইয়া পরমানন্দে বিরাজমান হইলেন। (১১) প্রচুরতেজাঃ সেই
 ভগবান্ আনন্দিতমনে যথেষ্ট কীর্তন ও নর্তন করিলেন। শীঘ্রই আবার
 তিনি লক্ষ্মীদেহের কান্তি ও ভাব ধারণ করিলেন। (১২) তৎপরে
 দেবগৃহের মধ্যস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার সন্নিকটে গিয়া ইনি বিনয়ভরে
 নৃতন বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারা (১৩) শ্রীবিগ্রহ হইতে কুসুমরাজি অপসারিত
 করিলেন এবং সেই পুষ্পই আবার শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর

তিনি প্রেমভক্তিরসপূর্ণা কোটি মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ হইলেন। (১৪) সর্বদেবময় তাঁহার আচ্ছাদনসারে দ্বিভবব্যগণ তখন আনন্দিতমনে সেই জননীমূর্ত্তিকে প্রণাম করত বিবিধ স্তবপাঠে এবং বেদবাক্য উচ্চারণদ্বারা স্তব করিলেন। (১৫) তৎক্ষণাৎ আবার কিন্তু সর্বশক্তি-সমম্বিতা ভগবতীভাবের আবেশ হইলে সাধুগণ তাঁহাকে দেবগণকৃত (চণ্ডীর) স্তবরাজ্যে স্তব করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। (১৬) স্মরচিত দিব্যাসনে সমুপবেশন করত পুনরায় দেবীপ্রতিমার পরমাবেশে বলিলেন—‘তোমাদের নৃত্য দেখিতেই কুতূহলভরে এ স্থানে আসিয়াছি!’ (১৭) তাঁহার পুনর্বীর প্রার্থনা করিলেন—‘হে দেবি! তোমার চরণ-কমলে প্রেমভক্তি দান কর।’ প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—‘যদি আমাতে তোমাদের ভক্তি হয়, তবে লোকসকল (১৮) তোমাদিগকে বলিবে যে, এই লোক চাণ্ড অর্থাৎ শাস্ত্র’—হাসিতে হাসিতে দেবীমূর্ত্তি তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণগণ ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। তৎপরে তিনি সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ (ভাস্বর) হরিদাসকে ক্রোড়ে করিলেন। (১৯) তখন এক অত্যশ্চর্য্য ব্যাপার এই হইল যে, শ্রীহরিদাসও পঞ্চবর্ষ বালকের ছায় তাঁহার ক্রোড়ে বিরাজ করিলেন। তখন প্রভুকে কেহ বলিলেন—‘হে দেবি! এই দীন জনের প্রতি রূপাদৃষ্টিপাত কর।’ (২০) এ কথা শ্রবণে তিনি করুণার্জ্জচিত্তে নয়নযুগল হইতে প্রেমাক্রপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্তম্ভরবেশা সেই দেবী নিজজনের পূজাদি গ্রহণ করিয়া (২১) সেই অস্ত্রসেনাশক্রে (বিষ্ণু) স্মরশ্রেষ্ঠগণকে স্তম্ভপান করাইলেন। সেই ঈশ্বরকে করুণার্দ্রনয়ন দেখিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন। (২২) আবার তৎক্ষণাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য ভাব হইল এবং ব্রাহ্মণবর্ষ্যগণ তাঁহার আবেশ বুঝিয়া নয়নজলে জগদীশকে আনন্দিতচিত্তে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৩) এই ভাবে ভগবান্ সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিয়া

প্রাতঃকালে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। তখন সেই চন্দ্রবদন গৌরহরিকে দেখিয়া, লোকগণ মনে করিল যে, ইনি বোধ হয় স্বহস্তে বর ও দণ্ড ধারণ করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবিল যে, বোধ হয় প্রচণ্ডকিরণ সূর্য্যেরই শিখা জ্বলন্তমান হইয়াছে।

ইতি সর্বশক্তিপ্রকাশনামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

(১) আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের বাটীতে মহাপ্রভু যে স্থলে নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই স্থলে সপ্তাহকাল স্বরূপবৎ অদ্ভুত তেজ বিজ্ঞমান ছিল। (২) উহা চন্দ্রকিরণের ত্রায় স্বশীতল, অথচ সূর্য্য ও বিদ্যাহং মহাদ্বন্দ্বপ্রেক্ষ্য, কিন্তু উহাতে চিত্তের আক্লাদ হয় এবং পরম পবিত্র। (৩) সমাগত লোকগণ সকলকে জিজ্ঞাসা করিত—‘পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়াও কেন বিদ্যুতের ত্রায় আমরা নয়ন উন্মীলন করিতে পারিতেছি না?’ (৪) এই কথা শ্রবণে বৈষ্ণবগণ আনন্দে কাহাকেও কিছুই বলিলেন না। সেই মহাভাগ্যবান্গণ সকল তত্ত্ব জানিলেও বহিমুখ লোকদের নিকট ব্যক্ত করিলেন না। (৫) অনন্তর শ্রীবাস ভগদত্তর ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘প্রভো! আপনি এই কলিযুগেই কেবল হরিনাম সংকীৰ্ত্তনের কথা বলিয়াছেন। (৬) কিন্তু সত্যাদি যুগত্রয়ে কি এই নামের ফল ন্যূনই হয়?’ ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—‘শুন, আমি তোমায় উত্তর দিতেছি। (৭) সত্যযুগে ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান থাকে বলিয়া ধ্যানেতেই সুসিদ্ধ হয়, ত্রেতার যজ্ঞমাত্রেই সেই ফল লাভ হইত, দ্বাপর যুগে (৮) পূজাধারা তাহা সমধিগত হইত; কিন্তু কলিযুগে পাপবাহুল্যে জীবগণ ঐ সকল আচরণ করিতে অসমর্থ, অতএব স্বয়ং প্রভু হরি নামস্বরূপে উদয় হইয়া শোভা পাইলেন। (৯) সত্যাদি তিন যুগে

ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনা, এই তিনটাই শক্তিবলে স্তম্ভস্পন্ন হইত, কিন্তু দারুণ
 পাপ কলিতে প্রভু স্বয়ংই (নামরূপে) উপনীত হইয়াছেন।' (১০) প্রভুর
 বাক্যশ্রবণে পণ্ডিতবর শ্রীবাস বিপ্র আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীনামমঙ্গলই
 সর্বপুরুষার্থশিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। (১১) নগরে নগরে
 হরিসংকীৰ্ত্তন করিয়া জগদীশ্বর প্রভু হরি স্নেহাদি সকলকেই উদ্ধার
 করিয়াছেন। (১২) একদিন ভগবান্ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া বলিলেন—
 'আর আমি গৃহে থাকিতে পারিতেছি না। মথুরাপুরীতে চলিয়া
 যাইব।' (১৩) শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া, নিজের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ
 করিয়া বৃন্দাবনদর্শনে যাইব।' প্রভুর এই বাক্যে মুরারি গুপ্ত বলিলেন—
 (১৪) 'হে ভগবন্! সর্বতত্ত্ববিৎ তুমি সকল কার্যই করিতে পার।
 তুমি গৃহে থাকিতে বা উদাসীন পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেও
 কিন্তু এক্ষণে তাহা নিশ্চয়ই করিতে পারিবে না। (১৫) হে নাথ! তুমি
 যদি স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এক্ষণে সন্ন্যাস কর, তবে সকল লোকই স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে
 সন্ন্যাস করিবে এবং পুনরায় অমেধ্য সংসারে নিপতিত হইবে! (১৬)
 হে তাত! এই বিবেচনা করিয়া তুমি স্বয়ং স্বীয় আশ্রম ত্যাগে
 সন্ন্যাসধর্ম স্বীকার করিতে পার। এ লোকসকলকে আর কেই বা
 মহত্তম বলিবে? [যদি তুমি ইহাদিগকে স্বতন্ত্রাচরণ হইতে রক্ষা না
 কর।] (১৭) তোমার গমনেই অল্প সকল জীবেরও বিনাশ হইবে।
 চৈতন্যরহিত জীবের কি হয়, তাহা তোমাকে আর কি বলিব?'
 (১৮) তৎপরে ভক্তগণকর্তৃক সংবেষ্টিত, নিত্যানন্দ সঙ্গ গদাধর কর্তৃক
 গন্ধমালাদি দ্বারা নিতাই সেবিত হইয়া ভক্ত-গতি হরি (১৯) মুরারির
 বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণ-
 সংকীৰ্ত্তনানন্দে পূর্ণমনোরথ হইলেন।

ইতি শ্রীমুরারিগুপ্তানুশাসননামক সপ্তদশ সর্গ।

অষ্টাদশ সর্গ।

(১) তাহার পর কিয়দিন গত হইলে নীলামহুশ্র ভগবান্ বলিলেন—
 “স্বপ্নে দেখিলাম—একজন ব্রাহ্মণবর্ষ্য আসিয়া (২) আমার কর্ণে হাসিতে
 হাসিতে সন্ধ্যাসময় দান করিলেন। তাহার শ্রবণাবধি ব্যথিতচিত্তে
 আমি দিবানিশি রোদন করিতেছি। (৩) প্রাণনাথ প্রিয়তম হরিকে ত্যাগ
 করিয়া অগ্র কার্য্য করা কি প্রকারে আমার উচিত হয়?” প্রভুর বাক্যে
 মূরারি বলিলেন—“হে ভগবন্, (৪) সেই মন্ত্রে (‘তত্ত্বমসি’ এই মহাবাক্যে)
 তুমি যজ্ঞীতংপুরুষ সমাস ভাবিয়া স্থখী হইতে পার।” (৫) তাহাতে
 প্রভু বলিলেন—‘তাহা হইলেও মনের খেদ দূর হয় না! শব্দশক্তি দ্বারা
 আমি কি করিব?’ এই বলিয়াই তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।
 (৬) ব্রহ্মহৃদয়ীগণ যেরূপ ভাবী মাথুর বিরহে বিহ্বল হইয়াছিলেন, তদ্রূপ
 তত্রত্য সকলেই শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিচ্ছেদে কাতর ও ব্যথিত হইলেন।
 (৭) তার পর কয়েক দিন গেলে নবদ্বীপে আশিষ্ট্রী শ্রীমৎ কেশব ভারতী
 আসিলেন। তিনি মহাতেজস্বী সূর্য্যবৎ কাঙ্ক্ষিমালা বিস্তার করিতে-
 ছিলেন। (৮) পূর্ব্বজন্মার্জিত সকল পুণ্যের ফলে তিনি স্বয়ং আসিয়া
 ভাগ্যবশতঃ নবদ্বীপে গলিত-স্বর্ণের বর্ণ (৯) পুণ্ডরীকনয়ন প্রেমবিহ্বল
 হরিকে দর্শন করিলেন। ঐ আশিবর প্রভুকে দেখিয়াই আনন্দে পরিপূর্ণ
 হইলেন। (১০) আশিপ্রবরকে সম্মুখে দেখিয়া ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্
 প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। (১১)
 প্রভুকে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রদ্ধারায় অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া সেই মহাবুদ্ধি শ্রীল
 কেশব ভারতী তুষ্ট হইয়া বলিলেন—(১২) “আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই
 শুক বা প্রহ্লাদই হইবে। অথবা তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ঈশ্বর ও সকলের
 কারণ।” (১৩) স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া মহামতি নাথ ব্যথিত হইয়া দ্বিগুণ
 রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাশ্রদ্ধারায় সর্বাদ্ধ শিক্ষিত করিলেন।

(১৪) তার পর প্রভুর ভাববৈকল্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া ত্রাসি-চূড়ামণি প্রভুকে বলিলেন, ‘আপনি ঈশ্বর কৃষ্ণই বটেন, ইহাতে আর সংশয় নাই।’ (১৫) মহা আশ্চর্যশংসা শুনিয়া প্রভু বিক্লবগ্রস্ত হইয়া ত্রাসিবরকে প্রণাম করত নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। (১৬) সর্বভূত-পাবন শ্রীনিকেতন ভগবান্ নিজ সমুদ্বিশীল গৃহ ত্যাগপূর্বক সন্তোষ করিতেই ইচ্ছা করিলেন। (১৭) মুকুন্দ প্রভুর ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে বলিলেন—‘হে দ্বিজবর্ষ্যগণ! যত দিন পর্য্যন্ত এ স্থানে থাকেন, তত দিন তোমরা জগৎকারণ প্রাণনাথকে দর্শন কর। (১৮) কিছু দিন পরেই জগদগুরু গৃহ ত্যাগ করিয়া অগ্ন্যত্র গমন করিবেন।’ সেই বুদ্ধিয়ান্ মুকুন্দের কথায় তাঁহারা সকলেই ব্যথিত হইলেন। (১৯) তদনন্তর ভগবান্ দ্বিজবর্ষ্য শ্রীবাসকে বলিলেন—‘তোমাদের প্রেমার্থে আমি দেশান্তরে যাইব। (২০) বণিকগণ যেক্রপ নৌকাযোগে দেশান্তরে গিয়া অর্থ উপার্জন করত বন্ধুদিগকে প্রদান করে, আমিও তদ্রূপ (২১) দেশান্তর হইতে প্রেমরাশি আনিয়া তোমাদিগকে দান করিব, যাহাতে তোমরা সর্বদেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সম্যক দর্শন লাভ কর।’ (২২) শ্রীবাস তাহার উত্তরে শ্রীহরিকে পুনরায় বলিলেন—‘হে নাথ! তোমার বিরহে কি প্রকারে জীবিত থাকিব?’ (২৩) তখন ভগবান্ বলিলেন—‘হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দেবালয়ে আমি নিত্য স্বয়ং অবস্থান করিব, ইহাতে কিছু বিস্ময় ভাবিও না।’ (২৪) প্রভুর এই কথায় দ্বিজপুংসব শ্রীবাস বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—‘ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ইনি কাহারই বা বশে থাকেন?’ (২৫) তৎপরে সায়াংকালে শ্রীহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহরি কল্পণাবশে মুরারির গৃহে গমন করিলেন; সেই মুরারিও অভ্যুপগমন করতঃ শ্রীহরির চরণে (২৬) প্রণত হইয়া আসন আনিয়া প্রভুকে দিলেন এবং সঙ্কষ্টচিত্তে হরিদাসকে প্রণাম করিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। (২৭) কৃপালু প্রভু সেই মুরারিকে বলিলেন

—‘আমার একটি কথা শুন। তুমি নিতাই উদাসীন থাক, তাহাতেই বলিতেছি যে, আমার বাক্য পালন কর। (২৮) সাবধানে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাকে অল্প একটি উপদেশ দিতেছি, তাহা তুমি সম্যক্ প্রকারে পালন করিবে। (২৯) এই অদ্বৈতাচাৰ্য্যবৰ্ণ্য মহা-সদগুণাশ্রয় এবং ঈশ্বরাংশ, যত্নে আদরে ইহার সেবা করিও। (৩০) তোমার সুখসমৃদ্ধির জন্তই আমি এই গুহ্য কথা নিবেদন করিতেছি।’ এই বলিয়া ভক্তবৎসল প্রভু নিজ মন্দিরে চলিয়া গেলেন। (৩১) অনন্তর অল্প একদিনে শ্রীগৌরকৃষ্ণ ঋণ কণ্টকনগরে (কাটোয়াতে) গিয়া সম্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞাপারদর্শী মহাপুরুষ শ্রীমৎ কেশব ভারতীকে (৩২) গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া কৃতার্থই করিলেন। (৩৩) এই গৌরহরির চরিত্র যিনি সম্যক্ শ্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পাপরাশিনুক্ত হইয়া শ্রীহরির পাপপদ্মে প্রবেশ (সেবাধিকার) লাভ করেন—অসাধারণ অতুলনীয় ভক্তি প্রাপ্ত হন।

ইতি সন্ন্যাসসূত্র-নামক অষ্টাদশ সৰ্গ।

ইতি দ্বিতীয়প্রক্ৰম ॥

তৃতীয় প্রক্ৰম।

প্রথম সৰ্গ।

(১) শ্রীহরির অদ্ভুত ও প্রপঞ্চাতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া দামোদর পুনরায় মুরারিকে এই উত্তম প্রশ্ন করিলেন—‘এক্ষণে বল, কি প্রকারে সেই ভগবান্ সন্ন্যাস এবং বিদেশে গমন করিলেন?’ (২) পুরুষোত্তম দর্শনানন্তর সেই মনোজ্ঞ রূপানিধান পুরাণপুরুষবর মুনিমদ্বজ্জুট কোন্

কোন তীর্থ গমন করিয়াছেন, তাহাও বল।’ দ্বিজবরের কথায় বৈষ্ণৱ মুরারি বলিলেন—‘শ্রবণ কর, তোমার নিকটে শ্রীহরির হৃদয়গ্রাহী কথাই বলিতেছি। (৩) এ বিষয়ে ভগবান্ আমাকে শীঘ্রই অতুলনীয় শক্তি দান করুন, যাহাতে আমার বাক্য স্নকোশলে তাহা বর্ণনা করিতে পারে। যাহার অদ্ভুত সুন্দর বাণী প্রতিস্থাপূর্ণ, যাহার নামস্মরণরসে বিমুক্তিও বিবশ হয় অর্থাৎ দূরীভূত হয়, (৪) সেই নিত্যবিগ্রহ, অঙ্গ, অত্যন্ত হেমবৎ গৌরবর্ণ, অমল পুরুষ চৈতন্যদেবকে ভজন করি। শুদ্ধমনাঃ ব্যক্তিগণ তাঁহারই পাদপদ্মনখরকান্তি দ্বারা আলোকিত চিতে শীঘ্রই (৫) ব্রহ্মস্বভাব ও ভগবদ্ভজনামৃত প্রভৃতি জানিতে পারেন। যাহার পাদপদ্মের মধু নিরন্তর পান করিয়া শ্রীশঙ্কর ভগবান্ও অল্পরাগপূর্ণ হইয়াছিলেন—সেই দেবগণ-পরিবন্দিতচরণ মহাপ্রভুকে স্তব করিতেছি।’ (৬) এইরূপে বৈষ্ণৱ মুরারিকে উপদেশ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন এবং নিজ ভক্তগণের সেবন-নিপুণতায় শান্ত ভাব ধারণ করত সর্বরসিক-মৌলি গৌরচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াই যেন রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রিশেষে তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক যাত্রা করিলেন। (৭) ভগবান্ স্বরধুনী উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন—দ্বিজবর্ষ্যমুখ্যগণ বার্তা জানিয়া ব্যথিতচিত্ত, অতুলনীয় বিরূপগ্রস্ত হইলেন, সন্তপ্ত ও শোকাবিত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, বিমনস্ক ও নিদারুণ ক্লেশাভিভূত হইলেন। (৮) সপ্তম দিবসে আচার্য্যরত্ন, গলিত স্বর্ণবৎ গৌরকান্তি, গুণাকর রত্নবর্ষ্য শ্রীচন্দ্রশেখর আসিয়া পরিনষ্টকান্তি সেই ভক্তগণের সহিত মিলিলেন—অহো! তাঁহার কান্তিতে চন্দ্ৰের পূর্ণ শোভাও নিন্দিত হইতেছিল। (৯) তাঁহারা তাঁহাকে পদ্মনয়ন গৌরের কথামৃত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—‘হাঁ, সব বার্তাই বলিতেছি।’ তখন বিপ্রবর্ষ্যমুখ্য শ্রীচন্দ্রশেখর গদগদ বচনে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে বলিতেছেন,—

(১০) পথে যাইতে থাকিলে সকল লোক প্রভুর বদন নিরীক্ষণ করিয়া সেই পুরুষপ্রবরের অঙ্গশোভা নেত্রচক্রে পান করিতে লাগিল। পুনরায় তিনি সন্মাস করিতে যাইতেছেন জানিয়া তাহারা আনন্দে তাঁহার পাদপদ্মযুগলে প্রণাম করিতে লাগিল। (১১) ভগবান্ মুকুন্দ প্রেমাস্রবধারায় বক্ষঃ সিক্ত করিয়া পুলকব্যাখ্যদেহে তথায় নাচিতে লাগিলেন, আর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি মহত্তম ব্যক্তিগণ আনন্দে কৃষ্ণচরণ-কমল-সদ্বীত গান করিলেন। (১২) সেই সময়ে কণ্টকনগরে ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ, নারী, বালক, মহানন্দিত বৃদ্ধগণ এবং গৃহীত-হস্ত বধির, অন্ধ ও কুজ প্রভৃতিও সমাগত হইল। (১৩) কোন কোনও স্ত্রী কক্ষে পূর্ণকুন্ড লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ বা কক্ষতটে পূজাসামগ্রী লইয়া আসিয়াছে, কোনও কোনও পূর্ণগর্ভা নারী আবার বয়স্ক কৰ্ত্তৃক ধৃতবাহ হইয়াই শীঘ্র সমাগত হইয়াছে। (১৪) তাহারা সকলেই সমুদ্রতীরে গৌরাদ্ভের বদনপদ্মস্থখা পান করিতে লাগিলেন। তরুণসুখ্য-কিরণোদ্ভাসিত স্তবর্ণপদ্মবৎ তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত নারীগণ মহাবিস্মিতাই হইলেন। (১৫) তাহারা পরস্পর বলিলেন—‘সমুদ্রীয়মান চন্দ্রসদৃশ মুখকান্তিশীল অপূর্ব-দর্শন ইনি কাহার পুত্র হে ! ইনি পৃথিবীর শুভ মঙ্গলের জগৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার মাতা বহু বহু পুণ্যে ইহাকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছেন !! (১৬) এই কল্যাণময় কুমারটি কান্তিধারা কামদেবেরও জন্ম করিয়াছেন, বাক্যে বৃহস্পতিকে পরাভূত করিয়াছেন—কত কত স্বকর্মাছুষ্ঠানে কোন্ ভাগ্যবতী ইহার পত্নী হইয়াছেন, আবার কোন্ কর্মফলে তিনি এই প্রকটতর বিরহে অভিভূতা হইলেন !! (১৭) ইহার মাতা পুত্রের মুখ না দেখিয়া, বহু দুঃখে সমুদ্র হইয়া প্রাণহীন জীবন ধারণ করিবেন ! ষে রূপ কৃষ্ণ নথুরাদর্শনে গমন করিলে ব্রজবাসী সকলেই আর্ন্ত হইয়াছিলেন—এ স্থলে সেই অবস্থাই হইল বুঝি !!

(১৮) কোনও কোনও বিদুষী নারী স্পষ্টতঃই বলিলেন—‘গোপীভাব-বিভাবিত ঐ নন্দনন্দনই স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া এক্ষণে সন্ন্যাসবেশে নিজ কার্য সাধন করিবেন।’ (১৯) এইরূপে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে অত্যাঁত বহু সুন্দর উক্তিই হইতে চলিল। তাঁহারা পদ্যলোচন বিশ্বস্তরের মুখকমল পান করিয়া স্বদেহাদি ভুলিয়া গেলেন !!

ইতি কণ্টকনগর-নাগরীবচননামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(১) নৃত্যাবসানে সেই ভগবান্ ও হরিপ্রেমে ধৈর্য্য হারাওয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সমাগত জনমণ্ডলীও প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়া রোদনপরায়ণ হইলেন। (২) তৎপরে হরি উদ্ভিত হইয়া সমাগত জনগণকে গদগদ বাক্যে বলিলেন—‘হে মাতঃ! হে পিতঃ! এক্ষণে আমাকে এই শুভ আশীর্বাদ দাও, যেন আমার হরি-স্মৃতি হয়।’ (৩) এই কথা শ্রবণে তাঁহারা লজ্জাকুলিত ও বিবসন হইয়া মহারোদন করিতে করিতে গমন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তাঁহাদের দেহ পরিপূর্ণ হইল, তাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্তিরসে ভরপুর হইলেন !! (৪) মহানুভাব ভগবান্ সেই গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে নিজ দর্শনাম্বুতে সান্না দিয়া, বৈষ্ণববর্ষাগণ সহ গুরু শ্রীকেশব ভারতীর আলয়ে গমন করিলেন। (৫) শ্রীগুরুর চরণবুগলে প্রণত হইয়া সেই করুণানিধি গৌরহরি সেই স্থানেই বাস করিলেন। ‘শ্রীরাম, নারায়ণ’ ইত্যাদি নামমন্ডল ও (হরি)-শ্রুণ গান করিতে করিতে তিনি প্রেমে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। (৬) তার পরে অপরাহ্ন সময়ে গৌরহরির আজ্ঞানুসারে বিধিজ্ঞ ভগবান্ আচার্য্যরত্ন শুদ্ধমনে বিধিবৎ কৃষ্ণপূজা করিলেন। (৭) অনন্তর জগদীশ্বর গুরুর হিতার্থে তাঁহার সমীপে গিয়া কর্ণকুহরে বলিলেন—‘আমি স্বপ্নে বে

মন্ত্রবর প্রাপ্তি করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া বলুন—উহা আপনার সম্মত কি না।’ (৮) তখন তিনি কেশব ভারতীর কর্ণভট্টে তিন বার সেই বিশুদ্ধ সন্ন্যাসমন্ত্র বলিলেন। তৎশ্রবণে তিনিও বলিলেন—‘অহো! ইহাই শ্রীহরির পরম পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র!!’ (৯) লোকৈককনাথ গুরু অব্যাত্মা সেই গৌরান্দ্র প্রভু ছলে গুরুকে দীক্ষা দিয়া পুটাজলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন—‘হে গুরুদেব! এক্ষণে আমার বাঞ্ছিত সন্ন্যাস দান করুন।’ (১০) তৎপরে মাঘ মাসের শেষ দিনে শুভ সংক্রান্তিতে রবিসংক্রমণক্ষেণে বিধানবিৎ মহাত্মা শ্রীকেশব শ্রীগৌরহরিকে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করিলেন। (১১) তার পরে রোমাঞ্চিতদেহ ও আনন্দাশ্রুধারায় প্রাবিতবক্ষ হইয়া স্বয়ং গৌরান্দ্রদেব সগদগদ বাক্যে বলিলেন—‘আমার সন্ন্যাস হইল।’ (১২) শ্রীহরিকে গমনোন্মুখ দেখিয়া গুরু স্বয়ং ভ্রূষা করিয়া তাঁহার হস্তে দণ্ড ও অরুণ বস্ত্র দান করিলেন এবং বলিলেন—‘ওহে! এগুলি ধারণ কর।’ গুরুর বাক্যশ্রবণে গুরুভক্তিলম্পট প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন। (১৩) গুরুর নির্দেশে সম্মান করিয়া প্রভু সেই দিন তথায় বাস করিলেন। রাত্রিকালে সেখানে গুরুর সহিত প্রভু শীঘ্রই নৃত্যকীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১৪) জগদগুরুর গুরু মহাত্ম্যে কৃষ্ণের সহিত একত্র নাচিতে লাগিলেন। তখন নিজে আনন্দপূর্ণ হইয়া সেই মহাত্মা ব্রাহ্ম স্থখও তুচ্ছতর বলিয়া মনে মনে গণনা করিলেন। (১৫) নৃত্যশেষে তিনি গৌরহরিকে বলিলেন—‘এ স্থানে কেহ আমার হস্ত হইতে এই দণ্ড আকর্ষণ করিয়া ভুজদ্বয়ে আলিঙ্গনপূর্বক আমাকে বলিলেন যে, তুমি নিজে নৃত্য কর।’ (১৬) তার পর আমি আনন্দে পূর্ণ হইয়া মহাবিহ্বল-চিত্তে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করতঃ নৃত্য করিয়াছি।’ তাঁহার বাক্যে বৈষ্ণবগণ মহাবিস্মিত ও প্রেমভরে ধৈর্য্যহারা হইলেন। (১৭) গুরুর এই মহাসার্থক বাক্য শুনিয়া স্বাত্মারাম কল্যাণগুণাশ্রয় মহাত্মা স্বয়ং হরি

মহাহর্ষান্বিত এবং স্বজনগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
 (১৮) সেই ভারতীও প্রেমপরিপূর্ণদেহে কমণ্ডলু ও দণ্ড দূরে নিক্ষেপ
 করিয়া সন্ন্যাসধর্মের পবিত্রতার জন্ত প্রভুর সহিত নাচিতে লাগিলেন ।
 (১৯) দ্বিজাতিগণের আনন্দজনক স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক অল্পষ্টিত এই শুভ
 সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন, তিনি বিমুক্ত হন অর্থাৎ স্বরূপ
 উপলব্ধি করেন এবং মনে যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমস্তই
 লাভ করিবেন ।

ইতি সন্ন্যাসাশ্রমপাবননামক দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ ।

(১) অনন্তর গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মহাভুজ
 হরি গৃঢ়ভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে চলিলেন । (২) পথে যাইতে
 যাইতে অবধূত নিত্যানন্দের সহিত মুহমূর্ছ কৃষ্ণকথা বলিতেছেন, নৃত্য
 করিতেছেন, আবার নিজভক্তিভাবে হইয়া গানও করিতেছেন !!
 (৩) নিজে নিজবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল ধ্যান করিতেছেন—নির্বাস-
 ধারায় পর্বতশিখরবৎ তিনি প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্তদেহ হইতেছেন !
 (৪) কখনও নয়নধারায় সর্বদা সিক্ত হইতেছে, কখনও দেহে কম্প ও
 পুলকাবলি দৃষ্ট হইতেছে । কখনও বিহ্বল বা স্থলিত হইতেছেন,
 আবার কখনও দ্রুতগতি চলিতেছেন । (৫) কখনও মত্ত করিয়াজবৎ
 যাইতেছেন, কখনও বা অনন্ত তেজে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । কখনও
 বা আদরপূর্বক গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি নামাবলি গান করিতেছেন ।
 (৬) সেই দেশে হরিনাম না শুনিয়া প্রভু অতিশয় বিহ্বল হইলেন ।
 “শীঘ্রই জলে প্রবেশ করিয়া আমি প্রাণত্যাগ করিব । (৭) এই
 ব্রাহ্মণকুলসেবিত দেশেও কেন হরিনাম শুনিতেছি না ?” এই ভাবে মৃত্যু

নির্ধারিত করিয়া প্রভু জলের নিকট যাইতে যাইতে (৮) দেখিলেন, কতগুলি বালক গোচারণ করিতেছে। নিত্যানন্দ অবধূত তাহাদিগকে হরিকীৰ্ত্তন করিতে শিক্ষা দিলেন। (৯) তন্মধ্যে একটি উদারবুদ্ধি বালক অত্যুচ্চকণ্ঠে ‘হরিবোল হরিবোল’ বলিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ করিতে লাগিল। (১০) নাম শুনিয়া আনন্দে প্রভু নিজদেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিলেন এবং সেই স্থলেই আৰ্ত্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন ও বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। (১১) তিনি অবধূত কর্তৃক বৃন্দাবন-বার্তায় পুনরায় সান্ত্বিত হইলেন। কি অদ্ভুত কথা! তার পর কিয়দূর গিয়া মহামতি শ্রীনিবেশন প্রভু শিক্ষা দিলেন। (১২) তিনি আমাকে বলিলেন—‘তুমি নবদ্বীপে যাও।’ তার পরে আমি শোকছুঃখে কাতর হইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেই (১৩) আবার বলিলেন—“ভক্তগণের নিকট আমার ‘নমো নারায়ণ’ এই বাক্য বলিবে, তাহাতে আমার আনন্দ হইবে।” (১৪) শ্রীহরির সকল কথা-শ্রবণান্তে আমি গৌরাদ্বে চ্যুতজীবন হইয়া অবস্থান করিলাম। পরমার্জ হইয়াও তাঁহার বাহু দশার নিভৃত পরমাস্ত্রুত চেষ্টার কথা জ্ঞাত হইলাম। (১৫) তিনি গদগদ ভাবে শ্রীকৃষ্ণনামমঙ্গল গ্রহণ করিতেছেন। (১৬) কখনও হাসেন, কখনও স্থলিত হইতেছেন, কখনও কম্পিত হইতেছেন, কখনও গান করিতেছেন। কখনও রোদন, কখনও গমন, কখনও পতন, আবার কখনও বা যুক্তিকায় শয়ন করিতেছেন!! (১৭) এই স্বাধীন স্বাত্মারাম প্রভু নিজজনগণকে শিক্ষাদানের জন্য কখনও গোপীভাবে, কখনও ভক্তভাবে, আবার কখনও বা ঈশ্বরভাবে বিরাজ করিতেছেন। (১৮) তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত ইনি নিজ দেহ পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন নাই। তখন আমি মহাভীত ও ব্যাকুল হইয়া ‘কি করিব?’ চিন্তা করিতে লাগিলাম। (১৯) তৎপরদিনে প্রভু নিজ দেহ স্মরণ করিলেন।

তার পরে আমি ত্রাসিচূড়ামণির আজ্ঞা পাইয়া নিজ গৃহে আসিলাম ।
 (২০) আচার্য্যমন্দিরে শ্রীগৌরকৃষ্ণ আগামী পরশ্ব আগমন করিবেন ।
 সেই স্থলেই আপনারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই দর্শন পাইবেন । (২১) এই ভাবে
 আমি শ্রীহরিকীৰ্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছি, ভগবানের অল্পশ্রিত সর্বশুভ কার্য্য
 দেখিয়া এই সকল স্তম্ভন ও জনগণের সর্বস্বত্বপ্রদ হরিশুণ গান করিলাম ।

ইতি রাঢ়দেশভ্রমণনামক তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ ।

(১) আচার্য্যরত্ন হইতে এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অদ্বৈত প্রভৃতি
 ব্রাহ্মণ সঙ্জনগণ শ্রীগৌরান্দের গুণাশ্বাদে ধৈর্য্যবিহীন ও স্তম্ভিত হইয়া
 রোদন করিতে লাগিলেন । (২) এ দিকে ভক্তগণের আন্তিনাশন জগদীশ্বরও
 অদ্বৈতাচার্য্যমন্দিরে যাইবার জন্ত মনস্থ করিলেন । (৩) জনগণের মহা-
 নয়নোৎসব দান করত রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি অবধূত মহোদয়কে
 মধুর বাক্যে বলিলেন—(৪) জাহ্নবীতীরে মনোরম নবদ্বীপে তুমি গিয়া
 আমার নামে পরম ভক্তিসহকারে মাতাকে (৫) শ্রীকৃষ্ণচরিতকথা দ্বারা
 সান্ত্বনাদানে স্থখী করতঃ তত্রত্য শ্রীবাসাদি আমার প্রিয় বৈষ্ণবদিগকে
 (৬) আচার্য্যগৃহে সমানয়ন কর, আমিও তত ক্ষণে আচার্য্যমন্দিরে উপস্থিত
 হইব । জগদীশ্বরের আদেশ পাইয়া অবধূত আনন্দে নবদ্বীপ চলিলেন ।
 (৭) শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাসের শুভ আশ্রয়ে তিনি প্রভুর আদেশ
 জানাইয়া শ্রীবাসাদিকে সঙ্গে লইয়া (৮) শ্রীশচীমাতার চরণে নমস্কারপূর্বক
 কৃতান্তলি হইয়া দয়ানিধি নিত্যানন্দ ভক্তিভরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন ।
 (৯) শচীমাতা অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে তিনি তাহা ভোজন করত সেই
 দিন সে স্থানে অবস্থান করিলেন এবং পরদিনে মহামনাঃ নিত্যানন্দ সেই
 সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বৈষ্ণবদির সহিত (১০) আনন্দে সমস্ত অদ্বৈত-মন্দিরে

গমন করিলেন। পুত্রকে পুরুষোত্তম মনে করিয়া শচীও পরম প্রীতি সহকারে (১১) সেই অদ্বৈত-গৃহে সজ্জর গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে সেই দিন (১২) শিবাংশ মহাত্মা অদ্বৈতের গৃহে মহাপবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া অবস্থান করিলেন। তার পরদিনে ফুলিয়া গ্রাম হইতে প্রভু আগমন করিলে (১৩) সকলেই আনন্দমনে মদনমহোৎসব করিতে গমন করিলেন; তাঁহারা অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সান্বিত ভাবভূষণে ভূষিত ও পরম বিহ্বল হইলেন। (১৪) একে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, তাহাতে আবাস দণ্ড ধারণ করিয়া রক্তবস্ত্রে দেহ পরিবেষ্টন করিয়াছেন। গৈরিক- (গিরিধাতু) যুক্ত স্নমেকশৃঙ্গের ত্রায় গৌরহরি কান্তিমালা বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১৫) মহাস্ত হরিভক্তগণ তাঁহার মনোহর বদন-কমল দেখিয়া নিজ প্রাণসদৃশ মনে করিয়া, শীঘ্র চরণে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং আনন্দ লাভ করিলেন। (১৬) অবিরল অশ্রুধারাপাতে তাঁহাদের দেহ আশ্রিত হইল, মুখে হর্ষগদগদ বাণী, অঙ্গে পুলকাবলি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া কৃপানিধি ভগবান্ তাঁহাদিগকে দর্শনবৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃতদেহ করিলেন। (১৭) মুহু-মধুর-হাস্যশোভিত-বদনপদ্ম প্রভু তাঁহাদিগকে স্পর্শে আনন্দিত, হাস্তে, ভাষণে এবং দৃঢ় হস্ত-গ্রহণে পূর্ণমনোরথ করিলেন। (১৮) তাঁহারা স্তম্ভমনে পুলকব্যাপ্তকলেবরে পরম স্নখ লাভ করিলেন। দেবসমূহ-সহিত স্বরেশ্বরের ত্রায় সেই ভগবান্ও সহসাই সমাগত হইলেন। (১৯) পাদপদ্মের বিজয়ে অদ্বৈত আচার্য্যবর্ষ্যের মন্দির মহাদীপ্তিমান্ হইল। স্তম্ভর আসনে সন্মুপবেশন করিয়া প্রভু সূর্য্যবৎ বিরাজমান হইলেন। (২০) বদরিকাশ্রমে ঋষি-সমাজে নারায়ণের ত্রায় তিনিও ভক্তগোষ্ঠিতে গদগদবাক্যে হরিকথা বলিতে লাগিলেন, নয়নজলে তাঁহার সর্বাঙ্গ সংব্যাপ্ত হইল। (২১) শ্রীশচীদেবীকে প্রণাম করিয়া করুণাময় প্রভু সাদরে বলিলেন—‘মা, আনি

সতত তোমারই সন্নিধানে থাকিব।’ (২২) ভক্ত জনের অভীষ্টদ যজ্ঞভোক্তা প্রাণনাথ ভক্তবর্গ সমভিব্যাহারে অষ্টৈতাচার্য্যবর্ষ্য কর্তৃক প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্ন (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ ও পেয়) আশ্বাদন করিলেন। (২৩) অষ্টৈতভবনে শয়ন করিয়া রজনীর চরম যামে গাভ্রোখান করিয়া স্বদ্বনগণ সহ মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম গান করিয়া করিয়া নৃত্য করিলেন। (২৪) তৎপরদিন বিমল প্রভাতে শ্রীবাসাদি ব্রাহ্মণবর্ষ্যগণকে মধুর বাক্যে তিনি নিজ নিজ আশ্রমে যাইবার জ্ঞাত্ত আজ্ঞা দিলেন। (২৫) ‘আমি দেবদেবেশ পুরুষোত্তম-দর্শনে যাইব, সার্বভৌমনামক ব্রাহ্মণবরের সহিত সেই হরিকে দর্শন করিব। (২৬) তোমরা এ স্থানে মাৎস্যশূন্য হইয়া নিত্যই হরিকীর্্তন করিবে, বিশেষতঃ হরিবাসরে জাগরণ, নৃত্য-গীতাদি অবশ্যই করিবে।’ (২৭) এইরূপে তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া, অগ্রবর্তী অষ্টৈতাচার্য্যকে বাহুগলে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রলোচনে প্রভু যাত্রা করিলেন। (২৮) তখন দম্ভে তৃণ ধারণপূর্বক শ্রীহরিদাস ঠাকুর জগদীশ্বরের পাদমূলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন। (২৯) তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নাথ ব্যথিত ও অশ্রুসিক্তনয়নে তাঁহাকে বলিলেন—‘এইরূপে আমিও জগন্নাথ-পাদপদ্মে (৩০) নিপতিত হইয়া নিবেদন করিব—যাহাতে তোমার প্রতি শ্রীহরির নিশ্চিত রূপা হয়।’ এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া (৩১) প্রীতিভরে বিদায় দিলেন। তখন দ্বিজবর্ষ্য শ্রীমদষ্টৈতাচার্য্যবর্ষ্য জগদগুরু ভগবান্কে বলিলেন—(৩২) ‘হে নাথ! তোমার গমনের কথা শুনিয়াও আমার কেন প্রেম হইতেছে না? তোমার এই কোন্ রূপা?’ তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—(৩৩) ‘তোমার যদি প্রেমই হইবে, তবে আমি আর কি প্রকারে যাইতে পারি বল দেখি!’ এই বলিয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত আলিঙ্গন করতঃ মহান্নিধন অল্পচর (৩৪) গদাধরাদি ব্রাহ্মণগণ সহ গমন করিতে থাকিলে গোপীনাথচার্য্যমুখ্য

বদ্বানুবাদ—৩য় প্রকরণ, ৫ম সর্গ।

২৮৯

দ্বিজোত্তম শ্রীহরিকে শ্রীতিভরে নিবেদন করিলেন—(৩৫) ‘হে ভগবন্! হে কামদ! তোমার দেহ দেখিতে আমার ইচ্ছা হয়।’ এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার গাত্রবসন দূর করিলেন। (৩৬) তখন মেঘাত্ময়ে মেরুশৃঙ্গ যেরূপ চন্দ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার অনাবৃত দেহলতাও গলিতস্বর্ণবৎ কান্তিরাশি বিস্তারিত করিল। (৩৭) সেই দ্বিজবর প্রভুর এই মূর্তি দর্শন, সকল বার্তা শ্রবণ এবং তাঁহার চরণে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। আর ভগবান্ও সংহৃষ্ট হইয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। (৩৮) শ্রীহরির এই কীর্তি ও পুরুষোত্তম-যাত্রা প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে মানব গৌরপাদপদ্মে পরম প্রেমানন্দ লাভ করে। (৩৯) এই প্রসঙ্গ নিত্য পাঠ করিলে মনুষ্য পুরুষোত্তমদেবের দর্শনজনিত সম্যক ফল লাভ করিতে পারেন।

ইতি শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরবিহার-নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

(১) অনন্তর ভগবান্ প্রভু, মুকুন্দ ও গদাধরাদি ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের সঙ্গ্রে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া গমনকালে মনে হইল, যেন চন্দ্রমা শুক্রাচার্যের সহিত বিজয় করিয়াছেন। (২) পথে কখনও কৃষ্ণনামগুণ গান করিতেছেন, কখনও অসংবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করেন, কখনও দ্রুতগতি, আবার কখনও ধীরে চলিয়াছেন—কখনও বা প্রেমে ধৈর্যশূন্য হইয়া স্থলিতপদে চলিয়াছেন। (৩) সায়াংকালে যদি কখনও ভক্ষ্য দ্রব্য উপস্থিত হয়, তবে হরি যথাবিধি সেই অন্ন ভোজন করেন। রাত্রিকালে প্রভু মহাজনদিগের স্তূথের জন্ত ধৈর্য্য হারাইয়া গান এবং রোদন করেন। (৪) স্বয়ং ভগবান্ এই একটি শ্লোক পাঠ করিতেন—তাহা শ্রবণ কর। ইহার শ্রবণে তাঁহার

চরণ-কমলে স্ফূটাই রতি হয়। (৫) 'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব
পাহি মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্ ॥' (৬)
অব্যয়, লোকপালক, তত্ত্ববিংশিরোমণি প্রভু লোকশিক্ষার জগৎ এই
পদটি স্মৃতিষ্ট স্বরে গান করিয়া হাসিতে লাগিলেন। (৭) ভিক্ষুক পথিক
দেখিয়া এক স্থানে দানী আসিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া স্বয়ংই ক্লান্ত
হইয়া নিবৃত্ত হইল। (৮) অল্প এক সময়ে আবার অল্প দানী দান
চাহিয়া যাত্ৰিকগণ-পরিবেষ্টিত জগদগুরুকে নিবারণ করিলেন। (৯)
ভগবান্ তাঁহাকে হাতের ইন্দ্রিতে বলিলেন—'তুমি দূরে থাক।' তখন
সেই দানীও চলিয়া গেল। মহাপ্রভু আনন্দিতমনে আবার চলিলেন।
(১০) জগদগুরু নিজ দণ্ড অবধূত-হস্তে দিয়া অগ্রে চলিতে লাগিলেন;
আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিত্যানন্দ ধীরগতিতে চলিলেন। (১১) ব্যথিতচিত্তে
সেই উদারমতি নিত্যানন্দ চিন্তা করিলেন—'আমার বিত্তমানেও এই
প্রভু দণ্ডধারী হইয়াছেন !! (১২) সাক্ষাতে দেখা যাইতেছে যে, ইনিই
জাজ্ঞ্যমান শ্রীভগবান্ শঙ্খচক্রগদাপদধারী শ্রীনিকেতন। (১৩) হরি
হইয়াও ইনি লৌকিক চেষ্টায় গ্রাসদণ্ডধর হইয়াছেন !! ইনিই ত পূর্বে
জগন্মোহনরূপে মুরলী বাদন করিয়াছেন !! (১৪) এবং ইনিই ত রাধা-
রসলম্পট !!' কত ক্ষণ পরে নিত্যানন্দ শ্রীগৌরের সন্নিধানে গেলেন;
তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন,—'শীঘ্রই আমার দণ্ড আমাকে দাও।'
(১৫) তখন ইনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'দৈবাৎ ভূমিতে আমি পদস্থলিত
হইলে তোমার দণ্ডটি ভাঙ্গিয়াছে।' (১৬) ইহাতে ভগবান্ কোপ
করিয়া অবধূতকে বলিলেন—'আমার দণ্ডে শিবাদি দেবগণ শক্তি সহ
সংস্থিত আছেন। (১৭) তাঁহাদিগকে পীড়া দিয়া তুমি আমার দণ্ড ভগ্ন
করিয়াছ। দেবপীড়া করিলে কি গুরুতর দোষ হয়, তাহাও কি
তোমার জ্ঞান নাই?' (১৮) তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—'আমি ত

তাঁহাদের হিতই করিয়াছি।’ তার পরে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ কোপ ত্যাগ করত বলিলেন—(১৯) ‘শ্রীজগন্নাথে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনের পর কয়েক মাস অবস্থান করিয়া শ্রীচক্রধরের পার্শ্বে (২০) আমি দণ্ড ত্যাগ করিব, এই প্রকার মনস্থ করিয়াছিলাম। তুমি উন্নত হইয়া উহা পৃথিবীতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ ; আমি আর কি করিব ?’ (২১) এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর স্বরে বলিলেন—‘তুমি সর্বদা আমার অভিপ্রেত কার্য্যই অহুষ্ঠান করিও।’

ইতি দণ্ডভঞ্জননামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(১) এই বলিয়া মহাপ্রভু হরিকীর্তন-তংপর হইয়া যাত্রা করিলেন। পথের নিকটবর্তী দেবতাসমূহকে যথাবিধি দর্শন, নমস্কার ও স্তব করিতে লাগিলেন। (২) মহাপুণ্য হরিক্ষেত্র তমোলিপ্তের (তমোলুকের) ব্রহ্মকুণ্ডে জগদগুরু স্নান করত মধুসূদন দর্শন করিলেন। (৩) তার পর কতিপয় দিন মধ্যেই ভগবান্ প্রভু রেমুণা মহাপুরীতে গোপালদেবের দর্শনার্থে গমন করিলেন। (৪) প্রাচীন কালে ঐ হরিমূর্ত্তিটি উদ্ধব কর্তৃক বারাণসীধামে স্থাপিত ও পূজিত হইয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণকে অহুগ্রহ করিবার জন্য তিনি ঐ রেমুণায় গিয়া অবস্থান করিতেছেন। (৫) কেহ কেহ এই রূপানিধি হরিকে ‘গোপীনাথ’ বলিয়া থাকেন। ইনি ভক্তের স্তম্ভ ক্ষীরচৌর্যাদি লীলাও করিয়াছিলেন। (৬) ভক্তবাক্যানুগত হরি—এ কথা এ স্থলেই সর্বথা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ প্রাকৃত লোকের ত্রায় সেই স্থলে গিয়া গোপীনাথের দর্শন করিলেন। (৭) ভূমিতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া সেই স্বরেশ্বরকে প্রণাম করতঃ করুণা-পূর্ণমুখচন্দ্র পদ্মপলাশ-লোচন গৌরাদ্ধ নিজ জনগণ সহ কীর্তন ও নর্ত্তন

করিলেন। (৮) সেই সময়েই গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহের মস্তকস্থ মুকুট খসিয়া পড়িল দেখিয়া এই শচীসুত করপদ্মবৃগলে তাহা ধারণ করিলেন। (৯) এই প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি নিজ মস্তকে ধারণপূর্বক আনন্দিতচিত্তে বিরাজ করিলেন। স্বরেশ গোপীনাথের এই অদ্ভুত মূর্তির দর্শনে প্রভু নতশিরে ও বিনয়ভরে ঐ ক্ষেত্রে মহানন্দ করিতে লাগিলেন। (১০) সেই মন্দিরে সন্ন্যাসি-চূড়ামণি চন্দ্রকান্তি মহাত্মা দিনান্ত পর্য্যন্ত নৃত্যই করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করিলেন। (১১) তত্রত্য লোকসমূহ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মুহমূহ তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছিল। সেই স্থলে ঐ শ্রাসিমণিও ভক্ত্য অন্নাদি ভোজন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। (১২) প্রাতঃকালে পদ্মবদন কঙ্ককণ্ঠ প্রভু বহু দেশ ও নগর লঙ্ঘন করত যথাসময়ে বেগবতী গঙ্গার নির্বার হইতে প্রবাহিতা সেই (১৩) উত্তম বৈতরণীঃনদী দর্শন করিলেন। এই যম-বৈতরণী নদী দর্শন করিলে জনগণের সর্বপাতকরাশি কদাচিত্ দেখা যায় অর্থাৎ প্রায়শঃই নষ্ট হয়। আর তাহাতে স্নান করিলে কি হয়, তাহা ত বলাই যায় না! (১৪) প্রভু এই বৈতরণীতে বিধিযত স্নান করিয়া মহাশূকরমূর্তি দর্শন করিলেন—মহুগুগণ এই মূর্তি দর্শন করিয়া নিজ ৭৭ কুলকে স্বর্গে গমন করাইতে পারে। (১৫) তৎপরে প্রভু আনন্দিতমনে ব্রাহ্মণপ্রধান ষাঙ্কপুর নগরীতে গমন করিলেন—এ স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়া বিপ্রবর্ধ্যকে একটি গ্রামের শাসন (ভূমি) দান করিয়াছিলেন। (১৬) এ স্থানে মরিলে পাপিসকলও শিবরূপ ধারণ করে। এই স্থানে শত শত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু বিনতমস্তকে দণ্ডবৎ করিলেন। (১৭) তৎপরে কঙ্কানিধি ভগবান্ বিরজাদেবীর মুখপদ্ম দর্শনের ইচ্ছায় গমন করিলেন। ইহাকে দর্শন করিলে জগতের কোটি-কোটি জন্মের নিখিল পাপই সত্ত্ব নষ্ট হয়। (১৮) ইহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া জগদীশ্বর

অতুলনীয় প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পদ্মবদন মহাপ্রভু নাভিগয়া নামক পিতৃতীর্থে আগমন করিলেন। (১৯) বিধানবিশ্ব দ্বিজবর্ষ্য প্রভু শীঘ্রই ব্রহ্মকুণ্ডলে স্নান করিয়াছিলেন—এ স্থলে যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তি দর্শনে জগদ্বাসী নরনারীর স্তম্ভ হইয়াছিল। (২০) মহানুভাব ভগবান্ সেই নগরী এবং ভূতেশ্বরমূর্ত্তির দর্শন করিয়া করিয়া ভ্রমণ করিলেন। উহা সদাশিবরাজধানী বারাগসীর ন্যায় এবং ইহাতে জিলোচন প্রভৃতি কোটি কোটি শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন। (২১) মানব শ্রীহরির এই সকল পাপনাশন পুণ্যকথা শ্রবণে অনন্ত স্তম্ভ লাভ করে এবং সমগ্র তীর্থ পর্য্যটনের ও পিতৃতীর্থে সর্বষষ্ঠক্রিয়াদির ফল লাভে অশেষগুণমণ্ডিত হইতে পারে।

ইতি দক্ষিণদেশ ভ্রমণ নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

(১) তৎপরে মুকুন্দ দত্ত ঈশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লবদনে সহর্ষে মহাপ্রভুকে বলিলেন— (২) ‘হে ভগবন্! এই স্থানে বিন্দুমাত্রও আর দানীর ভয় নাই। এখানকার যত দুর্দান্ত লোক আছে, সকলকেই আমি জানি।’ (৩) তাঁহার কথায় ভগবান্ মুহুমধুর-হাস্যশোভিত-বদনে বলিলেন—‘এই পর্য্যন্ত আমাদের যে ভয় ছিল, তাহা ত আপনিই রক্ষা করিয়াছেন!’ (৪) এই বলিয়া ন্যাসিচুড়ামণি গৌরকৃষ্ণ লক্ষ্মীকান্ত হইয়াও লোকশিক্ষা দেওয়ার দ্রষ্টা ভিক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন। (৫) সর্বশক্তিসমন্বিত নিত্যানন্দ অবধূত, শ্রীমদগদাধর ও মুকুন্দাদি সজ্জনগণ ভিক্ষাটনে বাহির হইলেন। (৬) এ স্থানের দানী তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। ক্রোধে মুকুন্দকে বাধিয়া সারা দিন অবরোধ করিয়া (৭) সায়ংকালে একথানা উত্তম কদল লইয়া তাঁহাদের সকলকে মুক্তি দিলে, তাঁহারা বিমনস্ক হইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। (৮) তাঁহারা ব্রাহ্মণদের

নিকট গিয়া ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিলেন। স্বয়ং প্রভু মহাতেজাঃ নিত্যানন্দকে কে বুঝিতে পারে? (৯) তৎপরে তাঁহারা ব্রাহ্মণাশ্রমের মণ্ডপে শয়ন জন্ত গমন করিলেন। উদারমতি নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে বন্ধনমুক্ত হইয়াই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। (১০) ভগবান্ও ভিক্ষা করিয়া সেই স্থানে স্বয়ং উপনীত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া নিত্যানন্দ, দানিগণ কর্তৃক যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তাহাই নিবেদন করিলেন। (১১) এই কথা শুনিয়া ভগবান্ ‘আচ্ছা, ভালই হইবে’ এই কথা বলিয়া রাজার নিকট নিজ শক্তি সম্বন্ধে প্রেরণ করিলেন। (১২) সেই ক্ষণে তত্রত্য দানীশ্বর আসিয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে মুকুন্দাদি মহাজনগণ সকল কথা নিবেদন করিলেন। (১৩) দানীশ বলিলেন—‘ইহার জন্ত দণ্ডবাটস্থিত সেই সব ছুটগণকে এমন প্রহার করিব, যাহাতে তাহারা আর এইরূপ অত্যাচার না করে।’ (১৪) ভৃত্য-গণের আচরণ শুনিয়া সেই দানিরাজ্জ দুঃখিত হইলেন এবং বহুমূল্য নূতন কদল আনিয়া দিলেন। (১৫) এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া সেই দানীশ নিজের ঐশ্বর্যযুক্ত গৃহে গমন করিলেন এবং সর্বভ্যাগী হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীগৌরান্দপাদপদ্মই চিন্তা করিতে লাগিলেন। (১৬) এইরূপে তাঁহাদের অভিমান নাশ করত স্বর্থে শয়ন করিয়া রাত্রি বাপন করিলেন এবং প্রাতঃকালে শীঘ্রই গাত্রোত্থানপূর্বক মহাপ্রভু (১৭) সর্বলৌকিকপাবনী বিরজা দেবীর দর্শনে গমন করিলেন—যাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি-সহকৃত দর্শনে মানব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। (১৮) মানব ভগবদদর্শনে ষে রূপ ফল প্রাপ্তি করে, বিরজামুখদর্শনেও সেই ফলই লাভ করে। (১৯) এই ক্ষেত্রে সাফাং দেব ত্রিলোচন ভগবান্ বিরাজমান। কাশী বা বিরজায় মৃত্যু মোক্ষদায়ক। (২০) বারানসীতে মৃত ব্যক্তির প্রতি শরীর ষে রূপ প্রীতি লাভ করেন, বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে তাহা হইতেও

অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। (২১) তাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্বলোকৈক-
পাবন কৃষ্ণ কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন করিয়া করিয়া ভক্তবর্গ সহিত যাত্রা করিলেন।

ইতি শ্রীবিরজাদর্শননামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

(১) তৎপরে প্রভু সিংহবিক্রমে একাশ্রনামক গিরিরাশিশিখরে গমন
করিলেন—তাহাতে নিখিল লোকপালগণ সহ গিরিজা (পার্বতী) ও
মহাদেব বিরাজ করেন। (২) তিনি তথায় নিখিলশোভাসমৃদ্ধিশীল,
চঞ্চলপতাকাযুক্ত, স্বধালিপ্ত মহাশৃঙ্গশোভিত উন্নত ও হৃন্দরতোরণাঢ্য
মহাশিবালয় দ্বিতীয় কৈলাসপর্বতবৎ দেখিতে পাইলেন। (৩) শূলযুক্ত
বিচিত্রচূড়াশোভিত শিবালয় দর্শন করিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিলেন। ঐ মন্দিরটি পতাকাধারা সুরধুনীর বিবিধ ভঙ্গী ধারণপূর্বকই
যেন অবলীলাক্রমে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (৪)
তৎপরে মহাপ্রভু পরমানন্দে ত্রিপুরারির পুরীমধ্যে ঈশ্বরদর্শনাবেশে গমন
করিলেন—ঐ স্থানে বিশ্বেশ্বরাদি কোটি শিবলিঙ্গ এবং বহু পুণ্যতীর্থ
বিরাজমান আছেন। (৫) উহাতে অত্যুত্তম তোরণযুক্ত কোটি কোটি
প্রাসাদ বর্তমান, উহাদের চূড়ায় পতাকারূপে বস্ত্রসমূহ বিরাজমান।
তত্রত্য মনুজগণ বিবিধ ভূষণে ভূষিত ও মনোজ্ঞ গন্ধে চর্চিতদেহ হইয়া
ইন্দ্রপদের আকাজক্ষা করে। (৬) মণিকর্ণিকাদি কোটি তীর্থ তথায়
বিদ্যমান। তাহাতে দেহভাগকারিগণ শীঘ্রই ভক্তি (বা মোক্ষ) লাভ
করে, বাহ্য যোগিগণ উগ্র তপস্যা করিয়া চারি যুগ পরে লাভ করেন।
(৭) দেবদেব সমস্ত তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু জল আনিয়া এ স্থানে মহা-
বিন্দু-সরোবরনামক এক কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন—উহাতে স্নান করিলে
বিশুদ্ধ পদই লাভ হয়। (৮) বুরেন্দ্র, বিশুদ্ধবিক্রম মহেশ্বর সম্বর কাশী

ত্যাগ করিয়া এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষী হইয়া, নিখিল পুণ্যতীর্থ-সমূহকে আহ্বান করিয়া এই ক্ষেত্রবরেই স্থাপনা করিয়াছেন। (৯) সেই কৃষ্ণিবাস দেববর স্বয়ং লিঙ্গরূপী হইয়া এবং ঈশ্বরীও তথায় বাস করিতেছেন। স্বয়ং নিখিল দিব্য দিব্য ভোগরাজি উপভোগ করিতেছেন এবং তিনি ষষ্ঠীভ্রমণ-কর্তৃক সর্বদাই পূজোপাসিত হইতেছেন। (১০) স্বগন্ধ মাল্য এবং অত্যুত্তম কর্পূরবর্জিকায়ুক্ত দীপমালাদ্বারা তিনি সংভূষিত হইয়াছেন। মুদঙ্গশব্দ ও শঙ্খধ্বনি ও নৃত্যপরা দেবীগণ তথায় সদাকাল বিদ্যমান। (১১) পরমেশ্বর হরি চন্দ্রবৎ ধবল পুরারির মন্দিরে ভূত্যগণ সহ প্রবেশ করিলেন, যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মভূঙ্গ ব্রহ্মা মহেশ্বরের মহোৎসবপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (১২) প্রভু নিজ নিবাসদেহ কৃষ্ণিবাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং সেই চক্রী প্রফুল্লিতকলেবরে গদগদবাক্যে মহাদেবের স্তব করিলেন। (১৩) “হে ত্রিদশেশ্বর! হে ভূতাদিনাথ! হে যুড়! তোমাকে আমি নিত্য প্রণাম করিতেছি। গদাতরঙ্গে উদ্ভিত তরুণ চন্দ্রকে তুমি চূড়ারূপে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি গৌরীর নয়নানন্দদায়ক। তোমার চরণে নমস্কার। (১৪) গণিত কাঞ্চন, চন্দ্র, নীল পদ্ম, প্রবাল ও মেঘশ্যামল বসনাদি ধারণ করিয়া যিনি সুন্দর নৃত্যভঙ্গী সহকারে ভক্তগণের ইষ্ট বর প্রদান করেন, সেই কৈবল্যানাথ, বৃষধ্বজ শিবকে প্রণাম করি। (১৫) যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ লোচনত্রয়দ্বারা জগতের নিখিল অন্ধকার নাশ করেন, সহস্র চন্দ্রমা ও সহস্রসূর্য্যবিজয়ী তেজোমালাধারণকারী সেই শিবের চরণে আমার নমস্কার। (১৬) যিনি অনন্ত নাগের রত্নদ্বারা উজ্জল বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন—ব্যাঘ্রচর্ম্মাঘ্র ধারণে ঐহার দিব্য জ্যোতিঃ বিকিরণ হইতেছে—পদ্মের উপরে বিরাজমান হইয়া যিনি ভূজধ্বজে অত্যুত্তম অঙ্গদ পরিধান করিয়াছেন—সেই শিবকে নমস্কার। (১৭)

সুন্দর নৃপুৰে রঞ্জিত পাদপদ্ম হইতে ক্ষয়শীল সুধাদ্বারা যিনি ভূত্যাগকে
 সুখ প্রদান করেন, বিচিত্র রত্নমালায় যিনি বিভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে
 নমস্কার। হে শিব! অণু আমাকে শ্রীহরিতে প্রেমই দান কর।
 (১৮) তুমি শ্রীৰাম, গোবিন্দ, মুকুন্দ, শোরে, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব
 ইত্যাদি নামামৃত পানের মত্ত মধুকররাজ এবং নিখিলদুঃখনাশন—
 তোমাকে নমস্কার। (১৯) শ্রীনারদাদি মহাবিগণ কর্তৃক সৰ্বদাই
 তুমি স্তম্ভপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া থাক, তুমি শীঘ্রই বর প্রদান কর,
 তাঁহাদিগকে তুমি হরিভক্তি ও আনন্দ প্রদান কর। হে সৰ্বগুরু শিব!
 তোমাকে নমস্কার করি। (২০) তুমি শ্রীগৌরীর নেত্রোৎসবমদল
 দান কর, তাঁহার প্রাণনাথ ও রসপ্রদ তুমি। সদাকাল সমুৎকর্ষচিন্তে
 গোবিন্দলীলা গানে তুমি প্রবীণ হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি।”
 (২১) এই মহাভূত শিবাষ্টক শ্রবণ করিলে শীঘ্রই হরিপ্রেম লাভ করিতে
 পারা যায়। আর যিনি ভাবপূৰ্ণ হইয়া পরম সমাদরে শ্রবণ করেন, তিনি
 জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অপূৰ্ব বৈভব লাভ করেন। (২২) অত্যাশ্চর্য্য মহাপ্রভু
 এইরূপে স্তব করিতে থাকিলে উৎসুক শিবভূত্যাগ স্নগন্ধি মালা ও
 চন্দনাদি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তখন তিনি বহিঃপ্রাদেশে
 উপবিষ্ট হইলেন। (২৩) তৎপরে তিনি ভক্তনিবেদিতায় ভোজন
 করিয়া, তথায় শয়ন করিয়া আনন্দে যামিনী যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে
 গাত্ৰোত্থানপূৰ্বক কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তিনি সুখপূৰ্ণ হইলেন।
 (২৪) শ্রীগৌরান্বকৃত এই পুরুষোত্তম শিবের স্তব যে মানব পাঠ করেন,
 সেই জন মূর্খদেববৃন্দেরও সুহৃৎ প্রেম এই শিবে নিত্য লাভ করেন।

ইতি মহাদেব-দৰ্শননামক অষ্টম সৰ্গ।

নবম সর্গ ।

(১) বিন্দুসরোবরে স্নান ও শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া ভগবান্ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া স্থখে বসিয়া আছেন। (২) প্রভু ভক্তগণ সহ প্রসাদো উত্তম অন্নব্যাঞ্জনাদি ভোজন করতঃ সেই স্থলে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে আনন্দিতমনে 'নিদ্রা' গেলেন। (৩) মহাপ্রভু চিন্তা করিলেন—‘যদি দেবদেব ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়, তবে আমরা ভোজন করিতে পারি।’ (৪) এই চিন্তা করিলেই একজন ব্রাহ্মণ ছুই হস্তে মহাদেব-প্রসাদ আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। (৫) তিনি বলিলেন—‘মহাদেবের প্রসাদ আসিয়াছেন, গ্রহণ করুন।’ এই কথা শুনিয়া সহসাই গাত্রোখান করিয়া প্রভু প্রসাদকে দণ্ডবৎ করিলেন। (৬) উহা গ্রহণ করিয়া ভূতাগণ সহ স্বধাবৎ পান করিলেন—ইহাতে প্রভু এই শিক্ষা দিলেন যে, শিবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। (৭) তৎপরদিন প্রভাতে প্রভু স্থোখানপূর্বক সত্ত্বর বিন্দুসরোবরে স্নান ও শিবকে দণ্ডবৎ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। (৮) শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিবনির্মাল্য ভক্তগণের কথা শুনিয়া মহাতেজাঃ দামোদর পণ্ডিত দ্বিজ্ঞাসা করিলেন—(৯) ‘ভৃগুশাপে শিব-নির্মাল্য অগ্রাহ্য, এই শাস্ত্রের প্রমাণ জ্ঞাত হইয়াও কেন সেই নরোত্তম ভগবান্ তাহার গ্রহণ করিলেন?’ (১০) এই প্রশ্নের উত্তরে মুরারি সেই বিপ্রবরকে বলিলেন—‘শ্রীশিবনির্মাল্যমৃতভক্তগণের কথা শ্রবণ কর। (১১) বাস্তবিক পক্ষে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শুভাগমন জানিয়া আনন্দে আতিথ্য বিধান করিয়াছেন। অগ্র কথাও শুন—(১২) বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতে মহেশ্বরের পূজা করিলে তাঁহাদের পূজা মহাদেব গ্রহণ করেন এবং সেই অন্নই মহাপাবন। (১৩) শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদের ভেদবুদ্ধি করিলে অধঃপাত হইয়া থাকে; এই তত্ত্বই ভক্তরূপী স্বয়ং হরি সেই দুই বৈরিগণকে শিক্ষা দিলেন। (১৪) সর্বজীবের হিতকারী’

দেবেশ জগদীশ্বৰ মহাপ্ৰভু শিবনিৰ্মাল্য আদৰেই গ্ৰহণ কৰিয়া আচৰণদ্বাৰাও দেখাইলেন—(১৫) প্ৰতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে ভেদবুদ্ধিতে পূজা কৰিলেই লোকগণ বিপ্ৰশাপেৰ ভাগী হয়, কিন্তু একত্ববুদ্ধিতে তাহা হয় না। (১৬) হৰি-হৰেৰ ঐক্যই বুঝিবে; স্বয়ম্ভুত্ব-নিকটেও অভেদ-বুদ্ধিতে পূজা কৰিলে আৰ ভৃগু মুনীৰ শাপ কখনও লাগিবে না। (১৭) বৰং ঐক্যপ অলুষ্ঠানে হৰি-হৰেৰ সমধিক প্ৰীতিই হয়। এই স্বয়ম্ভুত্ব অভেদবুদ্ধিতে পূজাই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। (১৮) এই স্থলেই মহাপ্ৰসাদ ভোজন কৰিলে মোক্ষপ্ৰাপ্তি হয়, মহাব্যাধি দূৰ হয় এবং স্থিৰা সম্পত্তি লাভ হয়। (১৯) বাহাৰা নোহবশতঃ ঐ স্থলে শিবপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে না, তাহাৰাই হৰি-হৰে অপৰাধী হয় এবং নিঃস্ব ও বোগী হইয়া থাকে। (২০) যে স্থলে বৈষ্ণবগণ পৰমাদৰে অনাদিলিঙ্গে শিবপূজা কৰিয়া থাকেন এবং তাহাও ক্ৰীষ্ণপ্ৰীতিৰ উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, (২১) সেই স্থলেই শিবনিৰ্মাল্য-গ্ৰহণে কোনই দ্বিধা নাই। হে বিপ্ৰ! সদাকাল ভক্তিই সৰ্বপ্ৰাণীৰ শুভদায়িকা।’

ইতি শ্ৰীশিবনিৰ্মাল্যগ্ৰহণব্যবস্থানামক নবম সৰ্গ।

দশম সৰ্গ।

(১) অভিনবামৃতবৰ্ষী মহাপ্ৰভু চৈতন্তদেবেৰ মনোহৰ পুণ্যকথা আৰও শুন। (২) তৎপরে নিজগণ-সঙ্গে সাধুজ্ঞানকবন্ধ অজ ভগবান্ আনন্দিতচিত্তে কপোতেশ্বৰ শিবলিঙ্গ উত্তমৰূপে দৰ্শন ও প্ৰণাম কৰিয়া শীঘ্ৰই আবার নীলাচলাভিগুথে যাত্ৰা কৰিলেন। (৩) পথেৰ মধ্যে অত্যাশ্ৰু পুণ্য শিবলিঙ্গসমূহকেও দৰ্শন এবং আনন্দে দণ্ডবৎ কৰিয়া কৰিয়া পুনৰায় চলিলেন। মহাক্ষীৰ্য্যবতী ভাৰ্গবী নদীতে স্নানাদি যথারীতি সমাধা কৰিয়া আবার যাত্ৰা কৰিলেন। (৪) তৎপরে শীঘ্ৰই তিনি

সুখাবলিপ্ত, শারদ চন্দ্র হইতেও সুন্দর প্রভাযুক্ত, চক্রাঘ্রিত, পবনচালিত পতাকাশোভিত এবং নীলগিরির মহোজ্জ্বল বিভূষণ-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথ-দেবের অত্যুত্তম মন্দির দর্শন করিলেন। (৫) উহা কান্তি, পরোপকার ও সুন্দর দেহ দ্বারা কৈলাসশৃঙ্গকে যেন মুহুর্ৎ নিন্দা করিতেছিল। * * বায়ুচালিত বস্তুরূপ হস্তসঙ্কেতে যেন সেই পদ্মলোচন গৌরাদকে আহ্বান করিতেছিলেন। (৬) এই ব্যাপার দেখিয়াই সহসা সেই শক্রনাশন গৌরাদ স্পন্দনহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার গণ সকলেই মুচ্ছিত হইলেন এবং প্রাণহীন দেহবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। (৭) ক্ষণকাল পরে প্রভু উখিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক পরিবৃত জীবাআর আয় তাঁহারাও সমুৎসুকচিত্তে পরিবেষ্টন করিলেন এবং অস্বরূপবিং জনগণও তথায় উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—(৮) ‘আপনারা এই হরিমন্দিরের উপরিভাগে মহেন্দ্রনীলমণিপ্রভ বালক প্রভুকে উত্তমরূপে দেখুন ত।’ ব্রাহ্মগণ কিছু না দেখিয়াই প্রভুর পুনর্দ্রোহ আশঙ্কায় বলিলেন—‘প্রভুর প্রতিমাই ত দেখা যাইতেছে।’ (৯) পুনরায় প্রভু বলিলেন—‘ঐ দেখ, জগন্নাথের গৃহধ্বজার নিকট একটি বালক বিদ্যমান আছেন, তাঁহার মুখকান্তিতে পূর্ণচন্দ্রকোটিও মুহুর্ৎ নিন্দিত হইতেছে !! (১০) ঈষৎ চঞ্চল রক্তাঙ্গুলি ও রক্তপদ্মাভ দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেতে আমাকে আহ্বান করিতেছেন ! বাম হস্তের অঙ্গুলি বেগুরন্ধ্রে বিদ্যস্ত করিয়া তিনি মহাশোভিত হইয়াছেন !! (১১) ঐ যে চন্দ্রসহস্রবৎ কান্তি বিকিরণ করিতেছেন !! ইনি কে, সুন্দর হাস্য করিয়া আমার মনোমোহন করিলেন?’ এইরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া গলিতম্ববর্ণকান্তি প্রভু মহাবেগে ভৃত্যগণ সহ চলিতে লাগিলেন। (১২) জগন্নাথের প্রাসাদ দর্শন করিয়া মুহুর্ৎ তাঁহার অশ্রধারাপ্রপাত হইতে লাগিল ; দেখিলে

মনে হয়, যেন স্তম্বেশ্বরই নির্বাপ্তবাহ ছুটাইতেছে !! তার পরে তিনি মার্কণ্ডেয়সরোবরে উপনীত হইলেন। (১৩) উগ্রচক্রী বিষ্ণু স্বয়ং চক্রদ্বারা মহেশ্বরের জ্য এই মহাদীপ্তিযুক্ত তটবিশিষ্ট কুণ্ডটি নির্মাণ করিয়াছেন। মানবগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া শিবলোক প্রাপ্তি করে। প্রভু তথায় গিয়া স্নানাদি বিধিবৎ ক্রিয়া সমাধা করিয়া (১৪) শঙ্করমূর্তি দেখিয়া 'অঘোর' (শিবনাম) জপ করিতে করিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহেশ্বরের স্তম্ভদল স্ততিমালায় তাঁহার স্তব করিয়া প্রভু যজ্ঞেশ্বরের মহামন্দিরে গমন করিলেন। (১৫) তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ, নয়নপদ্মের ধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। প্রভু পরাত্মার চিন্তা করিতে করিতে মহোৎসবাচ্য দেবেশ্বের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগৎপতি প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। (১৬) প্রেমভরাজাস্ত বদনে পুনরায় তিনি ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ক্ষণকাল পরে জগন্নাথকে মূষ্টিকর্য অর্থাৎ সঙ্কেতযুক্ত হস্তবিশিষ্ট চিন্তা করিয়া বিহ্বলচিত্তে মহাপ্রভু মহারোদন করিলেন। (১৭) পুরুষোত্তম হরি প্রভুকে এই অবস্থায় দেখিয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক পন্ন হইতেও স্নকোমল রক্তাভ হস্ত দেখাইলে চৈতন্তদেবও আনন্দিত হইয়া হাস্ত করিতে লাগিলেন। (১৮) তিনি বলিলেন—'হে করুণাসাগর! হে দেবেশ, হে মহেশ-বন্দিত! তুমি প্রসন্ন হও।' আবার কিন্তু ঐ করপল্লবাব্দুলি না দেখিয়া প্রভু বিহ্বল হইয়া দ্বিগুণতর রোদন করিলেন। (১৯) পুনর্বার উহার দর্শনে মহামহোৎসব-পূর্ণ হইয়া, হর্বাশ্রুধারায় দেহলতা সিঞ্চিত করিয়া প্রভু বিরাজমান হইলেন। (২০) এই ভাবে জগন্নাথ ও গৌরান্দের এই উদ্দাম প্রেমচেষ্টার কথা বাহারা শ্রবণ ও গান করিবেন, তাঁহারা পরমার্থদর্শী মুরারির পরম পদ (ধাম) প্রাপ্তি করিবেন এবং তাহা হইতে আর কদাপি পতন হইবে না।

ইতি শ্রীপুরুষোত্তম-দর্শননামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

(১) এই কথা শুনিয়া বিপ্রবর দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘ভগবান্ কি প্রকারে পুরুষোত্তমদেবের দর্শন করিলেন? (২) তিনি
 কাহার সাহায্যে দেখিলেন এবং স্বয়ং জনার্দনই বা কি করিলেন?’ এই
 প্রশ্নের উত্তরে সেই বৈষ্ণৱ মুরারি তুষ্ট হইয়া মদলকথা বলিতে লাগিলেন।
 (৩) হে বিপ্র! শ্রীজগদীশের দর্শনান্দ্রনিত দিব্য ত্রৈলোক্যপাবনী কথা
 সাবধানে শ্রবণ করুন। (৪) প্রথমেই সেই প্রভু বাহুদেব সার্বভৌমের
 মন্দিরে গমন করিলেন, সেই স্থায়ী সার্বভৌম সমুখান করত দণ্ডবৎ প্রণতি
 করিলেন। (৫) তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ হরি গদগদ বাক্যে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—‘আনি কিরূপে সনাতন দেবদেব জগন্নাথকে দর্শন করিতে
 পারি, বলুন দেখি।’ (৬) মহাবিশ্বী সার্বভৌম প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া
 নয়নপদ্ম বিস্ফারিত করত প্রভুর দেহখানি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন।
 (৭) দেখিলেন—দ্বিতীয় স্তম্ভকৃৎস্বৰূপ স্তম্ভ স্বর্ণের কান্তি, পূর্ণিমার
 চন্দ্রমার ত্রায় মুখ, পদ্মপলাশবৎ আকর্ষণবিশ্রান্ত নয়ন। (৮) নাসাটি অতি
 সুন্দর, কণ্ঠ শঙ্খবৎ রেখাভ্রমসম্বলিত, বক্ষঃ ও ভুজযুগল বিশাল, ওষ্ঠ
 বন্ধুক(বান্দুলি)পুষ্পের কোরক হইতেও সুন্দর রক্তবর্ণ ও মনোহর।
 (৯) দন্তপঙ্ক্তি কুন্দাভ, মৃদুমধুর হাস্য পূর্ণিমার চন্দ্রজ্যোৎস্নারও জয়শীল,
 ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, পাদপদ্ম মহাশোভাঢ্য। (১০) নিরন্তর কৃষ্ণ-
 প্রোমোজ্জল ও পুলকমণ্ডিত বিগ্রহ, চরণযুগল কূর্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত। সার্বভৌম
 এই মূর্তি দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিতই হইলেন। (১১) তিনি ভাবিলেন—
 “এই মহাপুরুষ-লক্ষণ পুরুষপ্রবর কি বৈকুণ্ঠ হইতে দেবরূপেই অবতীর্ণ
 হইয়াছেন? (১২) অথবা ইনি সচ্চিদানন্দধন মূর্তিমান্ রসই? কিংবা
 ইনি সর্বজীবের হিতকারী স্বয়ং ঈশ্বরই?” (১৩) মনে মনে এই চিন্তা
 করিয়া সেই শুদ্ধবুদ্ধি সার্বভৌম নিজ পুত্রকে বলিলেন—‘তুমি এক্ষণে
 সত্বর এই মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মন্দিরে যাও। (১৪) যাহাতে

ইনি অনায়াসে অনন্তপুরুষ পুরুষোত্তমদেবের দর্শন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবে।’ (১৫) সার্বভৌমের এই অদ্ভুত বাক্যামৃত পান করিয়া তাঁহার বুদ্ধিমান পুত্রও চৈতন্যের সহায়ক হইয়া গমন করিলেন। (১৬) তাঁহার সহিত সেই ভগবান্ জগন্নাথমন্দিরে গিয়া পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশ্বরের দর্শন করিলেন। (১৭) দর্শন করিয়াই উল্লাসভরে অদ্বৈতপ্রত্যক্ষ বিহ্বল হইল, প্রেমাপ্রসঙ্গাধারায় বিশাল বক্ষঃস্থলও আত্মাবিত হইল, মহাকম্প উপস্থিত হইল এবং চন্দ্রবদন প্রচুর বারিধারায় সংস্কৃত হইল। বায়ুভরে স্বমেকুর শৃঙ্গপাতের ত্রায় প্রভুও ধরাশায়ী হইলেন। (১৮) দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভগবান্ মোহিত হইলে তাঁহার বস্ত্র ও মেখলাদি আলুলায়িত হইল। তাঁহাকে বিবশ জানিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ, শীঘ্রই তাঁহার হস্তদ্বয়ে ধরিয়া, ভগবান্দির হইতে ক্রোড়ে লইয়া ত্রীসার্বভৌমের উত্তমালয়ে উপস্থিত হইলেন। (১৯) তথায় তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে পুনরায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করিলেন। পুলকান্তিত-বিগ্রহে তিনি নৃত্যও করিলেন। স্বর্ণগৌরবপুধারী সেই পুরুষসিংহ (২০) শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তজন-সমভিব্যাহারে ভক্তদত্ত পুরুষোত্তমের মহাপ্রসাদামৃত ভিক্ষা করিলেন। ঐ অন্ন ভব-রোগীদের পক্ষে মহারসায়ন এবং দেবেন্দ্রেরও মহাতুল্য। (২১) ঐ অন্ন ভোজনে নিখিল পাপ নাশ হয়, ধর্মার্থকামমোক্ষ ও মহত্ত্ব লাভ হয়। মূর্ত্ত্যবশতঃ কেহ ঐ অন্ন ভোজন না করিলে সেই অধার্মিক লোক শূকরবোনি প্রাপ্তি করে। (২২) যে অন্ন শ্রীচৈতন্যদেবও বিবশ হইয়া ভোজন করিয়াছেন! যেহেতু উহা দূর হইতে আনীত হইয়াছে কিম্বা স্বপচ (চণ্ডাল) কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, অহো, শিবও যদি সেই অন্ন ভোজন না করেন, তবে তাহাকে শূকরদ্বয়ই প্রাপ্তি করিতে হইবে।

ইতি শ্রীমহাপ্রসাদ-মহিমা-নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

(১) জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন করিয়া সায়ংকালে প্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করত দেখিলেন যে, পদ্মপাশলোচন জগন্নাথদেবের ধূপারতি হইতেছে। বহু বহু দীপ জলিতেছে, বহুবিধ মালাদ্বারা (২) দেব বিভূষিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র পূর্ণচন্দ্রের আয় দীপ্তিমালা বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বর্ণটি নবীন মেঘের আয় স্নিগ্ধ শ্যামল। দেখিয়া প্রভু পুরুষোত্তম-দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার রূপসুখা মুহূর্হ পান করিতে লাগিলেন। (৩) তাঁহার চিত্ত আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল, বক্ষোদেশ নয়নজলধারায় অভিষিক্ত হইল, রোমাঞ্চোদগমে অঙ্গ বিভূষিত এবং স্তম্ভকেশ্বরের আয় গৌরদেহ বিরাজ করিতেছেন। (৪) সন্ন্যাসিচূড়ামণি প্রভু দ্বিজরাজরূপে সেই স্থলে 'পুষ্পাঞ্জলি'কাল বাবৎ বিদ্যমান থাকিয়া পুনরায় জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৫) প্রভু পুনরায় নিশাযোগে তথায় গিয়া অদ্ভুতলীলাবিনোদী হরির গুণগাথা গান করিলেন। প্রেমভরে ধৈর্য হারাইয়া, বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে লুষ্ঠন করিতে লাগিলেন, অণু কিছুই আর তখন তাঁহার বোধগম্য হইল না। (৬) এইরূপে মহাপ্রভু সাধুগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সেই স্থলে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। পদ্মলোচন প্রভু সজ্জনগণকে মনোজ্ঞ বচনামৃত প্রয়োগে আনন্দসহকারে বহুবিধ শিক্ষা দিলেন। (৭) একদা প্রভু-সন্নিধানে বিমোহিতচিত্ত শ্রীল সার্বভৌম মহাশয় আসিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রভুকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া তিনি নিজজনসবিধে সামান্ত কিছু কহিলেন। (৮) সেই মোহও সার্বভৌমের পক্ষে মহাপ্রভুর রূপাতিশয়ই বুঝিতে হইবে। স্বয়ং প্রভু হরি যে যে লীলাই অমুষ্ঠান করেন—তাহা তাহাই সত্য ও জগতের হিতকর হইয়া থাকে। (৯) "ইনি মহাবংশ-সম্ভূত, সুপণ্ডিত,

তরুণবয়স্ক ; তবে এই পুরুষ কিরূপে সন্ন্যাসধর্ম আচরণ করিবে ?
 অতএব আমি ইহাকে পুনরায় ব্রাহ্মণ করিয়া বেদান্ত শিক্ষা করাইব।”
 (১০) শ্রীগৌরহরি এই কথা জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,
 ‘আবার আমার যজ্ঞোপবীত হইবে ! তখন আমি এই ব্রাহ্মণকে পুষ্প-
 রাশি, গুবাক ও স্তম্ভকি পুষ্পমালা দান করিব !!’ (১১) জনৈক লোক
 মহাপ্রভুর এই কথা গিয়া সার্বভৌমকে বলিয়া দিলে তিনি ভয়ে আর
 কিছুই বলিলেন না, পরন্তু সম্মুখে লজ্জান্বিতই হইলেন। (১২) একদিন
 অপরাহ্নকালে সেই মহাপ্রভু সার্বভৌমের সম্মুখে ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে
 শ্রীহরির চরণকমলাশ্রয়-সূচক নিগূঢ় বেদান্তবাক্যসমূহের ব্যাখ্যা করিতে
 লাগিলেন। (১৩) ইহাই প্রকৃত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত এবং পূর্বে যাহা হইয়া
 গিয়াছে, তাহার অনাবশ্যকত্ব উপলব্ধি করিয়া সেই সার্বভৌম মহাশয়
 বিস্ময়োৎফুল্ল মনে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলযুগে নিপতিত হইলেন।
 (১৪) ‘লোক বেদান্তরক্ত হইলেও কিন্তু কদাপি ভগবান্ তুমি যে প্রভু
 তাহা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে না। হে প্রভো ! আমি তোমার
 সম্মুখে অবস্থিত হইয়াও তোমার মায়ী কর্তৃক সম্মোহিতবুদ্ধি হইয়া
 পৃথিবীতে তোমার চরণকমলের আবির্ভাব বিষয়ে অজ্ঞই রহিয়াছি !!
 (১৫) প্রাচীন কালে তুমি এই পৃথিবীতে বহুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া
 কংস প্রভৃতি মহাসুরদিগকে নিধন করিয়া স্বধামে গমনপূর্বক পুনরায়
 ব্রাহ্মণগৃহে আবির্ভূত হইয়াছ !! (১৬) তুমি স্বীয় মাধুর্য্য, বিলাস ও
 বৈভবাদি স্বজনগণকে আনন্দন করাইয়া জগতের স্থখ ও মঙ্গলের জন্ত
 অবতার করিয়াছ। হে করুণাসাগর ! এই দীনহীন আমাকে পরিজ্ঞান
 কর। (১৭) যিনি বৈরাগ্য, বিজ্ঞা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্ত
 অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষোত্তম হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে অবতরণ
 করিয়াছেন—সেই রূপানিধির চরণই আমি আশ্রয় করিলাম। (১৮)

কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তিব্যোগের পুনঃ প্রবর্তন জ্ঞাত যিনি কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করতঃ আবিভূত হইয়াছেন—তঁাহারই পাদপদ্মে প্রগাঢ়রূপে আমার 'চিন্ত্রভ্রমর লীন হউক।' (১৯) সার্বভৌম এইরূপে স্তব করিতে থাকিলে প্রভু অতি শীঘ্রই নিজ হস্তে তঁাহাকে স্নেহরসে আশ্রিত হইয়া ধরিলেন এবং ভক্তবশ্য শ্রীকান্ত মহাভুজদ্বয়ে তঁাহাকে নিজ বুকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

ইতি সার্বভৌমানুগ্রহ-নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

(১) এই ভাবে কিছু দিন বৈষ্ণবগণের সহিত নৃত্যগীতাদি-বিনোদে অতিবাহিত করিয়া মহাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য বৈষ্ণবাচার্য্য বুদ্ধিমান্ শ্রীকাশীনাথ মিশ্রের সহিত (২) পরামর্শ করতঃ তীর্থগণকে পবিত্র করিবার ইচ্ছায় অন্যান্য পুণ্যতীর্থ-গমনে মনস্থ করিলেন। (৩) তৎপরে জগন্নাথমন্দিরে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন ও প্রণাম করতঃ ভক্তিভাবে অশ্রুধারায় আশ্রিত হইলেন। (৪) কৃতাজ্জলিপুটে প্রেমপূর্ণ-বিগ্রহে শ্রীগৌরহরি গদগদ বাক্যে মধুর কথা বলিলেন—(৫) 'হে দেব ! তোমার ক্ষেত্রবাসে আমার অধিকার নাই বলিয়া হে প্রভো ! এক্ষণে অন্তঃক্ষেত্র-গমনে ইচ্ছা হইয়াছে। (৬) তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের স্থায় বদন, শারদ পদ্মের তুল্য লোচন, দীর্ঘ বিষফলের সদৃশ এই গুণ, অত্যুত্তম (সুবিশাল) বক্ষঃস্থল (৭) দেখিয়া কাহার মন অন্ত্র ধামে ধাবিত হয় ? হে হরে ! হে দেব ! তাহাতেই বুঝিলাম যে, তোমার এই ধামে আমার অবস্থান সম্বন্ধে তোমার তাদৃশী কৃপা নাই। (৮) হে জনার্দন ! তোমার অন্ত্র অন্ত্র ক্ষেত্র দর্শন করিতে আমি বাইতেছি—হে দেব ! আমাকে এমনই (শক্তি সমর্পণ) কর, বাহাতে তীর্থটন করিতে পারি। (৯) চিন্ত্র ষত দিন চঞ্চল থাকে

এবং যত দিন পর্য্যন্ত স্থনির্মল না হয়, তত দিন পর্য্যন্তই মানব সর্বত্র পুণ্য-
 তীর্থে বিচরণ করিবে। (১০) তৎপরে চিত্ত অতিনির্মল হইলে
 স্থিরবুদ্ধি জন নিত্য পুরুষোত্তমে বাস করিবে, পথিক যেমন বহু পর্য্যটনের
 পরে নিজাশ্রমে নিত্য বাস করে। (১১) শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ বলিতে
 থাকিলে জগন্নাথের কণ্ঠলব্ধিত মালাটি তাঁহার পাদপীঠোপরি খসিয়া
 পড়িল। (১২) প্রতিহারী জগন্নাথের আদেশানুসারে আনন্দে ঐ প্রসাদী
 মালাটি শ্রীচৈতন্যের মস্তকে দিলেন। (১৩) তৎপরে মহাতেজাঃ প্রফুল্লবদন
 সেই হরিও নিজপ্রেমনামে পরিপূর্ণ হইয়া গজেন্দ্রগমনে যাত্রা করিলেন।
 (১৪) শ্রীশচীস্বত এইরূপে লোকশিক্ষার জন্য প্রেমার্দ্ৰচক্ষু হইয়া কাশী
 মিশ্রের আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—(১৫) ‘আপনারাই জগদীশ্বর
 পুরুষোত্তমকে দর্শন করুন, আর আমি জগন্নাথ-কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া
 তীর্থাটনে যাইতেছি।’ (১৬) প্রভুর এই কথা শ্রবণে কাশীনাথ ব্যথিত
 হইয়া প্রভুর চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন এবং উচ্চস্বরে রোদন
 করিতে লাগিলেন। (১৭) “হায় রে! আমার পুত্রশোক হইল না কেন?
 কেনই বা আমি মহারুগ্ন হইলাম না? হঠাৎ কেন আমি শ্রীচৈতন্যচরণপদ্ম
 হইতে বিযুক্ত হইলাম!” (১৮) এই বলিয়া তিনি শোকপূর্ণচিত্তে
 ভূমিতে বিলুপ্তিত হইতেছেন দেখিয়া করুণাময় প্রভু পুনরাগমনবার্তাদি
 বারংবার বলিয়া তাঁহাকে সাস্থনা দিলেন। (১৯) তৎপরে জগদগুরু
 ভগবান্ শ্রীসার্বভৌমের মন্দিরে গিয়া তীর্থগমনেচ্ছায় তাঁহার আজ্ঞা
 যাক্সা করিলেন। (২০) এই কথা শুনিয়াই তিনি রোদন করিতে
 করিতে প্রভুর পাদপদ্ম ধরিয়া বলিলেন—‘হে মহাভূজ! আমার মস্তকে
 বজ্রপাত হইল না কেন? (২১) হে প্রভো! তোমার চরণছায়া-
 বিরহিত হইয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব? আমাকে লইয়া তুমি
 যেখানে ইচ্ছা গমন কর।’ (২২) প্রভু তাঁহার এই কথা শ্রবণে হাসিয়া

তাঁহার ছই হস্ত ধরিয়া বলিলেন—‘অচিরাৎ আমি প্রত্যাবর্তন করিব।’
(২৩) সার্বভৌম পুনরায় কিছু বলিতে থাকিলে করুণাপূর্ণবিগ্রহে নানা
অনুনয়কুশল প্রভু নিজ প্রেমভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শান্ত
করিলেন।

ইতি সার্বভৌম-সাস্ত্রননামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দশ সর্গ।

(১) সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য উদ্বিগ্ন ও অচেতন হইয়া রহিলেন,
তখনই আবার ভক্তগণও সকলে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। (২) এ দিকে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। আলালনাথে আসিয়া তাঁহার
দেহ প্রেমভরে অধীর হইল। (৩) প্রভু মুহমুহ ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ নাম
উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে ধাতালে লুপ্তন করিতেছেন,
ক্ষণে ক্ষণে মূচ্ছিত হইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ করিতেছেন! (৪)
কখনও গোবিন্দ, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি নামমালা গান করেন। আলালনাথ
দর্শনে তাঁহার সর্বাদ মহাপ্রেমব্যাপ্ত হইল। (৫) পথে কোনও লোককে
দেখিলে প্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন।
সেও তাহাতে প্রেমবশ হইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে আনন্দে
(৬) নিজ গৃহে গমন করিল এবং প্রেমাক্ষপাত করিতে করিতে গ্রামস্থ
অন্যান্য লোককে দেখিয়া সে প্রেমালিঙ্গন করিত। (৭) তাহারাও
আবার প্রেমাবিষ্ট হইয়া গান করিয়া আনন্দ লাভ করিত। এইরূপে প্রভু
লোকপরম্পরা সকলকে নামপ্রেমে বিভোর করিয়াছিলেন। (৮)
আলালনাথে প্রভু এক রাত্রি বাস করিয়া, তাহার পরদিন গাত্রোথানপূর্বক
প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিলেন। (৯) দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়া, এই
নামাবলি কীৰ্ত্তন করিয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥

(১০) প্রেমাশ্রদ্ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, প্রভু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ধরাতে লুপ্তন করিতেছেন—ধাবিত হইতেছেন—মহাকম্পাঘ্নিত হইয়া ‘এই ত হরি’ এই বাক্যে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিয়া তরলতার প্রতি প্রেম-দৃষ্টিপাত করিতেছেন। (১১) কূর্মক্ষেত্রে আসিলে কূর্মরূপী নারায়ণ এবং কূর্মনামক ব্রাহ্মণপ্রবর তাঁহার সংকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। (১২) কূর্ম, মহাপ্রভুকে অত্যন্তম অন্নপ্রসাদ শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করাইলেন। (১৩) তাহার পরে ভগবান্ লোকানুগ্রহবান্নায় কূর্মক্ষেত্রে কূর্মরূপী জগন্নাথকে দর্শন করিলেন। (১৪) কূর্মনামক দ্বিজ তাঁহার দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া হর্ষভরে তাঁহার আতিথ্য সম্পাদন করতঃ সেই দিনটি সফল মনে করিলেন। (১৫) বাসুদেব নামে এক দ্বিজবর্ষ্য তথায় শ্রীপুরুষোত্তমকে দেখিয়া তদদর্শন-সমুদ্রাসে তাঁহাকে কৃষ্ণজ্ঞানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৬) মহাভাগবতোত্তম সেই কুণ্ডী বিগ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভগবান্ স্বর্গ-কান্তিসমান প্রভাবিশিষ্ট করিলেন। (১৭) প্রেমপূর্ণ সেই নিজভক্তদ্বয়কে দেখিয়া শ্রীগৌরাদ্ বলিলেন—‘আমার আশ্রায় তোমরা সকল লোককে স্থখে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করাও।’ (১৮) এই বলিয়াই গৌরচন্দ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ নাম কীৰ্ত্তন করিয়া সকল লোককে আশ্চর্য্যঘ্নিত করতঃ তিনি (১৯) কিছু দূরে আসিয়া জিয়ড়নুসিংহদেবকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং প্রেমাশ্রদ্ধারায় ও পুলককদম্বে ব্যাপ্ত-দেহ হইলেন। (২০) সেই জগন্নাথ ভক্তজনপ্রিয় গৌরাদ্ তাঁহার ভক্তপরাধীন স্বদ্বন্দ্বে পুরাতন কথা বলিতে লাগিলেন। (২১) এই

স্থানেই প্রাচীন কালে পুণ্ড্রা নামে এক কৃষক (গোয়াল) বাস করিত । সে কৃষি করিয়া মায়াধু (শস্ত্র) ফল অর্জন করিত । (২২) বরাহরূপী শ্রীহরি তাহার ক্ষেত্র ধ্বস্তবিক্ষস্ত করিয়াছে দেখিয়া সেই বলবান্ স্বপুণ্য গোপ হরির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল । (২৩) তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রভু 'রাম রাম' কীৰ্ত্তন করিতেই সেই গোয়াল জানিল যে, 'ইনিই ত ঈশ্বর ।' কৃত কর্মের জন্ত সে উপবাসাদি করিতে লাগিল । (২৪) দয়ালু ভগবান্ তখন তাহাকে বলিলেন—'দুষ্ক সেচন করিতে করিতেই আমাকে সর্বথা দেখিতে পাইবে । রাজাও আমাকে দেখিবে ।' (২৫) ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে সেই গোপ প্রেমভরে রাজার নিকট ভগবদাদেশ নিবেদন করিল । রাজাও যথাজ্ঞানুসারে দুষ্ক সেচন করিতে লাগিলেন । (২৬) দুষ্ক সেচন মাত্রই ভগবান্ নিজস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ সজ্জনগণকে দেখাইলেন এবং (চরণদর্শন হইবে না বলিয়া) নিবারণও করিলেন । (২৭) কিয়ৎকাল পরে কোনও বণিক্ দর্শনার্থে নিজ ভার্য্যাঘরের সহিত সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিল । (২৮) দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া সে সেই শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল । ঐ পত্নীঘর শ্রীচরণপদ্ম লাভ করিলেন দেখিয়া বণিক্ হুট হইল । (২৯) ভগবান্ সেই সাধুকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলে সে বলিল—'হে জগদীশ্বর ! আমার নাম জিয়ড়, তুমিও ঐ নামই গ্রহণ কর ।' (৩০) ভগবান্ 'তাহাই হউক' বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সেই জগৎকারণ হরিও জিয়ড়নৃসিংহ নামে বিখ্যাত হইলেন । ঐ হরি সদাকালই ভক্তবশ্য । (৩১) এই আখ্যান বলিয়া শ্রীগৌরান্দ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ হরি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । তাঁহার সাক্ষাৎ কেই বা করিতে পারে ?

ইতি শ্রীজিয়ড়নৃসিংহ-প্রসঙ্গনামক চতুর্দশ সর্গ ।

পঞ্চদশ সর্গ ।

(১) পরদিন শুভ বিমল প্রভাতে প্রভু হরিনামগুণ কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং সেই জগদগুরু শ্রীরামানন্দ রায়কে দর্শন করিতে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন । (২) তিনি নিজগৃহেক্ষুণ্ণপূজা সমাপন করিয়া পরব্রহ্ম ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনকে ধ্যান করিবার সময়ে মহাবিশ্মিত হইয়া তিন বারই মহাভূত গৌরাদমাধুর্য্য দর্শন করিলেন । (৩) নেত্র উন্মীলন করিয়া সেইরূপে পরব্রহ্ম সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডবৎ-পূর্বক ষোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘প্রভো ! আপনি কোথা হইতে বিজয় করিলেন ?’ (৪) হাসিতে হাসিতে প্রভু উত্তর দিলেন—‘হে শ্রীরাধিকাচরণকমলের মধুকর ! তুমি নিজ স্বরূপ কেন স্মরণ করিতেছ না হে ?’ এই বলিয়াই হরি স্বয়ং তাঁহাকে নিজ বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন দিলেন । (৫) অদ্ভুত বৃন্দাবনকেলি-রহস্য তাঁহার নিকটে প্রকট করিয়া সেই রসিকেন্দ্রশিরোমণি গৌরহরি তাঁহাকে সত্ত্বর ক্ষেত্রগমনের আজ্ঞা দিয়া ও সাঙ্ঘ্যনা করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন । (৬) ‘শ্রীরাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণ’ ইত্যাদি নামমালা কীর্তন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোদাবরী-নদী উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীপঞ্চবটীর মহাবনে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীরাম সীতার স্মরণে মহাবিস্ময় হইলেন । (৭) তার পরে জগদীশ্বর প্রভু পৃথিবীতে চলিতে চলিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরত্ননাথের দর্শনে মহানন্দিত মনে সাদরে নৃত্য করিলেন । (৮) শ্রীরত্ননাথের সমীপে জটনক বিপ্র শুদ্ধাশুদ্ধিবিচাররহিত হইয়া গীতা পাঠ করিতেছিল—তাহাকে প্রেমাশ্রুপূর্ণ দেখিয়া প্রভুবর আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—‘আমি স্বন্দরই শুনলাম ।’ (৯) সেই স্থলেই একজন ব্রাহ্মণবর্ষ্যসত্তম সুদীর্ঘ গৌরবিগ্রহকে প্রেমধারা-পূর্ণ দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, ইনি জগদেকবন্ধু শ্রীকৃষ্ণই হইবেন । (১০) সেই

ত্রিমল্লনামক ভট্টরাজ 'অহো স্বভাগ্য' গণিয়া নিজ হস্তদ্বয়ে শ্রীপ্রভুর চরণ ধরিয়া আনন্দিতচিত্তে কাতরতা নিবেদন করিলেন। (১১) "হে মহাত্মনু প্রভো! করুণাপরবশ হইয়া আপনি সততই আমাদিগকে রূপাবর্ণনই করিবেন। সেই মায়াশাসন কৃষ্ণাবতারেও আপনি রূপামৃতে জগৎ অভিষিক্ত করিয়াছেন!! (১২) শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কেহই সকল জনকে, এমন কি, স্বাবর জন্মাদিকেও উদ্ধার করিতে পারে না!! হে নাথ! এক্ষণে বর্ষাকাল আগতই হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে এই দাসের মঙ্গল ইষ্টসাধনই করুন।" (১৩) এইরূপে সেই ভক্তের মধুর স্ববাকী শ্রবণে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থখী ব্রাহ্মণও তাঁহার চরণকমল প্রক্ষালণ করতঃ সেই জল সগণে প্রেমের সহিত ধারণ করিলেন। (১৪) মহাপ্রভু স্থখাসীন হইলে দ্বিজবর ত্রিমল্ল স্ত্রীপুত্র স্বজনাদির সহিত প্রগাঢ় প্রেমে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। (১৫) সেই সময়ে 'গোপাল' নামে ঐ ব্রাহ্মণের বালকটি প্রভুর পার্শ্বে ছিলেন। দয়ালু প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম (১৬) দান করিয়া বলিলেন—'হরিবোল বল'; তিনিও আনন্দভরে বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্তন করিয়া নৃত্য করিলেন। (১৭) এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীর্জন-ভাবভাবুক হরি বর্ষাকালটি ওখানে অতিবাহিত করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষাদি ভোজন করতঃ প্রভু স্থখী হইয়াছিলেন। (১৮) রসিকচূড়ামণি প্রভুর দেহটি স্রমেষ্ণ পর্বত হইতেও স্নন্দরতর, তিনি কৃষ্ণনামগুণকীর্তনে মত্ত থাকিতেন। শ্রীরাধার রসবিনোদ বার্তার সময় গদগদ বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রেমজ্বলে দেহ অভিষিক্ত করিতেন। (১৯) এই ভাবে বাস করিয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে যাত্রাকালে পথে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপরমানন্দ পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। (২০) শ্রীপুরী গোস্বামী গৌরাঙ্গবিগ্রহ

দর্শনে শুকবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমাক্ষপুলকে মণ্ডিতদেহ হইলেন। (২১) ধর্মপালক ঈশ্বরও সন্তৃত্য পুরীপাদের চরণে পড়িয়া পরমশ্রীতিভরে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। (২২) সঙ্কোচের সহিত পুরী বলিলেন—“আমার প্রতি এইরূপ আচরণ করা আপনার বিধেয় নহে, ‘আপনিই জগৎচৈতন্যকারী জগন্নাথ। (২৩) আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাভাবে পূর্ণ হইয়া মাধুর্য-রসলোলুপ হইয়াছেন, তাহা আমার অবদিত নহে।” (২৪) এই কথা শ্রবণে প্রভু হাস্ত ও আদর সহকারে তাঁহাকে বলিলেন—“আমি আপনার প্রেমে বদ্ধহৃদয় আছি বলিয়া জানিবেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। (২৫) আমি ষত দিন প্রত্যাবর্তন না করি, তত দিন আপনি মহারম্য ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করুন।” এই বলিয়া গৌরহরি পুনরায় যাত্রা করিলেন।

ইতি পরমানন্দপুরীসঙ্কোচসব-নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

(১) হে বিপ্রবর! জগদেকবন্ধু পথে বাইতে বাইতে প্রকাণ্ড সাতটি তমাল(তাল ?)বৃক্ষ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ধারণ করিয়া স্পর্শমাত্রেই উহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। (২) তৎক্ষণাৎই তাহার সাত জন গন্ধর্ব হইয়া প্রভুর দর্শনানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং মূনিশাপজ নিজ নিজ পাপ মোচন হইলে প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া নিজ মঙ্গলময় দেশে প্রস্থান করিলেন। (৩) তার পরে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইলেও কৃষ্ণরসে মহামত্ত হইয়া তিনি শুভ নামাবলী জপ করিতে লাগিলেন—শ্রীরাম গোবিন্দ হয়ে মুরারে জনার্দন শ্রীধর বাহুদেব। (৪) হে স্বভক্তরক্ষাকারিন্! রাঘবেন্দ্রে হে সীতাপতে! লক্ষ্মণপ্রাণনাথ! হে স্নগ্ৰীবসথে! হে বালিবধে!

মহাভূখিত ! হে হনুমানের আনন্দপ্রদ ! হে রাবণারে ! (৫) ইত্যাদি নামামৃতপানে মত্ত হইয়া তিনি সত্ত্বর শ্রীসেতুবন্ধ পরিক্রমা করিলেন এবং শ্রীশঙ্করের প্রেষ্ঠতম হরি তত্ত্বত্যা অদ্ভুত রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিলেন । (৬) গৌরী-রসদ সদাশিব প্রভুকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম ও দর্শন করিয়া সর্বেশ্বর প্রভুই তথায় নৃত্য করিলেন, তখন ভাবের আবেশে পৃথিবী পদে পদে সংনমিত হইতেছিল । (৭) সকলে জগদেকবন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রকে নিজরসে মহামত্ত হইয়া নাচিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাবিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলকেই বঞ্চনা করিয়া প্রভু তিরোধান করিয়াছিলেন । (৮) ক্রমে ক্রমে সকল তীর্থ দর্শন করত কৃপাসমুদ্র প্রভু পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমৎ জগন্নাথের দর্শনাশায় পুনরায় শ্রীক্ষেত্ররাজ পুরীধামেই গমন করিলেন । (৯) সজ্জনগতি প্রভু গোদাবরীতীরে আসিয়া স্বয়ং অবস্থান করিতে থাকিলে রসজ্ঞ শ্রীরামানন্দ রায় কর্তৃক পুনঃ স্পৃহিত হইয়া দ্বিজগৃহে স্নেহে বিরাজ করিয়াছিলেন । (১০) রাত্রিকালে কেবল তীর্থকথা বলিয়া প্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণরসে আমোদিত হইলেন এবং রাম রায়কে আঁজা দিলেন—‘নিত্যই পদ্মলোচন জগন্নাথদেবের বাহাতে দর্শন করিতে পার, তাহাই সত্ত্বর করিবে, ইহা হইতে আর অধিকতর স্নেহের কিছু নাই ।’ (১১) এই ভাবে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীগৌরচন্দ্র রাম রায়ের সহিত সেই রাত্রি ক্ষণপ্রায় অতিবাহিত করিয়া জগন্নাথের দর্শনাবেশে পুনর্বার গমনে স্বয়ং ইচ্ছা করিলেন । (১২) শ্রীবিষ্ণুদাস নামক ব্রাহ্মণের সহিত আলালনাথের বিষ্ণুকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেই প্রভু তথায় কিয়দ্দিন বাস করতঃ মহেশ্বরের নীলাচলে আগমন করিয়াছেন । (১৩) শ্রীকাশীনাথের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীমজ্জগন্নাথের দিদৃক্ষায় স্বয়ং হরি শ্রীসার্বভৌমাদি নিজজন কর্তৃক সমবেত হইয়া পাদ প্রক্ষালণপূর্বক শ্রীরত্নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । (১৪) শ্রীগুরুভক্তভাবলখনে লক্ষ্মীপতি

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়াও বলরাম সহিত পরব্রহ্ম সর্বেশ্বর জগন্নাথের দর্শন করিলেন। (১৫) ভক্তগণ দুই পার্শ্বে শ্রাম ও গৌরমুন্দরকে সুখসিদ্ধিময় হইয়া দর্শন করিয়া তৃপ্তি পাইতেছেন না; রূপণ ব্যক্তিগণ ধনপ্রাপ্তি করিলে যেমন কোথাও প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহারাও সেইরূপ অনির্বচনীয় আনন্দই ভোগ করিতে লাগিলেন। (১৬) সকল-রসগুরু, গৌরপ্রেমনিমগ্ন নিত্যানন্দরাম শ্রীভক্তবর্গের সহিত রসময়বিগ্রহ শ্রামগৌর রূপ দেখিয়া হৃদয়, সিংহনাদ, জয় জয় ধ্বনি ও তাণ্ডব নৃত্যাদি করিয়া সতত সকলের প্রেমদান করিয়া জয়যুক্ত হইলেন! অহো! তিনি গদাধর জগন্নাথের দর্শনে পূর্ণকাম হইয়াছেন!! (১৭) তখনই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে স্ত্রী মহামতি পুত্রক তুলসী-সংযুক্ত মাল্য আনিয়া ভক্তাভিমानी গৌরচন্দ্র প্রভুকে ও তাঁহার ভক্তবর্গকে সমর্পণ করিলেন। (১৮) প্রেমাক্ষপূর্ণ, লোকপাবন, পুলকাবলিমাণ্ডিত স্বয়ং হরি জগদীশ্বরের সেই প্রসাদমাল্য ভক্তগণ সহিত শিরে গ্রহণ করত প্রণাম করিলেন।

ইতি শ্রীজগন্নাথদর্শন-নামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

(১) একদিন ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য ভক্তবর্গ সহিত বিরাজ করিতে-ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন—‘তোমরা যদি অহুমোদন কর, তবে আমি মথুরায় যাইতে পারি।’ (২) তাঁহারা সকলে হৃৎসন্তপ্ত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং নিবেদন করিলেন—‘হে পদ্মনয়ন! তোমার চরণ কেহ কি কোনও প্রকারে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? (৩) তুমি যে স্থানে বিজয় করিতেছ, সেই স্থলেই নিখিল তীর্থ, বৃন্দাবন, মথুরাদি তোমার সেবাপরায়ণ হইয়া মূর্ত্তিপ্রকটনে তোমার পার্শ্বে বিরাজ করেন। (৪) হে প্রভো! তুমি লীলাসুখবিনোদে মথুরায় যাইবে।

তথাপি এই দুঃখিত জীবদিগকে উদ্ধার ও ত্রাণ করিতেই হইবে।” (৫) তৎপরে দয়ানিধি প্রভু ‘শীঘ্রই আসিব’ বলিয়া তাঁহাদিগকে সাহসনা দিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে বাচস্পতির গৃহে গমন করিলেন। (৬) নৃসিংহানন্দ এই কথা শ্রবণে মনে মনে কল্পনা করিয়া ক্ষেত্র হইতে মধুপুরী পর্য্যন্ত জঙ্গল (পথ) তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৭) তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবালাদি দ্বারা, মণিরত্নরাজি দ্বারা, স্তম্ভ স্তম্ভ চীনবস্ত্র দ্বারা এবং বৃন্তরহিত পুষ্পরাশি দ্বারা, (৮) জলাশয়সমূহে জলজ পদ্ম, নীল উৎপল প্রভৃতি দ্বারা শোভিত করিয়া পথ রচনা করিলেন। আবার জলাশয়-সমূহ রত্নবদ্ধ ঘাটে, হংসাদি ও জলকুর্কুটাদি পক্ষিনিচয়ে শোভিত করিলেন। (৯) এই ভাবে সেই ব্রাহ্মণ কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ নির্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটে বনলীলাদি ও বিক্রম (পরাক্রম) এবং (১০) মহা-প্রভুর ও ভক্তগণের প্রতি পক্ষপাতিত্বাদি স্মরণ করিয়া স্থখে হাস্তানৃত্যাদি-পুংসর ভক্তগণের সম্মুখে বলিলেন—(১১) ‘ভগবান্ এক্ষণে মথুরায় যাইবেন না, কানাইর নাটশালা হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন—আপনারা নিশ্চয় জানিবেন।’ (১২) ভক্তগণ এই শুভ বাক্যামৃত আশ্বাদন করতঃ তাঁহাকে পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। (১৩) তিনিও প্রেমপূর্ণচিত্তে সকলকে প্রণাম করিলেন, এইরূপে ভক্তগণ পরস্পর সমালিঙ্গন করিয়া তাঁহার দর্শনস্থখ লাভে অতি আনন্দিত হইলেন। (১৪) তৎপরে জগন্ময়ল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিতে করিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবর্ষ্য বাচস্পতির মন্দিরে স্বর্ণে উপস্থিত হইলেন। (১৫) শ্রীনবদীপ-বাসিগণ, অত্যাচ্ছ লোকগণ এবং সমাগত দেবগণ সকলেই প্রভুর মুখকমল উত্তমরূপে দেখিয়া সর্বথা শত নেত্রই বাহ্যা করিলেন। (১৬) শ্রীপ্রভু কয়েক দিন সেই ব্রাহ্মণ-মন্দিরে বাস করিয়া জড়, অক্ষ, বধিরাদি সকল লোককেই নিস্তার করিলেন। (১৭) বক্রেশ্বরের কৃপাপাত্র মহাপণ্ডিত

দেবানন্দ প্রভুর চরণে পড়িয়া নিজের পূর্বদুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিলেন। (১৮) এবং নিজহিত কিসে হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দয়াল প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই জানিবে। মাৎসর্যাদিদোষশূন্য হইয়া ইহার পাঠ করিলে ভক্তিরসান্বাদলাভে আনন্দিত হইতে পারিবে।” (২০) ব্রাহ্মণ প্রভুর বাক্য শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডবৎ করিলেন এবং গৌরাদ-চরণরঞ্জে আবৃতদেহ ও গৌরচন্দ্ররসে মগ্ন হইয়া পরমাত্মত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি দেবানন্দানুগ্রহ নামক সপ্তদশ সর্গ।

অষ্টাদশ সর্গ।

(১) অনন্তর ভক্তবর্গে বেষ্টিত হইয়া গৌর রামকেলি গ্রামে গমন করিলেন এবং সনাতন লোকমুখে সংবাদ পাইয়া প্রভুপাদকে দেখিতে তথায় গমন করিলেন। (২) তিনি নিজ অল্পজ্ঞ রূপের সহিত প্রভুকে দর্শন করিয়া দশনে তুণ ধারণপূর্বক প্রীতমনে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—(৩) ‘আমার ঋায় পাপাত্মা বা অপরাধী আর কেহই নাই। হে পুরুষোত্তম! আমার দোষ ক্ষমা কর—এই কথা বলিয়া পরিহার করিতেও আমার লজ্জা হয়—আর কি বলিব?’ (৪) মহাপ্রভু তাঁহার মস্তকে স্বীয় চরণ অর্পণপূর্বক বলিলেন—‘তুমি সত্য সত্যই বৃন্দা-বন-নিবাসী, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই! (৫) তোমার সহিত স্থখে মথুরায় যাইতে ইচ্ছা করি। লুপ্ত তীর্থসমূহের ও বৃন্দাবনের (৬) প্রকট করিতে পারিবে, এই সব কার্য আমার রূপাতেই স্বসম্পন্ন হইবে। ঐ মথুরা সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী ও প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী।’ (৭) প্রভুর কথা শ্রবণে সান্নিধ্য মহাবুদ্ধি শ্রীসনাতন বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণের উপবন রমণীয়

শুভ বৃন্দাবন। (৮) সে স্থানে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সদাকাল লীলা-
বিনোদই করেন। উহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক—যোগিগণ, এমন কি,
দেবসিদ্ধাদিরও অগম্য। (৯) ঐ নির্জন বৃন্দাবনে বহুজন-সমভিব্যাহারে
গমন করিলে কি স্থখ হইবে হে? তোমার কৃপারূপ শস্ত্রাঘাতে আমার
রাজপাত্ৰাদিরূপ দৃঢ় শৃঙ্খল ছেদন করিয়া (১০) নিজ সান্নিধ্যে আনয়ন
করিয়া যদি শক্তি সঞ্চারণ কর, তবে হে কৃষ্ণ! তোমার সুখমত যাহা যাহা
করিতে হয়, করিতে পারি।” (১১) প্রভু তাঁহার মুখের এই বাক্যামৃত
পান করিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—‘কৃষ্ণ তোমার মনোরথ নিত্যই পূর্ণ
করিবেন।’ (১২) এই ভাবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৌর কানাইর নাট্য-
শালায় গিয়া রাত্রিতে চিন্তা করিলেন—‘কৃতি সনাতন সত্যই ত বলিয়াছে,
ইহাতে আর সংশয় নাই। (১৩) সনাতন-মুখে শ্রীমাধবই আমাকে
বলিয়াছেন—নির্জন বৃন্দাবনই সত্যই সুহৃৎ! (১৪) লোকসংঘ লইয়া
তথায় গমন করিলে নিত্যই দুঃখ পাইব—ইহাতে আর দ্বিধা নাই।
নিঃসঙ্গ হইয়াই বৃন্দাবন যাইব, এক্ষণে দক্ষিণদেশেই যাইব।’ (১৫)
সাম্ভ্রান্তরসময় ভগবান্ শ্রীগৌরাদেব এই বিচার করিয়া প্রাতঃকালে
গাভ্রোত্থানপূর্বক নিত্যানন্দকে লইয়া (১৬) সত্ত্বর অষ্টৈতাচার্য্যের মন্দিরে
আনন্দে আগমন করিলেন। ভক্তস্বথপ্রদ প্রভু অষ্টৈতপ্রভু কর্তৃক সুপূজিত
হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। (১৭) অচ্যুতানন্দের সহিত নিরন্তর
তিনি কৌতুক ও আনন্দ করিতেন, পরিহাসরসামোদী প্রভু হরিদাসকেও
প্রচুর দয়া করিলেন। (১৮) ভক্তগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া রাত্রিকালে
নিত্যানন্দ সহ প্রভু হরিকীর্তন করিয়া পরমপ্রীতমনে নৃত্য করিলেন।
(১৯) সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণি প্রভু মাতা এবং ভক্তবৃন্দকে পুনরায়
নবদ্বীপ হইতে আনাইয়া তাঁহাদের দুঃখ খণ্ডন করিলেন। (২০) শচীদেবী
কর্তৃক পাচিত চতুর্বিধ (চর্ব্যা, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়) অন্ন প্রভু ভক্তগণের

মহাশ্বেদরাশি দান করিতে করিতে ভোজন করিয়া নিত্যানন্দের কুতূহল জন্মাইলেন। (২১) এইরূপে ভক্তগণের গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ভোজন পানাদি করিয়া স্বথ দানপূর্বক প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন। (২২) শ্রীমন্নিত্যানন্দরাম এবং গৌরপ্রেমস্বধামন্ত গৌরাদ-প্রাণবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত (২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ নন্দকুমার শ্রীবংশীবদন প্রভু গোপীনাথকে দর্শন করিলেন। (২৪) সেই গোপী-মনোরথামোদী গৌরহরি গোপীনাথকে আলিঙ্গন করিয়াই বিরাজমান রহিলেন। গদাধর তাহাকে গৌরকৃষ্ণাত্মক দেখিয়া স্থখী হইলেন। (২৫) সাক্ষাৎ রাধা-স্বরূপ ঐ গদাধর গোপীনাথকে নিজবক্ষে ধরিয়া কোতুকে আনয়নপূর্বক নিশ্চলরূপে স্থাপনা করিয়াছেন। (২৬) গদাধর অন্ন পাক করিয়া গোপীনাথের ভোগ দিয়া, সেই প্রসাদ পুলকাক্ষিত-কলেবরে গৌরচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। (২৭) মহাপ্রভুর অনুমোদনক্রমে গোপীনাথের সেই প্রসাদ হর্বভরে তিন ভাগ করিয়া তাঁহারা ভোজন করিলেন। (২৮) নিত্যানন্দকে নিজহস্তে ভোজন করাইয়া রসকৌতুকী গদাধর স্বয়ংও ভোজন করিলেন। (২৯) তৎপরে রসজ্ঞ গৌরাদ স্বয়ং গদাধরের সহিত স্থখোপবিষ্ট হইলেন, নিত্যানন্দরাম বিশ্রাম করিলে সেই রসময় গৌর আরামে (বৃক্ষবাটিকায়) রাসোৎসুক হইয়া রাসরসে মত্ত হইলেন।

ইতি শ্রীগোপীনাথ-দর্শন নামক অষ্টাদশ সর্গ।

ইতি তৃতীয়প্রক্রম ॥

চতুর্থ প্রক্ৰম ।

প্রথম সর্গ ।

(১) এই ভাবে প্রভু নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনে পূর্ণমানস হইয়া অল্পরাগভরে গান করিলেন এবং স্বরূপপ্রমুখ গদাধরাদির সহিত সেই নামকোতুকী গৌরচন্দ্র নৃত্য করিলেন । (২) শ্রীল সার্বভৌমের সহিত শ্রীরামানন্দাদি ক্ষেত্রবাসিগণ শ্রীগৌরানন্দরসে পূর্ণ হইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং হর্ষভরে প্রভুর মুখপদ্মমধু পান করিলেন । (৩) তাঁহারা সকলে সংকীৰ্ত্তন-নামমঙ্গল শ্রবণ করিতেছেন, আনন্দরসসমুদ্রে মগ্ন হইয়া কীৰ্ত্তন করিতেছেন আর সেই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি গৌরানন্দের সহিত অধীর হইয়া নৃত্য করিতেছেন । (৪) কানীশ্বর, রাম ও মুকুন্দাদি, বক্রেশ্বর, রাঘব, বাসুদেব, শ্রীশঙ্কর শ্রীহরিদাস ও গৌরীদাস প্রভৃতি গোড়বাসিগণ, (৫) শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন প্রভৃতি ষাঁহারা গৌরান্দভাবে বিভাবিতমতি ছিলেন—তাঁহারা এবং কুলীনগ্রামনিবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই স্থখে নিত্য নৃত্য, গান ও নমস্কার করিতে লাগিলেন । (৬) নৃত্যশেষে স্বয়ং মহাপ্রভু ভক্তজনের প্রতি মহাকুপাবান্ হইয়া বলিলেন—‘যদি তোমাদের কৃপা হয়, আমি রমণীয় অতিদুর্লভ বৃন্দাবনে যাইতে পারি ।’ (৭) তখন তাঁহারাও মহাস্বচ্ছন্দ হইয়া গৌরান্দ-মুখপদ্মস্থধা সম্যকপ্রকারে পান করিতে লাগিলেন এবং কাদিতে কাদিতে গৌরান্দচরণে নিপতিত হইয়া দস্তে তৃণ ধারণপূর্বক বলিলেন—(৮) ‘হে প্রভো ! তুমিই ত বৃন্দাবনচন্দ্র । তথাপি দাসগণের অহুমোদন পাইয়া সর্বকার্য্য করিতে সর্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, এক্ষণে কিন্তু আমাদিগকে সেই নন্দনন্দনে উন্মুখী কর ।’ (৯) তাঁহাদের বাক্যশ্রবণে হাস্ত করিতে

করিতে তিনি বলিলেন—‘আমি সর্বদাই তোমাদের নিকটেই থাকিব।’ এই বলিয়া শীঘ্রই প্রভু যাত্রা করিতে উত্তত হইলেন। (১০) ক্রন্দন-পরায়ণ তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া এবং ‘শীঘ্রই আসিব’ ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রভু শুভ বন্দাবনে যাত্রা করিলেন। (১১) উৎকর্ষাভরে মত্ত সিংহবৎ ধাবমান সেই প্রভুর সদৌ বলদেবাদি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। (১২) যেখানে যেখানে পর্বত ও নদীসমূহ দেখিতেছেন—সেই সেই স্থানেই মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন, বন্দাবন ও কালিন্দী মনে করিয়া (১৩) উন্নতবৎ হুঙ্কার করিতেছেন এবং মত্ত গজরাজের মত গতিভঙ্গী অঙ্গীকার করিতেছেন; কখনও কখনও নৃত্য, ধাবন, রোদন এবং ভূতলে লুণ্ঠনাদি করিয়া চলিতে লাগিলেন। (১৪) এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি কাশীতে উপনীত হইলেন এবং বিশ্বেশ্বরের মহালিঙ্গ দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। (১৫) তত্রত্য তপন-নামক জর্জরিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভুর দর্শনে মহানন্দিত হইয়া তাঁহাকে নিজ মন্দিরে লইয়া গেলেন। (১৬) তপনমিশ্র পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া প্রভুকে স্বন্দরভাবে পূজা করিলেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়া সেই জগদগুরু সেই স্থলে বিশ্রাম করিলেন। (১৭) মিশ্রপুত্র রঘুনাথ তাঁহাকে সন্মান করিলে প্রভু সেই মহাত্মা বালকের প্রতি মহাকৃপা বর্ষণ করিলেন। (১৮) চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব গৃহে অবস্থান-কালেও তিনি স্বয়ং কাশীবাসিগণকে হরিভক্তিপরায়ণ করিয়াছিলেন। (১৯) সেই হরিকীর্তনামোদী প্রভু নিজ ভক্তবর্গে বেষ্টিত হইয়া ‘হরিবোল’ বলিয়া সদাই উর্দ্ধবাহ হইয়া নৃত্য করিতেন।

ইতি কাশীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(১) অনন্তর প্রভু প্রয়াগে আসিয়া শ্রীমাদবকে দর্শন করত প্রেমানন্দস্বায় পরিপূর্ণ হইয়া স্বভক্তগণ সহ নৃত্য করিয়াছিলেন। (২) শ্রীল অক্ষয় বট দেখিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিলেন, পরে তিনি যমুনায় স্নান করতঃ সিংহলীলাবলম্বনে নৃত্য করিলেন। (৩) হৃদ্য গভীর শব্দে ও প্রেমাত্মক পুলকে পরিব্যাপ্ত দেহে গমন করিতে করিতে ক্রমে যমুনা পার হইয়া আগ্রাবনের দর্শন পাইলেন। (৪) সেইস্থানে রেণুকা নামক গ্রামে মহাত্মা মহাযোদ্ধা পরশুরাম অবতার করিয়াছিলেন। প্রভু সেই পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। (৫) তথায় নিত্য বৃন্দাবনমুখী যমুনা দেখিয়া অনন্তর রাজগ্রামে গিয়া গোকুল দর্শনে বিহ্বল হইলেন। (৬) মহাবন দেখিয়া পরে তিনি মহা ঐশ্বর্যযুক্তা পরম শোভনায়ী রাজধানী মথুরার দর্শন করিলেন। (৭) শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধাম সমূহের ও পরমারাধ্য, পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যস্থল, প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী সেই মথুরাকে (৮) দেখিয়া গৌরহরি প্রেমবিকারের সকল অবস্থায় সংব্যাপ্ত হইলেন এবং হাস্ত, নিত্য, রোদন ও ভূমিতে অবলুণ্ঠনাদি করিয়া করিয়া পুলক-মণ্ডিত হইলেন। (৯) সেইস্থলেই কোন দ্বিজবর্ষ্যসত্তম শ্রীগৌরের দর্শনলাভে প্রেমভরে চ্যুতধৈর্য হইলেন এবং রোমাঞ্চিত-দেহে ও গদগদ বাক্যে সেই স্কন্ধতী ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরণদ্বয়ে নিপতিত হইলেন। (১০) প্রীত প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কে গো! আমার ভাগ্য বশতঃ আপনার প্রেমবিহ্বল-মূর্তির দর্শন হইল !!’ পুনরায় তিনিও প্রভুকে বলিলেন, “হে কৃপালু ভগবন্! আমি তোমার দাসই। (১১) যদিও নামে মাত্র আমি কৃষ্ণদাস, তথাপি তোমার দর্শনে আমি সৌভাগ্যবান্ই হইলাম। হে কৃপানিধে! নন্দকিশোর

গৌর! বৈষ্ণবপাদরেণু দান করিয়া আনাকে পবিত্র কর।” (১২) তাঁহার কথা শ্রবণে প্রভু আনন্দরসসমুদ্রে মগ্ন হইয়া বলিলেন—‘আপনিই নিশ্চয় কৃষ্ণদাস। হে সন্তম! আপনি শ্রীকৃষ্ণধামের রহস্য-লীলাদি সব অবগত আছেন, সেই সকল কাহিনী বলুন দেখি।’ (১৩) তিনিও আবার প্রভুকে বলিলেন,—‘হে প্রভো কেশব! যদিও তুমি স্বয়ং ভক্তাভিমানী হইয়াছ, তথাপি আমার হৃদয়ে নিজ চরণযুগল সমর্পণ করিয়া নিজ ব্রজমণ্ডল প্রকাশ কর।’ (১৪) শ্রীগৌরহরি তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়া মেঘ-গম্ভীর বাক্যে বলিলেন, ‘আমার আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তীর্থ সমূহ আপনার হৃদয়ে সর্বদা স্মৃতিত হউক।’ (১৫) তখন সেই ব্রাহ্মণ দয়ালু প্রভুর চরণকমল-সবিধে আনন্দভরে নিপতিত হইয়া বলিলেন—‘তোমার চরণযুগল আমার মস্তকোপরি ধারণ করিয়া আমি সকল তীর্থই তোমাকে দেখাইব।’ [১৬] এই বলিয়া তিনি গৌররসে মত্ত হইয়া নৃত্য ও বোদন করিতে করিতে প্রেমবিবশ হইলেন। সেই গোপীবল্লভ মুহূর্মুহু শ্রীরাসলীলা ও জলকেলি ইত্যাদি মাধুরীর গান করিলেন। [১৭] এইভাবে গৌরহরি সেই রাত্রিতে জগন্মোহন লীলা-সম্বলিত ব্রজকেলি-কাহিনী বলিতে বলিতে স্তম্ভলাভ করিলেন এবং মহাভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসলাভই কীৰ্ত্তন করিলেন।

ইতি শ্রীমথুরামণ্ডল-দর্শন নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

- (১) শচীনন্দন এইরূপে সেই রাত্রি ক্ষণপ্রায় অতিবাহিত করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রদোষকালে সেই বিপ্রবরকে সন্ধ্যা আহ্বান করিলেন, (২) এবং বলিলেন—‘হে সখে! আমাকে ব্রজমণ্ডল দর্শন করান, যাহাতে আমার পরমা প্রীতি লাভ হয়।’ তিনিও তখন প্রভুকে বলিলেন, (৩)

‘হে পরব্রহ্ম ! এই মথুরামণ্ডলে যমুনা সর্বথা অধিকতর পুণ্যকর । ইহার শ্রীতি পাইয়া সর্বেশ্বর কৃষ্ণ (৪) গোপগোপী-রসামোদী নরাকৃতি পরমাত্মা রাসবিলাস ও জনকেলি ইত্যাদি বিনোদে স্থখে খেলা করিয়াছেন । (৫) কালিন্দীর পশ্চিমভাগে মধুবন, শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন, কুমুদবন, খদিরবন, তালবন, কাম্যবন ও বহুলাবন আছে । (৬) ইহার পূর্বদিকে ভদ্রবন, বিষ্ণবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও মহাবন নামে পাঁচটি বন আছে ; রসিকজন শ্রীতির জন্ত ইহাদিগের ধ্যান করেন । (৭) ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন, তালবন ও খদির, বহুল, কুমুদ, কাম্য, মধুবন ও বৃন্দাবন (৮) নামে এই দ্বাদশবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শ্রীতিদায়ক, ইহাদের মাহাত্ম্য ভক্তগণেরই বিদিত, অল্পে কখনও জানিতে পারে না, (৯) যমুনার পশ্চিম ভাগে কংসের বিরাট গৃহ, ইহার উত্তরে মহারম্য ও সূদূর্লভ বৃন্দাবন । (১০) উহার নৈঋত কোণে হরির স্তম্ভপ্রদ কুমুদবন এবং তাহার দক্ষিণে খদির নামে কৃষ্ণস্তম্ভপ্রদ বন । (১১) মথুরার পশ্চিমে কৃষ্ণবল্লভ তালবন ; তথায় ভুবন-পাবনৌ মানসগঙ্গার ধারা বর্তমান, (১২) বৃন্দাবনের পশ্চিমে সেই গোবর্দ্ধন পর্বতের তটে শ্রীকৃষ্ণ নৌকাখণ্ডাদি লীলা-বিধানে ক্রীড়া করিয়াছেন । (১৩) মথুরার পশ্চিমে গোবর্দ্ধন নামক মহাপর্বত বিদ্যমান, তাহারই পশ্চিমে কৃষ্ণরসময় কাম্যবন । (১৪) তাহারই সন্নিকটে মহাপুণ্য শুভা সরস্বতী নদী মথুরার উত্তরে যমুনায় প্রবেশ করিয়াছে । (১৫) মথুরার ঈশানদিকে শুভ বহুলাবন বিরাজমান, এখানে কংস-নাশন কৃষ্ণ মানসগঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়া ক্রীড়া করেন । (১৬) এই বনটি ‘মোহন’ নামেও কথিত হয় । হে মহাত্মজ ! যমুনার পশ্চিমদিকে এই সাতটি বন বিদ্যমান আছে । (১৭) হে রসিকপ্রবর ! যমুনার পূর্বকূলে পাঁচটি বন আছে ; তৎকৃপাবশবর্তী হইয়া আমি সুবিপুল, (১৮) যমুনা-নিকটবর্তী ও সূদূর্লভ মহাবন দেখিতেছি । তাহার পশ্চিমে রম্য বিষ্ণবন

বঙ্গানুবাদ—৪র্থ প্রক্ৰম, ৪র্থ সর্গ।

৩২৫

কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদ। (১৯) তাহার উত্তরে লোহবন, ভদ্রবন এবং কৃষ্ণভক্তি-
প্রদ রমণীয় বিরাট ভাণ্ডীরবন। (২০) হে প্রভো! এই দ্বাদশ বনাত্মক
রমণীয় মথুরামণ্ডল। যোগেশ্বরের কৃষ্ণ এই সব বনেই বিহার করেন।
(২১) হে হৃষীকেশ! তোমার মনপ্রতি অল্পগ্রহ প্রাপ্তির আশায় আমি
প্রত্যেক বনেই দেখাইব। তোমার অল্পগ্রহ হইলে আমার ভব-মোচনও
হইবে।'

ইতি দ্বাদশবন-প্রসঙ্গ নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

(১) হে করুণাসিন্ধো! মথুরামণ্ডলের শুভ কথা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ
স্বশোভন রাজধানী এই মধুপুরী দর্শন কর। (২) পুরীর তিনদিকে উত্তম
দুর্গ প্রাচীর বিদ্যমান এবং পূর্বদিকে কালিন্দী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত
হইতেছে। (৩) উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রত্নখচিত কপাটযুক্ত দুইটি দ্বার,
নানারত্নবিভূষিত কংসরাজ্যের বাটী নৈঋত দিকে দর্শন কর। (৪) উহার
পূর্ব ও উত্তর দিকে রত্নময়-যজ্ঞস্থল-শোভিত দ্বার আছে; ঐ বাটীর উত্তর
পার্শ্বে রাজ্যের উপবেশন-যোগ্য একটি বেদী দেখা যাইতেছে। (৫) পুরীর
বায়ুকোণে কারাগার রহিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মূত্রস্থান দেখ। (৬)
হে প্রভো! ইহার বিবরণ বলিতেছি, তুমি শ্রুতে ও সাবধানে শ্রবণ কর।
ভগবান্ উদারমতি বৃহদের কংসভয়ে ভীত হইয়া (৭) কৃষ্ণ লইয়া নন্দ-
গোষ্ঠে যাইতে যাইতে মহামনাঃ বৃহদেব জানিলেন যে ক্রোড়স্থিত কৃষ্ণ
মূত্রত্যাগ করিতেছেন। তিনি আনন্দে সত্ত্বর এই প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ
করিয়া কিছুক্ষণ ছিলেন। হে প্রভো! কৃষ্ণের মূত্রচিহ্ন এই পর্বতোপরি
এখনও বর্তমান আছে। (৮) স্তম্ভরাং সকলে এইস্থলকে মূত্রস্থান বলিয়া
থাকে। উহারই দক্ষিণে উদ্ধবের ঐ গৃহটি দেখ। (১০) এই কথা

শ্রবণে প্রভু হৃদ্যার করিতেছেন দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণবর্ষা ভীত হইলেন এবং পুনরায় স্ববুদ্ধি বিপ্র কৃতাজ্জলি হইয়া বলিলেন—(১১) হে লীলাময় জগদ-গুরো কৃষ্ণ! আমার কথা শ্রবণ কর। স্থির হইয়া দর্শন করিলেই নিশ্চিত স্থখ পাইবে। (১২) উদ্ধবের গৃহের পূর্বদিকে ঐ রজকের গৃহ দেখ। উহারও পূর্বে ঐ মালাকারের গৃহ। (১৩) উহারই দক্ষিণে দেবনির্মিত কুজাগৃহ, উহার নৈঋত কোণে পরমসুন্দর রদস্থল। (১৪) রদস্থলের অগ্নিকোণে শুভ বসুদেব-মন্দির, উহারই ঈশানে ব্রহ্মাকর্তৃক নির্মিত উগ্রসেনের গৃহ। (১৫) উহারও দক্ষিণে গভ্রম-নামক কৃষ্ণমূর্তি দেখ। শ্রীগৌরচন্দ্র এই মূর্তির দর্শনে পুলকাঙ্কিত হইলেন। (১৬) বিশ্রাম, শ্রমশান্ত বা কংসখালি নামক ঘাট, প্রয়াগ, তিন্দুক, সপ্তর্ষি, মোক্ষ, কোটি, (১৭) বোধি, শিব ও গণেশ প্রভৃতি দ্বাদশ তীর্থ (ঘাট)। এই সকল মহাপ্রাণীল তীর্থরাজ ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অবস্থিত জানিবে। (১৮) পুরীর দক্ষিণে কৃষ্ণস্থদ রদভূমি বর্তমান। উহার দক্ষিণে একটি কূপ আছে; শ্রীকৃষ্ণকে উহাতে ফেলিবার জন্ত (১৯) কংস এই কূপটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া উহা 'কংসকূপ' নামে খ্যাত। উহার নৈঋতে অগস্ত্যকুণ্ড বিদ্যমান। (২০) পুরীর উত্তরে সপ্তমসগুহ কুণ্ড বিরাজমান; দেবকীর পুত্রগণের নাশ করিয়া এই প্রস্তরটি কংস কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। (২১) এই কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে থাকিলে ব্রাহ্মণও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'হে প্রভো! ইহার উত্তরে ঐ ভূতেশ্বর লিঙ্গ দর্শন কর। (২২) এইস্থলে আবার সরস্বতীর সহিত মিলিতা যমুনা দর্শন কর। এই স্থানেই দশাশ্বমেধ ঘাট ও সোমতীর্থ। (২৩) এই কণ্ঠাভরণ ঘাট, এই নাগতীর্থ নামক ঘাট। ইহার নাম সংঘম কুণ্ড। এই সকল তীর্থই পুরীকে বেষ্টিত করিয়াছে। (২৪) মহাপ্রভু এইভাবে মথুরা প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণদাসের গৃহে স্থখে ভিক্ষা করিলেন। (২৫) কৃষ্ণদাস প্রভুর

চরণযুগল সেবা করিতে লাগিলেন আর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ মাধুরীর কথা স্মরণ করিয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন।

ইতি মথুরামণ্ডলের ঘাটকুপাদি দর্শন নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

(১) ভক্তিরসসমন্বিত ভগবান্ শ্রবণ করিলেও কিন্তু উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। (২) তিনি প্রতিফণেই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—‘বল দেখি কৃষ্ণদাস আমাকে দুঃখদান করিবার জ্ঞাতই কি এই রাত্রি স্নদীর্ঘ হইয়াছে? (৩) কৃষ্ণদাস বলিলেন—‘হে নাথ! মথুরামণ্ডলের পরিমাণ শুন। বিজ্ঞজন গণ বলেন যে উহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত। (৪) হে ভক্তবৎসল প্রভো! তুমি স্থিরচিত্ত হইলে আমি ক্রমে ক্রমে সকল তীর্থই দেখাইব। তাহাতে আমার সুখও হইবে। (৫) অগস্ত্যকুণ্ডের উত্তরদিকে কিছুদূরে ঐ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নির্মিত ঐ ‘সেতুবন্ধ’ নামক সরোবর দেখ।’ (৬) এই কথা শুনিয়া প্রভু পুলকাঙ্কিতদেহে সৰ্বিস্ময়ে ও সাদরে বলিলেন—‘কৃষ্ণদাস’ ইহার বিবরণ সম্যকরূপে বর্ণন কর।’ (৭) শ্রীগৌরচন্দ্রের এই বচনামৃত পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করতঃ কৃষ্ণদাস হস্তবদনে বলিলেন—(৮) ‘একদিন গোপীকারসবিনোদী রসিকশেখর হরি এই সরোবরে ‘আমিই রঘুবরমণি’ বলিয়া নবীন হস্তিবাং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (৯) রমণীশিরোমণি রাধা তাঁহাকে বলিলেন—‘তুমি গোপেন্দ্রনন্দন এবং গোধন চারণ করাই তোমার বৃত্তি। সত্যধর্ম-প্রতিপালক রাজা রামচন্দ্রের কর্ম তোমাতে অতি অসম্ভবই বটে। (১০) সিদ্ধুবন্ধন ও রাবণ-নাশ এই দুইটি তাঁহার মহা হৃদয় কাব্য, হে বালিকাবসনভূষণ-চোর! আর নিজগুণ প্রকাশ করিতে হইবে না!’ (১১) তখন পরমকৌতুকী হস্তকৌতুকরস-বিনোদী

জান্নাথ—মন্ত্যালয়

অবলম্বিত, কালী

কৃষ্ণ বলিলেন—‘আমিই সর্ব সদগুণনিধি বলিয়া জানিবে, তুমিই গোপ-
কুমারী।’ (১২) বৃষ্ণ ও পর্বতাদিরূপ মহাধন বাণদ্বারা? যদি কখনও প্রস্তুত
জলে না ভাসে, তবে হে ভাবনিধি রাধে! সাক্ষাতেই সর্বগুণরত্নসমেত
প্রভাব প্রত্যক্ষ কর। (১২) পরমরসিকা রাধার বাক্যানির্ঘাস অল্পভব
করিয়া তাঁহার সখীগণ অঙ্গবন্দন করতঃ অতি বেগে বৃক্ষাদিযুক্ত প্রস্তরাদি
আনিতে লাগিলেন। আর কৃষ্ণও তাহাদ্বারাই সরোবরটি বন্দন করিলেন।
গোপীগণ দেখিয়া জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ প্রশংসা
করিতে লাগিলেন। (১৪) পরম মধুর হাস্যরসাদি সংযুক্তা
গোপীকাগণ সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলা নিত্য মহা প্রেমপূর্ণ হইয়া বিদ্রয়
করিতেছেন। ইহার শ্রবণেও পরম রসিকগণ স্বখে যুগল কিশোরকে
স্মরণ করেন এবং ব্রাহ্মানন্দকে উপহাস করতঃ নিখিল মোক্ষ সম্পত্তিকেও
তিরস্কার করেন। (১৫) শ্রীগৌরহরি এই পরমাদভূত কৃষ্ণরহস্য শ্রবণ
করিয়া রাধারসাবেশে বিবশ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

ইতি সেতুবন্ধ-সরোবর-প্রসঙ্গ নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(১) এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিপ্র প্রভুর সহিত যমুনা উত্তীর্ণ
হইয়া মহাবনে নন্দগৃহ দেখাইলেন। (২) এই স্থানে পূতনা মোক্ষণ
হইয়াছে—এইস্থানে শবটাসুর মুক্ত হইয়াছে—দুর্ভট ভূগাবর্তকে হরি
এইস্থানে বধ করিয়াছেন। (৩) কৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করিয়া নিজ উদরে
অদ্ভুত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া এইস্থানে মাতাকে ভীত করিয়াছেন—মাতা
ভয় পাইলেও কিন্তু কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। (৪) গর্গ মহারাজ
এইস্থলেই নামকরণ করিয়াছেন—এইস্থানে মৃত্তিকাভক্ষণ ও বিশ্বরূপ
দর্শন লীলা হইয়াছে। (৫) এইস্থানে ভগবান্ স্বয়ং হরি মাতার

আনন্দবৃন্দির জগৎ দধিমস্থনদও ধরিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৬) যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখদর্শনে হাসিতে হাসিতে কোতুহলাক্রান্তচিত্তে তাঁহাকে স্তম্ভদান করিয়াছিলেন। (৭) দুগ্ধ উথলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সতী যশোদা তাঁহাকে রাখিয়াই সত্বর চুল্লীস্থ দুগ্ধ উত্তারণ পূর্বক মস্থনস্থলে কৃষ্ণ-নিকট গেলেন। (৮) এদিকে কৃষ্ণও ক্রোধভরে স্বয়ং গৃহে প্রবেশপূর্বক প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ভাঙ ছিদ্ৰিত করিয়া নবনীত ভোজন করিতে করিতে উলুখলের উপরে দাঁড়াইয়াই হাসিতে লাগিলেন। (৯) অনন্তর যশোদা নিজপুলের এই কর্ম জানিয়া তাঁহার প্রলাপ ও হাস্য দেখিয়া এইস্থলেই তাঁহাকে দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। অতএব সেই প্রেমদ হরিও ‘দামোদর’ নাম প্রাপ্ত হইলেন। (১০) দামোদর ভগবান্ এইস্থানে যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়ের ভঞ্জন করিয়াছেন। কলদেবের প্রভু এইস্থলে ধাতু দিয়া কলভোজন করিয়াছেন ॥ (১১) ইহারই দক্ষিণপার্শ্বে এই গোলোকাখ্য গোকুল। এইস্থানে সেই হরি মাতার সাক্ষাতে বহুবিধ বাল্যলীলা প্রকট করিয়াছেন। (১২) হে মহাপ্রভো! এই স্থানে গোপেশ্বর দেবকে দর্শন কর; এই স্থানে ভুবন-পাবন সপ্তসমুদ্রক বুণ্ড বিস্ত্রমান দেখ। (১৩) পশ্চিমগ্রামে আয়ানের ঐ রসময় গৃহ বর্তমান—ইহারই দক্ষিণদিকে আনন্দ নামক গোপ বাস করিতেন। (১৪) গ্রামমধ্যে উপনন্দের কৃষ্ণস্বপ্নপ্রদ গৃহ বিস্ত্রমান—ইহারই পশ্চিমভাগে রাবণের তপোবন বিরাজিত। (১৫) হে কৃষ্ণ (গৌর)! ইহার উত্তরে দুর্বাশা মুনির আশ্রম বর্তমান—হে প্রভো। ইহার নিকটেই লোহবন ও বিষবন বিরাজ করিতেছে। (১৬) এইস্থানে নন্দ মহারাজ স্নেহে কৃষ্ণকে খেলা দিতেছিলেন—আর কৃষ্ণ তাঁহাকে পরমাদ্বুত বাল্য-লীলারস দান করিতেছিলেন। (১৭) হঠাৎ মেঘাগম দেখিয়া সেই নন্দরাজ কোনও সন্দেহী গোপিকাকে বলিলেন—‘এই কৃষ্ণকে নিয়া শীঘ্রই

আমার গৃহেশ্বরীর নিকট সমর্পণ করত ।' (১৮) সেই গোপীও তাঁহাকে নিজক্রোড়ে উঠাইয়া আনন্দবিবশ হইয়া চুষন করিলেন । কৃষ্ণও তখন তাঁহাকে প্রাণাঢ় আলিঙ্গন করিলে তিনি বিস্মিত ও বিবশ হইয়াছিলেন ।' (১৯) বালক কৃষ্ণের রসোল্লাস-বৈভব শ্রবণ করিয়া সেই গৌরকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণদাসকে প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন । (২০) হে গৌরগোবিন্দ ! এইস্থানে গোপালের শুভ লীলা দর্শন কর—গোচারণে গিয়া কৃষ্ণ নিজে এই কুণ্ড খনিত করিয়াছেন । (২১) এই স্থলেই সুন্দর উপনন্দ নন্দ-মহারাজকে আহ্বান করিয়া অভিযুক্ত গোপগণে পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণ-সুখের জন্ত যুক্তি করিয়াছেন । (২২) ব্রজবাসিগণের সহিত রামকৃষ্ণকে লইয়া শকটারোহণপূর্বক নন্দমহারাজ ভদ্র ও ভাণ্ডীর বনে গমন করিয়া তথায় দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন ।

ইতি মহাবনাদি-দর্শন নামক ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ ।

(১) তারপরে নন্দাদি গোপগণ অনলস হইয়া ষমুনাপারে সনাতন বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলেন । (২) এই দেখ এইস্থানে শকটসমূহ দ্বারা হুর্গ নিমিত্ত হইয়াছিল—এইস্থানে পিতাদি গুরুজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রামকৃষ্ণ গো ও গোপালগণসহ খেলা করিতেন । (৩) হে গৌরচন্দ্র ! এই কপিখমূলে কৃষ্ণ বৎসরূপধারী বৎসাস্বরকে এবং বকবেশী বকাস্বরকে বধ করিয়াছেন । (৪) এই স্থানে রামকৃষ্ণ বেণুবৈত্ৰাদিযুক্ত সখাগণের সহিত জগৎপতি হইয়াও বানরবৎ লক্ষ্মবাম্পে, পক্ষি প্রভৃতির চেষ্টাস্বকরণে এবং ময়ূরধ্বনি প্রভৃতির অহুঙ্করণ করিয়া খেলা করিতেন । (৫) এইকথা শুনিয়া স্বয়ং রসিকচূড়ামণি ভক্তরূপী গৌর কৃষ্ণরসপূর্ণ হইলেন । প্রভু গৌরচন্দ্র পূর্বলীলায় এই প্রেমের বিষয়তত্ত্ব ছিলেন আর এক্ষণে এই

পরলীলায় রসের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন। (৬) হে গৌরাদ ! বকাস্বরের অল্পজ মহাপাপ অঘাস্বর এইস্থানে আসিলে হরি তাহার বিনাশ করিয়াছেন। (৭) এই স্থানে স্বজন ও সখাগণ সহ ইহার ভোজন-কৌতুক দেখিয়া ব্রহ্মা এক বৎসরের জন্ত গোবৎস ও গোপালগণকে চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন। (৮) এই স্থানে খেত্ৰকাস্বরের বধ হয় এবং পরে রূপাবশে ইহার মূর্তিও হইয়াছিল। এই দেখ সুনির্মল কালীয়দমন হ্রদ। (৯) হে জগদগুরো ! এইস্থলে কালীয়দমন কৃষ্ণমূর্তি দর্শন কর। এই স্থানে কৃষ্ণ শীতার্ন্ত হইয়া জল হইতে উখিত হইয়াছিলেন। (১০) এইস্থানে দ্বাদশাদিত্য গগনমণ্ডলে এক সময়ে উখিত হইয়াছিল, বেদ-পারগ ব্যক্তিগণ ইহাকে দ্বাদশাদিত্যঘাট বলিয়া থাকেন। (১১) এই স্থানে ভক্তদুঃখহারী নন্দনন্দন বৎসপালগণকে দাবানল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। (১২) এই স্থলে খেলায় পরাজিত হইয়া কৃষ্ণ শ্রীদামনামক বালককে পরমপ্ৰীত হইয়া বহন করিয়াছেন এবং প্রলম্বাস্বর রোহিণীনন্দন বলরামকে স্বন্ধে লইয়াছিলেন। (১৩) বলদেব তাহাকে অস্বর জানিয়াই হস্তপদ্ম মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিতেই সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। (১৪) বৃন্দাবনে মহত্তম এই ভাণ্ডীর বট দর্শন কর। এই দেখ ঈষিকা (মুঞ্জাটবী) বন—এইস্থানে গোগণ তৃণলোভে (১৫) প্রবেশ করিলে কৃষ্ণ বেণুনাদ করিয়া ইহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করাইয়া ছিলেন এবং ভক্তজনপ্রিয় শ্রীহরি নিজ গণকে দাবানল-মধ্যবর্তী দেখিয়া (১৬) এই স্থলে অগ্নিরাশিকে হাতে লইয়া পান করিয়াছেন। এই স্থানে রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়াছেন—তাহাও দেখ। (১৭) এই ষম্নাতীরে বজ্রাভরণাদি রাখিয়া তাঁহাকেই পতিরূপে পাইতে ইচ্ছুক গোপ-কুমারীগণ ব্রতচরণ করিয়াছেন। (১৮) গোপীগণ জলমধ্যে প্রবেশ করিলে নাগর-চূড়ামণি তাঁহাদের বস্ত্ররাশি লইয়া সত্তর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

(১৯) তিনি বৃষ্ণগণের সহিত যেন কথা কহিয়া হাসিতেছেন—তার পর শীতার্ভা গোপবালাগণ শুদ্ধভাব-বিভাবিতা হইয়া কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

(২০) কৃষ্ণ শ্রীরামের সম্বন্ধে বৃন্দাবনস্থিত বনস্পতিসমূহকে প্রশংসা করিতে করিতে এই স্থানে যমুনায়া গিয়াছেন। (২১) অনন্তর এই স্থানে সেই যজ্ঞভুক কৃষ্ণ বিপ্রপত্নীগণের নিকট অন্ন যাচঞা করিয়া বলবান্ বলদেব ও গোপালগণের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন।

ইতি বস্ত্রহরণাদিলীলাশ্রলীদর্শন-নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

(১) পুনরায় কংসভয়ে ভীত হইয়া স্বজনগণকে আহ্বান করিয়া নন্দ মহারাজ সকল ব্রজবাসির সহিত নন্দীশ্বরে বাস করিয়াছেন। (২) গোবর্দ্ধন পর্বতে রমণীয় মানসগদ্য হই কূলে কৃষ্ণরাম তখন সখাগণ সহ নিত্য বিহার করিয়াছেন। (৩) সপ্তবর্ষব্যস্ত হরি ইন্দ্রগর্ব নাশ করিবার উদ্দেশ্যে নিজগণের উদ্ধার-চিন্তায় আনন্দে সাতদিন পর্য্যন্ত গিরিধারণ করিয়াছেন। (৪) রসকৌতুকী কৃষ্ণ এই মানসগদ্য নৌকাক্রীড়া করিয়াছেন। গোষ্ঠের লোকগণ মথুরায় প্রায়ই গমনাগমন করিতেন। (৫) ভক্তানুগ্রহ করিবার জগু হরি এই স্থানে প্রস্তুতধণ্ডের উপর বসিয়া দান আদায় করিবার ছলে গোপিকাদিগের সহিত বিবিধ লীলাবিনোদ করিয়াছেন। (৬) এই দানবেদির দর্শনে সেই গৌরচন্দ্র আব্বাদন-কৌতুকে বাহুবৃন্তিশূন্য হইয়া বংশী, শ্রীবৎস ও বেজাদিধারণপূর্বক কুন্তল কিসলয়াদিসজ্জিত শ্রামতনু প্রকটন করিলেন এবং ‘হে রসবতি রাধে! আমাকে দান দাও, আমি ত বিমল দানেরই পাত্র হে !!’ এই বলিয়া যিনি তাঁহাকে স্তব করিতেছেন—সেই রাধিকাপ্রাণনাথ গৌরানন্দই জয়যুক্ত হউন। (৭) তৎপরেই সহসা মহাপ্রভু ভক্তিরসাবিষ্ট হইয়া সেই

পাষণকে অশ্রিসিক্ত করিয়া নিভ্রমন্তকে লেপন করিতে লাগিলেন। (৮) এই পর্বতের পূর্বভাগে কৃষ্ণরসপ্রদ কুণ্ডযুগল দর্শন কর। উহার দক্ষিণপার্শ্বে অভ্যন্তরীণ রাসমণ্ডল বিরাজমান। (৯) এই স্থানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রাসবিলাসের স্থান দেখ। ইহা প্রেমরসপূর্ণ ভক্তগণেরই চিস্তনীয় স্থান। (১০) রাধামাধবের একত্র অবস্থিতিহেতু সেই সেই ভাবে বিভাবিতমতি গৌরাদ তখন সেই সেই লীলা অনুকরণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। (১১) তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তম ভাব-বিলাসী কৃষ্ণকে বলিলেন—‘ঐ দেখ পর্বতোপরি শ্রীরাধিকার আরাধনাস্থল। (১২) এই দেখ—দেবেশ্বরের গর্বনাশন অন্নকুটস্থল—হরি ইন্দের উৎপাত দেখিয়া এই গোবর্দ্ধনপর্বত ধারণ করিয়াছেন। (১৩) ঐ পর্বতোপরি হরিরায় প্রভুকে দর্শন কর। উহার দক্ষিণপার্শ্বে আবার গোপালরায়কেও দেখ। (১৪) ইন্দের গৰ্ব্ব নাশ হইলে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিতা স্বরভী মন্দাকিনীর জলদ্বারা এইস্থলে গোবিন্দের অভিষেক করিয়াছেন। (১৫) মহানহোংসব করিয়া বেদাদি সকলেই তখন গোবিন্দের সেবা করিয়াছিলেন—আর অপরাধী দেবেশ্বও তখন তাঁহাকে স্তব করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন। (১৬) এই পর্বতের দক্ষিণদিকে ঐ সর্বপাপহর কুণ্ড দর্শন কর। ইহার উপরে পাঁচটি কুণ্ড আছে—ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, ইন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড এবং (১৭) সর্বপাপনাশক মোক্ষকুণ্ড। ইহাদের দর্শনে গৌরকৃষ্ণ প্রভু প্রেমানন্দে সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—(১৮) ‘অহো। এই জগতে এই গিরিরাঙ্গই ধন্য, যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দভরে গোপালবালকগণসহ নিরন্তর জীড়াই করিতেছেন।’ পূর্ণপ্রেমরসদ গৌরাদ এই কথা বলিলে তখন স্বয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনই আগ্রহভরে তাঁহাকে পূজা করতঃ নৃত্য করিলেন।

ইতি শ্রীগোবর্দ্ধন-দর্শন নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

(১) এই স্থলেই যমুনাঙ্গলে নন্দমহারাজ দ্বাদশীব্রতাচরণজন্ত স্নান করিতে থাকিলে বরুণ কৃষ্ণদর্শনলোভে তাঁহাকে স্বলোকে লইয়া গিয়া ছিলেন। (২) স্বয়ং ভগবান্ এই ব্যাপার অবগত হইয়া বরুণলোক হইতে পিতাকে আনয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে নিজজন গোপগণকে নিমজ্জিত করিয়া ব্রহ্মলোক দেখাইয়া পুনরায় (৩) প্রভু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে গৌরকৃষ্ণ! ঐ পরমরমণীয় সুদূরত কুণ্ডটিকে দর্শন কর। (৪) ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল ঐ রম্য অশোককানন দর্শন কর। (৫) কার্তিকী পূর্ণিমায় দেবদেবেশ্বর হরি শ্রীশ্যামসুন্দর গোপীগণের সহিত ঐ স্থানে রাস করিয়াছিলেন। (৬) তৎক্ষণাৎই সেই রসিকচূড়ামণি প্রভু গৌরহরি প্রকটভাবেই ইন্দ্রনীলমণিবৎ দ্ব্যতিমালা প্রকাশপূর্বক রত্নাদিবিবিধ সুন্দর রম্যবেশে উজ্জলীকৃত হইয়া ভক্তবর্গের সহিত রাসরস তাণ্ডব নৃত্যাদির আচরণে বিজয় করিতে লাগিলেন। (৭) গৌরহরি তখন সরস রম্য বৃন্দাবনদেশে বসন্তবনবায়ু প্রবাহিত করিয়া রাসোৎসব প্রকটনে প্রফুল্ল মধুর কান্তি বিস্তার করিলেন এবং অধিক আর কি বলিব—সমগ্র রাস-স্থলকেই অধিকতর সুরম্য করিয়া সেই মদনগর্বনাশন গোপীজন-বল্লভই প্রকাশ পাইলেন !! (৮) সেই ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার-পরম্পরা দেখিয়াও কিন্তু চৈতন্যমায়াবশবর্তী হইয়া প্রভুকে পুনরায় শুভ পূর্বলীলাস্বলীসমূহ দেখাইতে লাগিলেন ! (৯) এই স্থানে দেখ—গোবিন্দ ঐ বংশীবটের নিকটে দাঁড়াইয়া গোপীজনবিমোহন কামবীজ গান করিয়াছিলেন !! (১০) সেই স্থললিত সঙ্গীত-শ্রবণে গোপীগণ সেইস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন—প্রেমমদভরে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাহু ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন। (১১) তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব, ভাব ও

প্রেমদানকারী যোগেশ্বরের কৃষ্ণ এইস্থলে রাসজীড়া করিয়াছিলেন। (১২) হে গোরাধ ! এইস্থলে রসবল্লভ রসকোতুকী গোবিন্দ বৃন্দাবনাধিপত্য করিয়াছিলেন। (১৩) এইস্থলে রাসরসামোদী কৃষ্ণ গোপীদের অল্পরাগ বৃদ্ধি করিতে মুখ্যতম গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। (১৪) সেই গোপীর সূচরিত্র কে বর্ণিতে পারে আর কেই বা শ্রবণ করিতে পারে ? তাঁহারই প্রেমপরতন্ত্র হইয়া কৃষ্ণ স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবাপন্ন। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন !! (১৫) কোতুকী কৃষ্ণ ইহার সমীপদেশ হইতে সদোপনে থাকিয়া হাসিতেছিলেন। তিনিও কৃষ্ণকে না দেখিয়া বিহ্বলা হইলেন। তাঁহার সখীগণ (১৬) মিলিত হইলে তাঁহারা সকলে প্রেমবশ হইয়া তখন কৃষ্ণের জন্মাদি লীলাগানে ও তদনুসরণে তন্ময় হইয়া গেলেন। (১৭) তাঁহারা কৃষ্ণবিয়োগার্তিভরে পীড়িত হইলে তখন নারায়ণ কৃষ্ণ স্বয়ং হাসিতে হাসিতে দর্শন দিলেন। (১৮) তাঁহাদের প্রদত্ত মানে সম্মানিত হইয়া এবং পুনরায় পরিহাসোক্তিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া ধর্মজ্ঞ তিনি মণ্ডলীবন্ধনে রাস রচনা করিলেন। (১৯) বিলাস-রসমাধুরী-রসমদে মত্ত হইয়া বলবান্ হরি তাঁহাদিগকে যমুনাতীরে আনয়ন করিলেন এবং প্রাকৃত অনন্দের মন্থনরূপে স্বয়ং বহুরূপ প্রকাশ করিয়া ব্রজসুন্দরীদের ও নিজের ভুজে ভুজে পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। (২০) এই রাসবিলাস-বৈভবরস শ্রবণ করিয়া গৌরহরি প্রেমোন্মাদে ধৈর্য্য লুপ্ত হওয়ায় মাধুর্য্যসারোজ্জল মূর্তি ধারণ করিলেন এবং ‘শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজবধূগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন’—এই চিন্তা করিতে করিতে নিজের দেহেই তাঁহাদের উভয়ের প্রাকট্য দেখাইয়া সম্যকরূপে বিরাজমান হইলেন।

ইতি মহারাসসুন্দরীদর্শন-নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ

(১) অনন্তর এইস্থলে দেখ—বসন্তবেশে সজ্জিত রসজ্ঞ ও স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ নিজ যুথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত (হোরী) ক্রীড়া করিয়াছেন। (২) তাঁহারা উভয়ে গোপীদের সহিত নৃত্য করিতে করিতে রসাবেশে গান করিতেছিলেন। সঙ্গীত-পরায়ণা ও নৃত্যকুশলা রমণীগণ কর্তৃক তাঁহারা শোভিতও হইয়াছিলেন। (৩) দুইভাই এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে দুর্মতি শঙ্খচূড় আসিয়া গোপীদিগকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল—হুই ভাই এই অম্বরকে দেখিলেন। (৪) শ্রীকৃষ্ণ উহার শিরোরত্ন আহরণ করিয়া সেই খলকে নিহত করিলেন এবং মণিরত্ন শ্রমস্তুকটি শ্রীবলদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (৫) গোপীগণ ঐ মণির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোতুকভরে জ্যোষ্ঠ-হস্তেই দিলেন। আবার বলদেবও ঐ মণিটি নিজ প্রিয়তম জনগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী শ্রীরাধার সমোপে পাঠাইয়াছিলেন। (৬) গোপণের সহিত প্রতিবনে গমনকারী শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর বদন দেখিয়া ব্রজসুন্দরীগণ এইস্থলে 'চক্ষুমান্ জনদিগের অক্ষিধারণের এই ফল' বলিয়া যে সঙ্গীতলাপ করিয়াছিলেন—তাহার শ্রবণে প্রভু পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিয়াছিলেন। (৭) এই কুমুদবন দর্শন কর—এইস্থানে শ্রীদাম সুবলাদির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে ক্রীড়া করেন। (৮) এই সরস্বতীতীরে অধিকানামক বনে ব্রজবাসিগণ দেবাদিদেব শঙ্কর ও গৌরীকে পূজা করেন। (৯) সুদর্শন নামক বিদ্যাধর অঙ্গিরা ঋষির পুত্রের শাপে সর্পদেহ ধারণপূর্বক এখানে ছিল। নন্দমহারাজের অর্দ্রেক শরীর এই সর্প গিলিলে কৃষ্ণ উহাকে চরণস্পর্শদানে উদ্ধার করিয়াছিলেন। (১০) সেই সর্প পুনরায় গন্ধর্ব্বরূপে এই স্থলে হরির সন্তোষ করিয়া কৃষ্ণগুণাহ্বাদ করিতে করিতে আনন্দে স্বধামে গমন করিয়াছিল।

(১১) এই বৃষভাত্তপুর দেখ—এইস্থলে বৃন্দাবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী কৃষ্ণবিলাসিনী শ্রীরাধা প্রাহুভূত হইয়াছেন। (১২) এই রৈবতক পর্বত দেখ—এইস্থানে রসিকরাজ বলদেব গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দ্বিবিদকে নিহত করিয়াছিলেন। (১৩) তৎপরে তিনি কালিন্দীকে আকর্ষণ করিয়া যমুনাতীরে গিয়াছিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ জলে প্রবেশপূর্বক গোপীগণের সহিত যথেষ্ট কেলিবিলাসাদি করিয়া (১৪) গোপীগণসহ তাঁরে আসিলেন এবং সকলকে বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভরণাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কৌতুক কৃষ্ণ ক্রীড়া করিলেন। (১৫) নন্দগ্রামের উত্তরে এই ‘পাবনসরোবর’ দেখ—এইস্থানে নন্দমহারাজের গোবৎস-সমূহ কৃষ্ণের অধীনে চরিয়া থাকে। (১৬) নন্দোদ্বারের পশ্চিমে এই কাণ্ডবন বিরাজিত—এইস্থলে নির্মল ‘পিচ্ছল’ পর্বত বর্তমান। (১৭) এই পিচ্ছল পর্বতে শ্রীকৃষ্ণরাম বালকগণ সহ খেলা করেন। অরিষ্ট, কেশী ও ব্যোমাসুরাদি বৃষ, অশ্ব ও মেঘরূপ-ধারণে (১৮) কৃষ্ণ-সবিধে আসিলে সেই সর্বমোক্ষদায়ক কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। এই স্থানে গোপবালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা ক্রীড়া করেন। (১৯) হে গৌরাদ্বন্দর! এই রমণীয় ফলপুষ্প-সমন্বিত ‘শ্বেদির’ বন দেখ—ইহা যুহু মন্দ সমীরণদ্বারা নিত্য শীতলীকৃত হইতেছে। (২০) এই স্থানেই রাধাকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত নিরন্তর কৌতুকাবেশে ক্রয়বিক্রয়-লীলাবিনোদে খেলা করেন। (২১) নিকুঞ্জের নবমল্লিকা, নবতমাল, সাল ও অর্জুনাদি দ্বারা এবং অশোক, নবমাধবী ও নবাত্রাদি দ্বারা স্তম্ভিত—ময়ূর, শুক ও কোকিলাদি কর্তৃক মুখরিত ও সংশোভিত এই স্থলে সুন্দর পুষ্পবিতানের উপরি সংস্থিত শ্রীরাধামাধবই জয়যুক্ত হউন। (২২) সুন্দরী রমণীয়া সখীগণের চাতুরী ও চরিত্রে (সেবানৈপুণ্যে) এবং মোহন বংশীনির্বাদে—প্রমত্ত তরুণীগণের হাস্য, গীত এবং নৃত্যোৎসবে উদ্দীপিত নিরন্তর

মন্মথমখন-লীলাপরায়ণ রাসেশ্বরী ও রাসেশ্বর রসবিশেষ-পালনে অর্থাৎ মহারসময় ভোগবিলাসে উৎসুক হইয়াছেন। (২৩) মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের বিলাসবৈভবরস-শ্রবণে রোদন করিতে করিতে মহামাধুর্য্য-নির্ঘাস ব্যক্ত করিয়া ঐ ঐ (রাধাকৃষ্ণ) রূপই প্রকটন করিলেন এবং পুনরায় গোষ্ঠভাবে পূর্ণ হইয়া সান্তানন্দ এই শচীনন্দন বিজয় করিতেছেন।

ইতি নিকুঞ্জযমুনাদি-দর্শন নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

(১) এইরূপে সেই কৃষ্ণ নিত্যলীলাদি করিয়া ব্রজভূমিতে বিহার করিতেন। প্রকটলীলাবলম্বনে এক্ষণে বাহ্য কথিত হইতেছে—তাহাও শ্রবণ কর। (২) কংস-প্রেরিত অক্রুর রথ লইয়া আসিতে আসিতে পথে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া তাঁহাদের দর্শনজ্ঞাত লালসাবিত হইলেন। (৩) নানামনোরথ-পূর্ণ হইয়া প্রেমাশ্রপুলকে ব্যাপ্ত দেহে তিনি এই স্থলে পবিত্র চরণকমল-চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। (৪) রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তিনি ঐ চরণধূলি সম্বর মস্তকে ধারণ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন। (৫) দুই ভাই সম্মান করিয়া ইহাকে পরমাদরে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। মহাত্মা নন্দ মহারাজ অভ্যুত্থম অন্নপানাদি দ্বারা ইহার বিধিযত সংকার করিলেন। (৬) কংসের কার্য্যকলাপ-শ্রবণে রামকৃষ্ণ-সমন্বিত নন্দ গোষ্ঠমধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যে আমাদিগকে মথুরায় যাইতে হইবে। (৭) ব্রজবাসিগণ এই ঘোষণা শুনিয়া পরমস্বখদ রামকৃষ্ণের প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। (৮) মহাবাৎসল্যময়ী সেই যশোদা শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে ধারণপূর্বক শীঘ্র ক্রোড়ে বসাইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—(৯) 'তোমরা কি দুইজনই আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? তোমাদের মুখচন্দ্র না দেখিয়া

আনি কি প্রকারে জীবনধারণ করিব?’ (১০) তখন তাঁহারা উত্তর দিলেন ‘না, না; মা, তোমার নিকট তোমারই ক্রোড়ে সদাকাল থাকিব, এই কথা তুমি নিশ্চয় জানিবে; অতি সত্য কথা, ইহাতে আর সংশয় নাই।’ (১১) তাঁহাদের কথা শ্রবণে প্রেমপূর্ণহৃদয়া মাতা পুত্রদ্বয়ের মুখ চুম্বন করিতে করিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থানান্তর করিলেন এবং ভাবিলেন যে রামকৃষ্ণ ক্রোড়েই আছে। (১২) আবার ক্ষণকাল মধ্যে তিনি মহাবিবশ ও দুঃখসম্পৃক্তচিত্ত হইয়া এবং সকল জগৎ শূন্য দেখিয়া দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বল দেখি, কে ঐ ষমতুল্য রাজদূত দূরদেশ হইতে রাজদ্বারে আসিয়া সকল ব্রজজনের প্রাণপীড়া উপস্থিত করিল রে !!” (১৩) ব্রজরামাগণ সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক চেষ্টার কথা শুনিয়া দিব্যোন্মাদ-লক্ষিত নানাবিধ ভাববিকারপ্রাপ্ত হইলেন। (১৪) আবার এই সময়েই ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ পার্শ্বে নিজ নিজ প্রাণনাথকে স্থখেই দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। (১৫) কৃষ্ণবল্লভাগণ তাঁহার দর্শনজ মহানন্দে বিভোর হইলেন। অহো! ইহাদের প্রেমসম্পত্তি-মহিমা কেই বা বর্ণন করিতে পারে? (১৬) প্রেমময়ী স্ব স্ব যুথেশ্বরী প্রভৃতি সকল গোপিকাকেই তিনি ‘শীঘ্রই আসিব’ বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং নিজ করদ্বয়ে তাঁহাদের করদ্বয় (১৭) ধারণ-পূর্বক চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি-দানে তাঁহাদের অধীনতা প্রকাশ করিয়া রামকৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন। (১৮) অনন্তর সমগ্র ব্রজজনের আনন্দপ্রদ শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া অক্রুর মানসগঙ্গা পার হইয়া ব্রজপুর হইতে মথুরাপুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। (১৯) কিছুদূর গিয়া অক্রুর স্নানার্থে ষমুনায় প্রবেশ করিয়াও সেই রামকৃষ্ণকে রথমধ্যেই দেখিতে পাইলেন। (২০) দুই ভাইয়ের বিভূতি দেখিয়া বিস্ময়াবিত অক্রুর প্রণামপূর্বক বহু কথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত মথুরায়

আগমন করিলেন। (২১) 'স্বহৃদ্বর্থ' নামক রত্নকে বধ করিয়া বস্ত্রসমূহ পরিধান পূর্বক তাঁহার তখন স্বদামা নামক মালাকারের গৃহে উপনীত হইলেন। (২২) সেই স্বদামা সগণ দুইভাইকে বেশভূষায় সাজাইলেন। কুজাও দুইজনকে চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন। (২৩) কুজাকে রূপসী করিয়া ধনুর্ভদ্রপূর্বক মাধব বলদেবের সহিত শকটে গিয়া মাতৃদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন করিলেন। (২৪) রাজিকালে বলরামের সহিত ভক্তবৎসল কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তৎকর্তৃক লালিত হইতে হইতে স্থখে নিদ্রিত হইলেন। (২৫) ইহার শ্রবণে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সেই ভাবে বিভাবিত ও রসাবিষ্ট হইলেন এবং বিপ্র কৃষ্ণদাসও বিম্মিত হইলেন।

ইতি অক্রুরগমনাদিলীলা-শ্রবণ নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

(১) অনন্তর কৃষ্ণদাস বলিলেন—‘এক্ষণে কংসের বিবিধ চেষ্টার কথা শ্রবণ কর। সেই দুষ্ট যাহা যাহা করিয়াছে—তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। (২) সেই স্বহৃদ্বর্থ কংস রাজিকালে বহুবিধ মৃত্যুদূত দেখিয়া সত্তর মঞ্চাদি রচনা করাইলেন। (৩) মঞ্চোপরি অবস্থান পূর্বক বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া ঐ স্থলে বসাইয়া দুর্জয় কংস বলিলেন— (৪) ‘গোপগণসহ নন্দকে আনিয়া সম্মুখভরে মঞ্চোপরি বসাত, সেই বালক দুইটি কোথায় আছে হে? আমি মহাযুদ্ধ-কৌতুকী, আমি তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে চাই।’ (৫) তৎপরে প্রভুদয় রামকৃষ্ণ দ্বারস্থিত ‘কুবলয়াপীড়’ নামক করিবরকে নিহত করিয়া দন্তদ্বয় উৎপাটিত করত মহারত্নভূমিতে প্রবেশ করিলেন। (৬) চানুর ও মুষ্টিককে সগণ হত্যা করিয়া পরে কংসকেও বিনাশ করিলে সকলে স্থখে তাঁহাদিগকে

অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তখন দেবকী ও বহুদেব তাঁহাদিগকে লালন করিতে থাকিলে তাঁহারা আনন্দে নন্দ মহারাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—(৭) ‘হে পিতা! কিছুদিনের জন্য মথুরা দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে—যদি তুমি স্ত্রপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দাও, তবে আমার সকল স্ত্রই হয়। আমার অগ্রজ স্ত্রেরে তোমার সহিত ব্রজে যাইতে পারেন।’

(৮) শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণে নন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘তুমি বালক (অজ্ঞ), নির্বিঘ্ন মন্তসিংহের সদৃশ, তোমাকে কে শাসন করিতে পারিবে? (৯) বলরাম আর তুমি এইস্থানে না হয় থাকিতে পার, যেমন গোচারণ উদ্দেশ্যে কখনও বৃন্দাবন গিয়াছ, (তজ্রপ দুইজন একত্র থাক)। (১০) স্ত্রভরেই দুই ভাইকে নন্দরাজ আলিঙ্গন করিলে, তাঁহারাও আদর-পূর্বক পিতাকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর নন্দবাবা কৃষ্ণরামকে হৃদয়ে লইয়া নন্দোথরে চলিয়া গেলেন। (১১) তৎপরে দেবকী ও বহুদেব পুত্রদ্বয়কে আনন্দে উপবীত ও গায়ত্রী দান করাইলেন। (১২) বাহাতে ব্রহ্মাদি সকলেই পারদর্শী হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কোন্ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব বর্ণনা করিতে পারে? (১৩) এইরূপে স্ত্ররূপে মাথুর-লীলা শ্রবণ করিয়াও রসময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচুরতর বলিয়াই মনে করিলেন। (১৪) কখনও শ্রাম, কখনও পীত (রাধা) কান্তি, কখনও বা লীলালুকরণক্রমে জগন্মোহন প্রেমদ এবং (১৫) শুদ্ধভক্তদের মনঃশ্রবণ-মদল স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া প্রভু স্ত্রেরে নৃত্য, গান, রোদন, হাস্য ও ধাবনাদি করিতে লাগিলেন। (১৬) প্রভু এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে সকল ব্রজবাসির গৃহে গৃহে সর্বদা আনন্দরূপিণী লীলা পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছিল। (১৭) পুতনা-যোক্ষনাদি ব্যোমাসুরবধ পর্যন্ত বৃন্দাবন মধ্যে যে সকল লীলা সংঘটিত হইয়াছে—যে সকল লীলা অস্ফাট ধামে (মথুরা বা দ্বারকাধিতে)

প্রকটিত হইয়াছে—(১৮) সেই সকল লীলাই সর্বদা প্রচুর শক্তিশালিনী ও সর্বসিদ্ধিদায়িকা, প্রেমভক্তিপ্রদা ও নিত্য প্রধানা—অধিক কি, তাহারা কৃষ্ণস্বরূপাই বটে! (১৯) কেহ কেহ এই গৌরচন্দ্রকে নবনীত-হস্তে বালকরূপে, কেহ কেহ বা পৌগণ্ডবয়সে অবস্থিত হইয়া শ্রীদামাদি গোপগণসঙ্গে যমুনাতটে বৎসচারণকারী স্বরূপে এবং অপরাপর জন কৈশোর-বয়স্ক নবমেঘ-শ্যামল-বর্ণধারী গোপীগণবেষ্টিত বংশীধারী স্বরূপে দর্শন করিলেন। (২০) এইরূপে গৌরকে দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকলেই এমন কি পশুপক্ষী প্রভৃতি, বালকবৃন্দগণও আনন্দে নিজ নিজ রসামুসারে নিজ নিজ স্বরূপ দর্শন করিয়া চতুর্দিকে শব্দ করিতে করিতে বেষ্টন করিলেন এবং নিজ প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে এক্ষণে রাধাকৃষ্ণাত্মকই বলিয়া অমুভব করিলেন।

ইতি কংসবধাদি-দর্শন নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ

(১) কৃষ্ণদাস ব্রজমণ্ডল দেখাইয়া পরমভক্তিভরে প্রভুকে বন্দনা করিলে করুণানিধি গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিলেন—(২) ‘কৃষ্ণকথারসামৃত বর্ষণ করিয়া তুমি যেরূপ আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়াছ—সেইরূপে তোমার প্রতি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও প্রসন্ন হউন।’ (৩) তিনি বলিলেন—‘আমি তোমারই দাস—তুমি শ্রীনাথ কৃষ্ণচন্দ্র। হে প্রভো! আমি বাহাতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না, তাহাই কর।’ (৪) শচীনন্দন ‘তথাস্ত’ বলিয়া বরদান পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং জগন্নাথের স্মরণে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক সংবেষ্টিত হইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। (৫) যমুনা তীরে তীরে প্রভু পুনরায় প্রয়াগে আসিলেন। ত্রিবেণী-সদ্রমে স্নান ও মাধব দর্শন করিয়া গৌরহরি তথায় অবস্থান করিলেন। (৬) সেইস্থানে

অনুজ (বল্লভ) সহিত শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জগদীশ্বরকে দর্শন করতঃ প্রেমপূর্ণ হইলেন এবং দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন। (৭) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রভু নিজ চরণ সমর্পন করিয়া বলিলেন—এক্ষণে মথুরায় যাও, আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। (৮) সেইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ভূষণকারী নীলা প্রকট করিবে—ইহাতে আমার প্রীতি হইবে, সন্দেহ নাই। (৯) গৌড়দেশপথে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যখন তুমি আসিবে, তখনই আমার সঙ্গে সর্বথা দর্শন হইবে। (১০) তিনি তখন চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন—‘আমি আপনার পদসেবক হইয়া অনুগমন করি।’ ভগবান্ বলিলেন—না, তাহা হইবে না, তুমি মথুরায় যাও।’ (১১) এই বলিয়া কৃষ্ণচৈতন্য কানীতে ব্রাহ্মণ (তপন-মিশ্র) গৃহে উপনীত হইলেন—সেই স্থলে প্রভুপ্রিয় শ্রীমান্ সনাতন সমাগত হইলেন। (১২) তাঁহাকে দেখিয়া সহসা প্রভু পরমাদরে উঠিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং গদগদকণ্ঠে বলিলেন—(১৩) ‘কোন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য-মহিমা কি বলিতে পারে? যে বলীয়সী কৃপা তোমাকে বিষয়-রূপ হইতে সমুদ্ধার করিয়াছে—(১৪) শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে আনয়ন করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যও পান করাইতেছে!! উত্তম, উত্তম!!’ বলিয়া প্রভু তাঁহাকেও পুনরায় হর্ষভরে শিক্ষা দিলেন। (১৫) তুমি ‘বৃন্দাবনে যাইবে, ভক্তিশাস্ত্র-নিরূপণ, লুপ্ত-তীর্থ-প্রকাশ ও তৎমাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিবে। (১৬) এমত ব্যবস্থা করিবে যাহাতে লোকের অচলা ভক্তি হয়, যাহার আশ্রয়ে (১৭) সারাসার-বিচক্ষণ রসিকগণ নিত্য স্থখেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মাধুরী আন্বাদন করিতে পারিবেন।’ শ্রীসনাতন বলিলেন—‘হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার কৃপাই সর্ববিধ ফল দান করিবে এবং আমাকেও পবিত্র করিবে। (১৮) তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি মনে মনে যথার্থতঃ নিরূপণ করিয়াছি।’ অন্তর্যামী প্রভু হাসিয়া বলিলেন—‘তুমি মহাবুদ্ধিমান্। (১৯) মথুরা ও বৃন্দাবনাদি

দেখিয়া তুমি পুনরায় আমার আজ্ঞায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিবে।’

(২০) ভক্তগণের স্বথের জ্ঞাত গৌরকৃষ্ণ রূপায় কাশীবাসিগণকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করতঃ উদ্ধার করিলেন। (২১) অনন্তর সনাতন ও তপনমিশ্রাদি

ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমান্ সত্ত্বর জগন্নাথ-দর্শনে যাত্রা করিলেন।

(২২) এই ভাবে পথে যাইতে যাইতে রূপানিধান ভগবান্ গৌরহরি একজন গোপকে দেখিলেন এক কলসী তক্ত (ঘোল) লইয়া যাইতেছে।

তখন তাঁহাকে বলিলেন—(২৩) ‘হে গোপ ! আমি পিপাসিত হইয়াছি—

আমাকে তোমার স্বথ (ইচ্ছা) অল্পসারে ঘোল দাও।’ গোপ প্রভুর

বাক্যে সম্পূর্ণ কলসটাই প্রভুর হস্তে দিলেন। (২৪) ভক্তবৎসল গৌরহরি

তখন ঘোলপূর্ণ কলসী দুই হাতে লইয়া পান করিলেন এবং গোপ-

কুমারকে বরদান পূর্বক পুনরায় যাত্রা করিলেন।

ইতি গোপানুগ্রহ-নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দশ সর্গ।

(১) এইরূপে ক্রমশঃ পথে চলিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কুলিয়ানগরে সমাগত হইলেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীনবদ্বীপনিবাসী সকলেই বিজ্ঞানিধির গৃহে যাত্রা করিলেন। (২) তাঁহারা প্রভুর শ্রীমুখপদ্ম দর্শন করিয়া যেন মুহূর্ত্ত তাহা পান করিলেন, অথচ হর্ষভরে আর তৃপ্তিই হইতেছে না !

সকলে গললগ্নীকৃতবস্ত্রে সেই স্নেহবশ জগদগুরু ঈশ্বরকে বলিলেন—

(৩) ‘হে প্রভো ! সংকীর্ণনানন্দ-নিমগ্নচিত্ত ভক্তগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপকে অলঙ্কৃত করুন।’ এই প্রার্থনা শ্রবণে নিজ্জানাম-বিনোদী গৌরহরি

স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। (৪) নবদ্বীপে আসিয়া মাতৃভক্ত গৌরচন্দ্র

ভূমিতে নিপতিত হইয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। তখনই

সেই শচীমাতা আনন্দভরে সব বিন্মত হইয়া গৌরান্ধকে আলিঙ্গন

করিলেন। (৫) পুত্রবৎসলা মাতা গৌরের মুখে ঘনঘন চুষন করিতে করিতে বৎসলভক্তি-জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং চতুর্বিধ রসযুক্ত অন্নাদি ভোজন করাইয়া মহানন্দ লাভ করিলেন। (৬) নিত্যানন্দে প্রসন্ন সহিত সকল-রসগুরু শ্রীগৌরানন্দচন্দ্র মাতৃকর্তৃক প্রদত্ত পরম মধুর অন্নাদি ভোজন করিলেন। বৎসলভক্তিপূর্ণতমা সেই শচীমাতা কর্তৃক বদ্ধ হইয়া ভক্তবশ্য প্রভু গৌরানন্দ সকলের স্বথপ্রদ হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন। (৭) গৌরপ্রসাদে সদা প্রমত্ত নিত্যানন্দও জয়যুক্ত হউন—তিনি সাক্ষানন্দে উজ্জল নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। নানাভাববিশিষ্ট প্রণয়ী অলুচরগণের সঙ্গে নিজ ইন্দ্র গৌরানন্দকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহারই নামায়ত-কীর্তনে ত্রিভুবনের তাপত্রয় নাশ করিলেন। (৮) প্রকাশ-রূপে নিজ প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে আসিয়া নিজ মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই এই কৃষ্ণচৈতন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রভুকে যথোচিত সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৯) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে মগ্নচিত্ত শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণ-সহ রসজ্ঞ গৌরানন্দ গদাধরের সহিতও অহনিশি বিহার করিতেছেন। (১০) শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভূতি ভক্তদের গৃহে গৃহেও প্রভু নিজপ্রকাশ-মূর্তিতে কীর্তনের পূর্ণানন্দ দান করিতেছেন। (১১) বিজ্ঞাবিনোদ-লীলাদি ও কোতুকাদি করিয়াও গৌরানন্দের শ্রীধরের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। (১২) অনন্তর নিতাইগৌর সর্বধরযুগল গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহেও বিজয় করিতে লাগিলেন। (১৩) তাঁহার প্রেমবদ্ধ হইয়া দুইজনে মনোজ্ঞ শুভ নিজ নিজ মূর্তি সর্বরসাত্মক ও সর্বশক্তি-সমন্বিত করিয়া (১৪) পরমপ্রীতিভরে তাঁহাকে দান করিলেন এবং মহাস্বখে তথায় বাস করিলেন। ঐ মূর্তিদ্বয়সহ তাঁহারা একত্র অন্নাদি বিবিধরস আশ্বাদন করিয়াছেন। (১৫) সেই দ্বিজসন্তম গৌরীদাস সচ্চিদানন্দ

বিগ্রহযুগলকে দর্শন করিয়া সর্বদা বিমুগ্ধ সখ্যরসে সেবা করিয়াছেন। (১৬) বেদে আছে—‘সেই পুরুষোত্তমের সকল দেহ (মূর্ত্তিই) নিত্য, শাস্ত্রত এবং ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত।’ (১৭) এই বেদবচনানুসারে সকল শ্রীলীলাবিগ্রহই ভক্তবৎসল ও পরমানন্দদায়ক হইয়া ভক্তচিহ্নে নিরন্তর অবস্থান করেন।

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-বিহার ও শ্রীগৌরীদাসানুগ্রহ-নামক চতুর্দশ সর্গ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

(১) অনন্তর জগদগুরু কৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের মন্দিরে গমন করিলেন। (২) মহেশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য সহসা তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া সগণে উখিত হইলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহাদের চরণকমলে ধরিয়া (৩) বিধিবৎ প্রক্ষালন করিয়া আনন্দভরে পান ও শিরোধার্য্য করিলেন। আচার্য্য মত্তসিংহের পরাক্রমে বস্ত্র উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৪) আনন্দভরে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও প্রণামাদি করিয়া দুইজন তৎকর্তৃক সম্পূজিত হইলেন এবং শাল্যন্ন ভোজনাদি করিয়া প্রীত হইলেন। (৫) তাঁহার সহিত জগদগুরুদ্বয় সংকীর্ণনস্থখে মগ্ন হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর-যুগল ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য করিলেন। (৬) অনন্তর আচার্য্য সহসা বাহুবলি পাইয়া নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণসহ শ্রীশচীমাতাকে সত্বর আনাইলেন। (৭) বৈষ্ণবপত্নীগণসহ সেই শচীমাতা অন্ন্যব্যঞ্জনাদি, পায়সাদি চতুর্বিধ (চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়) খাদ্যদ্রব্য পাক করাইয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। (৮) কৃষ্ণপ্রেমানন্দসাগর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা তিথি চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের (৯) দ্বাদশীতে অদ্বৈত ঈশ্বর আনন্দে দুই প্রভুকে ও

ভক্তগণকে আগ্রহসহকারে ভোজন করাইলেন। (১০) সেই তিথিতে তাহার সহিত ও কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভের (নিত্যানন্দের ?) সহিত স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া আচার্য্য আনন্দলাভ করিলেন। (১১) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমরসাবিষ্ট শ্রীশচীনন্দন-যুগল (গৌর ও নিতাই) ভক্তগণসহ হরিকীর্তনানন্দাবেশে নৃত্য করিলেন। (১২) এইভাবে তথায় একদিন অতিবাহিত করিয়া মাতৃবশীভূত দুই ভাই মধুর বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন ; সেই সুখময়বপু যুগল (১৩) আচার্য্যাদিকে, ভক্তগণকে এবং শ্রীবাসপ্রভুকে সান্বনা করিয়া সুখে গমন করিবার জন্ত চেষ্টিত হইলেন। (১৪) সেই মহাপুরুষগণের খেলা কেহ কি বর্ণনা করিতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে যেমন ব্রজবাসিগণ (১৫) সকলেই তন্ময় হইয়াছিলেন, সেইরূপে এই বৈষ্ণবপ্রবরগণও তাঁহার লীলা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন। (১৬) কৃষ্ণরাম ইহারা দুইজনই—আর এই মহত্তম ভক্তবৃন্দও কৃষ্ণগতপ্রাণ সেই ব্রজবাসিগণেরই উপমাস্থলরূপে সর্বদা প্রকাশশীল হইয়াছেন !! (১৭) অনন্তর প্রভু জগদীশ্বরদ্বয় শ্রীমান্ জগন্নাথের দর্শনাশয়ে স্বভক্তগণ-কর্তৃক স্তুসেবিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন। (১৮) ক্ষেত্রে আসিয়া ভুবনের একমাত্র বন্ধুযুগল জগন্নাথের মুখারবিন্দ দর্শন করতঃ স্বর্ণবিগ্রহকে প্রেমাপ্রধারায় পরিস্নাত করিয়া গদগদরুদ্ধকণ্ঠে শোভা পাইতে লাগিলেন। (১৯) তাঁহারা দুইজন ভক্তগণবেষ্টিত হইয়া শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহেই পুনরায় গমন করিলেন। শ্রীসার্বভৌমাদি অগ্ন্যাত্ম ক্ষেত্রবাসিগণও সকলে তথায় সমবেত হইলেন। (২০) তাঁহাদের চরণকমলের বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহারা ভূমিগত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং আনন্দে অঞ্জলিবন্ধন-সহকারে অশ্রুসিক্ত-নয়নে কৃষ্ণরস-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া গদগদবাক্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

(২১) মানদ প্রভুঘর সত্তর উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বৃন্দাবনের মধুর কথাযুত শুনাইতে লাগিলেন ।

ইতি শ্রীনবদ্বীপবিহারাদি পুরুষোত্তম-দর্শন নামক পঞ্চদশ সর্গ ।

ষোড়শ সর্গ ।

(১) অনন্তর রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনার্থে রামানন্দসহ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া (২) শ্রীতি, আদর ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—‘সাগ্রজ গৌরচন্দ্রের দর্শন কিরূপে হইতে পারে—বলুন দেখি ।’ (৩) সার্বভৌম বলিলেন—‘মহারাজ ! তোমার পক্ষে তাঁহার দর্শন-লাভ বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার ; অত্র উপায়ে তোমার দর্শন করিতে হইবে, কিন্তু সম্মুখে নয় । (৪) মহারাজ ! যখন তাঁহারা সংকীৰ্ত্তনানন্দে মত্ত হইবেন, তখনই তুমি ঐ পরমেশ্বর-যুগলকে দর্শন করিবে’ । (৫) সমুৎকণ্ঠিত রাজা প্রহসিতবদনে তখন বলিলেন—‘ভাল, তাহাই হউক, তবে আপনারা তাহাই করিবেন, যাহাতে শীঘ্রই দর্শন পাইতে পারি ।’ (৬) যুগল-পরমেশ্বর তখনই কীৰ্ত্তনানন্দে উন্নত হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া রাজা গিয়া সেই কঙ্কণাসমুদ্রয়কে দর্শন করিলেন । (৭) অশ্রুকম্পপুলকাদিতে এবং নাসার লালা ও মুখামৃত প্রভৃতিতে মণ্ডিতদেহ দুই প্রভুকে দেখিয়া রাজাও অশ্রুপুলকপূর্ণ হইলেন । (৮) রাজা তৎপরে শ্রীতমনে নিজমন্দিরে গিয়া শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিলেন—সেই বিগ্রহদ্বয়ই কীৰ্ত্তনানন্দ করিতে করিতে রত্ন-সিংহাসনোপরি শোভা-বিস্তারকারী হইয়াছেন । (৯) অনন্তর নিত্য পূর্ণবিলাসবৈভববিশিষ্ট রামকৃষ্ণকে স্থখে দেখিয়া রাজা কিছু বলিতে বলিতে ব্যগ্রতাসহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিলেই দেখিলেন যে সেই প্রভুযুগলই বিরাজ করিতেছেন । (১০) এইরূপে রাজা তিনবার

স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া কাদিতেছেন—তৎপর গাত্রোথানপূর্বক শীঘ্রই শ্রীগৌরাদেবের চরণকমল-সমীপে উপস্থিত হইলেন। (১১) তিনি পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মুহূর্ত্ত ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিলেন—প্রভুর চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া সেই সর্বেশ্বর আদিপুরুষকে স্তব করিতে লাগিলেন। (১২) ‘হে জগদীশ! হে প্রেমময়প্রকাশ! হে সকলজ্ঞ-নিবাস! হে আনন্দময়! হে অনন্তশব্দায় শায়িত! তোমার জয় হউক, জয় হউক!! নিজ ভক্তগণের মতিরূপ মন্ত্রময়গণকর্তৃক তোমার চরণকমল চুম্বিত হইতেছে। হে দীনবন্ধো! বিরহাতুর আমাকে পালন কর।’ (১৩) মহাবিভূতিময় জগৎপতি প্রভু এই স্তবকারী রাজাকে শৃঙ্গারসময় নিজবৈভববিশিষ্ট মহাদ্বুত বড়ভূজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন। (১৪) প্রেমোদ্ভাসিত গৌরচন্দ্র নিরন্তর নেত্রভূষিত ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরমসুখ পূর্ণ আনন্দ দেখাইয়া বিজয় করিতেছেন! স্বয়ং নিত্যানন্দও দিব্যমাধুর্য্যপূর্ণ বৈভব এবং প্রেমোন্মাদে কল্যাণময় অথচ নিজ শাস্ত্রস্বরূপ বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন!! (১৫) গৌরচন্দ্র উজ্জ্বলহস্তদ্বয়ে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছেন, মধ্য হস্তদ্বয় ও বক্ষস্থলে বংশী স্থাপন করিয়া মহাসুন্দর হইয়াছেন! আর অধঃস্থিত হস্তযুগলে তিনি পরম সুমধুর-নৃত্যবেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইভাবে রাজা শ্রীগৌরাদেবের সকল অঙ্গটি প্রেমময়ই দেখিলেন। (১৬) রাজা এই মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর রাসলীলার স্মরণে প্রেমশিশুপুলকে ব্যাপ্ত হইয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। এই শ্লোকগুলি পরম মাধুর্য্যময় শ্রীমদভাগবতেরই এবং শ্রীগোপীজনমণ্ডলীতে শুভপ্রয়াণকারী শ্রীরামকৃষ্ণের স্থানন্দভাবোন্মাদেবেরই নির্দেশক। শ্রীমদভাগবতের দশমস্কন্ধ ৩৪ অধ্যায়ে (১৭) “কোনও সময়ে (হোলি-পূর্ণিমা) রজনীযোগে অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণবলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজবিপিনে বিহার

করিয়াছিলেন। (১৮) তাঁহাদের প্রণয়িনী প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগের উপলক্ষ্যে স্নমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন—উভয়ের দেহ অলঙ্কৃত ও বিবিধ অঙ্গরাগে স্থলিপ্ত, কণ্ঠে বনমালা এবং পরিধানে স্ননির্মল বসন। (১৯) সাক্ষ্য আকাশে চন্দ্রমা ও তারকামণ্ডলীর উদয় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা প্রদোষকালের সযত্নে করিলেন। তখন উভয়ে সর্বপ্রাণির মনঃপ্রবণমঙ্গল সঙ্গীতালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।” (২০) মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে ষড়্ভুজমূর্তি দেখিয়া এবং রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ-রামকেও দেখিয়া সকল মহাজন এবং শ্রীসার্বভৌমাদি পুঙ্ক ও অশ্রুধারায় ব্যাপ্তকলেবর হইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্তনরসে মগ্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

ইতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহ নামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

(১) গোড়ীয় ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীগৌরাদর্শনাশায় নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। (২) জগদগুরু ঈশ্বর শ্রীমদ্ অষ্টৈতাচার্য সগণে, পরমানন্দ, ভ্রাতাগণসহ শ্রীবাস (৩) আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি প্রেমনিধি, (৪) সঙ্গুণাশ্রিত গদ্যাদাস পণ্ডিত, বক্তেশ্বর পণ্ডিত, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী (৫) হরিদাস ঠাকুর, দ্বিজহরিদাস, শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, (৬) স্রীপুত্রসহ শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ এবং গায়কোত্তম মুকুন্দ, (৭) লেখক বিজয়, সদাশিব পণ্ডিত, পুরুষোত্তম সঙ্কয়, শ্রীমান্ পণ্ডিত, (৮) শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী, শুক্লাক্ষর, খোলাবেচা নামে বিখ্যাত ভক্ত সখী শ্রীধর, (৯) লেখক পণ্ডিত গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত ও বনমালী পণ্ডিত (১০) জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য নামক বৈষ্ণব, বুদ্ধিমন্ত খান, আচার্য্য পুরন্দর, (১১) রাঘব পণ্ডিত, বৈষ্ণবসিংহ মুরারি, শ্রীগুরু

পণ্ডিত ও গোপীনাথ সিংহ, (১২) শ্রীৰাম পণ্ডিত, শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও রঘুনন্দন ঠাকুর, (১৩) শ্রীমুকুন্দ, নরহরি, চিরঞ্জীব ও স্থলোচন, রামানন্দ বহু, সত্যরাজ প্রভৃতি (১৪) সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যগত-প্রাণ অথবা শ্রীচৈতন্যের প্রাণ, সকলেই প্রেমিক, আচার্য্য প্রভুর সহিত ইহারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিলেন। (১৫) সৰ্বেশ্বর গৌরহরি শ্রীমন্নরেন্দ্র-সরোবরে ভক্তগণ আসিয়াছেন জানিয়া নিকটস্থ ভক্তগণকে সত্বর প্রেরণ করিলেন। (১৬) ভক্তপ্রাণ, ভক্তবশ, সদা ভক্তপ্রীতিদায়ক প্রভু স্বয়ংও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে মনস্থ করিলেন। (১৭) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, পণ্ডিত গদাধর, শ্রীপরমানন্দ পুরী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য (১৮) পণ্ডিত জগদানন্দ, শ্রীকাশী মিশ্র, দামোদর স্বরূপ, শঙ্কর পণ্ডিত (১৯) শ্রীকাশীধর গোস্বামী, ভগবান্ পণ্ডিত, শ্রীল প্রহ্লাদ মিশ্র, শ্রীপরমানন্দ পাজ, (২০) শ্রীরামানন্দ রায়, দ্বারপাল গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, (২১) শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, শ্রীনারায়ণ নন্দ নামক আচার্য্যপুত্রের নন্দন (২২) গৌরান্দ্রপ্রাণবল্লভ অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, শিখি মাহিতী, বাণীনাথ এবং অন্যান্য (২৩) ক্ষেত্র-নিবাসী ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে যাত্রা করিলেন। ইহাদের সঙ্গে ভক্তবৎসল কৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বর (২৪) শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তীরে সমাগত হইলেন, এদিকে আবার ভগবান্ শ্রীঅদ্বৈতদেবও ভক্তবর্গ সহ তখনই উপনীত হইলেন। (২৫) উভয় গোষ্ঠীর দর্শনেই আনন্দের মহোৎসব হইতে লাগিল, তখন অশ্রুকম্পাদি ভাবরাজি মূর্তিমন্ত হইয়া প্রকাশ পাইল।

ইতি ভক্তগোষ্ঠীমেলন নামক সপ্তদশ সৰ্গ।

অষ্টাদশ সর্গ ।

- (১) তাঁহারা সকলেই ভাবভরে পরমানন্দবিহ্বল হইলেন । হরিশ্চন্দ্র
করিয়া তাঁহারা পরস্পর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন ।
- (২) বৈষ্ণবগণসহ স্বয়ং ঈশ্বরও সকল আশ্রমধারিরই বৈষ্ণবাবাসনে বিধি
দেখাইয়া বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ করিলেন । (৩) 'স্বহৃদাচার হইয়াও যদি
অন্যচিত্তে আমার ভজন করে, তবে তাহাকেও সাধু বলিয়াই জানিবে'
এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ নির্গলিতবাক্য-তাৎপর্য্য (৪) প্রকাশ করিয়া সকল
লোকের হিতের জন্ত জগদীশ্বর বৈষ্ণবদিগকে বন্দনা করিলেন—যাহাতে
সন্ন্যাসিদের গর্ব নাশ হয় । (৫) তাঁহারা কম্পাশ্রু ও পুলকে ব্যাপ্ত এবং
ধূলিভূষিত-বিগ্রহে পুনঃ পুনঃ নৃত্য, নমস্কার ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ।
- (৬) গৌরাদ্দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহারা আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন এবং
মুখে কেবল 'গৌরাদ্ জয় গৌরাদ্ গৌরাদ্' এই ধ্বনিই করিতেছেন ।
- (৭) বৈষ্ণব-পত্নীগণও দূরে থাকিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন ।
তাঁহাদের প্রেমপরাকাষ্ঠা কে বা জানে আর কেই বা সম্যক বলিতে
পারে ? (৮) তাঁহারাও শ্রীহরিভক্তি-বিকার-মণ্ডিতাই ছিলেন, ইহাতে
আর সংশয় নাই ; শ্রীকৃষ্ণ নামে বদন মুখরিত এবং দেহ প্রেমাশ্রু ও
পুলকে ব্যাপ্ত । (৯) ঠিক সেই সময়েই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীষাত্রা-
গোবিন্দ জলকেলি করিবার জন্ত নরেন্দ্র-সরোবরে উপস্থিত হইয়াছেন ।
- (১০) মহাবিভূতিসম্পন্ন গৌরগোবিন্দ-কিঙ্করগণ হরিসংকীর্ত্তনপ্রভৃতি সহ
ভক্তবর্গে মণ্ডিত হইলেন । (১১) অনন্তর শ্রীগোবিন্দ রামকৃষ্ণ মহামোদে
নৌকারোহণপূর্বক জলকোতুক করিয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
- (১২) এদিকে ভক্তগণসহ কোতুকী গৌরাদ্ জলে অবতরণ করিলেন ।
গদাধর-রসোল্লাসী, নিত্যানন্দ-সুখপ্রদ (১৩) অষ্টৈতাচার্য্য-প্রের্ত্ত সেই

বদ্বাহুবাদ—৪র্থ প্রক্ৰম, ১৮শ সর্গ।

৩৫৩

গৌরান্দ স্বরূপাদির সহিত মিলিত হইয়া দ্বাপরযুগে যমুনায় জলকেলির
 আশ্রয় পরমানন্দে ক্রীড়া করিলেন। (১৪) শ্রীসনাতন-রূপ ও শ্রীরঘুনাথের
 ঈশ্বর, শ্রীমুরারি-রামদাস, শ্রীবাস ও গৌরীদাসের প্রিয় সেই গৌরহরি।
 (১৫) পরমানন্দপুরী, বংশী ও রামানন্দাদির সহায়ক এবং কাশীশ্বর-
 মানদাতা, শ্রীহরিদাসের প্রিয়ঙ্কর (১৬) বৃন্দাবন-নায়ক শচীনন্দন
 গৌরগোবিন্দ নিজপ্রকাশমূর্তি-প্রকটনে সকল ভক্তের সহিতই ক্রীড়া
 করিতে লাগিলেন। (১৭) 'গৌরান্দ আমারই সহিত কেবল ক্রীড়া
 করিতেছেন'—ইহাই সকলের জ্ঞান হইল। ভক্তগণ তাঁহার সহিত
 এইরূপে জলবিহার করিতে লাগিলেন। (১৮) গোপীগণসহ শ্রীরাসরস-
 কোতুকী গোবিন্দ যেরূপ প্রাচীনকালে যমুনায় বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন
 এবং (১৯) গোপীগণ যেরূপ জলক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজপ্রেমবিলাসে
 ও নবনবায়মান বিভ্রমে স্থপদান করিয়াছেন—(২০) সেইরূপেই যথোচিত
 জলবিহার করাইয়া গৌরান্দ, রামকৃষ্ণ এবং শ্রীষাত্তাগোবিন্দ (২১) জলহ্রদ
 (নরেন্দ্র) হইতে তীরে উঠিলেন এবং উত্তমোত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া
 নিজ নিজ ভৃত্যসহ বিবিধ উপহারে সুপূজিত হইলেন। (২২) শ্রীরামকৃষ্ণ
 ও শ্রীষাত্তাগোবিন্দ স্বজনগণসহ নৃত্যবাদ্যসঙ্গীতাদি আশ্বাদন করিতে
 করিতে স্থখে মন্দিরে গমন করিলেন। (২৩) আর শ্রীগৌরান্দও নিজ
 ভক্তবর্গ সহ কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে ভক্তাবেশে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে
 প্রবেশ করিলেন। (২৪) দর্শনলালসায় গুরুভক্তন্ত অভলম্বন করতঃ
 জগন্নাথের মুখ দেখিয়া ভক্তগণসহ স্বয়ং প্রেমবিহ্বল হইলেন। (২৫)
 ভক্তবর্গসমষ্টি নিত্যানন্দ-সুখোন্মাদী গৌরচন্দ্র দুই পার্শ্বে বলরাম ও
 জগন্নাথদেবের দর্শন করিতেছেন।

ইতি নরেন্দ্রসরোবরে বিহার নামক অষ্টাদশ সর্গ।

উনবিংশ সর্গ।

(১) অনন্তর ভক্তগণের সহিত জগদীশ্বর মহাপ্রভু নিত্যানন্দকর্তৃক
 যত হইয়া শীঘ্রই কাশীনাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন। (২) নিত্যানন্দ
 ও শ্রীঅষ্টৈত প্রভৃতির সহিত স্বরূপাদি-কর্তৃক নিবেদিত শ্রীল জগন্নাথ-
 দেবের প্রসাদায় (৩) এবং চতুর্বিধ দ্রব্য ভোজনান্তে ভক্তসংকল্প-পালক
 প্রভু নিজভক্তগণকে পুত্রপ্রায় লালন করিয়া ভোজন করাইলেন।
 (৪) দয়ানিধান বাৎসল্যরস মূর্তিমান্ প্রভু জগদানন্দ ও স্বরূপাদি দ্বারা
 'তুমি এই প্রসাদটি ভোজন কর, তুমি ইহা ভোজন কর' বলিয়া (৫)
 বৈষ্ণবগণকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন পূর্বক কোশলাবলম্বনে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য
 ও পেয়াদি নানাবিধ প্রচুর দ্রব্য ভোজন করাইলেন। (৬) গণ্ডুবাদি
 সকল ক্রিয়া সমাপনান্তে জগদীশ্বর চন্দন ও পুষ্পমালা দ্বারা ক্রমশঃ (৭)
 নিত্যানন্দ ও অষ্টৈত-প্রমুখ গোড়দেশীয় ভক্তবৃন্দকে এবং উৎকলস্থ ও
 খেতদ্বীপস্থ বৈষ্ণব সকলকে ভূষিত করিলেন। (৮) তৎপরে ভক্তবৎসল
 প্রভু বাৎসল্যরসে ও করুণার্দ্ৰচিত্তে তাঁহাদিগকে লালন করিয়া তাঁহাদের
 সহিত স্থখে উপবেশন পূর্বক সংকীৰ্ত্তনে কুতূহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
 (৯) রাজা প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞাক্রমে চন্দ্রেন্দ্রের নামক মহাপাত্র আসিয়া
 ভক্তবৃন্দকে স্থখে গৃহে গৃহে বাসস্থান দিলেন। (১০) এইরূপে সংকীৰ্ত্তন-
 পরায়ণ সকল ভক্তবৃন্দই সংকীৰ্ত্তন-বিনোদী প্রভুর সহিত অবস্থান করিলেন।
 (১১) প্রভুর শ্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা যে যে দ্রব্য গোড়দেশ হইতে
 আনিয়াছেন—তাহা তাহা বৈষ্ণবপত্নীগণ পরমাদরে রন্ধন করিলে (১২)
 ভক্তগণ ও অগ্রজ নিত্যানন্দের সহিত স্থখী মহাপ্রভু ঐ চতুর্বিধ রসযুক্ত
 দ্বতরাশি-সিক্ত অন্নব্যাঞ্জনাদি ভোজন করিতেন। (১৩) সাক্ষাৎ ভগবান্
 অষ্টৈত স্বয়ং উত্তম স্বমধুর অন্নাদি ভাৰ্য্যার সাহায্যে রন্ধন করিয়া নিভৃত
 প্রভুকে নিয়া (১৪) ঐ অন্নব্যাঞ্জনাদি এবং সম্বত ফীর নিজপ্রাণনাথ ভক্ত-
 বৎসল কৃষ্ণচৈতন্যকে ভোজন করাইলেন। (১৫) এইভাবে শ্রীবাসপণ্ডিতাদি

সকলে নিজ নিজ পত্নীর সহায়তায় ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরাদ্ভ ভগবানের
 স্বথসেবার অর্চনা করিলেন। (১৬) তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী নিজ
 জনগণকে ডাকিয়া গৌরচন্দ্রের শুভ নবীন নামাবলি কীর্তন করিতে
 লাগিলেন। (১৭) বৈষ্ণবগণকে মণ্ডলীবন্ধনে রাখিয়া আনন্দভরে আচার্য্য
 পরমোদগু নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা গর্জন করিতেছেন, আবার কখনও
 ধাবিত হইতেছেন। (১৮) ঝাঁহার নৃত্যপদাঘাতে জিভুবন কম্পিত
 হয়, সেই ভগবান্ নিত্যানন্দও গৌরাদ্ভভাবে বিভাবিত হইয়া এইসঙ্গে
 যোগদান করিলেন। (১৯) “হে মৎপ্রাণসর্বস্ব গৌরচন্দ্র প্রভো! আমাকে
 উদ্ধার কর। হে নিত্যানন্দপ্রিয় গৌর! হে গদাধর-রসপ্রদ! (২০) হে
 শ্রীবাসাদিপ্রিয় প্রাণ! হে প্রেমদ! হে করুণার্ণব।” এইরূপে নামকীর্তন
 হইতে থাকিলে সেই কীর্তন-প্রিয় গৌরাদ্ভও (২১) কৃষ্ণ-সংকীর্তন মনে
 করিয়া প্রেমবশে স্বয়ং সমাগত হইলেন। সেই কীর্তনানন্দ ব্রহ্মাও পূর্ণ
 করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। (২২) সকলেই দেখিলেন যে গৌরচন্দ্র
 স্ব-সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন—যেমন বনভোজনে বালকগণ মধ্যগত
 শ্রীকৃষ্ণকে স্বসম্মুখে দেখিয়াছিলেন। (২৩) ভগবান্ অদ্বৈতচার্য্যের সহিত
 মিলিত হইয়া মহাতেজাঃ ঈশ্বর নিত্যানন্দও প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিয়া-
 ছিলেন। (২৪) অদ্বৈত প্রভু মত্তসিংহ-বিক্রমে পৃথিবীকে নৃত্যকীর্তনে
 আপ্লাবিত করিলেন। যিনি সাক্ষাৎ গৌরাদ্ভ-প্রেমদাতা—তাঁহার পক্ষে
 ইহা কি বিচিত্র ব্যাপার? (২৫) গৌরাদ্ভ-শ্রীতিদ গদাধরও স্বখে নৃত্য
 করিতেছেন—গৌরগতপ্রাণ শ্রীবাসাদি ভক্তগণও স্বখে নৃত্য করিলেন।
 (২৬) এই গৌরাদ্ভ-গুণকীর্তন ঝাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে—তিনিই
 ইহার সাক্ষী, অত্ন মহাজ্ঞানী কোটি কোটি লোক ইহার কিছুই বোধ
 করিতে পারিল না !!

ইতি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীগৌরকীর্তন নামক উনবিংশ সর্গ।

বিংশ সর্গ।

(১) একদিন গৌরকৃষ্ণ শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘বল দেখি আমার মাতার সত্যই কি দৃঢ়া কৃষ্ণভক্তি আছে?’ (২) এই
 কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধের সহিত বলিলেন—‘তঁহারই প্রসাদে তোমাতে
 নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী কৃষ্ণরসময়ী ভক্তি বিরাজ করিতেছেন।’ (৩)
 ব্রাহ্মণের এই কথা-শ্রবণে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে
 বলিলেন—‘হে বন্ধো! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, উহা সর্বথাই সত্য।
 (৪) মাতারই আজ্ঞাক্রমে এই ক্ষেত্রে বাস করিতেছি—ইহাতে সংশয়
 নাই। তাঁহারই প্রেমে তাঁহারই নিকটে আমাকে বারংবার আকর্ষণ
 করিয়া লইয়া থাকে।’ (৫) অনন্তর ভক্তবর্গ এবং অগ্রজ নিত্যানন্দের
 সহিত গৌরহরি পরমানন্দে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা-মহোৎসব দর্শন
 করিলেন। (৬) শ্রীরামকৃষ্ণের অনবকাশকাল দেখিয়া ভক্তগণসহ প্রভু
 দুঃখসম্প্রস্তুচিত্তে আলালনাথে গিয়া (৭) তত্রত্য হরিদেবকে দর্শন করিলেন
 এবং তথায় সাতদিন অবস্থান করতঃ সত্বর নীলাচলে আসিয়া শ্রীরাম-
 কৃষ্ণের নেত্রোৎসব দর্শন করিলেন। ৮। ভক্তাভিমানী ভগবান্ চৈতন্যদেব
 স্বজনগণ-সমভিব্যাহারে সংকীৰ্ত্তন-রসানন্দে নিত্যানন্দের হস্তধারণ পূর্বক
 নৃত্য করিলেন। (৯) তৎপরে স্বভক্তগণ-কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরাদ
 নিজমন্দিরে আসিলেন এবং ভক্তপ্রদত্ত মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিয়া সুখী
 হইলেন। (১০) এইরূপে সদাকাল আনন্দ-রসে মহামত্ত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্র
 মহাবিভূতিসম্পন্ন শ্রীজগন্নাথ-বলরামের শুভ রথোৎসব দর্শন-লালসায়
 ভক্তগণসহ শীঘ্র গমন করিলেন। (১১) শ্রীবলদেব ও জগন্নাথকে এবং
 স্বদর্শন সহ স্বভদ্রাকে প্রথমতঃ দর্শন করিয়া তৎপরে আবার রথসংস্থিত
 দোঁপিয়া আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দের সহিত প্রণত হইলেন। (১২) স্নমেক

সদৃশ রথত্রয় শীঘ্রই গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রা করিলেন, তখন নিখিলভাব-
বিভাবিতচিত্ত গৌরচন্দ্র ও নিজভক্তগোষ্ঠীসহ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। (১৩)
শ্রীজগন্নাথের মুখারবিন্দ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রের মহাবিভূতি স্মরণ হইলে
শ্রীগৌরহরি সংকীৰ্ত্তনানন্দমগ্ন স্বভক্তবর্গে বেষ্টিত হইলেন। (১৪) শ্রীরাধার
প্রেমাতিশয্যে প্রমত্ত হইয়া তিনি হাসিয়া কাদিয়া বলিলেন 'হে নাথ !
তুমিই আস—চল ব্রজমণ্ডলে যাইব, হে প্রভো ! সেই বৃন্দাবনে মধুর
মুরলীধ্বনি শ্রুত হয়। (১৫) এই বলিতে বলিতে নর্ত্তন-গীত-মাধুর্য্য-সমুদ্রে
মগ্ন প্রমত্ত গজরাজবৎ প্রভু সত্বর জগন্নাথের রথসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে
উপস্থিত হইলেন। (১৬) শ্রীমন্দিরে স্বয়ংপ্রকাশ রত্নময় বেদোসমূহে গমন
করিয়া রামকৃষ্ণ স্থখে উপবিষ্ট হইলেন দেখিয়া বলিলেন 'তুমি এক্ষণে
বৃন্দাবনে আসিয়াছ কি ?' (১৭) শ্রীহরিও তখন জনমগুলীর শব্দের সহিত
যেন বলিলেন—'হাঁ আসিয়াছি বটে।' প্রভু তখন রমণীয় বনসমূহে
প্রবেশ পূর্বক স্থানন্দভৃষ্ণ ও নিখিলভাবে পরিপূর্ণ হইলেন। (১৮) তখন
জগন্নাথের ভোগাদিরস-সম্পত্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত
মহাকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। (১৯) বৃন্দাবন-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শুভ ও
বিলাসলান্স-তরঙ্গবহুলা শ্রীরাসলীলা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীরাধারস-
মাধুরীধারী শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন-স্বরূপেই ডক্তিরসিক হইয়া
নহামহাশোভা-সমৃদ্ধি ধারণ করিলেন।

ইতি শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-বিলাস নামক বিংশ সর্গ।

একবিংশ সর্গ।

(১) ভক্তরাজ-রূপে বিভাবিতমতি কৃষ্ণচৈতন্য এইরূপে সেই গুণ্ডিচায়
রত্নমন্দিরে রাসমণ্ডলে বিহার করিলেন। (২) গজপতিরাজ-কর্তৃক
সেবিত হইয়া নীলাচলনাথ শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম নয় দিন পর্য্যন্ত গুণ্ডিচায়

প্রেমবাস অঙ্গীকার করিয়া পুন রথারোহণ করিলে ভক্তবর্গের সহিত গৌরচন্দ্রও রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। (৩) শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম হোরাপঞ্চমী যাত্রা ও শ্রীনন্দীবিজয়োৎসব করিয়াই নীলাচলে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন। (৪) অনন্তর শ্রীশচীনন্দন হরি পদ্মাবতী-তনয় নিত্যানন্দরামের সঙ্গে বৈষ্ণবগণসহ শ্রীরত্নসিংহাসনমধ্যবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

(৫) পৌরাণিক ধ্যান—নীলাচলে শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্ন-সিংহাসনে বিরাজিত, সর্বালঙ্কারযুক্ত, নবীনমেঘ হইতেও মনোজ্ঞ, অগ্রজ বলরামের সহিত অবস্থিত, স্তম্ভদ্বার বামভাগে চক্রসুদর্শন-সম্বিত, ব্রহ্ম-ও কুব্জাদি দেবগণের বন্দনীয়, বেদগণের মুখ্য সার, সকলগুণময় পূর্ণব্রহ্মকে স্মরণ করিতেছি।

(৬) শ্রীগৌরকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীজগন্নাথের ধ্যান করিয়া কানীমিশ্রের পুষ্প-বাটিকায় গমন করিলেন এবং স্থানসনে উপবিষ্ট হইয়া গোড়ীয় ভক্তগণকে ভগবান্ (৭) জননীর স্ত্রের জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। ‘তোমরা তাঁহারই নিকটে যাও, তিনি শ্রীহরিভক্তিস্বরূপিণী ও প্রেমবতী।’ (৮) ‘নিত্যানন্দকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার দুই হস্তে ধরিয়া মহাপ্রভু গদগদকণ্ঠে বলিলেন—‘তুমি গোড়দেশে যাও। (৯) তোমার এই দেহই আমার একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র (?) ইহা জানিয়া হে প্রভো! তুমি যথেষ্ট আচরণ করিতে পার! (১০) মূর্খ, নীচ, জড়, অন্ধ প্রভৃতিকে ও মহাপাতকী জনদিগকে তুমি সর্বথাই প্রেমাদিকারী করিবে।’ (১১) নিত্যানন্দ হস্তসহকারে প্রভুকে বলিলেন—‘হে প্রভো! আমি তোমার নর্তক; তুমি স্তম্ভধারক, আমি তোমার আজ্ঞাপালনই করিব।’ (১২) তাঁহার দুইজনে স্বরূপাদিগণ এবং পরমানন্দপুরী ও রামানন্দাদি সহ এইরূপে কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে (১৩) দ্রাবিড়দেশী জনৈক

দরিদ্র বুদ্ধিগান্ ব্রাহ্মণ ধনের আশায় জগন্নাথ-দর্শনে আসিয়াছেন। (১৪) জগন্নাথের নিকটে নিজ প্রয়োজন নিবেদন করিয়া তিনি প্রত্যাদেশ জ্ঞাত সাত দিন তথায় অবস্থান করিলেন। (১৫) বাহ্নিত-পুষ্টি না হওয়ায় দুঃখিতচিত্তে তিনি সমুদ্রতীরে আসিলেন এবং দৈবক্রমে সেইস্থলে সমাগত বিভীষণকে দেখিলেন। (১৬) জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন—আপনি শীঘ্রই বলুন দেখি। আমি আজ সপ্তাহ যাবৎ জগন্নাথদর্শনে আসিয়াছি।’ (১৭) ‘আমার নাম বিভীষণ’—এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। সেই মহাসৌভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত চলিলেন। (১৮) শ্রীবিভীষণ শ্রীগোবিন্দের নিকটে আসিলেন এবং শ্রীপ্রভুর চরণকমল দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (১৯) সেই ব্রাহ্মণও চমৎকার দেখিয়া প্রেমপরিব্যাপ্ত হইলেন এবং নিজের দারিদ্র্যদুঃখ শ্লাঘা করিয়া কৌতুকভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২০) বাহ্নাকল্পতরু ভগবান্ প্রভু বিভীষণকে বলিলেন—‘আপনি এই ব্রাহ্মণ-বর্ষ্যকে ধন দিয়া (২১) পূর্ণনোরথ করিবেন, বাহাতে ইনি দুঃখরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।’ তিনিও কৃতান্তনি হইয়া প্রভুর বাক্য শিরোধার্য করিলেন। (২২) প্রভুর কথা শুনিয়া সেই দ্বিজবর্ষ্য বলিলেন—‘আমাকে আর পরিত্যাগ করিবেন না। হে জগদগুরু! বাহাতে আপনার চরণপ্রাপ্তি হয়, তাহাই করিতে আজ্ঞা হয়। (২৩) হে জগন্নাথ! হে হৃষীকেশ! হে সংসারার্ণব-তারক! আপনিই পতিতপ্রেমদ কৃষ্ণ, আমাকে এক্ষণে সমুদ্রার করুন।’ (২৪) তখন তাঁহাকে করুণাসিদ্ধ গোবিন্দ বলিলেন—‘এক্ষণে আপনি নিজগৃহে গমন করুন, বিবিধ ভোগরাশি উপভোগ করিয়া পরে ত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণই সদাকাল ভজন করিবেন। (২৫) ভজনেই ভক্তিলাভ হয় এবং তাহাতে প্রেম-সম্পত্তিলাভ হইবে।’ প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে

প্রণাম করতঃ নিজগৃহে গমন করিলেন। (২৬) বিভীষণও প্রভুকে স্তুতি ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া প্রভুর চরণ-কমল ধ্যান করিতে করিতে নিজ-রমণীয় গৃহে গমন করিলেন।

ইতি রামদাসানুগ্রহ নামক একবিংশ সর্গ।

দ্বাবিংশ সর্গ।

(১) তৎপর ভক্তবর্গ-সমন্বিত শ্রীগৌরাদ স্বহাস্তবদনে পুনরায় নিত্যানন্দকে বলিলেন—(২) ‘পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা তোমার করিতে হইবে; তুমি গোড়মণ্ডলে যাও’—এই বাক্য-শ্রবণে নিত্যানন্দ-প্রভুও হাসিতে হাসিতে যাত্রা করিলেন। (৩) পানিহাট নামক রমণীয় গ্রামে শ্রীরাঘবপণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন—ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ করিলে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মহাস্বামী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বলিলেন—(৪) “রাঘব, শীঘ্রই সুবাসিত জলে আমার অভিষেক কর; চন্দনাদি ও পুষ্পাভরণাদি দ্বারা এবং (৫) স্বর্ণ রৌপ্য, প্রবালাদি মণিমুক্তাদি-নির্মিত ভূষণসমূহদ্বারা তুমি আমার অঙ্গ সজ্জিত কর। (৬) যাহাতে সচ্চিদানন্দপূর্ণ আমার প্রাণনাথ গৌরচন্দ্রের সর্বদা মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।” (৭) প্রভুর কথা-শ্রবণে রাঘব লোকগণদ্বারা শীঘ্রই স্বরধুনীর স্ফুট জল দ্বারা আনন্দভরে (৮) তাঁহাকে স্নান মজ্জনাদি পূর্বক বিবিধভূষণ ও গন্ধচন্দন-মালাদি পরিধান করাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। (৯) বেক্রপ সর্বাভরণ-ভূষিত নন্দনন্দন বিরাজমান থাকেন, তজ্জপ বলদেবও স্বয়ং গোপালরূপ-ধারণে বিভূষিত হইলেন। (১০) ব্রজের গোপালরূপী শ্রীদামাদি সখাগণও বংশী, বেণু, শিঙ্গাদি ও বিবিধ ভূষণে সজ্জিত হইলেন। (১১) কীর্ত্তন-প্রিয় শ্রীরামদাস, সুন্দরানন্দ ও গৌরীদাস প্রভৃতি মহত্তম ভক্তগণও নিত্যানন্দ-সঙ্গে সর্বদা বিহার করিতেছেন। (১২)-

এইরূপে সেই ভগবান্ নিত্যানন্দ রাম তাঁহাদের সহিত গদ্বাজলে ক্রীড়া করিতেন, ভক্তগণের গৃহে গৃহে তাণ্ডবনৃত্য করিতেন। (১৩) এইরূপে স্নখে বিহার করিতে করিতে তিনি গদাধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপীভাবে পূর্ণ গদাধরকে দেখিয়া সেই প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইলেন। (১৪) অনন্তর কৌর্তনানন্দ নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেণীতীরে উপনীত হইয়া তিনি গৌরাদ্ধণকৌর্তনে নৃত্য করিলেন, তাহাতে সকলকেই পরমানন্দময় গোপীভাব দর্শন করাইয়া ছিলেন। গৌরাদ্ধকৌর্তনানন্দপ্রদ নিত্যানন্দও সেইগ্রামে (১৬) মহা উল্লাস দান করিয়া পুরন্দরের গৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রেমরসে বিভোর হইয়া প্রভু তাঁহাকেও স্নখী করিলেন। (১৭) যে স্থানে সপ্তর্ষিগণ সকলে ভাবভরে শ্রীনারায়ণের চরণ চিন্তা করেন—যাহাকে বেদপারগ ব্যক্তিগণ মুক্তবেণীরূপে বর্ণনা করেন—(১৮) গদ্বা, যমুনা ও সরস্বতীর সর্বদা প্রবাহশীল বলিয়া যে স্থান-দর্শনার্থে বহু লোকের আনন্দ উৎসবাদি হইয়া থাকে, (১৯) মল্লযাগণ যেখানে স্নান বা স্মরণ করিলেও সর্বদুঃখবিনাশিনী হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন, (২০) নিত্যানন্দ প্রভু সেই ত্রিবেণীতীরে বণিক্গণের গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের মহানাম সংকীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২১) পূর্বে নবদ্বীপে যেরূপ সংকীর্তনানন্দ হইয়াছিল, নিত্যানন্দ-প্রসাদে সেই পরমানন্দ এক্ষণে ত্রিবেণীগ্রামে প্রকট হইল। (২২) উদ্ধারণের গৃহে তাঁহার সহিত অবস্থান করতঃ ভগদগুরু নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্ররসে মগ্ন হইয়া অনন্তর শান্তিপুরে গমন করিলেন। (২৩) মহামতি শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দের মুখচন্দ্র-দর্শনে ছহকার ধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন। (২৪) পরমানন্দে তাঁহাকে স্তব করিয়া, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিয়া স্নখে অবস্থান করিলেন। (২৫) তাঁহারও হর্ষ উৎপাদন করিয়া:

নিত্যানন্দ পরে নবদ্বীপে গমন করিলেন। গৌরাঙ্গগুণে উন্নত হইয়া তিনি জগদ্বাসিরই আনন্দদায়ক হইলেন।

ইতি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-সঙ্গোৎসব নামক দ্বাবিংশ সর্গ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

(১) শ্রীশচীমাতার দর্শনোৎসুক নিত্যানন্দ প্রথমতঃ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে প্রণত হইয়া বলিলেন—‘মা, আমি স্থখে আসিয়াছি!’ (২) শচীমাতা তাঁহার বাক্যশ্রবণে সত্ত্বর তাঁহার মস্তকে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া ‘বৎস’ বলিয়া সম্বোধনপূর্বক মুহুমূর্ছ চুষন করিলেন। (৩) শচীমাতা মধুরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—‘বৎস! তুমি আমার গৃহেই থাক, যাহাতে আমি তোমাকে সর্বদা দেখিয়া দুঃখ নাশ করিতে পাই।’ (৪) হাসিতে হাসিতে প্রভুও তাঁহাকে বলিলেন—‘মা, শুন, আমি সত্যই বলিতেছি যে আমি অল্পজ্ঞ বিশ্বস্তরের সহিত সর্বদাই তোমার সন্নিকটে বাস করিতেছি। (৫) মা, তুমি রন্ধন করিয়া যে অন্ন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-সহ দান কর, তাহারই লোভে আমি সদাকাল তোমারই কাছে অবস্থান করিব।’ (৬) এই কথা-শ্রবণে মাতা হান্ত্রবদনে উত্তম শাল্যম্ন, সূপ (রসা) ও পায়সাদি প্রস্তুত করিয়া সেই পরমাদ্বুত অন্নাদি সকল দ্রব্য (৭) নিত্যানন্দ-সম্মুখে নিবেদনপূর্বক তাঁহার মুখকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল নিত্যানন্দ প্রভুও তখন নিজ অল্পজ্ঞ বিশ্বস্তরের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। (৮) শ্রীরামকৃষ্ণ দুইভাই ভোজন করিলেন দেখিয়া শচীমাতা স্বখসাগরে মগ্ন হইলেন। নিত্যানন্দ দয়ানিধি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া (৯) জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বল দেখি, আমার কথা এক্ষণে সত্যই হইয়াছে কি না?’ মাতা বলিলেন ‘বৎস

ঈশ্বরের বাক্যসদৃশই তোমার বাক্য সত্য। (১০) তথাপি সানুজ তোমাকে সর্বদাই দেখিতে ইচ্ছা করি।' প্রভু বলিলেন—‘মা, তোমার আজ্ঞানুসারে বাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাই নিরন্তর আমার কর্তব্য।’ (১১) এইরূপে সর্বজনসুখপ্রদ নিত্যানন্দ নবদ্বীপবাসিদের পরমানন্দ বিস্তার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। (১২) সকল লোককেই কৃষ্ণচৈতন্ত্যরসে বিভাবিত করিয়া গৌরান্দকীর্তনানন্দে স্বজনগণসহ প্রভু নৃত্য করিতেন। (১৩) তিনি গন্ধচন্দনাদিতে অলুপ্ত হইয়া নীলবসন পরিধান করিতেন এবং স্বর্ণ, রোপ্য ও প্রবালাদি-নির্মিত অলঙ্কারে মণ্ডিত হইলেন। (১৪) শ্রীমুখকমল কর্ণরত্নাদিতে পূর্ণ থাকিত, লোহদণ্ড ধারণ করতঃ রূপ্যহার ও কৌস্তভদ্বারা ভূষিত হইলেন। (১৫) এক কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া শ্রীমান্ বনমালা-বিভূষিত হইয়া হস্তে বংশী ধারণপূর্বক সদাকাল গৌরান্দগুণ কীর্তন করিতেন। (১৬) আততায়ী চৌরদস্যগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিভূষণাদি দেখিয়া চুরি করিতে বিবিধ প্রয়াস করিল। (১৭) শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু কিন্তু করুণাপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গৌরান্দ-কীর্তনানন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন!! (১৮) এইরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্যের রসভাবে বিহার করিতে করিতে গোপালবালক-লীলাদি বিবিধ খেলা করিলেন। (১৯) গদাভীরে তীরে নিজভক্তগণের গৃহে গৃহে বিহার করিতে করিতে স্নেহময় প্রভু কৃষ্ণদাসের গৃহে উপনীত হইলেন। (২০) বড়গাছি-নিবাসী সেই কৃষ্ণদাস দুর্লভ প্রভুকে নিজগৃহে পাইয়া আনন্দে আকুল হইলেন এবং বস্ত্র উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২১) সেই বড়গাছি গ্রাম মহাপুণ্যতম, যেহেতু উহা নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারভূমি। (২২) অতঃপর প্রভু সেই কৃষ্ণদাসের সহিত রামদাসাদি-কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া কীর্তনানন্দে বিহার করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপে সমাগত হইলেন। (২৩) নন্দব্রজে যেক্রপ বলদেব

গোপালগণের সহিত বিহার করিতেন—এক্ষণে এই নবদ্বীপেও সেই নিত্যানন্দরাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে ত্রিভুবন-পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজমান হইলেন। (২৪) বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, বেণু গুঞ্জামালাদিতে বিভূষিত কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনামৃতবর্ষী পার্শ্বদ-গণে তিনি সর্বদা বেষ্টিত থাকিতেন। (২৫) বৃন্দারণ্যবিলাসী স্বয়ং গোপ বলদেব, সেইরূপই লোকে দেখাইয়া গৌরাদ-প্রাণবল্লভ নিত্যানন্দ এক্ষণে শ্রীনবদ্বীপে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ-বিলাস নামক ত্রয়োবিংশ সর্গ।

চতুর্বিংশ সর্গ।

(১) অনন্তর শ্রীগৌরাদ শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ কর্তৃক বেষ্টিত থাকিতেন এবং তাঁহার দেহদৈহিকাদি বাহুবলি লোপ হইল। (২) রামানন্দের সহিত কৃষ্ণমাধুর্য্যবৈভব আশ্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে করাইয়া স্বয়ং হরি বিরাজ করিলেন। (৩) তত্রত্য বন ও উপনাদি তাঁহাকে বৃন্দাবন স্মরণ করাইত, তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণাশ্বেষণ করিয়াছেন। ষমুন্যর স্মরণে (৪) তিনি সমুদ্রে পতিত হইলেন, স্বরূপাদি ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণের রূপরসাদি পঞ্চগুণে তাঁহার চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। (৫) [তেলেদা] গাভীর মধ্যে পতিত হইয়া কুর্মাৰূতি ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাসলীলা-স্মরণে প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন। (৬) গোবর্দ্ধনভ্রমে চটকপর্বতের দর্শন এবং সর্বথা গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আশ্বাদ করিয়াছেন। (৭) মথুরার স্মৃতিমাত্রই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ ভক্তিপ্রেমরসাত্মক-স্বরূপেও বিবিধ ভাববিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৮) অষ্ট-সাত্বিকভাবের যুগপৎ উদয় হইয়া শ্রীবিগ্রহ ভাবময় হইত, রামানন্দ

এবং স্বরূপ তখন রাসলীলার গানে তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতেন। (৯) রামানন্দের ভাবানুরূপ শ্লোক-পাঠ, স্বরূপের রাসলীলা কীর্তনাদি এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস বিজ্ঞা প্রভৃতি (১০) শ্রবণ-রসায়ন অদ্ভুত কাহিনী নিরন্তর আশ্বাদন করিয়া শ্রীমচৈতন্যরস-বিগ্রহ প্রভু শ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেমভরে (১১) সচ্চিদানন্দ-সাম্রাজ্য রাধাকান্ত হইয়াও সর্বদা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত থাকিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইলেন!! (১২) সর্বেশ্বরের গৌরকৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে যে যে লীলা করিয়াছেন—তৎরূপাপাত্র ব্যতিরেকে কেই বা তৎসমস্ত সম্যকরূপে বলিতে পারে? (১৩) রামানন্দ, স্বরূপ, পরমানন্দপুরী, কাশীশ্বর, বাসুদেব ও গোবিন্দাদি (১৪) এবং অগ্ৰাণ্ণ রসভিজ্ঞ কৃষ্ণসংকীৰ্তনময় ভক্তবর্গ-কর্তৃক সেই ভক্তভাব-বিভাবিত গৌরকৃষ্ণ নিরন্তর সেবিত হইতেন। (১৫) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যরসে উন্নত হইয়া তাঁহারই নামগুণাদি-কীর্তনে সদাকাল আবিষ্ট থাকিতেন। (১৬) তিনি গৌরাঙ্গগুণে গর্বিত ছিলেন। শ্রীগৌরাদেবের আজ্ঞাপালন জন্ত প্রকাশ-মূর্তিতে গোড়ে অবস্থান করিয়াও কিন্তু (১৭) সেই স্বচ্ছাময় রসজ্ঞ তাঁহারই দর্শনোৎকর্ষায় শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন—তাঁহার চেষ্টা (অভিপ্রায়) কেই বা অবগত আছে? (১৮) পুষ্পোদ্ভানে আসিয়া তিনি গৌরাঙ্গসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে একবার উঠিতেছেন, আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন—এই রূপে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। (১৯) হৃহৃদ্বার শব্দে এবং ‘জয় গৌরাঙ্গ’ ধ্বনি করিয়া পরম প্রীত মহাসুখী নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের স্তব করিলেন। (২০) তখন কৃষ্ণরাম (গৌরনিতাই) পরমেশ্বর যুগল প্রেম-ভক্তিরসাকুট হইয়া পরস্পর অভিবন্দন করিলেন। (২১) অনন্তর শ্রীশচী নন্দন ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বলিলেন—‘হে নন্দপুত্র! তুমি সর্বদা নন্দগোষ্ঠ ভক্তিই প্রদান কর। (২২) কৃষ্ণকলিঙ্গখসমুদ্ররূপ তোমার এই দেহে

আমি অলঙ্কারাদিরূপে উত্তমা নবধা ভক্তিই দেখিতেছি। (২৭) নন্দ গোকুলবাসিনের ভক্তিই সুদূর্লভ, বিশুদ্ধ ভাব-সম্পন্ন মহাজনেরাই উহার ভাবনা (স্মরণ) করেন এবং মনুগ্রগণ উহা কদাচিৎ লাভ করিয়া থাকেন। (২৬) সেই (সুদূর্লভা) ভক্তিকেও তুমি শ্রীতিভরে স্বেচ্ছায় শ্রীবাসক মূর্খাদিকে দিতেছ—তোমার গ্রাম উত্তম দাতা কি আর জগতে হয়—বল দেখি।’ (২৭) নিত্যানন্দও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘হে নাথ! দাতা, হর্তা, রক্ষিতা, প্রেমদ ও সেই সকল জীবের প্রতি করুণ তুমিই সর্বপ্রেরক। (২৮) একতঃ সপার্ষদ নিত্যানন্দ—দ্বিতীয় স্বরূপাদি পার্শদগণ-বেষ্টিত বিশ্বস্তর—এই দুইজনই সর্বদা প্রেমানন্দপূর্ণ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। (২৯) গদাধরের সহিত উক্ত দুই প্রভু নিরন্তর সেবিত হইতেছেন এবং কৃষ্ণকীর্তনে প্রেমবিহ্বল হইয়া স্বানন্দাবেশে খেলা করিতেছেন। (৩০) “যশোদানন্দন কৃষ্ণ শ্রীগোপীপ্রাণবল্লভ, শ্রীরাধারমণ রামানুজ রাসরসোৎসুক, (৩০) রোহিণীনন্দন কৃষ্ণ যজ্ঞ রাম বলদেব হরি রেবতীপ্রাণনাথ রাসকেলি-মহোৎসব” (৩১) ইত্যাদি নামাবলি ভক্তবর্গ-সমন্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দরাম নিরন্তর গান করিতেছেন—এই দুই প্রভুকে স্মরণ করিতে হয়।

ইতি ভক্তমণ্ডল-বিলাস নামক চতুর্বিংশ সর্গ।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

(১) হে দামোদর দ্বিজ! এই আমি তোমাকে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের চরিতমূত্র বলিলাম—শ্রীবাসাদি মহত্তমগণ সবিস্তারে বর্ণনা করিবেন। (২) এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাদ মহাপ্রভুরই পুনঃ পুনঃ বর্ণনা হইয়াছে। ফলাস্বাদনিমিত্ত এক্ষণে তাহার অন্তর্কম বলা হইতেছে।

প্রথম প্রকরণে—(৩) শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কারণও তাঁহার বিচেষ্টা, বহির্মুখ জনগণকে দেখিয়া নারদের অহুতাপ। (৪) নারদের বৈকুণ্ঠগমন ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাঁহার সাস্থনা-দান, সকল অবতারের কথা; শ্রীকৃষ্ণজন্ম ইত্যাদি। (৫) বাল্যলীলাদি, ব্রাহ্মণের অন্নভোজন, নিত্যানন্দ-স্বরূপ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস। (৬) জগন্নাথের পরলোকগমন, তত্রত্য পরিবারের দুঃখশোকাদির বর্ণনা, বিজ্ঞাবিলাস ও লাবণ্য, মাতার দুঃখবিমোচন; (৭) লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত শুভ বিবাহ এবং প্রভুর বঙ্গদেশ-গমনে তাঁহার নির্বাণ, অনন্তর শচীমাতার শোকনাশ; (৮) বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পরিণয়, পরমানন্দ-বৈভব, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার এবং গয়াকুত্যাদি সমাপন।

দ্বিতীয় প্রকরণে—(৯) ভাব-প্রকাশ, বরাহবেশ-ধারণ, সংকীর্ণনের শুভারম্ভ, মেঘ-দূরীকরণ, (১০) ব্রাহ্মণবালকের মুখে নামে অর্থবাদকল্পনা শুনিয়া গদ্যার পতন ও উত্থান, ভক্তবর্গের অধীন হইয়া শ্রীল অর্ঘ্যেত আচার্য্যের সহিত মেলন। (১১) ভক্তানুগ্রহ, শ্রীনিত্যানন্দের দর্শনলাভ, যড়ভুজমূর্তির দর্শনানন্দ ও বলরামভাব-প্রকটন। (১২) ভক্তিরসে সমাকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিনন্দির-মার্জন, ভক্তদত্ত-দ্রব্যাদির গ্রহণ ও মহৈশ্বর্য্য-প্রদর্শন, (১৩) নৃত্যগান বিলাসাদি, গদ্যানিমগ্জন—ব্রাহ্মণের শাপে জীবননিস্তারকারক বরলাভ; (১৪) বলরামের রসাবেশে মধুপান প্রভৃতি ও নর্তন, গোপীবেশধারণে নৃত্যগীতমাধুর্য্য বর্ণনা। সন্ন্যাসের সূচনার্য্য ন্যারি গুপ্ত প্রভৃতিকে সাস্থনা দান ইত্যাদিঃ।

তৃতীয় প্রকরণে—নবদ্বীপ ও কণ্টকনগরবাসিদের বিলাপ, (১৬) সন্ন্যাসোচিত নাম-গ্রহণ, প্রেমানন্দ-প্রকটন, রাঢ়দেশকে কৃতার্থ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নবদ্বীপে প্রেরণ। (১৭) নিত্যানন্দ

কর্তৃক সকল ভক্তের দুঃখনাশ, ভক্তবর্গ-সমন্বিত শ্রীচৈতন্যের শান্তিপূর-বিলাস। (১৮) নিত্যানন্দ-কর্তৃক প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন, শ্রীগোপীনাথের দর্শন, বরাহদেবের দর্শন ও পুণ্য স্থলে বিরজাদেবীর দর্শন। (১৯) বৈতরণীতটে যাক্ষপুরগ্রামে শ্রীশিবলিঙ্গ দর্শন, নানাভাব-প্রকাশ শ্রীভুবনেশ্বর-দর্শন, (২০) শ্রীশিবের নির্মাল্য-গ্রহণের শুভ বিধান, শ্রীমন্দিরস্থ গোপালদর্শন ও প্রভুর রোদন। (২১) মার্কণ্ডেয় সরোবরতটে শ্রীশিব-লিঙ্গদর্শন, অনন্তর শ্রীজগন্নাথদর্শনে আনন্দ-সম্পৎ। (২২) সার্বভৌমাদির সহিত পুনরায় শ্রীমুখারবিন্দ-দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদের শুভ বন্দনা ও ভোজন। (২৩) সার্বভৌমের উদ্ধার, প্রভুর দক্ষিণদেশে গমন, কূর্মনাথের দর্শন ও কূর্মবিপ্লের প্রতি অল্পগ্রহ। (২৪) বাহুদেবের উদ্ধার ও শক্তিসংকারণ, স্তূপে জিয়ড়নুসিংহদেবের চরিত্রাস্বাদন। (২৫) শুভদ ও শুভ শ্রীরামানন্দরায়-মিলন, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সহিত মিলন। (২৬) পঞ্চবটী, রঙ্গক্ষেত্র ও শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন, এবং শ্রীপ্রভুর পরমানন্দপুরীর সহিত মিলন ও তাঁহাকে পুরীতে প্রেরণ। (২৭) সেতুবন্ধে শ্রীরামেশ্বরশিবদর্শন, অনন্তর শ্রীমজ্জগন্নাথ-দর্শনের আনন্দ বর্ণনা হইয়াছে। (২৮) বৃন্দারণ্যের উপলক্ষ্যে প্রভুর গোড়দেশে শুভাগমন, বাচস্পতিগৃহে অবস্থান ও পরমাত্মত বৈভব-প্রকাশ; (২৯) দেবানন্দের উদ্দেশ্যে শ্রীভাগবত-মহিমা কীর্তন, এবং উহার বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ নির্ণয় হইয়াছে। (৩০) শ্রীনৃসিংহানন্দ কর্তৃক উত্তম জঙ্ঘাল-বর্ণনা, সেই পথে প্রভুর রামকেলি ও কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন, (৩১) পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীল অর্ধৈতমন্দিরে শুভাগমন এবং পুনরায় নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের সহিত সম্মেলন, (৩২) শ্রীভোজন-সুখ, মাতার চরণবন্দনা, তৎপরে পুরুষোত্তমে আগমন ও শ্রীগোপীনাথ-দর্শন।

ইতি গ্রন্থানুবাদ নামক পঞ্চবিংশ সর্গ।

ষড়্বিংশ সর্গ।

চতুর্থপ্রক্রমে :—(১) প্রভুর বৃন্দাবন-গমনে ভক্তবর্গের বিলাপ এবং প্রভু-কর্তৃক তাঁহাদের সাহসনা-প্রদান। (২) বনপথে গমন করিয়া পরে কাশীপুরী দর্শন, তথায় বিশ্বেশ্বর দর্শন ও তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন। (৩) প্রয়াগে মাধব-দর্শন, যমুনারতীরে তীরে আগ্রাবন (আগ্রা) রেণুকাতীর্থ ও মথুরা-দর্শন; (৪) বিপ্র কৃষ্ণদাসের সাহায্যে তত্ত্বতা ঘাট ও কৃপাদির দর্শন, বৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বন, (৫) প্রতি গ্রাম, প্রতি বন ও প্রতি কুণ্ড দর্শন, কৃষ্ণের বিবিধ নিত্যলীলা প্রকাশ, লীলালুকরণ ইত্যাদি। (৬) কৃষ্ণজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কুংসবধাদি যাবতীয় লীলার বর্ণনা শ্রবণ এবং তত্ত্বদ্রপের প্রকটন। (৭) ভাবোন্মাদ বিকার ইত্যাদির পরমাদভুত বর্ণনা—সর্বব্রজবাসির গৃহে গৃহে কৃষ্ণলীলাপ্রকাশন; (৮) পুনরায় প্রয়াগে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন, কাশীধামে শ্রীসনাতনপ্রভুর সহিত মিলন, তপনমিশ্রাদির অহুরোধে (৯) কাশীবাসি সন্ন্যাসির উদ্ধাররূপ পাপনাশন চরিত্র-বর্ণনা, গোপের তক্রপান, নবদ্বীপে শুভাগমন বর্ণিত হইয়াছে। (১০) নবদ্বীপে নিত্যবিহার, গৌরীদাস-গৃহে নিত্যাবস্থান, পুনরায় অষ্টৈতচাচ্যগৃহে গমন ও শুভদর্শন। (১১) ভক্তবর্গের রসোল্লাস, শচীমাতার চরণবন্দনা, মাধবেন্দ্রপুরীপাদের তিথি-আরাধনা, পুনরায় নীলাচলে গমন। (১২) প্রতাপরুদ্রের সমুদ্বার, রথযাত্রা-দর্শন, নরেন্দ্র-সরোবরে ভক্তমেলন ও হরিকীর্তন। (১৩) ভক্তদ্রব্য-ভোজন, অষ্টৈতপ্রভু-কর্তৃক গৌরান্দের গুণ-কীর্তন, রামদাসের প্রতি অলুগ্রহ। (১৪) নিত্যানন্দের বিহারাদি ও গৌরান্দ্রগুণকীর্তন, প্রভুর দিব্যোন্মাদাদিভাবপ্রকটন। (১৫) অনন্তর রামানন্দ-স্বরূপাদি কর্তৃক রাসলীলাকীর্তন, নিত্যানন্দের বিহারাদি-বর্ণনা ও গৌরান্দ্র-দর্শন

বর্ণনা। (১৬) শ্রীনিত্যানন্দের গুণ্ডিয়ার পুষ্পবাটীতে বিজ্ঞমানতা এবং গদাধরের সহিত ভক্তবর্গ-সমন্বিত শ্রীনিত্যানন্দ গৌরান্দদেবের সহাবস্থান লীলাদি বর্ণনা হইয়াছেন। (১৭) বৃষ্ণ ব্যক্তি এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত্র সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে সর্বদা বিশুদ্ধ প্রেমামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। (১৮) স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসাশ্রয় হইয়াছেন বলিয়া নিজের অভূত প্রেম ও নামমাধুরী আশ্বাদন করিতেছেন। (১৯) তাঁহার লীলা আশ্বাদন করিলে কি প্রেমসম্পত্তি লাভ হয় না? অতএব নির্মমসর হইয়া গৌরান্দকীর্তন শ্রবণ কর। (২০) এই গ্রন্থে চারিটি প্রকম এবং ৭৮ সর্গ আছে। প্রথম প্রকমে ১৬ সর্গ, দ্বিতীয়ে ১৮। (২১) তৃতীয়েও ১৮ এবং চতুর্থে ২৬টি সর্গ আছে। শ্লোকসংখ্যা—১৯২৭; (২২) এই শ্লোকাবলি স্মরণরূপে পরমাদরে পাঠ করিলে রসিক ব্যক্তি প্রেমপূর্ণ হইবেন এবং শ্রবণ করিলেও ভাবুক হইবেন। (২৩) শ্রীদামোদরপণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরান্দের গুণকীর্তন সব শ্রবণ করিয়া মুরারিকে প্রণামপূর্বক বলিলেন— (২৪) ‘আমি কৃতার্থ হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি, ইহাতে আর সংশয় নাই। তুমিই ধন্য এবং কৃষ্ণচৈতন্য-রস-পূরক। (২৫) শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুবর্ষাও স্মৃখে শ্রীল গৌরান্দচন্দ্রের স্মধুর লীলারত্নরাশি শ্রবণ করতঃ আনন্দে সেই মুরারিকে বলিলেন—‘তুমি সর্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের মহাভক্ত, স্মৃতরাং এই গ্রন্থরত্নও তোমাতেই প্রকটিত হইয়াছে। (২৬) এই জগতে শ্রীরামই গৌরস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি প্রেমমাধুর্য্য-বিনির্ঘ্যাসই উৎপাদন করিয়াছেন। প্রেমপূর্ণহৃদয় পরমরসিকগণ ইহার শ্রবণে পরমসুখদ শ্রীগৌরগুণকীর্তন করিতে করিতে মোক্ষকেও নিন্দা করেন। (২৭) শ্রীবাসপণ্ডিত গ্রন্থ আশ্বাদনের আনন্দে প্রেমগদগদকণ্ঠে পরমোৎসুকচিত্তে মুরারিকে

বদ্বানুবাদ—৪র্থ প্রক্ৰম, ২৬শ সর্গ।

৩৭১

বলিলেন—(২৮) ‘তুমিই চতুর্দশ ভুবনের বন্ধন মোচন করিবার নিমিত্ত
ভগবান্ হরির লীলাগ্রন্থ রচনা করিয়াছ—যাহার অবশেষে জনগণ (সংসার)
ভয় হইতে নিমুক্ত হইবে।’ (২৯) এইরূপে সকল ভক্তগণই অঙ্কুরিত গ্রন্থ-
বর্ণনা শুনিয়া মুরারিকে প্রণাম করতঃ পরস্পর তাঁহারই কথা বলিতে
লাগিলেন। (৩০) সেই মুরারিও বিধিমত তাঁহাদের চরণাবিন্দ
ধরিয়া প্রণত হইলেন এবং প্রেমে ‘জয় কৃষ্ণচৈতন্য রাম’ এই নাম বলিয়া
বলিয়া নৃত্য ও রোদন করিতে লাগিলেন। (৩১) তাঁহারা পরস্পরকে
আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরানন্দরসে পূর্ণ হইলেন। লক্ষ্মীপতি গৌর একজন
দ্বারা জগন্মন্ডলের জগৎ স্রষ্টব্যপূর্ণ এই লীলা প্রকাশিত করাইয়াছেন।

ইতি ষড়্বিংশ সর্গ।

সম্পূর্ণঃ

शुद्धिपत्रम् ।

पृष्ठायाः	पङ्क्तौ	अशुद्धः	शुद्धः
७	१५	योगेनामनसा	योगेन मनसा
१	१	स्रक्श्रुकृष्टः	स्रक्श्रुकृष्टः
८	१५	श्रीदामोदरपण्डितः	श्रीदामोदरपण्डितः
११	१२	कार्यावतारा	कार्यावतारा
१७	२७	...दधुयुक्त...	दधुयुक्त...
११	१८	तच्छा	तच्छा
१८	११	धैर्य...	धैर्य...
२०	८	ग्राह	ग्राह
२४	२१	ग्राहाचार्य	ग्राहाचार्य
२५	७	पण्डितोत्तमः	पण्डितोत्तमः
२५	२१	दार्ढ्यशूरी	दार्ढ्यशूरी
२१	२०	जगद्गुरोः	जगद्गुरोः
२८	११	सकुटुम्बः	सकुटुम्बः
७०	१०	मा	मा
७७	११	मन्	तस्मिन्
७८	१४	सभार्यो	सभार्यो
७२	१	ब्राह्मणैस्तसज्जनान्	ब्राह्मणैस्तसज्जनान्
८८	७	न	"ना"
८२	१७	जम्बुकाः	जम्बुकाः
९१	१४	मधुरा कृता...	मधुराकृतस्तात
९२	२	शैलुष	शैलुष

শুদ্ধিপত্রম্

৩৭৩

পৃষ্ঠায়াং পঙ্ক্তৌ	অঙ্কঃ	শুদ্ধিঃ	শুদ্ধিঃ
৫৫	৮	বদন্তে	বদন্তি
৬০	১০	শনকৈব্রজন্	শনকৈব্রজন্
৬৩	১	পদাযুজম্	পদাযুজম্
৭৩	২০	সচ্চিদ্বন...	সচ্চিদ্বন...
৭৬	১৬	হরিতৈমুনিভিঃ	হরিতৈমুনিভিঃ
৭৭	২৪	বারুণিদিব্য...	বারুণীদিব্য...
৮৩	৫	চন্দ্রশেখরচার্য...	চন্দ্রশেখরচার্য...
৮৩	১০	শক্তা স্ম	শক্তাঃ স্ম
৮৬	১৩	তাক্তা	তাক্তা।
৮৮	৭	বস্ত্রাভূত	বস্ত্রাভূতা
৮৯	১৫।১৮	ক্ষুটম্	ক্ষুটম্
১০২	৮	তদীয়া শক্তি	তদীয়াং শক্তিঃ
১০৮	২২	দৃষ্টা	দৃষ্টা।
১০৯	১৯	নয়াম	নয়াম
১১২	১৮	হুত্ব	হুত্ব
১২১	১১	দৃষ্টা	দৃষ্টা।
১২২	২	দৃষ্টা	দৃষ্টা।
১২৩	১	বদ্ধাঞ্জলি	বদ্ধাঞ্জলি
১২৫	২৪	তাক্তা	তাক্তা।
১২৭	২	পুরা	পুরা
১২৭	১৫	রামমুকুন্দমুখ্যো	রামমুকুন্দমুখ্যো
১৩৬	৯	গর্ব পর্বত	বৃক্ষপর্বত
১৪০	১	শ্রীদামানাম	শ্রীদামানাম

পৃষ্ঠায়াং	পঙ্ক্কে	অশুদ্ধঃ	শুদ্ধঃ
১৪৭	১৫	নিত্যলীলাভিদিব্যতি	নিত্যলীলাভিদিব্যতি
১৪৮	৩	নাতঃ	নীতঃ
১৪৯	৬	রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ
১৫১	১১	বোমাস্বর...	ব্যোমাস্বর...
১৫১	১৩	শক্তিমত	শক্তিমতী
১৫৫	৭	লোলাঠে:	লীলাঠে:
১৫৫	১১	নিবন্ধে	নিবন্ধে
১৬১	৬	পণ্ডিতাপি	পণ্ডিতশাপি
১৬৩	৭	...মত্তা	...মত্তা:
১৬৭	১১	স্বৎপ্রসাদাৎ	স্বৎপ্রসাদাৎ
১৭০	২৩	ভো	ভো:
১৭১	১৬	ভুক্তা	ভুক্তা
১৮৪	২২	আসাত্ত	আসাত্ত

ভগবৎপ্রসাদেণ
কলিকাতা, কলিকাতা
কলিকাতা-১

